

আধুনিক পালি ভাষা শিক্ষা

দ্বিতীয় খণ্ড



ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

"যো নিরুত্তিং ন জানাতি, জানাতি পিটকত্তযং
পদে পদে বিকংখেয্য, বনে অন্ধগজো বিয।"

যিনি নিরুক্তি তথা ব্যাকরণ না জানিয়া কেবল ত্রিপিটক কণ্ঠস্থ করেন, তিনি গহীন অরণ্যে অন্ধহস্তীর ন্যায় প্রতি পদে পদে সংশয়াপন্ন হইয়া বিপথগামী হন।

"সা মাগধী মূল ভাসা, যায নরা আদিকপ্পিকা
ব্রহ্মানঞ্চ অস্সুতালাপা, সম্বুদ্ধাচাপি ভাসরে।"

সেই মাগধীই মূল ভাষা তথা আদি ভাষা; যেই ভাষায় দেবগণ, নরগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং এমনকি সম্যক সম্বুদ্ধগণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলিতেন।

মুদ্রণ : ময়নামতি আর্ট প্রেস, আশুতোষ লস্কর, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৪৭৯৬



কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূলবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by BimuktiSar Bhikkhu

আধুনিক
পালি ভাষা শিক্ষা

দ্বিতীয় খণ্ড

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত ও সংকলিত

আধুনিক
পালি ভাষা শিক্ষা
দ্বিতীয় খণ্ড

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
কর্তৃক অনূদিত ও সংকলিত

প্রকাশকাল ঃ
২৫৫৪ বুদ্ধবর্ষ, ২০১১ ইংরেজী
পহেলা বৈশাখ, ১৪১৮ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
ভদন্ত সম্বোধি ভিক্ষু

মুদ্রণে ঃ
ময়নামতি আর্ট প্রেস
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ফোন: ৬১৪৭৯৬

শ্রদ্ধাদান ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র।

© গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রাপ্তিস্থান
ভদন্ত সম্বোধি ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙামাটি

উৎসর্গ-পত্র

পবিত্র পালি ভাষা শিক্ষার সময় যাঁহাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতা পাইয়াছি, আমার পরম হিতকামী অগ্রজপ্রতীম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ আনন্দমিত্র স্থবির প্রমুখ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জিনলংকার স্থবির, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ আনন্দ স্থবির, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিধুর স্থবির, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সুধর্মানন্দ স্থবির, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সত্যপাল স্থবির, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ কল্যাণমিত্র স্থবির

এবং

যাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও উৎসাহে বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত পালি ভাষাটি কথঞ্চিৎ শিক্ষা করিতে পারিয়াছি, যাঁহার আন্তরিক স্নেহাশীষ লাভে আমি কখনও বঞ্চিত হই নাই, সেই বিদ্যোৎসাহী সহপাঠী, পরম হিতকামী জ্যেষ্ঠ সহোদরোপম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বুদ্ধবংশ স্থবির, তাঁহাদের সকলের পবিত্র করকমলে অত্র গ্রন্থখানি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার্ঘ স্বরূপ উৎসর্গীত হইল।

ইতি

অকৃত্রিম কৃতজ্ঞ পূজারী

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু

মুখবন্ধ

'আধুনিক পালি ভাষা শিক্ষা' দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থটি প্রথম খণ্ডের সাথে একই সময়ে প্রকাশ করিতে পারায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। যাঁহাদের উদার আর্থিক সহযোগীতায় অত্র দ্বিতীয় খণ্ডটিও প্রকাশ করা সম্ভব হইল তাঁহাদের সকলের নাম প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখিত হইয়াছে। অত্রএব এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অত্র গ্রন্থটি *'আধুনিক পালি ভাষা শিক্ষা'* প্রথম খণ্ডের ধারাবাহিকতা মাত্র। তাই এটি তাহাদের জন্যই উপযোগী যাহারা প্রথম খণ্ডটি সম্পূর্ণতঃ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। এখানে শুরুতেই *'সন্ধি প্রকরণ'* অলোচনা করা হইয়াছে। আমি প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধেও বলিয়াছি যে, সেখানে সন্ধি-সমাসের মতো পালি ব্যাকরণের জটিলতর কোন কিছুই উল্লেখিত হয়নি। একজন ছাত্রকে শুধু কতগুলি অত্যাবশ্যকীয় শব্দরূপ, ধাতুরূপসহ ছোট ছোট বাক্যগঠন ও শব্দের প্রাথমিক প্রয়োগ শেখানো হইয়াছে মাত্র। একজন ছাত্রের পক্ষে প্রথম খণ্ডটি ভালভাবে আয়ত্ব করিবার পর অত্র গ্রন্থে আলোচিত সন্ধি, সমাস, আখ্যাত প্রকরণ, তদ্ধিত নাম ও কিতক নাম প্রভৃতি আয়ত্ব করা তেমন কঠিন কিছুই হইবে না। শুধু একাগ্রতার সহিত ক্রমিক অধ্যয়ন করিলেই যথেষ্ট। এখানে একজন ছাত্রের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুস্থানে মূল ত্রিপিটক ও ধম্মপদট্ঠকথাসহ প্রভৃতি অর্থকথা হইতে অনুশীলনীতে হুবহু উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এতে করে একজন ছাত্র ধীরে ধীরে পিটকীয় ভাষার সহিত পরিচিত হইবেন এবং অনুবাদে দক্ষতা লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রদ্ধেয় এ. পি. বুদ্ধদত্ত মহানায়ক থের মহোদয় তাহার ইংরেজী গ্রন্থে সন্ধির মূল সূত্রগুলির পালি নাম ব্যাবহার করেননি। ছাত্রদের সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া বাংলায় সংকলনের সময় আমি সেগুলি যোগ করিয়া

দিয়াছি এবং ক্ষেত্র বিশেষে সন্ধির উদাহরণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অতিরিক্ত সংযোজনে প্রয়াস পাইয়াছি। আশা করি ইহাতে ছাত্রদের উপকার হইবে।

অত্র গ্রন্থটিও যদি পালি শিক্ষার্থীদের নিকট সমাদর লাভ করে, তাহা হইলে সংকলন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। পরিশেষে নিবেদন এই– অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল বা প্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অবগত করিবেন। তাহাতে পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধনের অবকাশ পাওয়া যাইবে।

দিস্সন্তি বে যদি পমাদ ভবেহ দোসা
দোসঞ্ঞুনো তদখিলং পরিসোধযন্তু,
মা চেত্থ সত্থ বিমুখা মুখরা খলেদং
দূসেন্তু দুস্সনরতা সুপরিস্সমং মে।

দেখা যদি যায় প্রমাদ অথবা দোষ কোনখানে,
বিজ্ঞগণ তাহা সংশোধন করিবেন নিজজ্ঞানে।
আমি তো নহি শাস্তা কিংবা নহি ভ্রমের অনধীন,
চেষ্টার ত্রুটি করি নাই তবু করিতে ভ্রমহীন।
করি নাই বাগাড়ম্বর করিতে গিয়া বিশ্লেষণ,
আমার এমন কার্যে দূষিলে দূষুক দূষীগণ।

ইতি
ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু
আর্যসত্য সাধনা কেন্দ্র
সোনাইছড়ি, বেতবুনিয়া, কাউখালি
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পালি বর্ণমালার উচ্চারণ পরিচিতি	১
সন্ধি প্রকরণ	৩
১। স্বরসন্ধি	৪
২। ব্যঞ্জন সন্ধি	১৭
৩। নিগ্গহীত সন্ধি	২২
মিশ্র-সন্ধি	২৯
'মন' (মন) শব্দের রূপ	৩৩
ও-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দরূপ	৩৫
সমাস	৪০
১। কম্মধারয সমাস	৪০
২। দিগু সমাস	৪৩
৩। তপ্পুরিস সমাস	৪৭
৪। দ্বন্দ্ব সমাস	৫০
৫। অব্যয়ীভাব সমাস	৫৬
৬। বহুব্বীহি সমাস	৫৭
৭। মিশ্র সমাস	৬২
কোন কোন শব্দের পরিবর্তন	৬৩
ক্রিয়া	৭০
আখ্যাত প্রকরণ	৭১
ভুবাদিগণ ধাতু	৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চমী	৭৪
সপ্তমী	৭৫
অদ্যতনী	৮০
হ্যীয়ন্তনী	৮১
পরোক্ষা	৮২
ভ্বাদিগণ ধাতু	৮৭
রুধাদিগণ ধাতু	৮৮
দিবাদিগণ ধাতু	৯২
কিয়াদিগণ ধাতু	৯৩
চুরাদিগণ ধাতু	৯৪
উপসর্গ	৯৮
কর্মবাচ্য	১০৮
ণিজন্ত বা কারিত প্রত্যয়	১১৩
বাক্য প্রকরণ	১১৯
সমন্বয়	১২৩
তদ্ধিত প্রকরণ	১৩০
ভাব – তদ্ধিত	১৫৩
কিতক নাম	১৬২
কিত প্রত্যয়	১৬৮
অতীতকালীয় কৃদন্ত	১৬৯
কৃদন্ত নয় এমন কতগুলো কিতকনাম	১৭৬
নিপাতভুক্ত কতগুলো কিতক নাম	১৮৩
শব্দকোষ	১৯৩

* * *

আধুনিক
পালি ভাষা শিক্ষা

দ্বিতীয় খণ্ড

পালি বর্ণমালার উচ্চারণ পরিচিতি

১। পালি ভাষাতে স্বরবর্ণের সংখ্যা মোট আটটি। ইহারা উচ্চারণের সময় বিবেচনায় হ্রস্বমাত্রিক ও দীর্ঘমাত্রিক ভেদে দুইভাগে বিভক্ত।

যথা ঃ– (১) অ, ই, উ – এই তিনটি বর্ণ হ্রস্বমাত্রিক, এবং (২) আ, ঈ, ঊ, এ, ও – এই পাঁচটি বর্ণ দীর্ঘমাত্রিক।

কোন কোন সময় হ্রস্বমাত্রিক স্বরবর্ণ যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের আগে দীর্ঘমাত্রিক উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ– ং (নিগ্গহীত)। এবং ইহাও লক্ষণীয় যে, 'এ' এবং 'ও' – এই দুইটি দীর্ঘমাত্রিক স্বর যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে হ্রস্বমাত্রিক উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ– খেত্তং, মেত্তং এবং ভোত্তং ইত্যাদি।

২। পালি ভাষাতে ব্যঞ্জনবর্ণ দুইভাগে বিভক্ত। যথা ঃ– (১) বর্গ (বগ্গ) এবং (২) অবর্গ (অবগ্গ)।

(১) 'ক' হইতে 'ম' পর্যন্ত পঁচিশটি অক্ষর বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত। কারণ তাহারা পাঁচটি বর্ণের সমষ্টিতে এক একটি বর্গ তৈরী করিয়া এইভাবে পাঁচটি বর্গে বিভক্ত হইয়াছে। যথা ঃ–

ক খ গ ঘ ঙ = ক বর্গ।
চ ছ জ ঝ ঞ = চ বর্গ।
ট ঠ ড ঢ ণ = ট বর্গ।
ত থ দ ধ ন = ত বর্গ।
প ফ ব ভ ম = প বর্গ।

প্রত্যেক বর্গের পঞ্চম বর্ণকে বর্গান্ত বর্ণ বা অনুনাসিক বর্ণ বলা হয়। যথা ঃ- ঙ, ঞ, ণ, ন এবং ম।

(২) অবশিষ্ট সাতটি ব্যঞ্জনবর্ণকে অবর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। যথা ঃ- য, র, ল, ব, স, হ, ল় – এই অবর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ উপরে উল্লেখিত বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহের ন্যায় বর্গাকারে গঠিত হয়নি।

'ং' ব্যঞ্জনবর্ণটিকে নিগ্গহীত বলা হয়। ইহা সবসময় হ্রস্বমাত্রিক স্বরবর্ণের পরে সংযুক্ত হয়।

৩। পুনঃরায়, সকল স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে শব্দ গঠনের দিক থেকে এবং উচ্চারণের দিক থেকে ভাগ করা হইয়াছে। যথা ঃ–

(ক) শব্দ গঠনের দিক থেকে বিভাগ ঃ–

(১) ক, খ, গ, ঘ, ঙ এবং অ, আ – এইগুলো কণ্ঠজ বর্ণ।
(২) চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য এবং ই, ঈ – এইগুলো তালুজ বর্ণ।
(৩) ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ল় – এইগুলো মুর্ধজ বর্ণ।
(৪) ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স – এইগুলো দন্তজ বর্ণ।
(৫) প, ফ, ব, ভ, ম এবং উ, ঊ – এইগুলো ঔষ্ঠজ বর্ণ।
(৬) 'এ' এই বর্ণটি কণ্ঠ-তালুজ বর্ণ।
(৭) 'ও' এই বর্ণটি কণ্ঠ-ঔষ্ঠজ বর্ণ।
(৮) 'ৰ' এই বর্ণটি দন্ত-ঔষ্ঠজ বর্ণ।
(৯) 'ং' ইহা অনুনাসিক বর্ণ, যাহা হ্রস্বস্বরের পরেই স্থান অধিকার করিয়া থাকে। যথা ঃ– রথং, মনিং, যাগুং, প্রভৃতি।

(খ) উচ্চারণের দিক থেকে বিভাগ ঃ–

(১) বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণদ্বয়কে অঘোষ বর্ণ বলা হয়। কারণ উচ্চারণের সময় এইগুলিকে 'হ' ধ্বনিযুক্ত শ্বাসের ব্যবহার করিয়া জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে হয় না।

(২) বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণদ্বয়কে ঘোষ বর্ণ বলা হয়। কারণ এইগুলিকে 'হ' ধ্বনিযুক্ত শ্বাসের ব্যবহার করিয়া জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

* * *

সন্ধি প্রকরণ

(Euphonic Combination)

৪। যখন একই শব্দ অথবা দুই ভিন্ন শব্দের দুইটি বর্ণ একত্রে উচ্চারণের স্বার্থে মিলিত হয় তাহাকে সন্ধি বলা হয়। পালিতে সন্ধি তিন ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ– (১) স্বরসন্ধি, (২) ব্যঞ্জনসন্ধি এবং (৩) নিগ্গহীত সন্ধি।

(১) স্বরসন্ধি কাহাকে বলে ঃ

যখন কোন শব্দের শেষে স্থিত ব্যঞ্জনবর্ণে লুক্কায়িত বা প্রকাশিত স্বরবর্ণটির সাথে পাশাপাশি অন্য একটি শব্দের শুরুতে স্থিত স্বরবর্ণের মিলন হয় অথবা একই বর্ণের পাশাপাশি স্থিত দুই স্বরবর্ণের যেই মিলন হয়, তাহাকে স্বরসন্ধি বলা হয়। যেমন ঃ–

(অ + উ) অমনুস্‌স + উপদ্দবো = অমনুস্‌সুপদ্দবো।
(ও + অ) তযো + অস্‌সু = তযস্‌সু।

(২) ব্যঞ্জনসন্ধি কাহাকে বলে ঃ

যখন কোন শব্দের শেষ বর্ণটি লুক্কায়িত বা প্রকাশিত স্বরবর্ণ হয় এবং অপর একটি শব্দের শুরুতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে; তখন এই দুইয়ের মধ্যে অথবা স্বরবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের যেই মিলন হয়, তাহাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলা হয়। যেমন ঃ–

(অ + খ) রূপ + খন্ধো = রূপক্‌খন্ধো।
(উ + গ) অনু + গহো = অনুগ্গহো।

(৩) নিগ্গহীতসন্ধি কাহাকে বলে ঃ

যখন কোন শব্দের অথবা শব্দাংশের শেষে স্থিত 'ং' পরবর্তী কোন শব্দের শুরুতে স্থিত স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে মিলিত হয়, তাহাকে নিগ্গহীত সন্ধি বলা হয়। যেমন ঃ–

(ং + জ) রণং + জহো = রণঞ্জহো।
(ং + ল) সং + লহুকো = সল্লহুকো।

১। স্বরসন্ধি
(Vowel Sandhi)

৫। সরা সরে লোপং।

পরস্পর পাশাপাশি দুইটি স্বরবর্ণের মিলন হইলে, সাধারণত পূর্বস্বর লুপ্ত হয়।

উদাহরণ

(অ + অ) ৰন্দিয + অগ্গং = ৰন্দিযগ্গং।
(অ + আ) তানে'ৰ + আসনানি = তানেৰাসনানি।
(অ + উ) অমনুস্স + উপদ্দৰো = অমনুস্সুপদ্দৰো।
(আ + ই) পঞ্চঞা + ইন্দ্রিযং = পঞ্চঞিন্দ্রিযং।
(ই + ই) তীনি + ইমানি = তীনিমানি।
(ই + এ) নো হি + এতং = নোহেতং।
(ঈ + ও) ভিক্খুনী + ওৰাদো = ভিক্খুনোৰাদো।
(উ + উ) মাতু + উপট্ঠানং = মাতুপট্ঠানং।
(উ + আ) সমেতু + আযস্মা = সমেতাযস্মা।
(এ + অ) ধনং মে + অত্থি = ধনম্'ত্থি।
(এ + এ) সব্বে + এৰ = সব্বে'ৰ।
(ও + এ) অসন্তো + এত্থ = অসন্তে'ত্থ।
(ও + অ) তযো + অস্সু = তযস্সু।
(উ + আ) অভিভু + আযতনং = অভিভাযতনং।
(এ + অ) লোকে + অগ্গো = লোকগ্গো।
(অ + ই) পঞ্চ + ইন্দ্রিযং = পঞ্চিন্দ্রিযং।
(অ + ই) যস্স + ইন্দ্রিযানি = যস্সিন্দ্রিযানি।

৬। ৰা পরো অসরূপা।

পরস্পর পাশাপাশি দুইটি অসবর্ণ তথা অসদৃশ স্বরবর্ণের মধ্যে মিলন হইলে, কোন কোন সময় দ্বিতীয়টি লুপ্ত হয়।

অ + অ; অ + আ; আ + আ – এইগুলো হইতেছে সবর্ণ তথা সদৃশবর্ণ; অনুরূপভাবে ই + ই ইত্যাদি। আর অসবর্ণ তথা অসদৃশবর্ণ হইতেছে- অ + ই, উ, এ এবং ও; ই + অ, উ, এ, ও পূর্ববৎ।

উদাহরণ

(আ + ই) ছাযা + ইৰ = ছাযা'ৰ।
(ই + অ) ইতি + অপি = ইতিপি।
(উ + অ) দেৰতানু + অসি = দেৰতানু'সি।
(এ + অ) ৰন্দে + অহং = ৰন্দে'হং।
(ও + অ) সো + অহং = সো'হং।
(উ + ই) চক্খু + ইন্দ্রিযং = চকখুন্দ্রিযং।
(আ + এ) কথা + এৰকা = কথা'ৰকা।
(ও + এ) পাতো + এৰ = পাতো'ৰ।
(ও + অ) মোগ্গল্লানো + অসি = মোগ্গল্লানো'সি।
(আ + ই) সঞ্ঞা + ইতি = সঞ্ঞা'তি।
(অ + ই) যস্স + ইদানি = যস্স'দানি।
(এ + ই) অকালে + ইৰ = অকালে'ৰ।
(এ + অ) তে + অপি = তে'পি।
(ও + ই) চত্তারো + ইমে = চত্তারো'মে।
(ও + ই) ৰসলো + ইতি = ৰসলো'তি।
(অ + ই) পন + ইমে = পন'মে।

৭। ক্বচাসৰণ্নং লুত্তে।

পরস্পর পাশাপাশি দুইটি স্বরবর্ণের মিলন হইলে, কোন কোন সময় দ্বিতীয়টি অস্বরবর্ণ তথা অসদৃশবর্ণে রূপান্তরিত হয়। যেমন ঃ– অ বা আ + ই বা ঈ = এ এবং অ বা আ + উ বা ঊ = ও -তে রূপান্তরিত হয়।

উদাহরণ

(অ + ই = এ) বুদ্ধস্স + ইৰ = বুদ্ধস্সে'ৰ।
(অ + ঈ = এ) জিন + ঈরিতং = জিনেরিতং।
(অ + উ = ও) চন্দ + উদযো = চন্দোদযো।
(আ + উ = ও) যথা + উদকে = যথোদকে।
(অ + ই = এ) উপ + ইক্খতি = উপেক্খতি।
(অ + উ = ও) ন + উপেতি = নোপেতি।
(ই + ঊ = ও) উদধি + ঊমি = উদধোমি।
(অ + ই = এ) অৰ + ইচ্ছ = অৰেচ্ছ।

অনুশীলনী – ১

সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া বাংলায় অনুবাদ কর

১। "তেসং দ্বিন্নং নিৰেসনেসু বহুন্নং ভিক্খূনং *পঞ্ঞত্তা'নেৰাসনানি* হোন্তি।"

২। *"পুত্তামত্থি ধনম্মত্থি*, ইতি বালো ৰিহঞ্ঞতি।" (ধম্মপদ ৬১)

৩। "পুরা ৰেসলীৰাসীনং মহন্তো *রোগুপদ্দৰো* অহোসি।"

৪। *"সব্বে'ৰ* মযং ধম্মং সুত্বা তং সাধুকং মনসি করিস্সাম।"

৫। *"সব্বম্পিদং* অম্হাকং দেহনিস্সিতং ৰিনস্সতি।"

৬। "*নোহেতং ভন্তে'তি* ভিক্খূ ভগৰতো ৰদিংসু।"

৭। *"যদা'হং* নগরং অগমাসিং *তদে'কো* পুরিসো মম ছত্তং গণ্হি।"

৮। "দাসেনাহটানি দারূনি গহেত্বা দাসী যাগুং পচি।"

৯। "দারকা *পুপ্ফানোচিনিতুং* ৰনং গন্ত্বা *সেতানি'পি নীলানি'পি পুপ্ফানাহরিংসু*।"

১০। "*তেনহাবুসো* গণ্হথ মে পত্তচীৰরন্তি" থেরো আহ।"

১১। "থেরো নাসায তেলং আসিঞ্চন্তো *নিসিন্নকো'ৰ* আসিঞ্চিত্বা অন্তোগামং পাৰিসি।" (ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ১০)

১২। *"অনাথপিণ্ডিকো'পি ৰিসাখা'পি* মহাউপাসিকা নিৰদ্ধং দিৰসস্স দ্বে ৰারে *তথাগতস্সুপট্ঠানং* গচ্ছন্তি।"

১৩। "উগ্গণ্হিতুকামা দারকা *পাতো'ৰ* বুট্ঠায কিঞ্চি ভুঞ্জিত্বা সত্থসালং গচ্ছন্তি।"

১৪। "কুম্ভঘোসকো *কালস্সে'ৰ* বুট্ঠায রাজগহনগরে কম্মকারে পাৰোধেসি।"

১৫। "মহামহিন্দত্থেরো অঞ্ঞেহি চতূহি পব্বজিতেহি সদ্ধিং লঙ্কাদীপং আগন্ত্বা *জিনেরিতং* সদ্ধম্মং লঙ্কিকানং দেসেসি।"

প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়নি
এমন কতগুলি নতুন শব্দার্থ

অন্তোগাম = গ্রামমধ্যে, গ্রামের ভিতর (ন)

অহোসি = হইয়াছিল (ক্রি)

আবুসো = আবুসো, বন্ধু (নি); (সম্বোধনার্থে)

আসিঞ্চন্ত = সিঞ্চন করিতে

করিতে, ঢালিতে ঢালিতে (বর্ত-কৃ)
আসিঞ্চিত্বা = ঢালিয়া, সিঞ্চন করিয়া (অস-ক্রি)
আহ = বলিলেন (ক্রি)
ইতি = এইরূপ (নি)
উগ্গণ্হিতুকাম* = শিক্ষাকামী, শিশিক্ষু (বিণ)
উপট্ঠান = সেবা, পরিচর্যা (ন)
কালস্সে'ৰ** = সকালে, ভোরে, প্রাতে (নি)
কিঞ্চি = কিঞ্চিৎ, সামান্য (নি)
কুম্ভঘোসক = কুম্ভঘোষক একজন ব্যক্তির নাম (পুং)
তথাগত = তথাগত, বুদ্ধ (পুং)
তেল = তৈল (ন)
থের = স্থবির, জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু (পুং)
দেহনিস্সিত = দেহসংশ্লিষ্ট, দেহাশ্রিত (বিণ)
দ্বে ৰারে = দুইবার (ততিয়া-বহু)
নিৰদ্ধং = সদা-সর্বদা, সবসময়, প্রতিনিয়ত (ক্রি-বিণ)
নিৰেসন = নিবাস, গৃহ, কুটির (ন)
পঞ্ঞত্ত = প্রজ্ঞাপ্ত, প্রস্তুতকৃত (অ-কৃ)
পত্ত-চীবর = পাত্র এবং চীবর (ন)
পাৰোধেতি = জাগ্রত করা, জাগাইয়া তোলা (ক্রি)
পৰ্ব্বজিত = প্রব্রজিত, ভিক্ষু (পুং)
বাল = মূঢ়, মূর্খ (বিণ)
ভন্তে = ভন্তে, প্রভু (সম্বোধনার্থে)
রোগুপদ্দৰ = নানাবিধ রোগের উপদ্রব (পুং)
লঙ্কিক = শ্রীলংকাবাসী, শ্রীলংকায় জন্মগ্রহণকারী (বিণ)
ৰিনস্সতি = বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া, ধ্বংস হওয়া (ক্রি)
ৰিহঞ্ঞতি = দুঃখকে আলিঙ্গন করা, দুঃখ প্রাপ্ত হওয়া (ক্রি)
ৰুট্ঠায = উত্থিত হইয়া, জাগ্রত হইয়া, উঠিয়া (অস-ক্রি)
ৰেসালিৰাসী = বৈশালীবাসী (পুং)
সত্থসালা = বিদ্যালয়, পাঠশালা (স্ত্রী)

যথাসম্ভব সন্ধিবদ্ধ করিয়া পালিতে অনুবাদ কর

১। "যখন আমি গ্রামে গিয়াছিলাম, তখন আমার এক বন্ধু আমাকে একটি পুস্তক দিয়াছিলেন।"

* যখন 'কাম' শব্দের সাথে তুং প্রত্যয়ান্ত শব্দ যুক্ত হয়, তখন অনুনাসিক বর্ণ 'ং' লুপ্ত হয়।

** সাধারণত 'কালস্স' শব্দের অর্থ সময় বুঝানো হইয়া থাকে।

২। "সকল প্রাণী জীবনান্তে দেহত্যাগ করতঃ অন্তর্হিত হইয়া থাকে।"

৩। "বালিকারা নীল এবং লাল ফুলসমূহ আনয়ন করতঃ তাহাদের মাতাপিতাদিগকে দিয়াছিল।"

৪। "পিতা কর্তৃক আহরিত দশটি ফল মাতা কর্তৃক পুত্র এবং কন্যাদিগের মধ্যে বিভাজিত হইয়াছিল।"

৫। "জেতবন আরামে ভিক্ষুদিগের জন্য অনেক আবাস প্রজ্ঞাপিত ছিল।"

৬। "পূর্বে শ্রীলংকাবাসীদের মধ্যে মহারোগুপদ্রব ছিল।"

৭। "সারিপুত্র স্থবির ভিক্ষুদিগের এইরূপ বলিলেন ঃ 'আবুসো! এইরূপ নহে।"

৮। "মহাস্থবির গ্রামবাসীদিগের এইরূপ বলিলেন ঃ 'আমরা আগামীকাল শ্রাবস্তীতে গমন করিব।"

৯। "প্রব্রজিতগণ সকালে উঠিয়া চৈত্যাঙ্গন সমার্জন করিতে আরম্ভ করেন।"

১০। "শ্রীলংকায় বট্টগামিনী অভয় রাজত্বকালে বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্ম সর্বপ্রথম পুস্তক আকারে লিখিত হইয়াছিল।"

১১। "আমি অসুস্থ হইয়া চিকিৎসক হইতে বিশদিনের জন্য ঔষধ গ্রহণ করতঃ সেবন করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলাম।"

১২। "তথাগত বুদ্ধ বিহারে আগত সকল মানুষদিগকে ধর্ম দেশনা করিয়াছিলেন।"

১৩। "অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী এবং মহাউপাসিকা বিশাখা শ্রাবস্তীর নিকটে দুইটি বিহার নির্মাণ করাইয়া তথাগত বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন।"

১৪। "তিনি (বুদ্ধ) এই দুই পরিবার হইতে সেবা-সৎকার লাভ করিয়া এই দুই মহাবিহারে ২৬ বর্ষা অবস্থান করিয়াছিলেন।"

১৫। "বিশাখার শ্বশুড় মিগার শ্রেষ্ঠী, বিশাখাকে তাঁহার মাতার স্থানে রাখিয়াছিলেন; তাই তিনি 'মিগার মাতা' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত অনুশীলনীতে ব্যবহৃত নতুন শব্দার্থ

অন্তর্হিত হওয়া = অন্তরধাযতি, বিনস্সতি (ক্রি)

অবস্থান করিয়াছিলেন = অতিক্কামেসি (ক্রি)

অসুস্থ = রোগী (বিণ)
ত্যাগ করতঃ = বিজহিত্বা (অস-ক্রি)
পুস্তক = পোত্থক (পুং)
পঞ্জাপিত = পঞ্ঞত্ত* (অ-কৃ)
পকালে = পাতো'ব (নি)
প্রাণী = সত্ত, পাণী (ন)
বর্ষা = বস্সান (পুং)
বিভাজিত = ভাজিত (অ-কৃ)
মধ্যে = অন্তরে (অধি.)
রাজত্বকাল = রজ্জকাল (পুং)
উপাসিকা = উপাসিকা (স্ত্রী)
গ্রামবাসী = গামবাসী (পুং)
চৈত্যাঙ্গন = চেতিযঙ্গন (ন)
জীবন = জীবিত (ন)
দুর্ভাগ্য = বিপত্তি (স্ত্রী)
নির্মাণ করাইয়া = কারেত্বা (অস-ক্রি)
রোগমুক্ত = রোগমুত্ত (পুং)
লাভ করিয়া = লভিত্বা (অস-ক্রি)
শ্রেষ্ঠী = সেট্ঠী, ভণ্ডাগারিক (পুং)
সর্বপ্রথম = সব্বপঠমং (ক্রি-বিণ)
সমার্জন করা = সম্মজ্জতি (ক্রি)
সেবা-সৎকার = সক্কার (পুং); উপট্ঠান (ন)
হইয়া = হুত্বা (অস-ক্রি)
হইয়াছিলাম = অভবিং (ক্রি)
পরিচিত হইয়াছিলেন = পাকটো অহোসি।

৮। দীঘং।

পরস্পর পাশাপাশি দুইটি স্বরবর্ণের মধ্যে প্রথমোক্ত স্বরবর্ণটি লুপ্ত হইলে, দ্বিতীয়টি কোন কোন সময় দীর্ঘমাত্রিক হয়।

(অ + অ = আ) তত্র + অযং = তত্রাযং।
(আ + অ = আ) তদা + অহং = তদাহং।
(ই + ই = ঈ) যানি + ইধ = যানীধ।
(ঈ + ই = ঈ) কিকী + ইব = কিকী'ব।
(উ + উ = ঊ) বহু + উপকারো = বহূপকারো।
(ই + অ = আ) ইদানি + অহং = ইদানা'হং।
(এ + অ = আ) সচে + অযং = সচাযং।

* এই শব্দটি শুধুমাত্র শয্যাসন সংশ্লিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'পঞ্ঞত্ত' এর অপর অর্থ হইতেছে– সজ্জিত, বিন্যস্ত ইত্যাদি।

(আ + উ = ঊ) তথা + উপমং = তথূপমং।
(ও + অ = আ) অপ্পস্সুতো + অযং = অপ্পস্সুতাযং।
(উ + উ = ঊ) মধু + উদকং = মধূদকং।
(অ + ই = ঈ) ইতর + ইতর = ইতরীতর।
(আ + ই = ঈ) সদ্ধা + ইধ = সদ্ধী'ধ।
(ই + উ = ঊ) ৰি + উপসমো = ৰূপসমো।
(অ + উ = ঊ) কম্ম + উপনিস্সযো = কম্মূপনিস্সযো।

৯। পুৰ্ব্বো চ।

পরস্পর পাশাপাশি দুইটি স্বরবর্ণের মধ্যে দ্বিতীয়টি লুপ্ত হইলে, কোন কোন সময় প্রথমোক্ত স্বরবর্ণটি দীর্ঘমাত্রিক হয়।

(অ + ই = আ) দেৰ + ইতি = দেৰা'তি।
(উ + ই = ঊ) ৰিজ্জু + ইৰ = ৰিজ্জূ'ৰ।
(ই + অ = ঈ) ৰি + অতিনামেতি = ৰীতিনামেতি।
(উ + ই = ঊ) সাধু + ইতি = সাধূ'তি।
(উ + ই = ধ) কিংসু + ইধ = কিংসূ'ধ।
(অ + ই = আ) লোকস্স + ইতি = লোকস্সা'তি।
(ই + অ = ঈ) সংঘটি + অপি = সংঘটী'পি।
(উ + অ = ঊ) হেতু + অপি = হতূ'পি।

১০। যামে দন্তস্সাদেসো।

'ই', 'ঈ' এবং 'এ' এই তিনটি বর্ণ অসবর্ণ তথা অসদৃশবর্ণের পূর্বে থাকিলে, কোন কোন সময় 'য' -তে অর্থাৎ য-কারে রূপান্তরিত হয়। তখন কিছু স্থানে দ্বিতীয়টি দীর্ঘমাত্রিক হয়।

(ই + অ = য) অগ্গি + অগারো = অগ্ন্যাগারো।
(ই + অ = য) সোত্থি + অত্থু = সোত্থ্যত্থু।
(এ + অ = য) পুত্তো তে + অহং = পুত্তো ত্যাহং।
(এ + অ = য) মে + অযং = ম্যাযং।
(ঈ + অ = য) দাসী + অহোসিং = দাস্যাহোসিং।
(ঈ + অ = য) সত্তমী + অত্থে = সত্তম্যত্থে।

(এ + অ = য) তে + অজ্জ = ত্যাজ্জ।
(এ + অ = য) পব্বতে + অহং = পব্বত্যাহং।

১১। ৰমো দুদন্তানং।

পরস্পর পাশাপাশি দুইটি স্বরবর্ণের মধ্যে প্রথমে স্থিত 'ও' বা 'উ' স্বরবর্ণটি 'ব' -তে রূপান্তরিত হয়। কোন কোন সময় দ্বিতীয়টি তখন দীর্ঘমাত্রিক হয়।

(ও + অ = ৰ + আ) সো + অহং = স্বাহং।
(উ + এ = ৰ + এ) অনু + এতি = অন্বেতি।
(ও + অ = ৰ + অ) অথ খো + অস্‌স = অথখ্বস্‌স।
(উ + অ = ৰ + অ) অনু + অদ্ধমাসং = অন্বদ্ধমাসং।
(উ + অ = ৰ + আ) সু + অক্‌খাতো = স্বাক্‌খাতো।
(উ + এ = ৰ + এ) ন তু + এৰ = ন ত্বেৰ।
(ও + অ = ৰ + অ) যাবতকো + অস্‌স = যাবতকস্‌স।
(উ + আ = ৰ + আ) সু + আগতং = স্বাগতং।
(ও + অ = ৰ + আ) যো + অযং = য়াযং।
(ও + অ = ৰ + অ) কো + অত্থো = ক্বত্থো।
(ও + অ = ৰ + অ) খো + অজ্জ = খ্বজ্জ।
(উ + আ = ৰ + আ) সু + আকারো = স্বাকারো।
(উ + আ = ৰ + আ) বহু + আবাধো = বহ্বাবাধো।
(উ + অ = ৰ + আ) পাতু + অকাসি = পাত্বাকাসি।

১২। যৰমদনতরলা চাগমা।

পরস্পর পাশাপাশি দুইটি স্বরবর্ণের মধ্যে কোন কোন সময় য, ৰ, ম, দ, ন, ত, র, ল – এই ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহের আগম হয়।

'য' আগমে ঃ ন + ইদং = নযিদং।
বুদ্ধি + এৰ = বুদ্ধিযেৰ।
তং + ইদং = তযিদং।

'ৰ' আগমে ঃ তি + অঙ্গুলং = তিৰঙ্গুলং।
প + উচ্চতি = পৰুচ্চতি।
তি + অঙ্গিকং = তিৰঙ্গিকং।

'ম' আগমে ঃ ইধ + ইজ্ঝতি = ইধমিজ্ঝতি।
লহু + এস্‌সতি = লহুমেস্‌সতি।
ইধ + আহু = ইধমাহু।

'দ' আগমে ঃ অত্ত + অত্থো = অত্তদত্থো।
তাৰ + এৰ = তাৰদেৰ।
যাৰ + এৰ = যাৰদেৰ।

'ন' আগমে ঃ ইতো + আযতি = ইতোনাযতি।
চিরং + আযতি = চিরন্নাযতি।

'ত' আগমে ঃ তস্মা + ইহ = তস্মাতিহ।
অজ্জ + অগ্গে = অজ্জতগ্‌গে।
যস্মা + ইহ = যস্মাতিহ।

'র' আগমে ঃ দু + অক্খাতো = দুরক্খাতো।
পাতু + অহোসি = পাতুরহোসি।
নি + উত্তরো = নিরুত্তরো।

'ল্‌' আগমে ঃ ছ + অভিঞ্ঞা = ছল্‌ভিঞ্ঞা।
ছ + অংসো = ছল্‌ংসো।

অনুশীলনী – ২

সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া বাংলায় অনুবাদ কর

১। "*সচা'যং* কুমারো অগারং অজ্ঝাৰসতি রাজা ভৰিস্‌সতি চক্কৰত্তী।"

২। "সম্ম, *ইদানা'হং* ৰিহারং গন্ত্বা থেরং তযা কত-পণ্ণসালাযং নিসিন্নকং দিস্বা *আগতো'ম্হি*।" (ধম্মপদট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, ১৯)

৩। "*স্বাহং* অব্বূলূহ-*সল্লো'স্মি,*
সীতিভূতো'ম্হি নিব্বুতো।" (ধম্মপদট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, ৩০)

৪। "*কো'সি* ত্বং, *ভন্তে'তি? থেরস্‌স ভাগিনেয্যো'ম্হী'তি*।"
(ধম্মপদট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, ১৪)

৫। "যথা হি মূলে অনুপদ্দৰে দলূহে
ছিন্নো'পি রুক্খো *পুনরে'ৰ* রূহতি,
এৰম্পি তণ্‌হানুসযে অনূহতে
নিব্বত্তী দুক্খং ইদং পুনপ্পুনং।" (ধম্মপদ, শ্লোক ৩৩৮)

৬। (১) "*কিংসূ'ধ* ৰিত্তং পুরিসস্স সেট্ঠং?
কিংসু সুচিণ্ণো সুখমাৰহাতি?"
(২) "*সদ্ধী'ধ* ৰিত্তং পুরিসস্স সেট্ঠং।
ধম্মো সুচিণ্ণো সুখমাৰহাতি।" (সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, ৪২)

৭। "*তস্মাতিহ*, ভিক্খৰে, এৰং সিক্খিতব্বং পঞ্ঞাৰুদ্ধিযা *ৰড্ঢিস্সামা'তি*।" (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, ১৫)

৮। "*তযো'মে* ভিক্খৰে, গিলানা সংৰিজ্জমানা লোকস্মিং . . . *তযো'মে* গিলানূপমা পুগ্গলা।" (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, ১২০)

৯। "অণ্ডং রক্খন্তী *কিকী'ৰ*, ৰালধিং রক্খন্তো *চমরী'ৰ*, *তুম্হে'পি* সাধুকং অত্তনো সীলং রক্খথ।"

১০। "ততো নং সুখমন্বেতি *ছাযা'ৰ* অনপাযিনী।" (ধম্মপদ, ২)

১১। "*যাৰতকৃস্স* কাযো, *তাৰতকৃস্স* ৰ্যামো।"
(দীঘ নিকায়, ৩য় খণ্ড, ১৪৪)

১২। "*নযিদং* নচ্চং ৰা গীতং ৰা তাল্ং ৰা সুসমাহিতং।"
(ধম্মপদট্ঠকথা, ৪র্থ খণ্ড, ৬৭)

নতুন শব্দার্থ

অগার = আবাস, গৃহ (ন)
অজ্ঝাৰসতি = বসবাস করা (ক্রি)
অনপাযিনী = অত্যাজ্য, অবিচ্ছিন্ন (স্ত্রী)
অসি = (তুমি) হও (ক্রি)
অনুপদ্দৰ = অনুপদ্রব, উপদ্রবমুক্ত (বিণ)
অনুসয = অনুশয় (পুং)
অনূহত = অনুৎপাটিত, সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়নি এমন (অ-কৃ)
অন্বেতি = অনুসরণ করা (ক্রি)
অব্বূল্হ = অপসৃত বা উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এমন (অ-কৃ)
অম্হি = (আমি) হই (ক্রি)
অস্মি = (আমি) হই (ক্রি)
আৰহাতি = আহরণ করা, আনয়ন করা (ক্রি)
কিকী = এক জাতীয় নীল পাখী বিশেষ (স্ত্রী)
কিংসু = প্রশ্নবোধক অব্যয় (নি)
গিলান = রোগী (বিণ)
গিলানূপম = রোগী সদৃশ (বিণ)
গীত = গান, সংগীত (ন)
চক্কৰত্তী = চক্রবর্তী, বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাট (পুং)
চমরী = হিমালয়ের একজাতীয়

গাই গরু বিশেষ (পুং)
তণ্হা = তৃষ্ণা, আসক্তি (স্ত্রী)
তস্মা = তদ্ধেতু, অতএব (নি)
তাল = বাদ্য-বাজনা (পুং)
তাৰতক = তাবৎ, ততটুকু (বিণ)
দলূহ = দৃঢ়, শক্ত (বিণ)
নচ্চ = নাচ, নৃত্য (নি)
নিব্বুত = প্রশমিত, নিবৃত (অ-কৃ)
নিসিন্নক = উপবিষ্ট (বিণ)
পণ্ণসালা = পর্ণশালা, কুটির (স্ত্রী)
পুগ্গল = পুদ্গল, ব্যক্তি (পুং)
পুনপ্পুনং = পুনঃপুন (ক্রি-বিণ)
ভাগিনেয্য = ভাগিনেয় (পুং)
যাৰতক = যাবৎ, ততটুকু বিণ)
রক্খন্তী = রক্ষা, পালন (স্ত্রী)
রাজ = রাজা (পুং)
রূহতি = জন্মানো, বৃদ্ধি পাওয়া, অঙ্কুরিত হওয়া (ক্রি)
ৰড্ঢতি = বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া (ক্রি)
ৰালধি = লেজ (পুং)
ৰিত্ত = বিত্ত, ধন, সম্পত্তি (ন)
বুদ্ধি = বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি (স্ত্রী)
ৰ্যাম = ব্যাম, দুইবাহু দুইদিকে প্রসারিত করিলে যেই বিস্তার হয়, তাহার মাপ (পুং)
সদ্ধা = শ্রদ্ধা, বিশ্বাস (স্ত্রী)
সম্ম = বন্ধু (সম্বোধনার্থে)
সংৰিজ্জমান = বিদ্যমান (বিণ)
সিক্খিতব্ব = শিক্ষা করা উচিত (ভবি-কৃ)
সীতিভূত = শীতলীভূত, শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত (অ-কৃ)
সুচিণ্ণ = উত্তমরূপে অনুশীলিত বা আচরিত (অ-কৃ)
সুসমাহিত = উত্তমরূপে সম্পাদিত (অ-কৃ)
সেট্ঠ = শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, উত্তম (বিণ)

যথাসম্ভব সন্ধিবদ্ধ করিয়া পালিতে অনুবাদ কর

১। "এখানে যে সকল প্রাণী সমাগত হইয়াছে সকলেই এই বাক্যে আনন্দিত হউন।"

২। "হে ভিক্ষুগণ! তিনটি কারণে পাপ হয়।"

৩। "গাছের মূল ছেদন করা হইলে যেমন ভূমিতে পতিত হয়, অনুরূপভাবে পৃথিবীতে সকল প্রাণী মৃত্যু দ্বারা মরণে পতিত হয়।"

৪। "আমি তোমার কথা মান্য করিব না; যেহেতু আমি একজন পুরুষ। কিন্তু আমার মাতার কথা মান্য করিব।"

৫। "এই রাজকুমার যদি সংসার ত্যাগ করেন; ভবিষ্যতে তিনি সর্বজ্ঞ হইবেন।"

৬। "এখন আমি আমার পুত্রের সাথে বিহারে গিয়া সূত্র শ্রবণ করতঃ প্রত্যাবর্তন করিব।"

৭। "হে মানবক! তুমি এমন জিনিস ইচ্ছা করিতেছ, যাহা লাভ করা অসম্ভব। তুমি একজন মূর্খ।"

৮। 'এখানে ভিক্ষুদিগের অরণ্য আবাস আছে কিনা' ভিক্ষুদিগের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলে, উপাসক বলিলেন ঃ 'হ্যাঁ, ভদন্ত আছে'।

৯। 'হ্যাঁ, প্রভু!' বলিয়া মন্ত্রী রাজার বাক্য প্রতিগ্রহণ পূর্বক রাজপ্রাসাদ হইতে প্রস্থান করিলেন।

১০। "শ্রেষ্ঠী আনন্দ, প্রতি একপক্ষকালে তাঁহার জ্ঞাতীদিগকে সমাগত করাইয়া তাঁহাদের সম্মুখে তাঁহার পুত্রকে অনুশাসন করিতেন।"

১১। "একচক্ষুসম্পন্ন মানুষ যেমন অতিসতর্কতার সাথে তাহার অপর চক্ষুটি রক্ষা করিয়া থাকে; তেমনি তোমরা নিজেদের শীল উত্তমরূপে রক্ষা কর।"

১২। "জনৈক দেবতা যথায় বুদ্ধ তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্বক একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।"

নতুন শব্দার্থ

অতিসতর্ক = অধিকতরুস্সাহ (পুং)
অনুশাসন করা = অনুসাসতি (ক্রি)
অনুরূপভাবে = এৱরূপং, এৱমেৱ
অভিবাদন করা = অভিৱাদেতি (ক্রি)
অভিমুখ = অভিমুখ (পুং)
অরণ্য আবাস = অরঞ্ঞৱিহার (পুং)
আনন্দিত = সুমন, তুট্ঠ (বিণ)
ইচ্ছা করা = ইচ্ছতি (ক্রি)
উপাসক = উপাসক (পুং)
একচক্ষুসম্পন্ন = একক্খিক (বিণ)
কথিত = কথিত (অ-কৃ)
কারণ = হেতু (পুং), মূল (ন)
কিন্তু = তথা'পি (নি)
গাছের মূল = রুক্খস্স মূল (ন)
জিনিস = ভণ্ড (ন)
জিজ্ঞাসা করা = পুচ্ছতি (ক্রি)
জিজ্ঞাসিত = পুট্ঠ, পুচ্ছিত (অ-কৃ)
জ্ঞাতী = ঞাতী (পুং)
পতিত হওয়া = পততি (ক্রি)
প্রতিগ্রহণ করা = পতিগণ্হাতি (ক্রি)
প্রতি একপক্ষকাল = অন্বদ্ধমাসং

(ক্রি-বিণ)
প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন = পচ্চস্সোসি, পচ্চুত্তরং অদাসি (ক্রি)
প্রব্রজিত হওয়া = (অনগারিযং) পব্বজতি (ক্রি)
প্রশ্ন = পঞ্হ (তি)
প্রস্থান করা = অপগচ্ছতি (ক্রি)
ভাষিত = ভাসিত (অ-কৃ)
মানবক = মানৰক (পুং)
মানুষ = জন, মনুস্স (পুং)
যাহা লাভ করা অসম্ভব = অলভনেয্য (ভবি-কৃ)
রক্ষা করা = রক্খতি (ক্রি)
রাজকুমার = রাজকুমার (পুং)
রাজপ্রাসাদ = রাজভৰন (ন)
শ্রবণ = সৰণ (ন)
সমবেত করানো = সন্নিপাতেতি (ক্রি)
সমাগত = সমাগত, সন্নিপতিত (অ-কৃ)
সম্মুখ = অভিমুখ (ন)
সর্বজ্ঞ = সব্বঞ্ঞূ (বিণ)

পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে সন্ধি বিচ্ছেদ কর

পঞ্চিন্দ্রিযানি
সত্তুত্তমো
সুরিযোদযো
ধম্মানুস্সতি
তত্রা'হং
যানিমানি
তাৰদেৰ
চত্তারো'মে
তাতা'তি
সদ্ধী'ধ
মিগীৰ
হন্দাহং
ততোহং
হতচক্খুস্মি
নেৰ তাৰাহং
সম্মদক্খাতো য়াহং

পূর্বোক্ত সূত্রানুসারে সন্ধিবদ্ধ কর

তথ + অহং
অজ্জ + এৰ
ৰসলো + ইতি
তথা + এৰ
তস্স + উপরি
তদা + অপি
অৰিজ্জ + ওঘো
ৰুত্তি + অস্স

দু + অঙ্গুলং অথ খো + এতং
তানি + অহং ন + উদেতি
মূলূহো + অসি

২। ব্যঞ্জন সন্ধি
(Consonant Sandhi)

১৩। পরদ্বেভাৰো ঠানে।

সাধারণতঃ পূর্বস্বর স্বরবর্ণ এবং পরস্বর ব্যঞ্জনবর্ণ হইলে দ্বিত্ব হইয়া থাকে। ঘোষবর্ণ অঘোষবর্ণ দ্বারা দ্বিত্ব হয় এবং অঘোষ বর্ণ অঘোষবর্ণ দ্বারা দ্বিত্ব হইয়া থাকে। যেমন ঃ–

(অ + ক্খ) রূপ + খন্ধো = রূপক্খন্ধো।
(উ + ক্ক) দু + করং = দুক্করং।
(উ + গ) অনু + গহো = অনুগ্গহো।
(ই + চ) পরি + চজতি = পরিচ্চজতি।
(অ + ছ) সেত + ছত্তং = সেতচ্ছত্তং।
(অ + ঠ) তত্র + ঠিতো = তত্রট্ঠিতো।
(অ + ঝ) পঠম + ঝানং = পঠমজ্ঝানং।
(ই + ঞ) ৰি + ঞাণং = ৰিঞ্ঞাণং।
(অ + দ) উপ + দৰো = উপদ্দৰো।
(ই + ধ) নি + ধনো = নিদ্ধনো।
(উ + প) সু + পতিট্ঠিতো = সুপ্পতিট্ঠিতো।
(ই + ফ) নি + ফলং = নিপ্ফলং।
(উ + ভ) দু + ভিক্খং = দুব্ভিক্খং।
(ই + ম) নি + মলো = নিম্মলো।
(অ + স) অপ্প + সুতো = অপ্পস্সুতো।
(উ + ক) অনু + কমো = অনুক্কমো।
(অ + ব) প + বজ্জং = পব্বজ্জং।

১৪। রস্‌সং।

দ্বিত্বকৃত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে দীর্ঘমাত্রিক স্বরবর্ণটি প্রায় সময় হ্রস্বমাত্রিক হয়। যেমন ঃ–

(আ + ক) পরা + কমো = পরক্কমো।
(আ + খ) আ + খাতো = অক্‌খাতো।
(আ + খ) তণ্‌হা + খযো = তণ্‌হক্‌খযো।
(আ + ফ) মহা + ফলং = মহপ্‌ফলং।
(আ + স) আ + সাদো = অস্‌সাদো।

উপরোক্ত প্রণালী হইতে ব্যতিক্রম

(আ + খ) ৰেদনা + খন্ধো = ৰেদনাক্‌খন্ধো।
(আ + ক) যথা + কমং = যথাক্কমং।
(আ + খ) পঞ্চঞা + খন্ধো = পঞ্চঞাক্‌খন্ধো।
(আ + ছ) আ + ছাদেতি = আচ্ছাদেতি।

১৫। সরা ব্যঞ্জনে দীঘং।

স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সন্ধিস্থলে পূর্বস্থিত স্বরবর্ণটি ছন্দগত কারণে কোন কোন সময় দীর্ঘমাত্রিক এবং কোন কোন সময় হ্রস্বমাত্রিক হয়। যেমন ঃ–

দীর্ঘমাত্রিক

(ই + প) খন্তি + পরমং = খন্তী পরমং।
(ই + স) জাযতি + সোকো = জাযতী সোকো।
(ই + ব) মঞ্চঞতি + বালো = মঞ্চঞতী বালো।
(ই + দ) নিব্বত্তি + দুক্‌খং = নিব্বত্তী দুক্‌খং।

হ্রস্বমাত্রিক

(ঈ + ন) ভোৰাদী + নাম সো হোতি = ভোৰাদি নাম সো হোতি।

(আ + হ) যিট্‌ঠং ৰা + হুতং ৰা + লোকে = যিট্‌ঠং ৰ হুতং ৰ লোকে।

(আ + স) বুদ্ধে যদি ৰা + সাৰকে = বুদ্ধে যদি ৰ সাৰকে।

১৬। লোপঞ্চ তত্রাকারো।

ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বস্থিত স্বরবর্ণ 'ও' অর্থাৎ 'সো' এবং 'এসো' কোন কোন সময় 'অ' অর্থাৎ 'স' এবং 'এস' -তে রূপান্তরিত হয়। যেমন ঃ–

(ও + ধ = অ + ধ)	এসো + ধম্মো = এস ধম্মো।
(ও + ম = অ + ম)	সো + মুনি = স মুনি।
(ও + স = অ + স)	সো + সীলৰা = স সীলৰা।
(ও + প = অ + প)	এসো + পুত্তো = এস পুত্তো।
(ও + ই = অ)	এসো + ইদানি = এস'দানি।

অনুশীলনী – ৩

সন্ধি নির্ণয় করিয়া বাংলায় অনুবাদ কর

১। "মনুস্সা *আয়ুক্খযেন কম্মক্খযেন পুঞ্ঞক্খযেন* চ মরন্তি।"

২। "সুমেধ-তাপসো *পঠমজ্ঝানং দুতিযজ্ঝানং* নিব্বত্তেসি।"

৩। "*নিম্মলস্স* সীলস্স পালনং *মহপ্ফলং মহানিসংসং* হোতি।"

৪। "পেমতো *জাযতী সোকো; পেমতো জাযতী ভযং*
পেমতো *বিপ্পমুত্তস্স* নত্থি সোকো, কুতো ভযং?"

(ধম্মপদ, শ্লোক ২১৩)

৫। "ভগৰতা *তণ্হক্খযায* ধম্মো দেসিতো হোতি।"

৬। "*উপক্কিলিট্ঠস্স* ৰিসাখে, কাযস্স উপক্কমেন পরিযোদপন হোতি।" (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, ২০৮)

৭। "যো চ তুলং ৰ পগ্গয্হ ৰরং আদায পণ্ডিতো
পাপানি পরিৰজ্জেতি *স মুনি;* তেন সো মুনি।"

(ধম্মপদ, শ্লোক ২৩)

৮। "নহি ৰেরেন ৰেরানি *সম্মন্তী'ধ* কুদাচনং
অৰেরেন চ সম্মন্তি *এস ধম্মো* সনন্তনো।" (ধম্মপদ, শ্লোক ৫)

৯। "অধিরাজা ধম্মাসোকো দেৰানম্পিযতিস্সস্স লক্ষিস্সরস্স বহূ পণ্নাকারে পেসেত্বা *পুন'পি রজ্জাভিসেকং* কারেসি।"

১০। "যম্হি ঝানং চ পঞ্ঞা চ *স ৰে নিব্বান* সন্তিকে।"

(ধম্মপদ, শ্লোক ৩৭২)

১১। "সব্বে সঙ্খারা *অনিচ্চাতি* যদা পঞ্ঞায পস্সতি,
অথ *নিব্বিন্দতী দুক্খে; এস মগ্গো* ৱিসুদ্ধিযা।"
(ধম্মপদ, শ্লোক ২৭৭)

নতুন শব্দার্থ

অনিচ্চ = অনিত্য, বিনাশশীল, অধ্রুব (বিণ)
অৱের = অৱৈরী, শত্রুহীন (পুং)
উপক্কম = উপক্রম, কৌশল (পুং)
উপক্কিলিট্ঠ = ক্লেশ বা ময়লাযুক্ত, মলিন (অ-কৃ)
কম্মক্খয = কর্মক্ষয় (পুং)
কুদাচনং = কখনও, সময় সময় (ন কুদাচনং= কখনও নহে) (নি)
জাযতি = উৎপন্ন হওয়া (ক্রি)
ঝান = ধ্যান (ক্রি)
তাপস = তাপস, তপস্বী (পুং)
নিব্বত্তেতি = উৎপন্ন করা (ক্রি)
নিব্বান = নির্বাণ (ন)
নিব্বিন্দতি = নির্বেদ প্রাপ্ত হওয়া, অনাসক্ত হওয়া (ক্রি)
পণ্ণাকার = উপহার, উপঢৌকন (পুং)
পরিযোদপনা = বিশুদ্ধ, পরিষ্কার, নির্মল (স্ত্রী)
পরিৱজ্জেতি = বর্জন করা, পরিত্যাগ করা (ক্রি)
পালন = পালন, অনুশীলন (ক্রি-বি)
পুঞ্ঞক্খয = পুণ্যক্ষয় (পুং)
পেম = প্রেম, ভালোবাসা (পুং); (ন)
পেসেত্বা = প্রেরণ করিয়া, পাঠাইয়া (অস-ক্রি)
ভয = ভয়, ভীতি (ন)
মহপ্ফল = মহাফল (বিণ)
মহানিসংস = মহানিশংস (বিণ)
রজ্জাভিসেক = রাজত্বে অভিষেক, সীংহাসনারোহণ (পুং)
ৱর = শ্রেষ্ঠ, উত্তম (বিণ)
ৱিপ্পমুত্ত = বিপ্রমুক্ত, সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত (অ-কৃ)
ৱিসুদ্ধি = (তৃষ্ণা বা আসক্তি রূপ মলিনতা হইতে) বিশুদ্ধি (স্ত্রী)
ৱের = শত্রু; বৈরী (ন)
সনন্তন = পুরাতন, চিরন্তন, শাশ্বত, সনাতন (বিণ)
সম্মতি = প্রশমিত হওয়া, শান্ত হওয়া (ক্রি)
সঙ্খার = সংস্কার (পুং)

যথাসম্ভব সন্ধিবদ্ধ করিয়া পালিতে অনুবাদ কর

১। "দেবগণ আয়ু এবং পুণ্যক্ষয়ে* স্বর্গ হইতে চ্যুত হন।"

২। "ঋষিগণ অরণ্যে অবস্থান করতঃ তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যান লাভ করিতে চেষ্টা করেন।" ইহা ততিয়া বিভক্তির মাধ্যমে অনুবাদ করিতে হইবে।

৩। "এই অল্পশ্রুত বা অজ্ঞব্যক্তি নির্বাণ লাভ করিতে সক্ষম নহে।"

৪। "তথাগত বুদ্ধ রূপস্কন্ধকে ফেনাপুঞ্জের ন্যায় অনিত্য বলিয়া দেশনা করেন।"

৫। "যখন বুদ্ধ এবং তাঁহার শ্রাবকসংঘ বৈশালীতে গিয়াছিলেন; তখন মগধরাজ বিম্বিসার শ্বেতচ্ছত্র তৈরী করিয়াছিলেন।"

৬। "যে ব্যক্তিগণ শীল পালন করেন, তাঁহারা নির্বিঘ্নে স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অতিশয় সুখ লাভ করেন।"

৭। "মৈত্রী সহগত কর্ম সম্পাদন করা একজন অসৎপুরুষের পক্ষে খুবই কঠিন।"

৮। "রাজাগণ স্বদেশে দুর্ভিক্ষ এড়াইয়া চলিতে সক্ষম নহেন।"

৯। "অনাগতে মহাফল লাভ করিবার নিমিত্ত মনুষ্যগণ দান দেন এবং অন্যান্য কুশলকর্ম সম্পাদন করেন।"

১০। "একটি মলিন বস্ত্রকে পুনঃপুন ধৌত করতঃ পরিষ্কার করা উচিত।"

১১। "বৈরীতার দ্বারা বৈরীভাব কখনও প্রশমিত হয় না; একমাত্র মৈত্রীসহগত কর্ম দ্বারাই প্রশমিত হয়।"

১২। "প্রেম হইতে শোক এবং ভয় উৎপন্ন হয়; যেই ব্যক্তি প্রেম হইতে মুক্ত তিনি শোক এবং ভয় হইতেও মুক্ত।"

নতুন শব্দার্থ

অনাগত = অনাগত (পুং)	অপসৃত = অপনীত (অ-কৃ)
অল্পশ্রুত = অপ্পস্সুত (বিণ)	অসৎপুরুষ = অসপ্পুরিস (পুং)
অতিশয় = অতিমহন্ত (বিণ)	কর্ম = কম্ম (ন)

* ইহা ততিয়া বিভক্তির মাধ্যমে অনুবাদ করিতে হইবে।

কুশল = কুসল (ন)
খুবই কঠিন= অতিদুক্কর (বিণ)
চেষ্টা করা = উস্সহতি (ক্রি)
দুর্ভিক্ষ = দুব্ভিক্খ
নিবারণ করিতে = নিবারেতুং (তুং)
(এখানে 'এড়াইয়া চলিতে' অর্থে)
নির্বিঘ্নে = ভেদনরহিতো
ফেণাপুঞ্জ = ফেণপিণ্ড (পুং)
রাষ্ট্র = রট্ঠ (ন)
রূপস্কন্ধ = রূপক্খন্ধ (পুং)
লাভ করিবার নিমিত্ত = লদ্ধুং,
লভিতুং, পটিলদ্ধুং (তুং)
শ্রাবক = সিস্স, সাবক (পুং)
পরিষ্কার করা উচিত = পরিযোদ-
পেতব্ব (ভবি-কৃ)
পুণ্যকর্ম = পুঞ্ঞকম্ম (ন)
তৈরী করা = সম্পাদেতি (ক্রি)
মৈত্রীসহগত = মেত্তাসহগত (বিণ)
সুখ = সুখ (ন)
স্বদেশ = সকরট্ঠ (ন)

নিম্নোক্ত শব্দসমূহ সন্ধিবদ্ধ কর

বহু + সুতো
দু + করং
পুগ্গলা + ধম্মদসা
পঞ্চ + খন্ধা
সো + যাতি
মহা + ধনো
সম্মা + পধানং
সু + পতিবিদ্ধো

নিম্নোক্ত শব্দসমূহ সন্ধি বিচ্ছেদ কর

পগ্ঘরতি
সপ্পুরিসো
মহব্বলো
অপ্পটিপুগ্গলো
মহব্ভযং
অস্সাসো
বিঞ্ঞাণক্খন্ধো
পগ্গণ্হাতি

* * *

৩। নিগ্গহীত সন্ধি ঃ

১৭। ৱগ্গন্তং ৱা ৱগ্গে।

পরস্পর পাশাপাশি দুইটি স্বরের মধ্যে দ্বিতীয়টির পূর্বে অর্থাৎ বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যদি 'ং' থাকে, তাহা হইলে সেই বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণ অনুসারে বর্গান্তবর্ণে রূপান্তরিত হয়। যেমন ঃ—

(ং + ক = ঙ + ক) দীপং + করো = দীপঙ্করো।
(ং + জ = ঞ + জ) রণং + জহো = রণঞ্জহো।
(ং + ঠ = ণ + ঠ) সং + ঠানং = সণ্ঠানং।
(ং + ধ = ন + ধ) তং + ধনং = তন্ধনং।
(ং + ফ = ম + ফ) তং + ফলং = তম্ফলং।
(ং + জ = ঞ + জ) সযং + জাতো = সযঞ্জাতো।
(ং + দ = ন + দ) অমতং + দদো = অমতন্দদো।
(ং + ম = ম + ম) এৰং + মে সুতং = এৰম্মে সুতং।
(ং + প = ম + প) তং + পত্তো = তম্পত্তো।
(ং + ম = ম + ম) তং + মিত্তং =তম্মিত্তং।
(ং + ধ = ন + ধ) জুতিং + ধরো = জুতিন্ধরো।

১৮। 'ল' এর পূর্বে 'ং' থাকিলে, কোন কোন সময় 'ল' -তে রূপান্তরিত হয়। যেমন ঃ–

(ং + ল = ল + ল) সং + লাপো = সল্লাপো।
(ং + ল = ল + ল) পুং + লিঙ্গং = পুল্লিঙ্গং।
(ং + ল = ল + ল) সং + লহুকো = সল্লহুকো।
(ং + ল = ল + ল) পটিসং + লীনো = পটিসল্লীনো।

১৯। এহেঞ্ঞং।

'এ' এবং 'হ' এর পূর্বে 'ং' থাকিলে, কোন কোন সময় 'ঞ' -তে রূপান্তরিত হয়। আবার 'এ' এর পূর্বে হইলে 'ঞ' দ্বিত্ব হইয়া থাকে। যেমন ঃ–

(ং + এ = ঞ্ঞ) পচ্চত্তং + এৰ = পচ্চত্তঞ্ঞেৰ।
(ং + হ = ঞ) তং + হি তস্স = তঞ্হি তস্স।
(ং + হ = ঞ) এৰং + হি ৰো = এৰঞ্হি ৰো।
(ং + এ = ঞ্ঞ) তং + খণং + এৰ = তঙ্খণঞ্ঞেৰ।
(ং + এ = ঞ্ঞ) তং + এৰ = তঞ্ঞেৰ।

২০। স যে চ।

পূর্বস্বর 'ং' এবং পরস্বর 'য' থাকিলে, দুইটির সংযোগে 'য' এর স্থানে কোন কোন সময় 'ঞ্ঞ' আদেশ হয়। যেমন ঃ–

(ং + য = ঞ্ঞ) সং + যোগো = সঞ্ঞোগো।
(ং + য = ঞ্ঞ) যং + যদেৰ = যঞ্ঞদেৰ।
(ং + য = ঞ্ঞ) সং + যোজনং = সঞ্ঞোজনং।
(ং + য = ঞ্ঞ) আনন্তরিকং + যমাহু = আনন্তরিকঞ্ঞমাহু।
(ং + য = ঞ্ঞ) সং + যাচিকায = সঞ্ঞাচিকায।

২১। মদাসরে।

স্বরবর্ণের পূর্বে 'ং' থাকিলে কোন কোন সময় 'ম' অথবা 'দ' -তে রূপান্তরিত হয়। যেমন ঃ–

(ং + অ = ম) তং + অহং = তমহং।
(ং + অ = দ) এতং + অৰোচ = এতদৰোচ।
(ং + এ = ম) কিং + এতং = কিমেতং।
(ং + অ = দ, ম) তং + অত্থং = তদত্থং, তমত্থং।
(ং + অ = দ) তং + অনত্তা = তদনত্তা।
(ং + ই = দ, ম) যং + ইদং = যদিদং, যমিদং।
(ং + অ = দ) যং + অনিচ্চং = যদনিচ্চং।
(ং + অ = ম) এৰং + অস্স = এৰমস্স।

২২। ব্যঞ্জনো চ ৰিসঞ্ঞোগো।

স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে 'ং' থাকিলে, কোন কোন সময় পূর্বস্বরটি লুপ্ত হয়। তখন পরস্বর স্বরবর্ণ থাকিলে প্রায়শ দীর্ঘমাত্রিক হইয়া থাকে। যেমন ঃ–

(ং + অ) তাসং + অহং = তাসাহং।
(ং + অ) এৰং + অহং = এৰাহং।
(ং + অ) ৰিদূনং + অগ্গং = ৰিদূনগ্গং।
(ং + স) বুদ্ধানং + সাসনং = বুদ্ধানসাসনং।
(ং + অ) অদাসিং + অহং = অদাসাহং।
(ং + দ) অরিসচ্চানং + দস্সনং = অরিসচ্চানদস্সনং।

২৩। পরো ৰা সরো।

স্বরবর্ণের পূর্বে 'ং' থাকিলে, কোন কোন সময় লুপ্ত হয়। তখন 'ং' পূর্বোক্ত ১৭ নং সূত্রানুসারে পরিবর্তন হইয়া থাকে।

(ং + ই = ন) অভিনন্দুং + ইতি = অভিনন্দুন্তি।
(ং + ই) চক্কং + ইৰ = চক্কংৰ।
(ং + ই = ন) হলং + ইদানি = হলন্দানি।
(ং + অ) ত্বং + অসি = ত্বংসি।
(ং + অ = ম) ইদং + অপি = ইদম্পি।
(ং + অ = ম) উত্তরিং + অপি = উত্তরিম্পি।
(ং + ই = ন) কিং + ইদানি = কিন্দানি।
(ং + অ = ম) দাতুং + অপি = দাতুম্পি।

২৪। নিগ্গহিতঞ্চ।

'ং' কোন কোন সময় পরপদের স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে আগম হয়।

চক্খু + উদপাদি = চক্খুং উদপাদি।
অনু + থুলানি = অনুং থুলানি।
মনোপুব্ব + গমা = মনোপুব্বংগমা।
যাৰ + চিধ = যাৰঞ্চিধ।
অৰ + সিরো = অৰংসিরো।
চক্খু + অনিচ্চং = চক্খুং অনিচ্চং।

অনুশীলনী – ৪

সন্ধি নির্ণয় করিয়া বাংলায় অনুবাদ কর

১। "তস্স অত্তনো চ *তাসঞ্চ* দেৰতানং *সীলঞ্চ সুতঞ্চ চাগঞ্চ পুৰেনিবাসঞ্চ* অনুস্সরন্তো চিত্তং পসীদতি।"

(অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, ১২০)

২। "[illegible] *সব্বেসময'ত্তানং* অস্সং *ভদ্দং'ৰ* ৰাণিজো।"

(ধম্মপদ, শ্লোক ৩৮০)

৩। "করোমি তুয্হং ৰচনং; *ত্বং'সি* আচরিযো মম।"

(ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ৩২)

৪। "অনুস্সরেথ সম্বুদ্ধং; ভযং তুম্হাকং নো সিযা।"

(সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, ১২০)

৫। "*এৰাহং* চিন্তাযিত্বান নেককোটিসতং ধনং;
নাথানাথানং দত্বান হিমৰন্তং উপাগমিং।" (বুদ্ধবংস)

৬। "দাযকো দানপতি *যঞ্ঞঞ্ঞদেৰ* পরিসং উপসঙ্কমতি . . . *ৰিসারদো'ৰ* উপসঙ্কমতি।" (অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড, ৩৯)

৭। "অঞ্ঞায চ পনাহং সমণানং সক্যপুত্তিযানং ধম্মং *এৰাহং* তস্মা ধম্মৰিনযা অপক্কন্তো।" (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, ১৮৫)

৮। "তেন হি, গহপতি, *তঞ্ঞেঞ্ঞে'ব'ত্থ* পটিপুচ্ছামি।"

৯। "*তঞ্ঞহি* তস্স সকং হোতি, *তঞ্চ* আদায গচ্ছতি।"
(সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, ৯৩)

১০। "ইমানি চত্তারি *অরিযসচ্চানী'তি*, ভিকখৰে, . . . যং তং বুত্তং, *ইদমেতং* পটিচ্চৰুত্তং।" (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, ১৭৭)

১১। "*তণ্হঙ্করো, মেধঙ্করো, সরঙ্করো, দীপঙ্করো'তি* চত্তারো বুদ্ধা *একস্মিঞ্ঞেৰ* কপ্পে উপ্পজ্জিংসু।"

১২। "*ইদমৰোচ* ভগৰা; অত্তমনা তে ভিক্খূ ভাসিতং *অভিনন্দু'ন্তি*।"
(বহুবিধ সূত্র)

নতুন শব্দার্থ

অঞ্ঞায = জ্ঞাত হইয়া, জানিয়া (অস- ক্রি)
অত্তমন = সন্তুষ্ট, আনন্দিত (বিণ)
অনাথ = অনাথ, এতিম (বিণ)
অনুস্সরতি = অনুসরণ করা (ক্রি)
অনুস্সরন্ত = অনুসরণ করিতে করিতে (বর্ত- প্র)
অপক্কন্ত = প্রস্থান করিয়াছি, চলিয়া গিয়াছি (অ-কৃ)
অভিনন্দতি = অভিনন্দন করা, অনুমোদন করা (ক্রি)
অরিযসচ্চ = আর্যসত্য (ন)
আচরিয= আচার্য, শিক্ষাগুরু (পুং)
কপ্প = কল্প (পুং)
চাগ = ত্যাগ, দান (পুং)
চিন্তযিত্বান = চিন্তা করিয়া, ভাবিয়া (অস-ক্রি)
দানপতি = দানপতি, শ্রেষ্ঠদাতা (পুং)
দাযক = দাতা, দায়ক (পুং)
ধম্মৰিনয = ধর্মবিনয় (পুং)
নাথ = প্রভু, নাথ (পুং); দক্ষ, যোগ্য (বিণ)
নিরয = নিরয়, নরক (পুং)
নেককোটিসত = বহুশতকোটি (বিণ)

পটিচ্চ = কারণে, হেতুতে (নি) (অস-ক্রি)
পটিপুচ্ছতি = পুনঃজিজ্ঞাসা করা, প্রতিপ্রশ্ন করা (ক্রি)
পসীদতি = প্রসাদিত হওয়া, প্রসন্ন হওয়া (ক্রি)
ভদ্র = ভদ্র, নম্র (বিণ)
ভাসিত = ভাষিত, কথিত (অ-কৃ)
বিসারদ = সাহসী, সপ্রতিভ (বিণ)
সক = নিজের (বিণ)
সক্যপুত্তিয = শাক্যপুত্রীয় (বিণ)
সঞ্ঞমযতি = সংযত হওয়া, নিজেকে বিরত রাখা (ক্রি)
সমণ = শ্রমণ (পুং)

যথাসম্ভব সন্ধিবদ্ধ করিয়া পালিতে অনুবাদ কর

১। "শীলবান ব্যক্তি সপ্রতিভ হইয়া সভায় উপস্থিত হন। তিনি ইহা শীল অনুশীলনের কারণেই লাভ করিয়া থাকেন এবং ইহা শীল পালন জনিত পঞ্চফলের একটি।"

২। "আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া দুইশত যাচকগণের মধ্যে দান বিতরণ করিয়াছিলাম।"

৩। "তখন আমি পুনঃ তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে আমাকে অন্যভাবে উত্তর দিয়াছিল।"

৪। "সারিপুত্র স্থবিরের দেশনা শেষে ভিক্ষুগণ তাঁহার দেশনা অনুমোদন করিলেন।"

৫। "তোমরা যদি বুদ্ধ-দেশিত শীল সদা মনে ধারণ কর; তাহা হইলে তোমরা দুশ্চিন্তায় পড়িবে না।"

৬। "মালবাহী গরুগাড়ীর চাকা যেমন গরুর পাদকে অনুসরণ করে; অনুরূপভাবে মানুষের দ্বারা কৃত কুশলাকুশল কর্মই পরলোকে অনুসরণ করিয়া থাকে।"

৭। "বুদ্ধের অনুশাসনে অবশ্যই আমরা আমাদিগের মনের সকল অকুশল পরিশোধন করিতে পারিব।"

৮। "যে ব্যক্তিগণ দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবগণের শীলাদি চিন্তা করেন, তখন তাঁহাদের মন প্রসন্ন হইয়া থাকে।"

৯। "তিনি বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন।"

১০। "মানুষটি বনে যাইবার সময় একটি গর্তে পড়িয়াছিল।"

১১। "স্থবির সভায় এক দীর্ঘ সূত্র দেশনা করিয়া আরও অনুশাসন করিয়াছিলেন।"

১২। "দানপতি নির্ভয়ে জ্বলন্ত আগুনের একটি গর্তে উর্ধপাদ হইয়া পড়িয়াছিলেন।"

নতুন শব্দার্থ

অনুমোদন = অনুমতি (স্ত্রী)
অনুশাসন = অনুসাসন, সাসন (ন)
অন্যভাবে = অঞ্ঞথা (ক্রি-বিণ)
অভিনন্দন করা = অভিনন্দতি (ক্রি)
আবদ্ধ = যোজিত, বদ্ধ (অ-কৃ)
আরো = উত্তরিম্পি (ক্রি-বিণ)
উর্ধপাদ = উদ্ধপাদ (পুং)
কিন্তু = তথাপি।
কুশলাকুশল = কুসলাকুসল (ন)
চিন্তা = চিন্তা (স্ত্রী)
জন্ম = জাতি (স্ত্রী)
জন্ম হইয়াছে এমন = নিব্বত্ত (অ-কৃ)
জ্বলন্ত = জলন্ত (বর্ত-কৃ)
তথায় = তত্থ (নি)
তাহাই = তদেৰ (নি)
দুশ্চিন্তা = দুট্ঠ-চিন্তা (স্ত্রী)
দেশনা = দেসনা (স্ত্রী)
আগুণ = অঙ্গার (পুং)
আনন্দিত হওয়া = পসীদতি (ক্রি)
আনিশংস = আনিসংস, ৰিপাক (পুং)
পরলোক = পরলোক (পুং)
পরিশোধন করা = পরিসোধেতি (ক্রি)
প্রকাশ করা = পকাসেতি (ক্রি)
প্রসাদিত হওয়া = পসীদতি (ক্রি)
বিতরণ করা = ভাজেতি, ৰিস্সজ্জেতি (ক্রি)
বিমুক্ত = ৰিমুক্ত (বিণ)
মনে ধারণ করা = মনসি করোতি (ক্রি)
মালবাহী = ভরৰাহী।
লব্ধ = লদ্ধ (অ-কৃ)
শরণ গ্রহণ করিয়াছেন এমন = সরণগত (অ-কৃ)
শেষে = পরিযোসনে।
সভা = সভা (স্ত্রী)
সূত্র = সুত্ত (ন)

মিশ্র-সন্ধি
(Mixed Sandhi)

২৫। অসবর্ণ স্বরবর্ণের পূর্বস্বর 'ই' হইলে (১০ নং সূত্রানুসারে) 'য' -তে রূপান্তরিত হয়। তখন সেই 'য' পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন হইয়া থাকে। যেমন ঃ–

(ক) 'ত্য' স্থানে 'চ্চ' আদেশ হয়

ইতি + এৰং = ইত্য + এৰং = ইচ্চেৰং।
অতি + অন্তং = অত্য + অন্তং = অচ্চন্তং।
জাতি + অন্ধো = জাত্য + অন্ধো = জচ্চন্ধো।
ইতি + আদি = ইত্য + আদি = ইচ্চাদি।
পতি + অযো = পত্য + অযো = পচ্চযো।

(খ) 'দ্য' স্থানে 'জ্জ' আদেশ হয়

যদি + এৰং = যদ্য + এৰং = যজ্জেৰং।
নদী + আ = নদ্য + আ = নজ্জা।

(গ) 'ধ্য' স্থানে 'জ্ঝ' আদেশ হয়

অধি + অগমা = অধ্য + অগমা = অজ্ঝগমা।
অধি + ওকাসো = অধ্য + ওকাসো = অজ্ঝোকাসো।
বোধি + অঙ্গা = বোধ্য + অঙ্গা = বোজ্ঝঙ্গা।

(ঘ) 'ভ্য' স্থানে 'ব্ভ' আদেশ হয়

অভি + উগ্গচ্ছতি = অভ্য + উগ্গচ্ছতি = অব্ভুগ্গচ্ছতি।
অভি + ওকাসো = অভ্য + ওকাসো = অব্ভোকাসো।
অভি + আচিক্খনং = অভ্য + আচিক্খনং = অব্ভাচিক্খনং।

(চ) 'প্য' স্থানে 'প্প' আদেশ হয়

অপি + একচ্চে = অপ্য + একচ্চে = অপ্পেকচ্চে।
অপি + একদা = অপ্য + একদা = অপ্পেকদা।

কিছু অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ আছে, যেগুলো 'নর' শব্দরূপ হইতে পৃথক। তন্মধ্যে বহুলভাবে ব্যবহৃত দুইটি শব্দরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

২৬। 'অত্ত' (নিজ) শব্দের রূপ ঃ

	একবচন	বহুবচন
পঠমা ঃ	অত্তা	অত্তানো
দুতিযা ঃ	অত্তানং, অত্তং	অত্তানো
ততিযা ঃ	অত্তনা, অত্তেন	অত্তনেহি, অত্তনেভি
চতুত্থী ঃ	অত্তনো	অত্তানং
পঞ্চমী ঃ	অত্তনা	অত্তনেহি, অত্তনেভি
ছট্ঠী ঃ	অত্তনো	অত্তানং
সত্তমী ঃ	অত্তনি	অত্তনেসু
আলপন ঃ	অত্ত, অত্তা	অত্তানো

২৭। 'রাজ' (রাজা) শব্দের রূপ ঃ

	একবচন	বহুবচন
পঠমা ঃ	রাজা	রাজানো
দুতিযা ঃ	রাজানং, রাজং	রাজানো
ততিযা ঃ	রঞ্ঞা, রাজেন	রাজূহি, রাজূভি, রাজেহি, রাজেভি
চতুত্থী ঃ	রঞ্ঞো, রাজিনো	রঞ্ঞং, রাজূনং, রাজানং
পঞ্চমী ঃ	রঞ্ঞা, রাজম্হা, রাজস্মা	রাজূহি, রাজূভি, রাজেহি, রাজেভি
ছট্ঠী ঃ	রঞ্ঞো, রাজিনো	রঞ্ঞং, রাজূনং, রাজানং
সত্তমী ঃ	রঞ্ঞে, রাজিনি, রাজম্হি, রাজস্মিং	রাজূসু, রাজেসু
আলপন ঃ	রাজ, রাজা	রাজানো

অনুশীলনী – ৫

বাংলায় অনুবাদ কর

১। "রাজা নগরে চরন্তো ধম্মং দেসেন্তং একং তাপসং পস্সি।"

২। "ধম্মং সুণন্তা বহূ মনুস্সা রাজিনি আগচ্ছন্তে তমেৰ ওলোকেসুং।"

৩। "রাজূসু অত্তনো অত্তনো রট্ঠেসু চরন্তেসু বহূসেৰকা

সেতচ্ছত্তাদীনি গহেত্বা তে অনুগচ্ছন্তি।"

৪। "রাজানো অত্তানং কুমারে সকে সকে রজ্জে পতিট্ঠাপেতুং ইচ্ছন্তা তেসং নানাসিপ্পানি সিক্খাপেন্তি।"

৫। "দুট্ঠগামনী-রঞ্ঞো সালিকুমারো নাম একো'ৰ পুত্তো অহোসি। সো অত্তনো পিতুসন্তকং রজ্জং লভিতুং ন ইচ্ছি।"

৬। "সো রাজা ইলারং দমিলরাজানং মারেত্বা বুদ্ধসাসনং সঙ্গণ্হন্তো মহন্তানি চেতিযানি বহূ ৰিহারে কারেসি।"

৭। "ইচ্চেৰমচ্চন্ত- নমস্সনীযং
নমস্সমানো রতনত্তযং যং
পুঞ্ঞাভিসন্দং ৰিপুলং অলত্থং,
তস্সানুভাৰেন হতন্তরাযো।" (সমন্তপাসাদিকা, ১ম খণ্ড, ১)

৮। "অথস্স উপপরিক্খন্তো এতদহোসি ঃ 'পচ্চন্তিমেসু খো জনপদেসু সাসনং সুপ্পতিট্ঠিতং ভৰিস্সতী'তি।"

(সমন্তপাসাদিকা, ১ম খণ্ড, ৬৩)

৯। "সেট্ঠী কম্পমানো ধনসোকেন সতিং পচ্চুপট্ঠাপেতুং অসক্কোন্তো তত্থে'ৰ পতি।" (ইল্লিস জাতক)

১০। "একচ্চো পুগ্গলো নীচে কুলে পচ্চাজাতো হোতি . . . সো চ হোতি . . . বব্হাবাধো কাণো ৰা কুণী ৰা।"

(অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, ৮৫)

নতুন শব্দার্থ

অচ্চন্ত-নমস্সনীয = প্রত্যহ বন্দনা করিবার যোগ্য (বিণ)
অলত্থ = (সে) লাভ করিয়াছিল (ক্রি)
অসক্কোন্ত = অক্ষম হইয়া (বর্ত-কৃ)
আদি = আদি, প্রথম (পুং)
আনুভাৰ = প্রভাব, শক্তি (পুং)
উপপরিক্খন্ত = পরিদর্শন করিতে করিতে, নিরীক্ষণ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
একচ্চ = কেহ কেহ (বিণ)
কম্পমান = কম্পনরত, কম্পন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
কাণ = অন্ধ, কানা (বিণ)
কুণি = খঞ্জ, পঙ্গু (বিণ)
জনপদ = জনপদ, রাজ্য (পুং)
দমিলরাজ = তামিলরাজা (পুং)

দেসেন্ত = দেশনা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
নমস্‌সমান = বন্দনা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
নানাসিপ্প = নানাশিল্প (বিদ্যা) (ন)
পচ্চন্তিম = প্রত্যন্ত, দূরবর্তী (বিণ)
পচ্চাজাত = পরের জন্ম (বিণ)
পিতুসন্তক = পিতার অধিকৃত সম্পদ, পৈতৃক সম্পদ (বিণ)
পতিট্‌ঠাপেতি = প্রতিষ্ঠা করা, স্থাপন করা (ক্রি)
বব্‌হাবাধ = অত্যন্ত অসুস্থ, রোগী (বিণ)
বুদ্ধসাসন = বুদ্ধশাসন (ন)
রতনত্তয = রত্নত্রয় (ন)
বিপুল = বিপুল, অনেক (বিণ)
সঙ্গণ্‌হন্ত = অনুশীলন কালে, সমর্থনকালে (বর্ত-কৃ)
সুণন্ত = শ্রবণরত (বর্ত-কৃ)
সুপ্পতিট্‌ঠিত = সুপ্রতিষ্ঠিত (অ-কৃ)
সিক্‌খাপেতি = শিক্ষা দান করানো (ক্রি)
সেতচ্ছত্ত = শ্বেতচ্ছত্র (ন)
সেৰক = সেবক, পরিচর্যাকারী (পুং)
সোক = শোক, অনুতাপ (পুং)
হতন্তরায = অন্তরায় বা বাঁধা অপসৃত বা লুপ্ত হইয়া (বিণ)

পালিতে অনুবাদ কর

১। "দুট্‌ঠগামনী রাজা কর্তৃক অনুরাধপুরে রুবানেলী নামক মহাচৈত্য নির্মিত হইয়াছিল।"

২। "রাজা ৫ম জর্জ তাহার পুত্র রাজকুমার এডওয়ার্ডকে শ্রীলংকায় এবং অপর রাষ্ট্র সমূহে পাঠাইয়াছিলেন।"

৩। "যখন দেবগণের প্রিয়তিষ্য শ্রীলংকায় রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন সম্রাট অশোকের পুত্র মহিন্দ শ্রীলংকায় আসিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"

৪। "রাজাগণের আদেশে সেখানে বহুচৈত্য এবং বিহার নির্মিত হইয়াছিল।"

৫। "বুদ্ধ ভগবান কপিলাবস্তুতে তাঁহার জ্ঞাতিগণ কর্তৃক নির্মিত বিহারে মাত্র অল্প কয়েক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন।"

৬। "রাজা ধর্মাশোক বুঝিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম ভবিষ্যতে দূরবর্তী দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।"

৭। "অনেক রাজাগণ তাঁহাদের প্রভু সম্রাটের অভিষেক দেখিতে সমবেত হন।"

৮। "সকল রাজাগণ মৃত্যুর পর তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্রদেরকে নিজ নিজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন।"

৯। "রাজা নগর এবং গ্রামগুলো পরিদর্শন করিতে রাজ্যে বিচরণ করিবার সময় বহু পরিচারক রাজাকে অনুসরণ করিয়া থাকে।"

১০। "যখন রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন ধর্ম শ্রবণরত সকল মানুষ রাজাকে সম্মান প্রদর্শনার্থে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।"

নতুন শব্দার্থ

অধিরাজ (সম্রাট) = অধিরাজ (পুং)
অধিষ্ঠিত করিতে = ঠপেতুং (তুং)
অল্প = অপ্পক, কতিপয (বিণ)
উপস্থিত হইলেন = সম্পত্ত (অ-কৃ)
গৌরব = গারৰ (পুং)
চৈত্য = চেতিয (ন)
তাঁহাদের নিজ নিজ = তস্সানং অত্তনো অত্তনো।
দেখিতে = পস্সিতুং (তুং)
নগর = নগর (পুং)
নির্মিত = কারিত (অ-কৃ)
অবস্থান করিয়াছিলেন = সীতিনামেসি (ক্রি)
আদেশ = আণা (স্ত্রী)
উঠিয়া দাঁড়াইলেন = উট্ঠহি (ক্রি)
পরিদর্শন করিতে করিতে = উপপরিক্খন্ত (বর্ত-কৃ)
প্রদর্শনার্থে = দস্সেতুং (তুং)
বিচরণ করিবার সময় = চারিকং চরন্ত (বর্ত-কৃ)
বুঝিয়াছিলেন যে = ইতি জানি, অঞ্ঞাসি।
মাত্র = এৰ (নি)
রাজত্ব করা = রজ্জং করোতি (ক্রি)
সমবেত হওয়া = সন্নিপততি (ক্রি)
সিংহাসন = সীহাসন (ন)

২৮। 'মন' (মন) শব্দের রূপ ঃ

	একবচন	বহুবচন
পঠমা ঃ	মনো	মনা
দুতিযা ঃ	মনং	মনে
তাতিযা ঃ	মনসা, মনেন	মনেহি, মনেভি

চতুত্থী ঃ	মনসো, মনস্স	মনানং
পঞ্চমী ঃ	মনসা, মনা, মনম্হা, মনস্মা	মনেহি, মনেভি
ছট্ঠী ঃ	মনসো, মনস্স	মনানং
সত্তমী ঃ	মনসি, মনে, মনম্হি, মনস্মিং	মনেসু
আলপন ঃ	মন, মনা	মনা

'মন' শব্দের অনুরূপ শব্দার্থ ঃ

তম = অন্ধকার, আঁধার	অয = লোহা
তেজ = তেজ, তাপ, শক্তি	সর = সরোবর, পুকুর
তপ= তপস্যা, ধর্মীয় আত্মসংযম	রজ = ময়লা, আবর্জনা
চেত = চিন্তা	ৰাস = বস্ত্র, বসন
যস = যশ, খ্যাতি	সির = শির, মস্তক
পয = দুধ, পানি	উর = হাঁটুর উপরি ভাগ, কোল
ৰয = বয়স	ওজ = পুষ্টিসাধক
থাম = শক্তি, বল	ছন্দ = ইচ্ছা, অভিপ্রায়
রহ = নির্জন স্থান, নির্জনতা	নভ = আকাশ
ৰচ = বাক্য, কথা	

এই 'মন' শব্দের গঠন অনেকটা নপুংসক লিঙ্গ গঠনের ন্যায়। শুধুমাত্র পুংলিঙ্গ এবং নপুংসক লিঙ্গের সাথে বিভক্তির আকৃতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন ঃ–

(১) 'মন' শব্দরূপে পঞ্চমী বিভক্তিতে 'সা'; চতুত্থী ও ছট্ঠী বিভক্তিতে 'সো' এবং সত্তমী বিভক্তিতে 'সি' যুক্ত হয়।

(২) অধিকন্তু এই 'মন' শব্দরূপের অনুরূপ অপরাপর শব্দগুলোর শেষোক্ত স্বরবর্ণটি 'ও' -তে রূপান্তরিত হয়, যখন তাহারা অপর কোন বিশেষ্য বা প্রত্যয়ের সাথে যুক্ত হয়। যেমন ঃ–

তম + নুদ = তমোনুদ (অন্ধকার বিদূরিত, অন্ধকার বিনাশক)।

তেজ + ধাতু = তেজোধাতু (তেজধাতু, তাপধাতু)।

ৰয + বুদ্ধ = ৰযোবুদ্ধ (বয়োবৃদ্ধ, বয়স্ক)।
তপ + ৰন = তপোৰন (তপোবন)।
সির + রুহ = সিরোরুহ (মস্তকে জাত চুল)।
রহ + গত = রহোগত (নির্জনস্থানে গত)।
পয + নিধি = পযোনিধি (বিপুল জলরাশি অধিকৃত, সাগর)।
রজ + রাসি = রজোরাসি (ময়লা-আবর্জনা স্তূপ)।
অয + পত্ত = অযোপত্ত (লৌহপাত্র)।
সর + রুহ = সরোরুহ (সরোবরে জাত, পদ্মফুল)।

৩৯। ও-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দরূপ ঃ
গো = গরু বা গবাদি পশু

	একবচন	বহুবচন
পঠমা ঃ	গো	গাৰো
দুতিযা ঃ	গাৰং, গৰং, গাৰুং	গাৰো
ততিযা ঃ	গাৰেন, গৰেন	গোহি, গোভি, গাৰেহি, গৰেভি
চতুত্থী ঃ	গাৰস্স, গৰস্স	গৰং, গুন্নং, গোণং
পঞ্চমী ঃ	গাৰা, গৰা, গাৰম্হা, গৰম্হা, গাৰস্মা, গৰস্মা	গোহি, গোভি, গাৰেহি, গৰেহি
ছট্ঠী ঃ	গাৰস্স, গৰস্স	গৰং, গুন্নং, গোনং
সত্তমী ঃ	গাৰে, গৰে, গাৰম্হি, গৰম্হি, গাৰস্মিং, গৰস্মিং	গাৰেসু, গৰেসু, গোসু
আলপন ঃ	গো	গাৰো

যদিও ইহা পুংলিঙ্গের অন্তর্গত, তথাপি ইহা 'গবাদি-পশু' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 'গো' শব্দের অনুরূপ অন্য কোন শব্দ নাই।

অনুশীলনী – ৬
'মন' শব্দরূপভুক্ত শব্দগুলি নির্ণয় করিয়া বাংলায় অনুবাদ কর

১। "দ্বীহি বাণিজেহি যাচিতো ভগৰা অত্তনো সীসতো মুট্ঠিমত্তে সিরোরুহে তেসং অদাসি।"

২। "তে ভগৰন্তং সিরসা নমস্সিত্বা তে সিরোরুহে অত্তনো নগরং নেত্বা সরোরুহাদীহি পূজেসুং।"

৩। "একূনতিংসো ৰযসা বোধিসত্তো'ভিনিক্খমি;
পঞ্চতিংসো'থ ৰযসা বিম্বিসারং উপাগমি।" (মহাবংস)

৪। "গুন্নং চে তরমানানং
উজুং গচ্ছতি পুঙ্গবো,
সব্বা তা উজু গচ্ছন্তি।" (অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, ৭৫)

৫। "ইদ্ধিমা তপোধনো পযোনিধিম্পি সোসেতুং সমত্থো হোতি।"

৬। "মহানিরযো পন অযোপাকারেন পরিক্খিত্তো, অযোপিধানেন পিহিতো; তস্স অযোমযা ভূমি তেজসা জলিতা হোতি।"

৭। "সাকটিকা গুন্নং তিণং উদকঞ্চ দত্বা তে সকটেসু যোজেত্বা সকটে পাজেন্তা ৰারাণসিং গচ্ছন্তি।"

৮। "মনসা চে পদুট্ঠেন ভাসতি ৰা করোতি ৰা;
ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কং ৰ বহতো পদং।"

(ধম্মপদ, শ্লোক ১)

৯। "মনুস্সা গৰম্হা পযং, পযসা দধিং, দধিম্হা সপ্পিঞ্চ লভন্তি।"

১০। "সো মেত্তাসহগতেন চেতসা একং দিসং ফরিত্বা ৰিহরতি; তথা দুতিযং; তথা ততিযং।"

১১। "ভগৰতি চেতোপসাদেন বহবো জনা মহন্তং দিব্বসম্পত্তিং লভিংসু।"

১২। "ভগৰা নভসা লঙ্কাদীপং আগম্ম যক্খসমাগমস্স উপরি নভসি নিসীদিত্বা ধম্মদেসনায তে দমেসি।"

১৩। "অযসা'ৰ মলং সমুট্ঠিতং
ততুট্ঠায তমেৰ খাদতি।" (ধম্মপদ, শ্লোক ২৪০)

১৪। "ৰচসা কতং কম্মং ৰাচসিকং; মনসা কতং কম্মং মানসিকং নাম হোতি।"

১৫। "যসোলদ্ধা খো পন'ম্হাকং ভোগা।"

(দীঘ নিকায়, ১ম খণ্ড, ১১৮)

নতুন শব্দার্থ

অভিনিক্খমি = অভিনিষ্ক্রমণ বা সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন (ক্রি)
ইদ্ধিমন্ত = ঋদ্ধিমান, অলৌকিক শক্তির অধিকারী (বিণ)
উজু = ঠিকসোজা, সরল (বিণ)
উট্ঠায = (আসন হইতে) উঠিয়া (অস-ক্রি)
উপাগমি = উপনীত হইলেন (ক্রি)
চেতোপসাদ = চিত্ত প্রসাদ, চিত্ত প্রসন্নতা (পুং)
তপোধন = ভিক্ষু (পুং)
তরমান =নদীর স্রোত অতিক্রম করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
পিহিত = রুদ্ধ, আবদ্ধ, আবৃত (অ-কৃ)
পুঙ্গব = প্রধান ষাড় (পুং)
ফরিত্বা = পরিব্যপ্ত করিয়া (অস-ক্রি)
ভোগ = ধন-সম্পদ (পুং)
মল = মল, মরিচা, ময়লা (ন)
মহানিরয = মহানরক (পুং)
মানসিক = মানসিক, মনোজাত (বিণ)
মুট্ঠিমত্ত = এক মুষ্টি মাত্র (বিণ)
যসোলদ্ধ = যশ-খ্যাতি দ্বারা প্রাপ্ত বা লব্ধ (বিণ)
যাচিত = জিজ্ঞাসিত, প্রার্থীত (অ-কৃ)
দমেসি = দমন করিয়াছিলেন (ক্রি)
দিব্বসম্পত্তি = দিব্যসম্পত্তি (স্ত্রী)
ধম্মদেসনা = ধর্মদেশনা (স্ত্রী)
নমস্সিত্বা = বন্দনা করিয়া, নমস্কার করিয়া (অস- ক্রি)
নেত্বা = নিয়া, বহন করিয়া (অস-ক্রি)
পদুট্ঠ = প্রদুষ্ট, কলুষিত (অ-কৃ)
পরিক্খিত্ত = পরিবেষ্টিত (অ-কৃ)
পাকার = প্রাচীর, ঘেড়া (পুং)
পাজেন্ত = চালনা করিয়া (অস-ক্রি)
পিধান = ঢাকনা, আবরণ (ন)
যাতি = গমন করা (ক্রি)
যোজেত্বা = যোজনা করিয়া, বাঁধিয়া (অস-ক্রি)
বহন্ত = বহনকারী (বর্ত-কৃ)
বাচসিক = বাচনিক (বিণ)
বিহরতি = অবস্থান করা (ক্রি)
সমত্থ = সমর্থ, সক্ষম (বিণ)
সমাগম = আগমন, উপস্থিতি (পুং)
সাকটিক = গরুগাড়ী চালক (পুং)
সীস = শির, মস্তক (ন)
সোসেতুং= শুষ্ক করিতে, শুকাইতে (তুং)

পালিতে অনুবাদ কর

১। "পাখিরা আকাশের মধ্য দিয়া যত্রতত্র গমন করে।"

২। "সেই ভিক্ষু তাঁহার মৈত্রী সহগত চিত্ত সমগ্র বিশ্ব পরিব্যপ্ত করিয়া একটি গুহায় অবস্থান করেন।"

৩। "গরু আমাদের ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে সাহায্য করে এবং দুধ ও ঘি প্রদান করে; তাই আমাদের দ্বারা তাহাকে হত্যা করা উচিত নয়।"

৪। "উক্কল প্রদেশের দুই শকট দলনেতা বনে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখিয়া অল্প আহার দান করতঃ ভগবান হইতে মুষ্টিমাত্র কেশ ধাতু গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

৫। "তাঁহারা সেই ধাতুগুলো নিজেদের দেশে নিয়া সেইগুলোর উপর একটি চৈত্য নির্মাণ করতঃ প্রতিদিন পদ্মফুল ও অন্যান্য ফুল দ্বারা পূজা করেন।"

৬। "সেই দেশের বহুমানুষ বণিকদের দ্বারা নির্মিত চৈত্য দেখিয়া তথায় পূজা করিতে আসিতেন।"

৭। "রাজহংস পানি হইতে দুধ পৃথক করিয়া পান করিতে সক্ষম।"

৮। "শ্রীলংকায় এবং অপর রাষ্ট্রসমূহে নদীর উপরে অনেক লৌহনির্মিত সেতু আছে।"

৯। "শ্রেষ্ঠীগণ চোর হইতে তাঁহাদের ধন রক্ষা করিতে লৌহনির্মিত পেটিকায় রাখেন।"

১০। "পথিক সূর্যতাপে তপ্ত হইয়া হ্রদে আসিয়া স্নান করিয়া হাতে কিছু পদ্মফুল নিয়া চলিয়া গেলেন।"

১১। "রাজকুমার সিদ্ধার্থ ২৯ বৎসর বয়সে প্রব্রজিত হইয়া ৩৫ বৎসর বয়সে সম্বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।"

১২। "ভিক্ষু লৌহনির্মিত পাত্র গ্রহণ পূর্বক সূর্যতপ্ত এবং ময়লাপূর্ণ এক রাস্তার উপরে হাঁটিতেছেন।"

১৩। "পুরাকালের ঋদ্ধিমান ঋষিদিগের ন্যায় বর্তমানে অনেক ধনবান ব্যক্তি আকাশের মধ্য দিয়া যত্রতত্র গমন করেন।"

১৪। "হিন্দুরা তাঁহাদের গরুগুলোকে খুবই যত্ন করেন এবং তাহাদের মাংস ভোজন হইতে বিরত থাকেন।"

১৫। "মানুষ কায়, বাক্য এবং মনে কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করেন"

নতুন শব্দার্থ

আকাশের মধ্য দিয়া = নভসা।
ইচ্ছা করা = ইচ্ছতি (ক্রি)
কর্ষণ = কসণ (ক্রি-বি)
কর্ষণ করা = কসতি (ক্রি)
কেশধাতু = কেসধাতু (স্ত্রী)
গৌরব প্রদর্শন করিতে = গারৱং দস্সেতুং।
ধনবান = সুখিত, ধনৱন্ত (বিণ)
তপ্ত = তত্ত (অ-কৃ)
নির্মাণ করিয়াছিলেন = কারেসি (ক্রি)
পথিক = পথিক (পুং)
পরিশ্রান্ত (ক্লান্ত) = কিলন্ত (অ-কৃ)
পান করা = পিৱতি (ক্রি)
পুরাকালে = পুরা (নি)
প্রতিদিন = পতিদিনং (ক্রি-বিণ); দেৱসিক (বিণ)
পৃথক করিয়া = ৱিসুং কত্বা (অস-ক্রি)
বিরত থাকা = ৱিরমতি, অপগচ্ছতি (ক্রি)
ময়লাপূর্ণ = রজোকিণ্ণ (বিণ)
মাংস = মংস (ন)
যত্রতত্র = যত্থ কত্থচি (নি)
যত্ন করেন = সঙ্গণহাতি, সক্করোতি (ক্রি)
রক্ষা করিতে = রক্খিতুং (তুং)
লৌহপেটিকা = অযোপেলা (স্ত্রী)
শকট দলনেতা = সত্থৱাহ (পুং)
সমস্ত = সকল, সব্ব (বিণ)
সম্পাদন করা = করোতি, সম্পাদেতি (ক্রি)
সাহায্য করা = উপত্থম্ভেতি (ক্রি)
সূর্যতাপ = আতপ (পুং)
স্রোত = সোত (পুং)
হত্যা করা উচিত = মারেতব্ব (ভবি-কৃ)
হংস = হংস (পুং)

* * *

সমাস
(Compound Nouns)

৪০। যখন দুই বা ততোধিক নামপদ ব্যাকরণগত একপদীভাব গঠন করিতে সংযুক্ত হয়, তখন তাহাকে সমাস বলা হয়।

কিছু কিছু সমাস আছে যাহাদের পূর্বপদ নিপাত এবং লিঙ্গত্রয়, সকল বিভক্তি ও সকল বচনে একই রূপে হইয়া থাকে। আবার খুব অল্পসংখ্যক সমাস আছে যাহাদের পূর্বপদ পরপদ সম্পূর্ন নিপাত দ্বারা গঠিত হয়।

সমাসকে ছয় ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা ঃ–

(১) কম্মধারয সমাস = কর্মধারয় সমাস (বিশেষণের সাথে নামপদের মিলন)।

(২) দিগু সমাস = দিগু সমাস (সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে নামপদের মিলন)।

(৩) তপ্পুরিস সমাস = তৎপুরুষ সমাস (নামপদের সাথে নামপদের মিলন)।

(৪) দ্বন্দ্ব সমাস = দ্বন্দ্ব সমাস (দুই বা ততোধিক বিশেষ্যের মিলন)।

(৫) অব্যযীভাব সমাস = অব্যয়ীভাব সমাস (ক্রিয়া বিশেষণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নামপদের সাথে নিপাতের মিলন)।

(৬) বহুব্বীহি সমাস = বহুব্রীহি সমাস (যাহা সেই গঠনকৃত শব্দ সমূহ হইতে ভিন্ন অর্থ বহন করে)।

৪১। সাধারণতঃ সমাসবদ্ধ পদসমূহের মধ্যে পূর্বপদ বা প্রথমপদ এর বিভক্তির চিহ্ন লোপ পায়। শুধুমাত্র কিছু উদাহরণে তাহা অক্ষুণ্ন অবস্থায় থাকে।

(১) কম্মধারয সমাস
(বিশেষণাত্মক সমাস)

৪২। যখন বিশেষণ এবং বিশেষ্য এই দুইটি পদের মিলন হয়, তখন তাহাকে কর্মধারয় সমাস বলা হয়।

মনে রাখিতে হইবে যে, কর্মধারয় সমাসে বিশেষণ ও বিশেষ্য এই পদদ্বয়ের সমাসবদ্ধ হওয়ার পূর্বাবস্থা অবশ্যই একই বিভক্তিযুক্ত হইতে হইবে।

উদাহরণ

নীলং + উপ্পলং = নীলুপ্পলং (নীলুৎপল)

রত্তং + বত্থং = রত্তবত্থং (লালবস্ত্র বা বসন)

সেতো + হত্থী = সেতহত্থী (শ্বেতহস্তী)

নীচো + পুরিসো = নীচপুরিসো (খাট বা বেঁঠে মানুষ)

পুন্না + নদী = পুন্ননদী (পরিপূর্ণ নদী)

দীঘো + মগ্‌গো = দীঘমগ্‌গো (দীর্ঘপথ)

৪৩। সাধারণতঃ এস্থলে বিশেষণীয় শব্দগুলো প্রথমে বসিয়া থাকে; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা শেষেও বসিয়া থাকে। যেমন ঃ–

বুদ্ধঘোসো + আচরিযো = বুদ্ধঘোসাচরিযো (আচার্য বুদ্ধঘোষ)

সারিপুত্তো + থেরো = সারিপুত্তত্থেরো (সারিপুত্র স্থবির)

সুমেধো + পণ্ডিতো = সুমেধপণ্ডিতো (সুমেধপণ্ডিত)

বিম্বিসারো + রাজা = বিম্বিসাররাজা (রাজা বিম্বিসার)

৪৪। যদি বর্ণনামূলক শব্দটি পরস্থিত পদের সহিত উপমা বা তুলনা বুঝায়, তাহা হইলে এই সমাসবদ্ধ পদে তাহা শেষে বসিয়া থাকে। যেমন ঃ–

আদিচ্চো ৱিয বুদ্ধো = বুদ্ধাদিচ্চো (বুদ্ধসূর্য বা সূর্যের ন্যায় বুদ্ধ)

চন্দো ৱিয মুখং = মুখচন্দো (চাঁদের ন্যায় মুখ বা চন্দ্রমুখ)

সীহো ৱিয মুনি = মুনিসীহো (সিংহের ন্যায় মুনি বা মুনিসিংহ)

নাগো ৱিয বুদ্ধো = বুদ্ধনাগো (নাগ বা হস্তীর ন্যায় বুদ্ধ বা বুদ্ধনাগ)

সাগরো ৱিয ৱিনযো = ৱিনযসাগরো (সাগরের ন্যায় বিনয় বা বিনয়সাগর)

এখানে 'নাগ', 'সীহ' প্রভৃতি শব্দসমূহ শুধুমাত্র 'শ্রেষ্ঠত্ব' এবং 'মহত্ত্ব' প্রকাশ করিতেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪৫। কর্মধারয় সমাসে 'মহন্ত' বিশেষণ পদটি 'মহা' -তে রূপান্তরিত হয়। তবে তখনই 'মহ' -তে রূপান্তরিত হয়; যখন তাহা যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের আগে বসিয়া থাকে। যেমন ঃ–

মহন্তো + মুনি = মহামুনি (মহামুনি)
মহন্তী + পঠৰী = মহাপঠৰী (মহাপৃথিবী)
মহন্তং + ভযং = মহব্ভযং (মহাভয়)
মহন্তো + ৰীরো = মহাৰীরো (মহাবীর)
মহন্তো + থেরো = মহাথেরো (মহাস্থবির)
মহন্তং + ফলং = মহপ্ফলং (মহাফল)

৪৬। কর্মধারয সমাসে যখন দুইটি পদই স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তখন পূর্বপদটি পুংলিঙ্গের বিভক্তি বা আকৃতি অধিকার করে; যদি ইহা পুংলিঙ্গ শব্দমূল হইতে গঠিত হইয়া থাকে। যেমন ঃ–

খত্তিযা + কুমারী = খত্তিযকুমারী (ক্ষত্রিয় কুমারী)
ব্রাহ্মণী + কঞ্ঞা = ব্রাহ্মণকঞ্ঞা (ব্রাহ্মণকন্যা)
নাগী + মানৰিকা = নাগমানৰিকা (নাগমানবী)

দ্রষ্টব্য ঃ– যখন পূর্বস্থিত নামবাচক বিশেষ্যটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দমূল হইতে গঠিত হয়, তখন ইহা পুংলিঙ্গের বিভক্তি বা আকৃতি অধিকার করে না। যেমন ঃ–

নন্দা + পোক্খরনী = নন্দাপোক্খরনী (নন্দাপুষ্করিণী)
নন্দা + দেৰী = নন্দাদেৰী (নন্দাদেবী)

৪৭। যখন 'ন' (না) প্রত্যয়টি অপর কোন শব্দের সহিত যুক্ত হয়, তখন 'ন' প্রত্যয়টি ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে 'অ' -তে রূপান্তরিত হয় এবং স্বরবর্ণের পূর্বে 'অন্' এ রূপান্তরিত হয়। (কোন প্রকারেই ইহা পঞ্চম সমাসে অর্থাৎ অব্যয়ীভাব সমাসের অন্তর্ভুক্ত হয় না। যদিও 'ন' প্রত্যয়টি নিপাতেও আছে।)

ন + মনুস্সো = অমনুস্সো (অমনুষ্য)
ন + সমণো = অস্সমণো (অশ্রমণ)
ন + অরিযো = অনরিযো (অনার্য, হীন)
ন + ইট্ঠো = অনিট্ঠো (অমনোজ্ঞ, অনুপযোগী)
ন + কুসলং = অকুসলং (অকুশল, পাপ)
ন + নিচ্চ = অনিচ্চ (অনিত্য, বিনাশশীল)
ন + আসৰ = অনাসৰ (আসবমুক্ত বা আসক্তিহীন)

২। দিগু সমাস

৪৮। সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে নামপদের যেই মিলন তাহাকে দিগু সমাস বলা হয়। এক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক শব্দটি অবশ্যই পূর্বপদ হইতে হইবে।

এই দিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে, যেহেতু সংখ্যাবাচক শব্দগুলিও এক প্রকার বিশেষণ। কিন্তু ইহা শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে পৃথক নামে পৃথকভাবে দেওয়া হইয়াছে।

দিগু সমাস দুই প্রকার। যথা ঃ–

(১) সমাহার দিগু ঃ সমষ্টিবাচক (যাহা সমষ্টি বা একীভাব প্রকাশ করিয়া থাকে এবং নপুংসকলিঙ্গের একবচনের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে)।

(২) অসমাহার দিগু ঃ পৃথকীবাচক (যাহা সমষ্টি বা একীভাব প্রকাশ করে না; কিন্তু বহুবচনের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে)।

১। সমাহার দিগু

দ্বে + অঙ্গুলিযো = দ্বঙ্গুলং (দুইটি অঙ্গুল)
তযো + লোকা = তিলোকং (ত্রিলোক)
চতস্সো + দিসা = চতুদ্দিসং (চতুর্দিক)
পঞ্চ + সীলানি = পঞ্চসীলং (পঞ্চশীল)
সত্ত + অহানি = সত্তাহং (সপ্তাহ)
সতং + যোজনানি = সতযোজনং (শত যোজন)

২। অসমাহার দিগু

তযো + ভবা = তিভবা (ত্রিভব)
পঞ্চে + ইন্দ্রিযানি = পঞ্চিন্দ্রিযানি (পঞ্চ ইন্দ্রিয়)

অনুশীলনী - ৭

সমাস নির্ণয় করিয়া বাংলায় অনুবাদ কর

১। বুদ্ধাদিচ্চে অনুদিতে চন্দ-সুরিয-সতানি'পি মোক্খমগ্গং পকাসেতুং ন সক্কোন্তি।

২। মহাপুরিসে মহাবোধিং উপসঙ্কমন্তে মহাপঠবী মহারবং রবমানা কম্পি।

৩। ধম্মাসোক-মহারাজা অনেক সহস্সে অস্সমণে নীহরিত্বা বুদ্ধসাসনং নিম্মলং অকাসি।

৪। বুদ্ধনাগো অনাথপিণ্ডিক-মহাসেট্ঠিনা কারিতে জেতৰন-মহাৰিহারে একূনৰীসতি-ৰস্সানি ৰসি।

৫। সারিপুত্তত্থেরো সমাপত্তিসুখেন পিপ্ফলিগুহাযং সত্তাহং ৰীতিনামেসি।

৬। বুদ্ধঘোসাচরিযো জম্বুদীপতো সীহলদীপং আগন্ত্বা অনুরাধপুরে মহাৰিহারে ৰসন্তো তিপিটকপালিযা অট্ঠকথাযো মাগধভাসায লিখি।

৭। ৰট্ঠগামনী-অভয-মহারঞ্ঞো কালে বহৰো মহাথেরা মাতুল-জনপদে আলোক-গুহাযং সন্নিপতিত্বা বুদ্ধৰচনং তালপণ্নেসু লিখিংসু।

৮। তিত্থিযা রত্তচন্দনেহি মণ্ডপং কারাপেত্বা তং নীলুপ্পলেহি ছাদেত্বা মহাজনস্স পাটিহারিযং দস্সেস্সামা'তি তত্থ অট্ঠংসু।

৯। মহামোগ্গল্লানত্থেরো অত্তনো ইদ্ধিবলেন সক্কস্স দেৰরঞ্ঞো ৰেজযন্তপাসাদং কম্পেসি।

১০। দেৰদত্তত্থেরো রাজগহনগরে অজাতসত্তু কুমারং পসাদেত্বা মহালাভং উপ্পাদেসি।

১১। সিদ্ধত্থকুমারো উরুৰেলাজনপদে নেরঞ্জরানদীতীরে অস্সত্থ-রুক্খস্স মূলে নিসীদিত্বা ৰেসাখ-পুণ্ণমিযা পচ্ছিমযামে অভিসম্বোধিং পাপুণি।

১২। কিসাগোতমী-নামা খত্তিযকঞ্ঞা নগরং পদক্খিণং করোন্তস্স মহাসত্তস্স রূপসিরিং দিস্বা একং গাথমাহ।

নতুন শব্দার্থ

অট্ঠকথা = অর্থকথা (স্ত্রী)
অনুদিত = অনুদিত, যাহা উদিত হয় নাই (অ-কৃ)
অনেক = অনেক, বহু (বিণ)
অভিসম্বোধি = অভিসম্বোধি জ্ঞান, বুদ্ধত্ব জ্ঞান (স্ত্রী)
আলোকগুহা = একটি গুহার নাম (স্ত্রী)
ইদ্ধিবল = ঋদ্ধিশক্তি (ন)
উপসঙ্কমন্ত = উপস্থিত হওয়ার সময় (বর্ত-কৃ)
কম্পি = কম্পন করিয়াছিল (ক্রি)
ছাদাপেত্বা = আচ্ছাদন বা আবৃত করাইয়া (অস-ক্রি)

জম্বুদীপ = জম্বুদীপ, ভারত (পুং)
তালপণ্ণ = তালপাতা (ন)
তিপিটকপালি = ত্রিপিটক পালি, মূল ত্রিপিটক (স্ত্রী)
তিত্থিয = তীর্থিয়, পরিব্রাজক (পুং)
দেৱরাজ = দেবরাজ (পুং)
নিম্মল = নির্মল।
নীহরিত্বা = বিতাড়িত করিয়া, বহিষ্কার করিয়া (অস-ক্রি)
পকাসেতুং = প্রকাশ করিতে (তুং)
পচ্ছিমযাম = শেষ যাম, অন্তিম যাম (পুং)
পদক্খিণা = প্রদক্ষিণ (অত্যন্ত গৌরবের সহিত ডান পার্শ্বে রাখিয়া) (স্ত্রী)
পরিৱত্তেসি = পরিবর্তন বা অনুবাদ করিয়াছিলেন (ক্রি)
পসাদেত্বা = প্রসন্নতা বা শ্রদ্ধা উৎপন্ন করাইয়া (অস-ক্রি)
পাটিহারিয = প্রতিহার্য, অলৌকিক ঋদ্ধি (ন)
পিপ্ফলিগুহা = রাজগৃহের নিকটবর্তী একটি গুহার নাম (স্ত্রী)
বুদ্ধৱচন = বুদ্ধবচন (ন)
মণ্ডপ = মণ্ডপ, প্যাণ্ডেল (পুং)
মহাজন = মহাজনতা (পুং)
মহাপুরিস = মহাপুরুষ (পুং)
মহাবোধি= বুদ্ধগয়াস্থ মহাবোধি (পুং)
মহারহ = মহার্ঘ, মূল্যবান (বিণ)
মহালাভ = মহালাভ-সৎকার (পুং)
মাগধভাসা = মাগধীভাষা (স্ত্রী)
মাতুলজনপদ = (শ্রীলংকায়) মাতুল রাজ্য (পুং)
মোক্খমগ্গ = মোক্ষমার্গ (পুং)
রতনমালী = অনুরাধপুরস্থ মহা-বিহারের নাম (ন)
রত্তচন্দন = লালচন্দন (ন)
রৱ = কোলাহল, হৈ চৈ শব্দ (পুং)
রৱমান = হৈ চৈ করিতে করিতে, রব করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
রূপসিরি = সৌন্দর্য, রূপশ্রী (স্ত্রী)
ৱেসাখপুণ্ণমী = বৈশাখী পূর্ণিমা, বুদ্ধ পূর্ণিমা (বিণ)
সমাপত্তিসুখ = সমাপত্তি সুখ, ধ্যানসুখ (ন)
সত্তাহ = সপ্তাহ (ন)

যথাসম্ভব সমাসবদ্ধ করিয়া পালিতে অনুবাদ কর

১। অনেক ব্রাহ্মণ কন্যা এবং ক্ষত্রিয় কন্যা লাল বস্ত্র পরিধান করতঃ লাল উৎপল হস্তে ধারণ পূর্বক মহামুনিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে জেতবনে গিয়াছিলেন।

২। রাজগৃহের সপ্তপর্ণীগুহার সম্মুখে মহারাজ অজাতশত্রু কর্তৃক নির্মিত মণ্ডপে পঞ্চশত অরহত সমবেত হইয়াছিলেন।

৩। রাজকুমার সিদ্ধার্থ স্ত্রী-পুত্র-সংসার এবং বহুশত কোটি ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করতঃ প্রব্রজিত হইয়াছিলেন।

৪। মহারাজ মেঘবর্ণ অভয়ের রাজত্বকালে তথাগত বুদ্ধের দন্তধাতু কলিঙ্গ হইতে শ্রীলংকায় আনিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে রক্তচন্দন নির্মিত কৌটায় রাখিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

৫। যেই বুদ্ধগয়ায় রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তথাস্থ জরা-জীর্ণ চৈত্যাদি পুনঃসংস্কারার্থে ব্রহ্মদেশের রাজা মিং ডুন্ মিং নামক একজন রাজদূত এবং বহুধন সম্পদ ভারতে পাঠাইয়াছিলেন।

৬। আচার্য বুদ্ধঘোষ অনুরাধপুরস্থ মহাবিহারে সংঘপাল মহাস্থবির হইতে সিংহলী অর্থকথা শিক্ষা করিয়া পালি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

৭। প্রথম পরাক্রমবাহু শ্রীলংকার রাজ হইয়া ভিক্ষুসংঘ হইতে দুঃশীল ভিক্ষুদের বিতাড়িত করিয়া তিনটি নিকায়কে একত্রিত করিয়াছিলেন।

৮। উপাসক-উপাসিকাগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতঃ শ্বেতপদ্মফুল, শ্বেতোৎপল ও নানাবর্ণের ফুল লইয়া অনুধারপুরস্থ বোধিবৃক্ষমূলে এবং অন্যান্য চৈত্যে পূজা করিতে গমন করেন।

৯। মহাকাশ্যপ স্থবির পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত কুশীনগরের নিকটবর্তী শালবনে পরিনির্বাপিত শাস্তাকে বন্দনা করিতে আসিয়াছিলেন।

১০। কুশীনারাবাসী মল্লগণ তথাগত বুদ্ধের শরীর স্বর্ণনির্মিত পেটিকায় সুগন্ধিযুক্ত তৈল পূর্ণ করতঃ চন্দনকাষ্ঠ নির্মিত শ্মশানের উপরে রাখিয়াছিলেন।

১১। তাহারা ইহাকে লাল, হলুদ এবং সাদাবস্ত্রে আবৃত করিয়া নানাবর্ণের পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিলেন।

১২। শাক্যবংশীয় মহামুনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া ধনী-গরিব নির্বিশেষে তাঁহার ধর্ম দেশনা করেন এবং নানা জাতির মানুষ তাঁহার শ্রাবক হন।

নতুন শব্দার্থ

অনুবাদ করা = অনুৰাদেতি (ক্রি)
একত্রিত করা = একীভাৰং উপনেতি (ক্রি)
অরহত = অরহন্ত (পুং)
কুশীনগরবাসী মল্লগণ = কোসি-নারকা মল্লা (পুং)
কৌটা = করণ্ড (পুং)
তিনটি নিকায় = নিকাযত্তয (ন)
ত্যাগ করতঃ = জহিত্বা (অস-ক্রি)
দন্তধাতু = দন্তধাতু (স্ত্রী)
দুঃশীল = পরিরূপক, দুস্‌সীল (পুং)
নানাবর্ণ = নানাৰণ্ণ (বিণ)
নির্বিশেষে = অৰিসেসং (ক্রি-বিণ)
পরিধান করিয়া = পরিদহিত্বা (অস-ক্রি)
পরিবর্তন করা = পরিৰত্তেতি (ক্রি)
পেটিকা = (মতক) দোণি (স্ত্রী)
প্রদর্শন করিতে = দস্‌সেতুং (তুং)
বিভিন্ন = ৰিৰিধ (বিণ)
বুদ্ধত্ব = বুদ্ধত্ত (ন)
ভিক্ষুসংঘ = ভিক্খুসংঘ (পুং)
ভ্রমণ করা = সঞ্চরতি (ক্রি)
মাল্য = মালা (স্ত্রী), দাম (পুং)
রাজদূত = রাজদূত (পুং)
লাভ করিয়াছিলেন = লভি, পাপুণি (ক্রি)
শাস্তা = সত্থু (পুং)
শালবন = সালৰন (ন)
শ্রীলংকা = সীহল (বিণ)
শ্বেতপদ্ম = পুণ্ডরীক (ন)
শ্বেতোৎপল = কুমুদ (ন)
সুগন্ধ = সুগন্ধ (বিণ)
পুনঃসংস্কারার্থে = পটিসঙ্করেতুং (তুং)
স্বর্ণময় = সুৰণ্ণময (বিণ)

৩। তপ্পুরিস সমাস
(পরমুখাপেক্ষী বর্ণনামূলক সমাস)

৪৯। দুইটি নামপদ যদি একে অন্যকে কিছু অসম কারক দ্বারা সম্পর্কিত করিয়া একত্রে মিলিত হয়, তাহাকে তৎপুরুষ (তপ্পুরিস) সমাস বলা হয়।

(ক) পূর্বপদটি পঠমা এবং আলপন ব্যতীত অন্য যে কোন বিভক্তিভুক্ত হইয়া পরপদকে বিশেষায়িত বা নিষ্পত্তি করিয়া থাকে।

(খ) লিঙ্গ এবং বচন পরপদ দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

এই সমাস পূর্বপদের বিভক্তি বা কারক অনুসারে ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা ঃ–

(১) দুতিযা-তপ্পুরিস (দ্বিতীয়া বিভক্তির সাথে)
(২) ততিযা-তপ্পুরিস (তৃতীয়া বিভক্তির সাথে)
(৩) চতুত্থী-তপ্পুরিস (চতুর্থী বিভক্তির সাথে)
(৪) পঞ্চমী-তপ্পুরিস (পঞ্চমী বিভক্তির সাথে)
(৫) ছট্ঠী-তপ্পুরিস (ষষ্ঠী বিভক্তির সাথে)
(৬) সত্তমী-তপ্পুরিস (সপ্তমী বিভক্তির সাথে)

১। দুতিযা-তপ্পুরিস বা দ্বিতীয়-তৎপুরুষ

গামং + গতো = গামগতো (গ্রামে গত)
সুখং + পত্তো = সুখপ্পত্তো (সুখ প্রাপ্ত)
রথং + আরূল্হো = রথারূল্হো (রথে আরোহিত)
পমাণং + অতিক্কন্তো = পমাণাতিক্কন্তো (প্রমাণাতিক্রান্ত)
অরঞ্ঞং + গতো = অরঞ্ঞগতো (অরণ্যে গত)
সরণং + গতো = সরণগতো (শরণে গত)
সোতং + আপন্নো = সোতাপন্নো (স্রোতে প্রতিপন্ন বা স্রোতাপন্ন)

২। ততিযা-তপ্পুরিস বা তৃতীয়-তৎপুরুষ

বুদ্ধেন + দেসিতো = বুদ্ধদেসিতো (বুদ্ধদেশিত)
সপ্পেন + দট্ঠো = সপ্পদট্ঠো (সর্পদংশিত)
রঞ্ঞা + হতো = রাজহতো (রাজা কর্তৃক নিহত)
ৰিঞ্ঞূহি + গরহিতো = (বিজ্ঞ গর্হিত বা নিন্দিত)
অগ্গিনা + দড্ঢো = অগ্গিদড্ঢো (অগ্নিদগ্ধ)
সত্থারা + ৰণ্ণিতো = সত্থাৰণ্ণিতো (শাস্তাবর্ণিত)

৩। চতুত্থী-তপ্পুরিস বা চতুর্থী-তৎপুরুষ

পাসাদায + দব্বং = পাসাদদব্বং (প্রাসাদের জন্য দ্রব্য-সামগ্রী)
রঞ্ঞো + অরহং = রাজারহং (রাজার উপযুক্ত)
বুদ্ধস্স + দেয্যং = বুদ্ধদেয্যং (যাহা বুদ্ধকে দেওয়া উচিত)
যাগুযা + তণ্ডুল = যাগুতণ্ডুলা (যাগুর জন্য চাউল)
সংঘস্স + ভত্তং = সংঘভত্তং (সংঘভাত)

৫০। তুং-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দের সাথে 'কাম' (ইচ্ছুক) এবং 'কামতা' (ইচ্ছা) – এই প্রত্যয়দ্বয় যুক্ত হইলে, চতুর্থী তৎপুরুষ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

গন্তুং + কামো = গন্তুকামো (গমনেচ্ছুক)
সোতুং + কামতা = সোতকামতা (শ্রবণেচ্ছা)
ৰত্তুং + কামো = ৰত্তুকামো (বলিতে ইচ্ছুক)
দাতুং + কামতা = দাতুকামতা (দানেচ্ছা, দান করিবার ইচ্ছা)

৪। পঞ্চমী-তপ্পুরিস বা পঞ্চমী-তৎপুরুষ

রুক্খা + পতিতো = রুক্খপতিতো (বৃক্ষ হইতে পতিত)
বন্ধনা + মুত্তো = বন্ধনমুত্তো (বন্ধন হইতে মুক্ত)
রাজম্হা + ভীতো = রাজভীতো (রাজভয়)
দুচ্চরিততো + ৰিরতি = দুচ্চরিতৰিরতি (দুশ্চরিত্র হইতে বিরতি)
চোরেহি + ভযং = চোরভযং (চোরভয়)

৫। ছট্ঠী-তপ্পুরিস বা ষষ্ঠী-তৎপুরুষ

জিনস্স + ৰচনং = জিনৰচনং (বুদ্ধবাক্য)
রঞ্ঞো + পুত্তো = রাজপুত্তো (রাজপুত্র)
ধঞ্ঞানং + রাসি = ধঞ্ঞারাসি (শষ্যস্তুপ)
পুপ্ফানং + গন্ধো = পুপ্ফগন্ধো (পুষ্পগন্ধ)
বুদ্ধস্স + সাৰকো = বুদ্ধসাৰকো (বুদ্ধের শ্রাবক)
ভিক্খূনং + সংঘো = ভিক্খুসংঘো (ভিক্ষুসংঘ)
অযস্স + পত্তো = অযপত্তো (লৌহপাত্র)

৬। সত্তমী-তপ্পুরিস বা সপ্তমী তৎপুরুষ

গামে + ৰাসী = গামৰাসী (গ্রামবাসী)
ধম্মে + রতো = ধম্মরতো (ধর্মেরত)
ৰনে + পুপ্ফানি = ৰনপুপ্ফানি (বন্যপুষ্প সমূহ)
কূপে + মণ্ডুক = কূপমণ্ডুকো (কুপের মধ্যে ব্যাঙ)
অরঞ্ঞে + ৰাসো = অরঞ্ঞৰাসো (অরণ্যবাস)

৫১। পূর্বে ৪১নং ধারায় উল্লেখিত হইয়াছে যে, কিছু কিছু সমাসে পূর্বপদের কারক বিভক্তি লুপ্ত হয় না; তাই এই সমাসকে 'অলুত্তসমাস'

বলা হয়। ইহার উদাহরণ সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৎপুরুষ (তপ্পুরিস) সমাসে পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঃ–

পভং + করো = পভঙ্করো (প্রভাকর বা সূর্য)
অন্তে + ৰাসিকো = অন্তেৰাসিকো (অন্তেবাসী)
পঙ্কে + রুহং = পঙ্কেরুহং (পঙ্কে উৎপন্ন বা পদ্ম)
মনসি + কারো = মনসিকারো (মনে ধারণ করা)
পরস্সপদং = (অপরের জন্য বাক্য)
পুব্বেনিৰাসো = (পূর্বনিবাস, পূর্বেকার জীবন)

৫২। তৎপুরুষ সমাসে কিছু বৈচিত্রতা দৃষ্ট হয়। যেমন পরপদ যখন কৃদন্ত প্রত্যয় হয়, তখন তাহা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহাকে 'উপপদ তপ্পুরিস' বলা হয়।

কুম্ভং করোতী'তি = কুম্ভকারো (কুম্ভকার)
ধম্মং চরতী'তি = ধম্মচারী (ধর্মচারী)
উরেন গচ্ছতী'তি = উরগো (সর্প)
অত্তম্হা জাতো = অত্তজ (পুত্র)
পব্বতে তিট্ঠতী'তি = পব্বতট্ঠো (পর্বতে স্থিত ব্যক্তি)

লক্ষণীয়

উপরোক্ত উদাহরণ সমূহে 'কারো', 'গো' এবং 'ঠো' – এই প্রত্যয়ত্রয় স্বাধীনভাবে যত্রতত্র ব্যবহারযোগ্য নহে। তাহারা শুধুমাত্র এই সমাসেই এইভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৪। দ্বন্দ্ব সমাস
(সংযোজক বা সমষ্টিবাচক সমাস)

৫৩। দুই বা ততোধিক বিশেষ্য 'চ' (এবং) দ্বারা যুক্ত হইলে মধ্যস্থিত সংযোজক অব্যয়টি পরিহার করিয়া যেই মিলন হয়, তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়।

এই সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ উভয়ই সমাসবদ্ধ হওয়ার পূর্বে অবশ্যই একই বিভক্তি যুক্ত হইতে হইবে। দ্বন্দ্ব সমাস দুই প্রকার। যথা ঃ- (১) অসমাহার দ্বন্দ্ব এবং (২) সমাহার দ্বন্দ্ব।

(১) অসমাহার দ্বন্দ্ব ঃ পূর্বপদটি বহুবচন হইয়া পরপদটির বিভক্তি ও লিঙ্গকে গ্রহণ করিয়া থাকে।

(২) সমাহার দ্বন্দ্ব ঃ পরপদটি একবচন বা বহুবচন যেই বচনেরই হউক না কেন, তথাপি নপুংসকলিঙ্গের একবচনের স্বরূপ অধিকার করে এবং সমষ্টিবাচক হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ ইহা পাখির নাম, দেহের অংশ, গাছ, লতা-পাতা, শিল্প এবং বাদ্য-বাজনাদির সাথে দৃষ্ট হয়।

১। অসমাহার দ্বন্দ্ব

সমণা চ ব্রাহ্মণা চ = সমণব্রাহ্মণা (শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ)।

চন্দো চ সুরিযো চ = চন্দসুরিযো (চন্দ্র-সূর্য)।

দেৰা চ মনুস্সা চ = দেৰমনুস্সা (দেব-মনুষ্যগণ)।

মাতা চ পিতা চ = মাতাপিতরো (মাতাপিতা)।

সুরা চ অসুরা চ নরা চ নাগা চ যক্খা চ = সুরাসুর-নর-নাগ-যক্খা (দেবতা, অসুর, মনুষ্য, নাগ এবং যক্ষগণ)।

২। সমাহার দ্বন্দ্ব

দ্বন্দ্ব সমাসে সকল পদসমূহ সমন্বয়বাচক হওয়ার কারণে এখানে তাহাদের নির্দেশানুগ অবস্থান দেখিয়া স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের উদ্রেক হয়। নির্দেশানুগ সেই নিয়মগুলো নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ–

(ক) হ্রস্বমাত্রিক শব্দসমূহ দীর্ঘমাত্রিক শব্দ সমূহের পূর্বে বসিবে।

(খ) 'ই' বা 'উ' যুক্ত শব্দসমূহ প্রথমে বসিবে।

উদাহরণ

গীতঞ্চ ৰাদিতঞ্চ = গীতৰাদিতং (গান-বাজনা)।

চক্খু চ সোতঞ্চ = চক্খুসোতং (চক্ষু এবং কর্ণ)।

জরা চ মরণঞ্চ = জরামরণং (জরা-মরণ)।

হত্থিনো চ অসসা চ রথা চ পত্তিকা চ = হত্থস্সরথপত্তিকং (হস্তী, অশ্ব, রথ এবং সেনাবাহিনী)।

হত্থী চ গাৰো চ অস্সা চ বলৰা চ = হত্থী-গৰস্সবলৰং (হস্তী-গো-অশ্ব এবং স্ত্রীঘোড়াগুলো)।

অনুশীলনী – ৮

সমাস নির্ণয় করিয়া বাংলায় অনুবাদ কর

১। "মহাসত্তো পন আগচ্ছন্তো কহাপণসহস্সেন সদ্ধিং একং সাটকং তম্বুলপসিব্বকে ঠপেত্বা আগতো।" (মহোসধ জাতক)

২। "উত্তমঙ্গরুহা মযহং ইমে জাতা ৰযোহরা;
পাতুভূতা দেৱদূতা; পব্বজ্জসময়ো মম।" (মখাদেব জাতক)

৩। "পণ্ডিতো উপ্পাদিত-ধনঞ্চ আহট-ধনঞ্চ সব্বং তস্সা মাতাপিতুন্নং দত্বা তে সমস্সাসেত্বা তমাদায নগরমেৱ অগমাসি।"

৪। "জরসক্কো অম্হে মত্তে কত্বা মহাসমুদ্দপিট্ঠে খিপিত্বা অম্হাকং দেৱনগরং গণ্হি; মযং তেন সদ্ধিং যুজ্ঝিত্বা অম্হাকং দেৱনগরমেৱ গণ্হিস্সাম।" (কুলাবক জাতক)

৫। "তস্স গমনমগ্গে সিম্বলীৱনং তালৱনং ৰিয ছিজ্জিত্বা সমুদ্দপিট্ঠে পতি; সুপণ্ণপোতকা সমুদ্দপিট্ঠে পরিৱত্তন্তা মহারৱং রৱিংসু।" (প্রাগুক্ত)

৬। "মহামাযাদেৱী . . . গন্ধোদকেন নহাযিত্বা চত্তারি সতসহস্সানি ৰিস্সজ্জেত্বা মহাদানং দত্বা অলঙ্কত-পটিযত্তং সিরিগব্ভং পৱিসিত্বা সিরিসযনে নিপন্না . . . ইমং সুপিনং অদ্দস।" (জাতক নিদান)

৭। "দ্বিন্নং পন নগরানং অন্তরে উভয-নগরৱাসীম্পি লুম্বিনীৱনং নাম মঙ্গল-সালৱনং অত্থি।" (প্রগুক্ত)

৮। "সকলং লুম্বিনীৱনং চিত্তলতাৱন-সদিসং মহানুভাৱস্স রঞ্ঞো সুসজ্জিত-আপানমণ্ডলং ৰিয অহোসি।" (প্রগুক্ত)

৯। "বোধিসত্তো পন ধম্মাসনতো ওতরন্তো ধম্মকথিকো ৰিয . . . দ্বে হত্থে দ্বে পাদে চ পসারেত্বা . . . কাসিক-ৱত্থে নিকখিত্ত-মনিরতনং ৰিয জোতন্তো মাতুকুচ্ছিতো নিক্খমি।" (প্রাগুক্ত)

১০। "অত্থেকদিৱসং বোধিসত্তো উয্যানভূমিং গন্তুকামো সারথিং আমন্তেত্বা 'রথং যোজেহী'তি আহ।" (প্রগুক্ত)

নতুন শব্দার্থ

আগচ্ছন্ত = আগমন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
আপানমণ্ডল = আমোদ-প্রমোদ গৃহ, মদ্যপানশালা (ন)
আমন্তেত্বা = ডাকিয়া, আহবান করিয়া (অস-ক্রি)

উত্তমঙ্গরুহ = (মস্তকে জাত) চুল (পুং)
উপ্পাদিত = উৎপাদিত, উৎপন্ন (অ-কৃ)
উয্যানভূমি = উদ্যান ভূমি, বাগান (স্ত্রী)
ওতরন্ত = অবতরণ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
কহাপণ = মুদ্রা, টাকা (পুং) (ন)
কাসিকৰত্থ = কাশী বস্ত্র (ন)
খিপিত্বা = নিক্ষেপ করিয়া, ছুড়িয়া ফেলিয়া (অস-ক্রি)
গন্ধোদক = সুগন্ধীযুক্ত পানি (ন)
গমনমগ্গ = গমনমার্গ বা যাইবার পথ (ন)
চিত্তলতাৰন = স্বর্গে ইন্দ্র রাজার প্রমোদ-উদ্যানের নাম (ন)
জর-সক্ক = বয়োবৃদ্ধ দেবরাজ শক্র (পুং)
জাত = জাত, উৎপন্ন (অ-কৃ)
জোতন্ত = উজ্জ্বল, দেদীপ্যমান (বর্ত-কৃ)
তম্বুল = তাম্বুল বা পান (ন)
দেৰদূত = দেবদূত বা দেব প্রতিনিধি (পুং)
ধম্মাসন = ধর্মাসন (ন)
ধম্মকথিক = ধর্মদেশক (পুং)
নগরৰাসী = নগরবাসী (পুং)
নিক্খিত্ত = স্থাপিত, নিক্ষিপ্ত (অ-কৃ)
নিপন্ন = শায়িত, নিদ্রিত (অ-কৃ)
পটিযত্ত = প্রস্তুতকৃত (অ-কৃ)
পটিৰেদেতি = জ্ঞাত করা (ক্রি)
পৰ্ব্বজ্জাসময = প্রব্রজ্যা হইবার সময় (পুং)
পযোজযতি = সম্পাদন করা (ক্রি)
পরিৰত্তন্ত = ঘুরপাক খাইতে খাইতে (বর্ত-কৃ)
পসারেত্বা = প্রসারিত করিয়া (অস-ক্রি)
পসিব্বক = থলি, কৌটা (পুং)
পাতুভূত = প্রাদুর্ভূত (অ-কৃ)
পোতক = শাবক, বাচ্চা (পুং)
মঙ্গল = রাজকীয় (সাহিত্যে–মঙ্গলজনক) (বিণ)
মনিরতন = মনিরত্ন (ন)
মত্ত = মত্ত, প্রমত্ত (অ-কৃ)
মাতুকুচ্ছি = মাতৃগর্ভ (স্ত্রী) (পুং)
যুজ্ঝিত্বা = যুদ্ধ করিয়া (অস-ক্রি)
রৰি = চিৎকার করিয়াছিল (ক্রি)
ৰযোহর = জীবনহরী, জীবন ধ্বংসকারী (বিণ)
সদিস = সদৃশ, ন্যায় (বিণ)
সমস্সাসেত্বা = সান্ত্বনা দান করিয়া (অস-ক্রি)
সমুদ্দপিট্ঠ = সমুদ্রপৃষ্ঠ, সমুদ্রপার (ন)
সিম্বনী = রেশম সুতার গাছ (পুং)
সুপণ্ণ = সুন্দর পাখাযুক্ত এক প্রকার পাখি বিশেষ (পুং)

সাটক = বস্ত্র, বসন (পুং) (ন)
সিরিগবৃভ = রাজকীয় কক্ষ (পুং)
সিরিসযন= রাজকীয় শয্যাসন (ন)
সুপিন = স্বপ্ন (ন)
সুসজ্জিত = উত্তমভাবে সজ্জিত, সুসজ্জিত (অ-কৃ)

যথাসম্ভব সমাসবদ্ধ করিয়া
পালিতে অনুবাদ কর

১। যেই মানুষটি গ্রামে গিয়াছিলেন, তিনি শষ্যস্তুপ নগরে আনয়ন করতঃ নগরবাসীদিগের কাছে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

২। সিংহ, ভালুক ও হরিণগুলো দন্ধবনে বাস করিবে না।

৩। শ্রীলঙ্কায় গ্রামে ও নগরে নারিকেল গাছ, তালগাছ, কাঠাল গাছ, আমগাছ এবং নানা প্রকার ফলের গাছ আছে।

৪। চন্দ্র, সূর্য এবং নক্ষত্র আকাশে বিচরণ করিয়া পৃথিবীতে বসবাসরত প্রাণীদিগকে আলো এবং আনন্দ দান করিয়া থাকে।

৫। সর্প কর্তৃক দংশিত হইলে যুবক-বৃদ্ধ এবং ধনী-দরিদ্র সকলেই মহাদুঃখ বেদনা ভোগ করে।

৬। সেই বৃক্ষের শাখা হইতে পতিত বানরটি গ্রাম্য কুকুর দ্বারা দংশিত হইয়াছিল।

৭। অশ্ব, গরু, মহিষ, ছাগল এবং ভেড়াগুলো বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বনরাজিতে এবং মাঠে বিচরণ করিয়া তৃণ এবং পানি পান করিতেছে।

৮। মণ্ডুক (ব্যাঙ) কূপে বাস করিয়া তাহার জলাধারকে বিশ্বের শ্রেষ্টতম জলাধার বলিয়া মনে করে; অনুরূপভাবে মূর্খও মনে করে যে, তাহার জ্ঞান অত্যন্ত ব্যাপক।

৯। অতঃপর ভগবান বুদ্ধ সপ্ত দিবস অতিক্রান্ত হইলে বোধিবৃক্ষমূলের আসন হইতে উঠিয়া অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষমূলে গিয়াছিলেন।

১০। তপস্সু ও ভল্লিক বণিকদ্বয় বুদ্ধের পাদবন্দনা করতঃ বলিলেন ঃ "প্রভু! আমরা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিতেছি এবং ধর্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি।"

১১। এখন যুবরাজ তাঁহার সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন ঃ "চল, আমরা উদ্যানে গমন করি।"

১২। সে সময় দীপংকর বুদ্ধ শতসহস্র অরহত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রম্মনগরে উপস্থিত হইয়া সুদর্শন মহাবিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন।

নতুন শব্দার্থ

অবস্থান করিয়াছিলেন = ৰিহরি (ক্রি)
আদেশ দেওয়া = আণাপেতি (ক্রি)
আনন্দ = পীতি (স্ত্রী)
আম = অম্ব (পুং)
উদ্যান = উয্যান (ন)
উপস্থিত হওয়া = উপসঙ্কমতি (ক্রি)
ভোগ করে = ৰিন্দতি (ক্রি)
কূপ = কূপ (পুং)
জলাধার = জলাকর, জলাসয (পুং)
নক্ষত্র = তারকা (স্ত্রী)
পরিবেষ্টিত = পরিবুত (অ-কৃ)
প্রস্তুত করিতে = যোজেতুং, পটিযদেতুং (তুং)
প্রভু = ভন্তে (আল.)
বলিলেন = আহ (ক্রি)
বাঘ = ব্যগ্‌ঘ (পুং)
বিচরণ করা = সঞ্চরতি (ক্রি)
বেদনা = বেদনা (স্ত্রী)
ব্যাপক = পথট (অ-কৃ)
ব্যাঙ = মণ্ডুক (পুং)
ভালুক = অচ্ছ (পুং)
ভেড়া = মেণ্ড (পুং)
মনে করা = মঞ্ঞতি (ক্রি)
মহিষ = মহিস (পুং)
শহর = নগর (ন)
শ্রেষ্টতম = মহত্তম (ৰিণ)
সগৌরবে = গারৰেন, সগারৰং (ক্রি-ৰিণ)
জ্ঞান = ঞাণ (ন)
নিগ্রোধবৃক্ষ = নিগ্রোধরুক্খ (পুং)

নিম্নোল্লেখিত শব্দসমূহ সমাসবদ্ধ কর

রুক্খং + আরূল্হো
রত্তং + ৰত্থং
রাজতো + ভযং
চত্তারি + সচ্চানি
বুদ্ধেন + ভাসিতো
সেতো + গোণো
তিস্‌সো + রত্তিযো
নচ্চঞ্চ গীতঞ্চ ৰাদিতঞ্চ

নিম্নোল্লেখিত সমাসবদ্ধ শব্দসমূহ পৃথক কর

গেহগতো	মুখ-নাসিকং
পত্তচীবরং	খত্তিয-ব্রাহ্মণা
মহামোহো	মজ্ঝিমপুরিসো
ছলাযতনং	অলাভো
অনস্সো	পুরাণবিহারো
শুত্তিলাচরিযো	মহোসধ-পণ্ডিতো

দসসীলং

৫। অব্যয়ীভাব সমাস

(ক্রিয়াবিশেষণীয় সমাস)

৫৪। একটি সমাসের পূর্বপদ যখন উপসর্গ ও নিপাত হয় এবং পরপদ বিশেষ্য হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলা হয়।

সমগ্র সমাসটি নপুংসকলিঙ্গের দুতিয়া বিভক্তি একবচনের স্বরূপ অধিকার করিয়া ক্রিয়াবিশেষণে পরিণত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে উপসর্গ ও নিপাতের অর্থানুসারে নামবাচকপদটি পরোক্ষভাবে অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।

নগরস্স + উপরি = উপনগরং (নগরের নিকটবর্তী, উপনগর)।

রথস্স + অনু = অনুরথং (পশ্চাদ্‌বর্তী রথ, অনুরথ)।

ঘরং + অনু = অনুঘরং (গৃহের পর গৃহ, অনুগৃহ)।

অনু + অদ্ধমাসং = অন্বদ্ধমাসং (প্রতি একপক্ষকালে)।

মঞ্চস্স + হেট্‌ঠা = হেট্‌ঠামঞ্চং (মঞ্চের নীচে)।

পাসাদস্স + উপরি = উপরিপাসাদং (প্রাসাদের উপরে, উপরি প্রাসাদে)।

পাকারস্স + তিরো = তিরোপাকারং (প্রাচীরের বহির্ভাগে বা অপর দিকে)।

গামস্স + অন্তো = অন্তোগামং (গ্রামের মধ্যে, গ্রামের ভিতরে)।

সোতং + পটি = পটিসোতং (বিপরীত স্রোত, প্রতিস্রোত)।

কমো + যথা = যথাক্কমং (যথাক্রমে, ক্রমান্বয়ে)।

ৰুড্ঢানং (পটিপাটি) + যথা = যথাৰুড্ঢং (বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে)।

ভত্তস্স + পচ্ছা = পচ্ছাভত্তং (ভোজনের পর, অপরাহ্নে)।

গঙ্গায + অধো = অধোগঙ্গং (নদীর নিম্নদেশ)।

জীৱো + যাৱ = যাৱজীৱং (যাবজ্জীবন, আজীবন)।

বলং + যথা = যথাবলং (যথাসাধ্য, যথাশক্তি, শক্তি প্রমাণে)।

নগরতো + বহি = বহিনগরং (নগরের বহির্ভাগ)।

অত্থো + যাৱ = যাৱদত্থং (যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু, যতটুকু আকাঙ্ক্ষা ততটুকু)।

আ (যাৱ) + সমুদ্দং = আসমুদ্দং (সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত)।

ৰাতস্স + অনু = অনুৰাতং (বায়ুর অনুকূলে)।

৬। বহুব্বীহি সমাস

(সম্বন্ধবাচক সমাস)

৫৫। দুই বা ততোধিক বিশেষ্য একত্রে মিলিত হইলে সমস্ত পদটি যখন পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ের অর্থ বাদ দিয়া ভিন্ন একটি অর্থ নির্দেশ করে, তখন তাহাকে বহুব্বীহি তথা বহুব্রীহি সমাস বলা হয়।

এই সমাসটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করিতে 'সে', 'কে', 'উহা', 'যাহা' প্রভৃতি সম্বন্ধবাচক সর্বনামপদের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাই ইহা বিশেষণ হিসাবেও ব্যবহৃত হয় এবং যেই বিশেষ্যকে ইহা বিশেষায়িত বা গুণান্বিত করে, তাহার লিঙ্গও বচন অধিকার করে।

উদাহরণ

ছিন্না + হত্থা (যস্স, সো) = ছিন্নহত্থো = (একজন ব্যক্তি) যাহার হস্তদ্বয় ছিন্ন হইয়াছে, ছিন্নহস্ত।

লোহিতেন + মক্খিতং + সীসং (যস্স, সো) = লোহিতমক্খিত-সীসো = (একজন ব্যক্তি) যাহার মস্তক লাল রক্তে মাখা।

আরূল্হা + ৰাণিজা (যং, সো) = আরূল্হৰাণিজা = (একটি জাহাজ) যাহার উপরে বণিকেরা আরোহণ করিয়াছেন।

জিতানি + ইন্দ্রিযানি (যেন, সো) = জিতিন্দ্রিযো = (একজন ভিক্ষু) যিনি তাঁহার ইন্দ্রিয় নিচয় জয় করিয়াছেন।

দিন্নো + সুল্কো (যস্স, সো) = দিন্নসুল্কো = (একজন আমলা বা কর্মকর্তা) যাহাকে শুল্ক দেওয়া হইয়াছে।

নিগ্গতা + জনা (যস্মা, সো) = নিগ্গতজনো = (একটি গ্রাম) যেখান থেকে মনুষেরা চলিয়া গিয়াছেন।

খীণা + আসবা = (যস্স, সো) = খীণাসবো = (একজন অরহত) যাঁহার সমুদয় আসব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

সম্পন্নানি + সস্সানি (যস্মিং,সো) = সম্পন্নসস্সো = (একটি রাজ্য বা প্রদেশ) যেখানে প্রচুর পরিমাণ শষ্য আছে।

৫৬। স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্য যখন বহুব্বীহি সমাসের পরপদ হয় এবং তাহা যদি 'ঈ বা উ-কারান্ত' হইয়া থাকে এবং সেই শব্দমূলের শেষে যদি 'তু' থাকে; তখন সেই শব্দ সাধারণতঃ 'ক' প্রত্যয়ান্ত হইয়া থাকে।

বহবো + নদিয (যস্মিং, সো) = বহুনদিকো = (একটি দেশ) যেখানে বহুনদী বিদ্যমান অর্থাৎ নদীমাতৃক দেশ।

অপগতো + সত্থা (যস্মা, সো) = অপগতসত্থুকং = (একটি ধর্ম বা মতবাদ) যাহার শাস্তা বা প্রবর্তক মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

বহু + বধুযো (যস্স, সো) = বহুবধুকো = (একজন ব্যক্তি) যাহার বহু স্ত্রী আছে।

৫৭। যখন বহুব্বীহি সমাসের পরপদ স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্য হয় তখন ইহা পুংলিঙ্গ অথবা নপুংসকলিঙ্গের রূপ ধারণ করে; যদি ইহা পুংলিঙ্গবাচক অথবা নপুংসকলিঙ্গবাচক বিশেষ্যকে বর্ণনা করিয়া থাকে। একইভাবে পূর্বপদ যখন স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তখন সেটি তাহার এই বিভক্তির চিহ্ন বা আকৃতি ত্যাগ করে। যেমন ঃ–

মহন্তী + পঞ্ঞা (যস্স, সো) = মহাপঞ্ঞো = (একজন ব্যক্তি) যাঁহার মহাপ্রজ্ঞা আছে অর্থাৎ মহাপ্রাজ্ঞ।

পহূতা + জিব্হা (যস্স, সো) = পহূতজিব্হো = (একজন ব্যক্তি) যাহার জিহ্বা তুলনামূলকভাবে (অপরের চাইতে) প্রশস্ত তথা লম্বা।

অচলা + সদ্ধা (যস্‌স, সো) = অচলসদ্ধো = (একজন ব্যক্তি) যাহার অচলা শ্রদ্ধা আছে।

দীঘা + জঙ্ঘা (যস্‌স, সো) = দীঘজঙ্ঘো = (একজন ব্যক্তি) যাহার জঙ্ঘা (পা) দীর্ঘ তথা লম্বা।

অনুশীলনী – ৯

সমাস নির্ণয় করিয়া বাংলায় অনুবাদ কর

১। "সুর-নর-মহিতো সত্থা ভিক্‌খুসহস্‌স-পরিবুতো আকিণ্ণ-মনুস্‌সং রাজগহনগরং পাবিসি।"

২। "আরূল্হ-ৰাণিজা মহানাৰা নিরুপদ্দৱেন মহাসমুদ্দং তরিত্বা সত্তাহেন জম্বুদীপং সম্পাপুণি।"

৩। "সপরিৰারো রাজা অম্বদ্ধমাসং অন্তোপুরা নিক্‌খমিত্বা নানা-তরুসণ্ড-মণ্ডিতং দিজগণ-কূজিতং উয্যানং গচ্ছতি।"

৪। "সীলগন্ধ-সমোগন্ধো কুতো নাম ভৱিস্‌সতি
যো সমং অনুৰাতে চ পতিৰাতে চ ৰাযতি?" (বিসুদ্ধিমগ্গ)

৫। "বহৱো ব্রাহ্মণা বহিনগরতো অন্তোনগরং পৱিসিত্বা যাৰদত্থং ভুঞ্জিত্বা সক-সক-গেহানি অগমিংসু।"

৬। "দুস্‌সীলা যাৰজীৱং অকুসলানি কত্বা পরং মরণা নিরযে উপ্পজ্জিত্বা অতিকটুক-দুক্‌খং বিন্দন্তি।"

৭। "সম্মুদ্ধ-পরিনিব্বানতো ৰস্‌স-সতচ্চযেন ৱেসালিৰাসিনো ৰজ্জিপুত্তকা ভিক্‌খূ সাসনে অব্বুদং উপ্পাদেসুং।"

৮। "তস্মিং সমযে সত্থা অনুপুব্বেনা'গন্ত্বা অনাথপিণ্ডিকেন মহাসেট্‌ঠিনা কারিতে জেতৱন-মহাৱিহারে ৱিহরতি, মহাজনং সন্নিপতিত্বা ধম্মং সুণন্তে চ মোক্‌খমগ্গে চ পতিট্‌ঠাপযমানো।" (ধম্মপদট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, ৪)

৯। 'ছল্‌ভিঞ্ঞাপ্পত্তা পঞ্চসত-খীণাসৰা অন্তোৰস্‌সং রাজগহসমীপে ৰসন্তা ধম্ম-ৱিনয-সঙ্গীতং অকংসু।"

১০। "তদা সাৰত্থিযং সত্তমনুস্‌সকোটিযো ৰসন্তি; তেসু অরিযসাৰকানং দ্বে যেৰ কিচ্ছানি অহেসুং ঃ 'পুরেভত্তং দানং দেন্তি, পচ্ছাভত্তং গন্ধ-মালাদিহত্থা ৰত্থ-ভেসজ্জ-পানকাদিং গাহাপেত্বা ধম্মসৱনত্থায গচ্ছন্তি।" (ধম্মপদট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, ৫)

নতুন শব্দার্থ

অতিকটুক = ভীষণ কষ্টকর (বিণ)
অনুপুব্বেন = অনুক্রমে (ক্রি-বিণ)
অন্তোৰস্সং = বর্ষার মধ্যে (ক্রি-বিণ)
অব্বুদ= কলহ, অর্বুদ (পুং)
অরিযসাৰক = আর্যশ্রাবক (পুং)
আকিণ্ণ = বিস্তীর্ণ, ছড়ানো ছিটানো (অ-কৃ)
কিচ্চ = কৃত্য, কর্ম (ন)
গাহাপেত্বা = গ্রহণ করাইয়া (অস-ক্রি)
ছলভিঞ্ঞাপ্পত্ত = ষড়ভিজ্ঞাপ্রাপ্ত (বিণ)
তরুসণ্ড = কুঞ্জবন, তরুবীথি (পুং)
দিজগণ-কূজিত = পাখির কলরবে মুখরিত (বিণ)
দুস্সীল = দুঃশীল (বিণ)
ধম্মসঙ্গীত = ধর্মসঙ্গায়ন বা সঙ্গীতি (স্ত্রী)
নিরুপদ্দৰ = উপদ্রবমুক্ত, নিরুপদ্রব (বিণ)
পতিট্ঠাপযমান = প্রতিষ্ঠিত করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
পরং = পরে, পরবর্তীতে (ক্রি-বিণ)
পরিনিব্বাণ = পরিনির্বাণ (ন)
পরিৰুত = পরিবেষ্টিত (অ-কৃ)
পানকাদি = পানীয় ও অপরদ্রব্যাদি (ন)
মণ্ডিত = মণ্ডিত, সুসজ্জিত (বিণ)
মহিত = সম্মানিত, পূজিত (অ-কৃ)
ৰজ্জিপুত্তক = বজ্জিপুত্র (পুং)
ৰাযতি = প্রবাহিত হওয়া (ক্রি)
ৰিন্দতি = লাভ করা, দুঃখগ্রস্ত হওয়া (ক্রি)
সত্তমনুস্সকোটিযো = সাত কোটি মানুষ (স্ত্রী)
সম = সমান, সদৃশ (বিণ)
সমীপ = নিকট, নিকটবর্তী (বিণ)
সময = সময়, কাল (পুং)
সপরিৰার = সপরিবার, পরিবারস্থ সকলে মিলিয়া (ক্রি-বিণ)
সীলগন্ধ = শীলগন্ধ (পুং)

যথাসম্ভব সমাসবদ্ধ করিয়া পালিতে অনুবাদ কর

১। তথাগত বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্ম শ্রবণ করিতে মগধরাজ বিম্বিসার সপরিষদে বলুবনে আসিয়াছিলেন।

২। তিনি তথাগত বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিয়া বিশ হাজার মানুষের সহিত ভগবান বুদ্ধের নিকট শ্রাবক হইয়াছিলেন।

৩। যাহার সন্তান মারা গিয়াছে সেই মানুষটি নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত বিহারে গমন পূর্বক তথায় আবাসিক ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ড ও চীবর

দান করিয়াছিলেন।

৪। পরবর্তী দিনে তাহারা ভিক্ষুদিগের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান প্রস্তুত করতঃ ও নগর সজ্জিত করিয়া যেই পথ দিয়া বুদ্ধ আগমন করিবার কথা, সেই পথ পুনঃসংস্কার করিয়াছিলেন।

৫। তিনি মানুষদিগকে বলিলেন ঃ "আপনারা যদি বুদ্ধের উদ্দেশ্যে রাস্তাটি পরিষ্কার করেন, তাহা হইলে ভূমির এক অংশ আমাকেও অর্পণ করুন, আমিও আপনাদিগের সহিত পরিষ্কার করিব।"

৬। কিন্তু, তাঁহার দ্বারা ভূমিভাগটি পরিষ্কৃত হইবার পূর্বেই ষড়াভিজ্ঞাপ্রাপ্ত দীপঙ্কর বুদ্ধ শতসহস্র অরহত পরিবৃত হইয়া, যেই ভূমিভাগ প্রস্তুতকৃত এবং সজ্জিত হইয়াছিল, তথায় অবতরণ করিলেন।

৭। নৈরঞ্জনা নদীতীরে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে দুগ্ধপায়স লাভ করিয়া ভোজন করতঃ তিনি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন।

৮। চারিশত সহস্র অরহত মহাসত্ত্বকে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দান করতঃ বন্দনা পূর্বক চলিয়া গেলেন।

৯। যখন মহাপৃথিবী কম্পিত হইতেছিল, তখন রম্মনগরের মানুষেরা তাহা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া এদিক সেদিক পড়িয়া যাইতেছিল এবং জলপাত্র ও অন্যান্য পাত্র পরস্পরের আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছিল।

১০। সেই মুহূর্তে শক্র যেই সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাহা উষ্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নতুন শব্দার্থ

অর্পণ করা = নিযমেতি (ক্রি)
অশ্বত্থ = অস্সত্থ (পুং)
অংশ = খণ্ড, ভাগ (পুং)
উপনীত = উপনীত (অ-কৃ)
একান্তে = একমন্তং (ক্রি-বিণ)
খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছিল = খণ্ডাদিখণ্ড অহেসুং (ক্রি)
দুগ্ধপায়স = খীরপাযাস (পুং)
পরিষ্কার করা = সোধেতি (ক্রি)
পাত্র = ভাজন (ন)
পূর্বসদৃশ = পুব্বে ৰিয
প্রস্তুতকৃত = পটিযত্ত (অ-কৃ)
ভগবান = ভগৰন্ত (পুং)
ভোজন করতঃ = পরিভুঞ্জিত্বা (অস-ক্রি)
সহিত = সহ, সদ্ধিং (নি)
সহ্য করিতে = সহিতুং (তুং)
সর্বজ্ঞতা জ্ঞান = সব্বঞ্ঞুতাঞাণ (ন)
সংস্কার করা = সঙ্খরোতি (ক্রি)

মিশ্র সমাস

(Complex Compounds)

৫৮। কোন যৌগিক সমাস যখন পরস্পর একত্রে মিলিত হইয়া অপর একটি নতুন সমাস গঠন করিয়া থাকে এবং সেই নতুন সমাস পুনঃরায় অপর একটি সমাসের সাথে মিলিত হইয়া আবার একটি যৌগিক সমাস গঠন করে। এইভাবে সমাসগুলো পরস্পর মিলিত হইয়া নতুন সমাস গঠন করিলে, তাহাকে মিশ্র সমাস বলা হয়।

এই কারণেই প্রত্যেক মিশ্র সমাস পৃথক পদ রূপে নিম্নোক্তভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

১। সুরনরমহিতো (অনুশীলনী – ৯ দ্রষ্টব্য)

(ক) সুরা চ নরা চ = সুরনরা (দ্বন্দ্ব)।

(খ) সুরনরেহি + মহিতো = সুরনরমহিতো (তপ্পুরিস)।

২। ভিক্খুসহস্স-পরিবুতো (অনুশীলনী – ৯ দ্রষ্টব্য)

(ক) ভিক্খূনং + সহস্সং = ভিক্খুসহস্সং (তপ্পুরিস)।

(খ) ভিক্খুসহস্সেন + পরিবুতো = ভিক্খুসহস্স-পরিবুতো (তপ্পুরিস)।

৩। গন্ধ-মালাদি-হত্থা (অনুশীলনী – ৯ দ্রষ্টব্য)

(ক) গন্ধা চ মালা চ = গন্ধমালা (দ্বন্দ্ব)।

(খ) গন্ধমালা + আদি (যেসং, তে) = গন্ধমালাদাযো = সুগন্ধ, মালা এবং অপর দ্রব্যসমূহ (বহুব্বীহি)।

(গ) গন্ধমালাদযো হত্থেসু (যেসং, তে) গন্ধ-মালাদিহত্থা = যাহাদের হস্তে সুগন্ধমালা এবং অপর দ্রব্যসামগ্রী আছে তাহারা (বহুব্বীহি)।

৪। সব্বালঙ্কার-পতিমণ্ডিতা।

(ক) সব্বে + অলঙ্কারা = সব্বালঙ্কারা (কম্মধারয)।

(খ) সব্বালঙ্কারেহি + পতিমণ্ডিতা = সব্বালঙ্কার-পতিমণ্ডিতা (তপ্পুরিস)।

৫। দ্বত্তিংস-মহাপুরিসলক্খণ-পতিমণ্ডিতা।

(ক) মহন্তো + পুরিসো = মহাপুরিসো (কম্মধারয়)।

(খ) মহাপুরিসানং + লক্খণা = মহাপুরিসলক্খণা (তপ্পুরিস)।

(গ) দ্বত্তিংস চ তে মহাপুরিসলক্খণা চাতি = দ্বত্তিংস-মহাপুরিস-লক্খণা (কম্মধারয়)।

(ঘ) দ্বত্তিংস মহাপুরিসলক্খণেহি পতিমণ্ডিতো (যো, সো) = দ্বত্তিংস মহাপুরিসলক্খণ-পতিমণ্ডিতো = (একজন ব্যক্তি) যিনি বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণের অধিকারী (কম্মধারয়)।

কোন কোন শব্দের পরিবর্তন

(Change of Certain Words)

৫৯। কিছু কিছু শব্দ পৃথক রূপ বা আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে, যখন তাহারা সমাসবদ্ধপদে পরিণত হয়। যেমন ঃ–

(১) 'মহন্ত' শব্দ 'মহা' -তে রূপান্তরিত হয়। ইহা পূর্বে বিশ্লেষিত হইয়াছে।

(২) 'গো' শব্দ 'গৰ' অথবা 'গু' -তে রূপান্তরিত হয়।

(ক) হত্থী-গৰাস্স-বল্ৰং (হস্তী-গরু-অশ্ব এবং স্ত্রীঘোড়া)।

(খ) চিত্তা গাৰো যস্স, সো = চিত্তগু (একজন ব্যক্তি) যাহার গাভী এবং ষাড় আছে।

(৩) 'ভূমি' শব্দ 'ভুম্ম' অথবা 'ভূম' -তে রূপন্তরিত হয়।

(ক) পঞ্চ + ভূমিযো (যস্স, সো) = পঞ্চভুম্মো = পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি প্রাসাদ।

(খ) চত্তারো + ভূমিযো (যস্স, সো) = চতুভূমকো (মন বা চিত্ত) যাহার চারটি স্তর আছে। (শেষোক্ত 'ক' বহুনদিকোর মত বিশেষ সংযুক্তি মাত্র)।

(৪) 'অঙ্গুলি' শব্দ 'অঙ্গুল' -তে রূপান্তরিত হয়।

(ক) দ্বে অঙ্গুলিযো = দ্বঙ্গুলং (দুই আঙ্গুল)।

(খ) চত্তারো অঙ্গুলিযো + পমাণং (যস্স, সো) = চতুরঙ্গুলপ্পমাণো

(চারি অঙ্গুল পরিমাণ)।

(৫) 'রত্তি' শব্দ 'রত্ত' -তে রূপান্তরিত হয়।

(ক) রত্তিযা + অদ্ধো = অদ্ধরত্তং (অর্ধরাত্রি)।

(খ) তযো + রত্তিযো = তিরত্তং (তিনরাত্রি)।

(গ) দীঘা + রত্তিযো = দীঘরত্তং (দীর্ঘরাত্রি)।

(৬) 'অক্খি' শব্দ 'অক্খ' -তে রূপান্তরিত হয়।

(ক) সহস্স + অক্খীনি (যস্স, সো) = সহস্সক্খো (যাহার সহস্র চক্ষু আছে অথবা দেবরাজ শক্র)।

(খ) ৰিসালানি + অক্খীনি (যস্স, সো) = ৰিসালক্খো (যাহার বিশাল চক্ষু আছে বা বিশাল চক্ষু বিশিষ্ট)।

(৭) 'সহ' এবং 'সমান' শব্দদ্বয় 'স' -তে রূপান্তরিত হয়।

(ক) সহ + পরিৰারেন (যো ৰত্ততে, সো) = সপরিৰারো (একজন ব্যক্তি) তাহার পরিবারস্থ সকলের সাথে বা সপরিবারে।

(খ) সহ + মনেন (যো ৰত্ততে, সো) = সমনকো (সমমনা, সমমনের অধিকারী, বিচক্ষণ)।

(গ) সমানা + জাতি (যস্স, সো) = সজাতিকো (একজন ব্যক্তি) যিনি সমশ্রেণীর বা স্বজাতির মানুষ।

(ঘ) সমানং + নামং (যস্স, সো) = সনামো (একজন ব্যক্তি) যিনি একই নামধারী।

অনুশীলনী – ১০

সমাস নির্ণয় করিয়া বাংলায় অনুবাদ কর

১। "উদেনস্স রঞ্ঞো তযো পাসাদা অহেসুং; একো তিভূমকো, একো চতুভূমকো, ইতরো পঞ্চভূম্মকো।"

২। "তেসু সপরিৰারা ৰিসালক্খা নানাভরণভূসিতা তিস্সো দেৰিযো ৰসিংসু। তাসু একা সামাৰতী নাম বুদ্ধসাৰিকা, একা মাগন্ধিযা নাম মিচ্ছাদিট্ঠিকা।"

৩। "সো রাজা দ্বিরত্তং ৰা তিরত্তং ৰা একস্মিং পাসাদে নাটকিত্থি-পরিবুতো সম্পত্তিং অনুভৰন্তো ৰসতি, ন পন দীঘরত্তং একস্মিং ৰসতি।"

৪। "ভগৰতো কির ভিক্খুসঙ্ঘস্স চ পঞ্চন্নং মহানদীনং মহোঘসদিসে লাভ-সক্কারে উপ্পন্নে হত-লাভসক্কারা অঞ্ঞতিত্থিযা সুরিযুগ্গমনকালে খজ্জোপনক-সদিস হুত্বা . . . মন্তযিংসু।"

(ধম্মপদট্ঠকথা, ৩য় খণ্ড, ৪৭৪)

৫। "রাজা যোজনন্তরে জন্নুমত্তেন ওধিনা পঞ্চৰণ্ণানি পুপ্ফানি ওকিরাপেত্বা ধজ-পতাক-কদলি-আদীনি উস্সাপেত্বা . . . পূজং করোন্তো গঙ্গাতীরং পাপেত্বা . . . ৰেসালিকানং সাসনং পহিণি।" (প্রাগুক্ত)

৬। "মহাজনো নগরমজ্ঝে সন্থাগারং সব্বগন্ধেহি উপলিম্পেত্বা উপরি সুৰণ্ণতারকাদি-ৰিচিত্তং বুদ্ধাসনং পঞ্ঞাপেত্বা সত্থারং আরোচেসি।"

(প্রাগুক্ত)

৭। "তে সুৰণ্ণ-রজত-মণিময়া নাৰাযো মাপেত্বা সুৰণ্ণরজত-মণিময়ে পল্লঙ্কে পঞ্ঞাপেত্বা পঞ্চৰণ্ণ-পদুম-সঞ্ছন্নং উদকং করিত্বা . . . অত্তনো অত্তনো নাৰাভিরূহনত্থায সত্থারং যাচিংসু।" (প্রাগুক্ত)

৮। "অথ'স্স পরিচারক-পুরিসা নানাৰণ্ণানি দুস্সানি নানপ্পকারা আভরণৰিকতিযো মালাগন্ধৰিলেপনানি চ আদায সমন্তা পরিৰারেত্বা অট্ঠংসু।" (জাতক নিদান)

৯। "সো ঃ 'সাধু দেৰা'তি অস্সভণ্ডকং গহেত্বা অস্সসালং গন্ত্বা গন্ধতেলপ্পদীপেসু জলন্তেসু সুমনপট্ট-ৰিতানস্স হেট্ঠা রমণীযে ভূমিভাগে ঠিতং কন্থকং অস্সরাজানং . . . কপ্পেসি।" (প্রাগুক্ত)

১০। "সো . . . ন চিরস্সেৰ পচ্চেকসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝিত্বা সকল-ৰারাণসীনগরে পুণ্ণচন্দো ৰিয পাকটো লাভগ্গ-যসগ্গপ্পত্তো অহোসি।"

(ধম্মপদট্ঠকথা, ৩য় খণ্ড, ৪৪৭)

নতুন শব্দার্থ

অঞ্ঞতিত্থিয = অন্যতীর্থিয় (পুং)
অনুভৰন্তো = উপভোগ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
অভিরূহন = আরোহণ (ক্রি-বি)
অভিসম্বুজ্ঝিত্বা = সম্বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া (অস-ক্রি)
অস্সভণ্ডক = ঘোড়ার সাজসজ্জা, ঘোড়ার আভরণ (পুং)
অস্সসালা = ঘোড়ার আবাস, অশ্বশালা (স্ত্রী)

আভরণ = আভরণ, অলঙ্কার (ন)
উপ্পন্ন = উৎপন্ন (অ-কৃ)
উপলিম্পেত্বা = লেপন বা মর্দন করিয়া (অস-ক্রি)
উস্সাপেত্বা = উত্তোলন করিয়া, উঠাইয়া (অস-ক্রি)
ওকিরাপেত্বা = ছিটাইয়া, বিকীর্ণ করাইয়া (অস-ক্রি)
ওধি = পরিমাণ, পর্যন্ত , সীমা (পুং)
খজ্জোপনক = জোঁনাকি পোকা (পুং)
জণ্ণুমত্ত = হাঁটুমাত্র, হাঁটুপরিমাণ (বিণ)
জলন্ত = জ্বলন্ত (বর্ত-কৃ)
দুস্স = বস্ত্র, কাপড় (ন)
ধজ = ধ্বজা-পতাকা (পুং)
নাটকিত্থী = নর্তকী (স্ত্রী)
নানপ্পকার = নানা প্রকার (বিণ)
পচ্চেকসম্বোধি = পচ্চেক বুদ্ধত্ত্ব জ্ঞান (স্ত্রী)
পঞ্চৰণ্ণ = পঞ্চবর্ণ (বিণ)
পতাকা = পাতাকা (স্ত্রী)
পরিচারক = পরিচর্যাকারী, সেবক, পরিচারক (বিণ)
পরিৰারেত্বা = পরিবেষ্টিত হইয়া (অস-ক্রি)
পল্লঙ্ক = পালঙ্ক, খাট (পুং)
পাকট = প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত (বিণ)
পুণ্ণচন্দ = পূর্ণচন্দ্র (পুং)
বুদ্ধাসন = বুদ্ধাসন (ন)
ভূমিভাগ = ভূমিভাগ, ভূমির এক অংশ (পুং)
ভূসিত = ভূষিত, অলঙ্কৃত (অ-কৃ)
মজ্ঝ = মধ্য, মধ্যম (পুং)
মহোঘ = মহপ্লাবন, মহাস্রোত (পুং)
মিচ্ছাদিট্ঠিক = মিথ্যাদৃষ্টিক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন (বিণ)
যসগ্ন = অগ্রযশ, শ্রেষ্ঠতম যশ (পুং)
যোজনন্তর = যোজন পর (প্রায় সাত মাইলের পর) (ন)
রজত = রূপা, রৌপ্য (ন)
রমণীয = রমণীয়, মনোরম (বিণ)
লাভ = অর্জিত বস্তু বা ধন (পুং)
লাভগ্ন = অগ্রলাভ, শ্রেষ্ঠতম লাভ (পুং)
ৰিকতি - শ্রেণী, প্রকার (স্ত্রী)
ৰিচিত্ত = বিচিত্র (বিণ)
ৰিতান = বিতান, চাঁদোযা (ন)
ৰিলেপন = প্রসাধন দ্রব্য, বিলেপন দ্রব্য (ন)
সঞ্ছন্ন = আবৃত, আচ্ছাদিত (অ-কৃ)
সন্থাগার = পরিষদ ভবন (পুং)
সম্পত্তি = ধন-সম্পত্তি (স্ত্রী)
সমন্তা = সমস্ত, সর্বদিকে চতুর্দিকে (ক্রি-বিণ)
সাধুদেৰ = হ্যাঁ, প্রভু! ইহাই

উত্তম।
সাসন = পত্র, সংবাদ (ন)
সুমনপট্ট = জুঁইয়ের মালা (ন)
সুরিযুগ্গমন = সূর্যোদয় (ন)

যথাসম্ভব সমাসবদ্ধ করিয়া পালিতে অনুবাদ কর

১। তখন ক্রোধান্বিত মার মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষুরচক্র নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সেই ক্ষুরচক্র পুষ্পমাল্য হইয়া তাঁহার উপরে চাঁদোয়া সদৃশ স্থিত হইয়াছিল।

২। যখন এভাবে ক্ষুরচক্রসমূহ পুষ্পমাল্য এবং চাঁদোয়াই পরিণত হইল; তখন সকল মার সঙ্গীগণ উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিলেন ঃ "এখনি তিনি তাঁহার আসন হইতে উঠিয়া পলায়ন করিবেন" এভাবে বলিয়া তাহারা তাঁহাকে এক বিশাল পর্বত চূঁড়া নিক্ষেপ করিল।

৩। দেবগণ চক্রবাল পর্বতের চূড়ায় স্থিত হইয়া রাজকুমার সিদ্ধার্থকে দেখিয়া বলিলেন ঃ "অহো! অপরূপ সৌন্দর্যবিমণ্ডিত রাজকুমার সিদ্ধার্থের জীবন শেষ হইয়া গেল! শেষ হইয়া গেল!"

৪। তিনি তাঁহার আসন হইতে উঠিয়া রাহুল মাতার শয়ন কক্ষে গমন করিয়া তাঁহার শয়ন কক্ষের দরজা খুলিলেন। সেই মুহূর্তে শয়ন কক্ষে সুগন্ধি তৈল প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

৫। অতঃপর শোভন বস্ত্র পরিহিতা মহিলারা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে নৃত্য-গীত পরিবেশন করিলেন[১] এবং দেবী সদৃশা অভিরূপা মহিলারা তাঁহাদের বাদ্যযন্ত্র আনিয়া মনোজ্ঞ বাজনা পরিবেশন করিলেন।

৬। তথায় তিনি দিনের সময় আনন্দ উপভোগ করতঃ মনোরম হ্রদে স্নান করিলেন এবং সূর্যাস্তে বস্ত্রপরিধানের জন্যে মঙ্গল শিলার উপর উপবেশন করিলেন।

৭। তাঁহারা সর্বদা তৃতীয় মাসের মাঝামাঝি সময়ে বুদ্ধের দন্তধাতু বাহিরে আনয়ন করেন। দশদিন পূর্বে রাজা বিশালকায় হস্তীকে উত্তম পোশাক পরিধান করাইয়া এবং একজন মানুষকে রাজকীয় পোশাকে

[১]। 'নৃত্য-গীত পরিবেশন করিলেন' অর্থে এখানে 'নৃত্য করিলেন এবং গান গইলেন' বুঝিয়া নিতে হইবে।

সজ্জিত করিয়া, হস্তীর উপর আরোহণ করান এবং দুন্দুভি (ঢোল) বাজাতে নিয়োগ করিয়া থাকেন।

৮। দশদিন পরে বুদ্ধের দন্তধাতু সমূহ সম্মুখে আনয়ন করিয়া অভয়গিরি বিহারে নিয়া যাইবে। তাই সকল প্রব্রজিত ও গৃহীগণ রাজ্যের মধ্যে সড়ক এবং মহাসড়কগুলো সমতল ও সজ্জিত করুক এবং নানাপ্রকার পুষ্পরাজি বিকীর্ণ করুক।

৯। সর্বপ্রথম তিনি তাঁহাদের জন্য মহাসৎকার সম্পাদন করিলেন। এবং পরে তিনি এক যুগল গরু বাছাই করতঃ গরুগুলোর শিংগুলো সোনা, রূপা এবং মূল্যবান-দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

১০। তখন তিনি নিজে মনোরম স্বর্ণময় লাঙ্গল দ্বারা নির্ধারিত উন্মুক্ত ভূমির চতুর্দিকে কর্ষণ করিয়াছিলেন।

নতুন শব্দার্থ

অতঃপর = অথ খো (নি)
অপরূপ সৌন্দর্য বিমণ্ডিত = অতিৰিসিট্ঠরূপ (বিণ)
অভিরমিত হওয়া = অভিরমতি (ক্রি)
অভিরূপা = পাসাদিকা (বিণ)
আসন = আসন (ন)
উচ্চস্বরে চিৎকার করা = উগ্‌ঘোসেতি (ক্রি)
উন্মুক্ত স্থান = ওকাস (পুং)
গান করা = গাযতি (ক্রি)
গৃহী = গিহী (পুং)
চক্রবাল পর্বত = চক্কৰাল পব্বত (পুং)
জাকজমকপূর্ণ = ৰিসিট্ঠাকারেন (ক্রি-বিণ)
নির্ধারিত = নিযামিত (অ-কৃ)
নিয়োগ করা = নিযোজেতি (ক্রি)
নিক্ষেপ করা = খিপতি (ক্রি)
নৃত্য করা = নচ্চতি (ক্রি)
পরিধান করিতে = নিৰাসাপেতুং, অলঙ্কারেতুং (তুং)
পরিপাটি করিয়া স্থাপন করতঃ = পটিপাটিযা ঠত্বা (অস-ক্রি)
পরিবর্তন করা = পরিৰত্ততি (ক্রি)
পরিষদ = পরিসা (স্ত্রী)
পলায়ন করা = পলাযতি (ক্রি)
পর্বত চূড়া = পব্বতকূট (পুং)
প্রব্রজিত = পব্বজিত (বিণ)
পূর্বে = পুরেতরং (ক্রি-বিণ)
বস্ত্র পরিহিত = নিৰত্থ (অ-কৃ)
প্রান্ত বা সীমানা = মুখৰট্টি (স্ত্রী)
বাছাই করা = উচ্চিনাতি (ক্রি)
বাজানো (বাদ্য) = ৰাদেতি (ক্রি)

বাদ্য-যন্ত্র = তুরিয-ভণ্ড (ন)
বিশাল = মহন্ত, ৰিসাল (বিণ)
মনোজ্ঞ = রমণীয় (বিণ)
মহাসড়ক = মহামগ্গ (পুং)
মঙ্গলশিলা = মঙ্গলসিলা (স্ত্রী)
যুগল (জোড়া) = যুগল, যুগ (ন)
রাজকীয় পোশাক = রাজাভরণ (ন)
লাঙ্গল = লঙ্গল (ন)
শয়নকক্ষ = ওভরক (পুং)
শেষ হইয়া গেল = নট্ঠো (অ-কৃ)
শোভনবস্ত্র = সোভনৰত্থ (ন)
সকল = সকল, নিরৰসেস (বিণ)
সকল প্রকার = সব্বজাতিক (বিণ)
সমান করা = সমং করোতি (ক্রি)
সম্পাদন করা = সম্পাদেতি (ক্রি)
সম্মুখে আনিয়া = অভিনীহরিত্বা (অস-ক্রি)
সৎকার = সক্কার (পুং)
স্বর্ণময় = সুৰণ্ণময, সুৰণ্ণলিত্ত (বিণ)
শিং = সিঙ্গ (ন)
স্থিত হইয়াছিল = অট্ঠাসি (ক্রি)
সূর্যাস্ত = সরিযত্থঙ্গম (পুং)
ক্ষুরচক্র = চক্কাযুধ (ন)

* * *

ক্রিয়া

(Verb)

ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সাথে উপসর্গ এবং প্রত্যয় যুক্ত হইয়া ক্রিয়া গঠিত হইয়া থাকে।

৬০। ক্রিয়ামূল হইতেছে ভাষার আদিম বা মূল উপকরণ, যাহা সাংকেতিক ধারণা বা ইঙ্গিত প্রকাশ করে। ইহা কোন প্রকার ব্যাকরণিক বিশ্লেষণে অক্ষম।

(ক) Infinitive দ্বারা ক্রিয়ামূলের ধারণাকে প্রকাশ করা যে কোন European ভাষার একটি সাধারণ রীতি। যেমন– ভূ (To be)। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ক্রিয়ামূল কখনও Infinitive নহে। তবে ইহা ক্রিয়ার এমন একটি প্রাথমিক উপাদান, যাহা সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রকাশ করিয়া থাকে।

(খ) ছন্দসিক পালি বৈয়্যাকরণিকগণ ব্যঞ্জনান্ত সকল ক্রিয়ামূলের শেষে সবসময় একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বরবর্ণ যুক্ত করিয়া থাকেন। যেমন– পচ্ (অ) = রান্না করা, গম্ (উ) = গমন করা। অথচ এই স্বরবর্ণ বস্তুত ক্রিয়ামূলের অধিকারভুক্ত নহে।

(গ) পালিতে ক্রিয়া বা ধাতুমূল সাতটি বিভাগে বিভক্ত। যাহা বিভিন্নভাবে বিভাজিত হইয়া থাকে। এই বিভাগ সমূহের নাম এবং তাহাদের রূপান্তর সমূহের চিহ্ন প্রথম খণ্ডের ১৪ নং ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে।

(ঘ) আবার সমগ্র ধাতুকে Transitive ও Intransiitive এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে।

১) Transitive ধাতু থেকে গঠিত ক্রিয়ার জন্যে একটি Object বা কর্মপদের প্রয়োজন হয়। যেমন– খাদ্ (আহার করা) ক্রিয়ামূল থেকে খাদতি (খায়) – এই ক্রিয়াটি গঠিত হইল। যখন কেহ বলে, 'সে খায়' তখন নিশ্চিত বুঝিতে হইবে সেখানে কোন খাদ্য আছে, তাই খাদ্যটির নাম নামক Object এর উল্লেখ প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

২) Intransitive ক্রিয়ার ব্যবহারে কোন Object এর প্রয়োজন হয় না। যেমন– সি (শয়ন করা) ক্রিয়ামূল থেকে 'সযতি' ক্রিয়া গঠিত হয়। যখন কেহ বলে- 'সে শয়ন করে' তখন তাহার পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায়। তখন ইহার জন্যে কোন Object এর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন এই Transitive Verb সমূহ Causative তথা ণিজন্ত ক্রিয়া হয়, তখন ইহাদের Object এর প্রয়োজন হয়।

(ক) Simple Intransitive ঃ *দারকো সযতি* (বালক শয়ন করে)।

(খ) একই ক্রিয়া থেকে Causative ঃ *মাতা দারকং সযাপেতি* (মাতা বালককে শয়ন করায়)।

আখ্যাত প্রকরণ (Modes)

৬১। যাহা ক্রিয়াবাচক এবং কাল ভেদে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ – এই ত্রিকাল; পুরুষ ভেদে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম – এই পুরুষত্রয়; বাচ্য ভেদে কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য – এই বাচ্যদ্বয়; লিঙ্গ ভেদে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গ – এই লিঙ্গত্রয় এবং বচন ভেদে একবচন ও বহুবচন – এই দ্বিবচনে রূপান্তরিত হয়, তাহাকে আখ্যাত বলা হয়।

৬২। আখ্যাত আট প্রকার। যথা ঃ–

(১) ৰত্তমানা = Present Indicative (বর্তমান কাল)

(২) অজ্জতনী = Past Indicative or Aorist (অতীত কাল)

(৩) ভৰিস্সন্তি = Future Indicative (ভবিষ্যৎ কাল)

(৪) পঞ্চমী = Imperative & Benedictive (অনুজ্ঞাসূচক)

(৫) সত্তমী = Optative or Potential (ইচ্ছা ও সম্ভাবনাসূচক)

(৬) হীযত্তনী = Imperfect or Preterit (নির্দিষ্ট অতীত)

(৭) পরোক্খা = Perfect or Past Indefinite (অনির্দিষ্ট অতীত)

(৮) কালাতিপত্তি = Coditional (সাপেক্ষাত্মক) ইহা অতীত কালে ক্রিয়া ঘটিবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কঠিন বাঁধার কারণে ঘটে নাই এমন বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

(২) অজ্জতনী ঃ অতীতে ইহা নিকট অতীত বা এই মাত্র সম্পাদিত হইয়াছে, এমন সময় প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্তমানে ইহা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সাধারণ অতীত প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৬৩। সাত প্রকার ধাতুগণ এর প্রত্যেকটি উপরোক্ত আট প্রকার আখ্যাত বা ধাতু প্রকরণ অনুসারে ধাতুরূপ হইয়া থাকে।

কিন্তু কিছু কিছু ধাতুগণ -এর ধাতু সমূহ অজ্জতনী, ভবিস্সন্তি, পরোক্খা এবং কালাতিপত্তির মধ্যে ধাতুরূপ হয় না।

প্রত্যেক ধাতুগণ এর জন্য উদাহরণ এবং তাহাদের স্ব স্ব ধাতুচিহ্ন বা আকৃতিসহ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ–

	ধাতু	ধাতুর চিহ্ন	ক্রিয়া
(১)	ভূ (হওয়া) +	অ + তি =	ভবতি (হওয়া)
(২)	রুধ (ব্যাহত করা) +	ঙ + অ + তি =	রুন্ধতি (ব্যাহত করা)
(৩)	দিবু (ক্রীড়া করা) +	য + তি =	দিব্বতি (ক্রীড়া করা)
(৪)	(ক) সু (শুনা) +	ণা + তি =	সুণাতি (শ্রবণ করা)
	(খ) সু (শুনা) +	ণো + তি =	সুণোতি (শ্রবণ করা)
(৫)	কি (ক্রয় করা) +	ণা + তি =	কিণাতি (ক্রয় করা)
(৬)	(ক) কর (করা) +	ও + তি =	করোতি (করা)
	(খ) কর (করা) +	যির + তি =	কযিরতি (করা)
(৭)	(ক) চুর (চুরি করা) +	এ + তি =	চোরেতি (চুরি করা)
	(খ) চুর (চুর করা) +	অয + তি =	চোরযতি (চুরি করা)

৬৪। দুইটি বাচ্যের মধ্যে তখনই কর্তৃবাচ্যের ব্যবহার হয়, যখন কর্ম বা Object এর চাইতে ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর ভাব প্রকাশ করা হয়।

কর্মবাচ্যের ব্যবহার তখনই হইয়া থাকে, যখন ক্রিয়ার কাজ কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত না হইয়া প্রতিনিধির মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়।

৬৫। উভয় বাচ্যে ক্রিয়া গঠন করিতে বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগে ধাতুর দুইটি রীতি বা পদ্ধতি অনুসৃত হয়। তন্মধ্যে একটি হইতেছে 'পরস্সপদ' এবং অপরটি হইতেছে 'অত্তনোপদ'।

ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সুদূর অতীতে 'পরস্সপদ' শুধুমাত্র কর্তৃবাচ্য রূপ গঠন করিতে ব্যবহৃত হইত এবং 'অত্তনোপদ' কর্মবাচ্য রূপ গঠন

করিতে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্তমানে তাহারা তাহাদের পার্থক্য হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং ক্রিয়া গঠন করিতে উভয় বাচ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Dr. O. H. de A. Wijesekara এর মতে বৈদিক এবং সংস্কৃতে অত্তনোপদের চিহ্নসমূহ কর্তৃবাচ্য এবং ভাববাচ্য (Reflexive) উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পালি বাচ্য বা আখ্যাতের মধ্যেও ইহা অনুসৃত হইয়াছে। অতএব, প্রকৃতপক্ষে বাচ্য হবে তিনটি; যথা– কর্তৃবাচ্য, ভাববাচ্য এবং কর্মবাচ্য। পালি ও অন্যান্য প্রাকৃতে বস্তুতঃ যাহা হইয়াছে, তাহা হইতেছে ভাববাচ্যটি বাচ্য হিসাবে কর্তৃবাচ্য আকৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ বিলোপ করিয়াছে।

* * *

ভুবাদিগণ ধাতু

১। ৰত্তমানা (Present Tense)

৬৬। প্রথম আখ্যাত এর চিহ্ন বা আকৃতি সমূহ বর্তমান কাল প্রকাশ করে বিধায় তাহাকে 'ৰত্তমানা' বলা হয়।

এই আখ্যাতের বিভক্তির চিহ্ন সমূহ নিম্নরূপ ঃ–

	পরস্সপদ		অত্তনোপদ	
পুরুষ	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	তি	न्তি	তে	न्তে
মজ্ঝিম ঃ	সি	থ	সে	ৰ্হে
উত্তম ঃ	মি	ম	এ	ম্হে

বর্তমানকালীয় 'পচ' (পাক করা) ধাতুরূপ ঃ–

কর্তৃবাচ্য (Active Voice)

পরস্সপদ

পরুষ	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	পচতি (সে পাক করে)	পচন্তি (তাহারা পাক করে)
মজ্ঝিম ঃ	পচসি (তুমি পাক কর)	পচথ (তোমরা পাক কর)
উত্তম ঃ	পচামি (আমি পাক করি)	পচাম (আমরা পাক করি)

অত্তনোপদ

পঠম ঃ পচতে (সে পাক করে)	পচন্তে (তাহারা পাক করে)
মজ্ঝিম ঃ পচসে	পচবহে
উত্তম ঃ পচে	পচম্হে

কর্মবাচ্য (Passive Voice)

অত্তনোপদ

পুরুষ একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ পচ্চতে (ইহা রন্ধিত হয়)	পচ্চন্তে (তাহারা রন্ধিত হয়)
মজ্ঝিম ঃ পচ্চসে (তুমি রন্ধিত হও)	পচ্চব্হে (তোমরা রন্ধিত হও)
উত্তম ঃ পচ্চে (আমি রন্ধিত হই)	পচ্চাম্হে (আমরা রন্ধিত হই)

পরস্সপদ

পঠম ঃ পচ্চতি	পচ্চন্তি
মজ্ঝিম ঃ পচ্চসি	পচ্চথ
উত্তম ঃ পচ্চামি	পচ্চাম

ধাতুর সাথে 'য' যুক্ত হইয়া কর্মবাচ্য ক্রিয়ামূল গঠিত হইয়া থাকে। যেমন ঃ–

কর্তৃবাচ্য ঃ– পচ + অ + তি = পচতি।

কর্মবাচ্য ঃ– পচ + য + তি = পচ্যতি = পচ্চতি।

(ক) এখানে ধাতুর শেষোক্ত স্বরবর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়; যেহেতু ইহা অধিকাংশ ধাতুর অনুবর্তী সংযোজন বিশেষ।

(খ) কর্মবাচ্যের 'য' ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে মিলিত হয় এবং ইহার মিলন বিবিধ প্রকারে হইয়া থাকে, যাহা পরবর্তীতে বিশদ্ভাবে বর্ণনা করা হইবে।

পঞ্চমী (The Imperative)

৬৬। যাহা চতুর্থ আখ্যাত এর চিহ্ন বা আকৃতি গ্রহণ করতঃ আদেশ, উপদেশ, প্রার্থনা ও আশীর্বাদসূচক অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে 'পঞ্চমী' বলা হয়।

এই আখ্যাতের বিভক্তির চিহ্ন সমূহ নিম্নরূপ ঃ–

	পরস্সপদ		অত্তনোপদ	
পুরুষ	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	তু	ন্তু	তং	ন্তং
মজ্ঝিম ঃ	হি	থ	স্সু	ব্হো
উত্তম ঃ	মি	ম	এ	আমসে

কর্তৃবাচ্য (Active Voice)

পরস্সপদ

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	গচ্ছতু	গচ্ছন্তু
মজ্ঝিম ঃ	গচ্ছ, গচ্ছাহি	গচ্ছথ
উত্তম ঃ	গচ্ছামি	গচ্ছাম

'গচ্ছ' ক্রিয়ামূলটি 'গমু' (গমন করা) ধাতু হইতে গঠিত হইয়াছে।

মজ্ঝিম পুরুষ একবচনে বিভক্তির চিহ্ন 'হি' কোন কোন সময় লুপ্ত হইয়া থাকে।

অত্তনোপদ

পঠম ঃ গচ্ছতং	গচ্ছন্তং
মজ্ঝিম ঃ গচ্ছস্সু	গচ্ছব্হো
উত্তম ঃ গচ্ছে	গচ্ছামসে

সত্তমী (The Optative)

৬৭। যাহা পঞ্চম আখ্যাত এর চিহ্ন বা আকৃতি গ্রহণ করতঃ অনুমতি, পরিকল্পনা ও সম্ভাবনাসূচক অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে 'সত্তমী' বলা হয়।

এই আখ্যাতের বিভক্তির চিহ্ন সমূহ নিম্নরূপ ঃ–

	পরস্সপদ		অত্তনোপদ	
পুরুষ	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	এয্য	এয্যুং	এথ	এরং
মজ্ঝিম ঃ	এয্যাসি	এয্যাথ	এথো	এয্যব্হো
উত্তম ঃ	এয্যামি	এয্যাম	এয্যং	এয্যাম্হে

কর্তৃবাচ্য (Active Voice)

পরস্সপদ

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	গচ্ছেয্য	গচ্ছেয্যুং
মজ্ঝিম ঃ	গচ্ছেয্যাসি	গচ্ছেয্যাথ
উত্তম ঃ	গচ্ছেয্যামি	গচ্ছেয্যাম

অত্তনোপদ

পঠম ঃ	গচ্ছেথ	গচ্ছেরং
মজ্ঝিম ঃ	গচ্ছেথো	গচ্ছেয্যব্হো
উত্তম ঃ	গচ্ছেয্যং	গচ্ছেয্যাম্হে

অনুশীলনী – ১১

বাংলায় অনুবাদ কর

১। তদা সেট্ঠিনো ভরিযা গরুগব্ভা হোতি; তস্মা সো সীঘং গেহং পুরিসং পেসেসি– 'গচ্ছ ভণে, জানাহি তং ৰিজাতা ৰা নো ৰা'তি।

(ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ১৭৪)

২। ৰেগেন গেহং গন্ত্বা কালিং নাম দাসিং পক্কোসিত্বা সহস্সং দত্বা আহ– 'গচ্ছ, ইমস্মিং নগরে উপধারেত্বা অজ্জ জাত-দারকং গণ্হিত্বা এহী'তি। (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৭৪)

৩। ত্বং ইমং নেত্বা চক্কমগ্গে নিপজ্জাপেহি, গোণা ৰা নং মদ্দিস্সন্তি, চক্কা ৰা নং ভিন্দিস্সন্তি; পৰত্তিধ্বস্স ঞত্বা ৰা আগচ্ছেয্যাসি।

(প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৭৬)

৪। অম্বো পুরিস, যস্স ত্বং পাসাদস্স আরোহণায নিস্সেনিং করোসি, জানাসি তং পাসাদং পুরত্থিমায ৰা দিসায, দক্খিণায ৰা দিসায, পচ্ছিমায ৰা দিসায, উত্তরায ৰা দিসাযা'তি?

(দীঘ নিকায়, ১ম খণ্ড, ১৯৪)

৫। সেয্যথাপি, মহারাজ, পুরিসো ইণং আদায কম্মন্তে পযোজেয্য, তস্স তে কম্মন্তা সমিজ্ঝেয্যুং; সো ততো নিদানং লভেথ পামোজ্জং অধিগচ্ছেয্য সোমনস্সং। (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৭১)

৬। সেয্যথাপি নাম সুদ্ধং ৰত্থং অপগতকালকং সম্মদেৰ রজনং পটিগ্গণ্হেয্য, এৰমেৰ যস্সস্স কুলপুত্তস্স তস্মিং যেৰ আসনে ৰিরজং ৰীতমলং ধম্মচক্খুং উদপাদি। (বিনয় মহাবগ্গ, ১৬)

৭। সো চে ভিক্খূনং সন্তিকে দূতং পহিণেয্য– 'অহং হি গিলানো, আগচ্ছন্তু ভিক্খূ; ইচ্ছামি ভিক্খূনং আগত'ন্তি, গন্তব্বং ভিক্খৰে সত্তাহকরণীযেন। (প্রাগুক্ত, ১৪৮)

৮। ইমানি, ভন্তে, অসীতি-গামিক-সহস্সানি ইধূপসঙ্কন্তানি ভগৰন্তং দস্সনায; সাধু মযং ভন্তে, লভেয্যাম ভগৰন্তং দস্সনাযা'তি।

(প্রাগুক্ত, ১৮০)

৯। 'সাধু, দেৰো ৰাহনাগারেসু চ দ্বারেসু চ আণাপেতু ঃ যেন ৰাহনেন জীৰকো ইচ্ছতি, তেন ৰাহনেন গচ্ছতু; যেন দ্বারেন ইচ্ছতি, তেন দ্বারেন গচ্ছতূ'তি। (প্রাগুক্ত, ২৭৭)

১০। "পতিগণ্হাতু মে দেৰো পোসাৰনিক'ন্তি।" "অলং ভণে জীৰক, তুয্হে'ৰ হোতু; অম্হাকঞ্চেঞ্চে'ৰ অন্তেপুরে নিৰেসনং মাপেহী'তি।

(প্রাগুক্ত, ২৭২)

নতুন শব্দার্থ

অধিগচ্ছেয্য = অধিগত বা লাভ করিবেন (ক্রি)
অপগতকালক = কালদাগ বা ময়লা
অপসৃত (বিণ)
অম্ভো = ইহা সম্বোধনার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
আগত = আগমন (ক্রি-বি)
আদায = গ্রহণ করিয়া (অস-ক্রি)
আরোহণ = আরোহণ(ক্রি-বি)
ইণ = ঋণ (ন)
উদপাদি = উৎপন্ন হইয়াছিল (ক্রি)
উপসঙ্কন্ত = উপস্থিত হইয়াছেন (অ-কৃ)
কম্মন্ত = কর্ম, বাণিজ্য, ব্যবসা (পুং)
গরুগৰ্ভা = গর্ভবতী (স্ত্রী)
গামিক = গ্রামবাসী (ন)
চক্কমগ্গ = গরুগাড়ী চলিবার পথ (পুং)
ঞত্বা = জ্ঞাত হইয়া (অস-ক্রি)
ততো নিদানং = সেই কারণে, সেই হেতুতে (ক্রি-বিণ)
ধম্মচক্খু = ধর্মচক্ষু (ন)
নিস্সেনী = সোপান, সিড়ি (স্ত্রী)
পক্কোসিত্বা = নিকটে ডাকিয়া (অস-ক্রি)

পযোজেয্য = (বাণিজ্যে) নিয়োজিত হইলে (ক্রি)
পামোজ্জ = আনন্দ, প্রীতি (ন)
পোসাৰানিক = (কোন বস্তুর) কর, শুল্ক (ন)
মদ্দিস্সতি = মর্দন বা পদদলিত করিবে (ক্রি)
মাপেতি = নির্মাণ বা প্রস্তুত করা (ক্রি)
রজন = রং (ন)
লভেথ = লাভ করিবেন (ক্রি)
ৰাহন = বহন, যান, শকট (ন)
ৰাহনাগার = শকটাগার (পুং) (ন)
ৰিজতা = (একজন মহিলা) যিনি শিশু জন্মদান করিয়াছেন (স্ত্রী)
ৰিরজ = বিরজ, নির্মল (বিণ)
ৰীতমল = বীতমল, নির্মল (বিণ)
সত্তাহকরণীয = যাহা সপ্তাহ অভ্যন্তরে শেষ করা উচিত, সপ্তাহ-করণীয় (বিণ)
সমিজ্ঝেয্য = সমৃদ্ধি বা উন্নতি লাভ করিবে (ক্রি)
সম্মদেৰ = সম্যকভাবে (ক্রি-বিণ)
সেয্যথাপি নাম = যেমন (নি)

পালিতে অনুবাদ কর

১। মাতা যেমন স্বীয় পুত্রকে সযত্নে রক্ষা করেন, অনুরূপভাবে সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীচিত্ত পোষণ করা উচিত।

২। তুমি রাজকীয় শয়নকক্ষের মধ্যে আসনের উপর বসিবে এবং রাজাকে নিজের ভ্রাতা সদৃশ সম্বোধন করিবে।

৩। একজন সুস্থ ব্যক্তির যেমন কোন ঔষুধের প্রয়োজন হয় না; অনুরূপভাবে বুদ্ধের কোন শিক্ষকের প্রয়োজন হয় না।

৪। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি যেমন ক্রমবর্ধমান রোগ এবং শত্রুর জয়কে অবহেলা করেন না; অনুরূপভাবে তিনি পুনঃজন্মের ধারাকেও অবহেলা করেন না।

৫। মাতা যদি তাহার শিশুকে রাখিয়া বুদ্ধের ধর্ম শুনিতে বিহারে গমন করেন; তাহা হইলে শিশুটির যত্ন নিতে গৃহে কেহই থাকিবে না।

৬। একজন মানুষ যেমন পর্বতের চূঁড়ায় দাঁড়াইয়া নীচের সকল মানুষকে দর্শন করিয়া থাকে; অনুরূপভাবে একজন ভিক্ষু সম্বোধিজ্ঞান লাভ করতঃ বিশ্বকে অবলোকন করিয়া থাকেন।

৭। তিনি যদি সমান্য বেশী সজাগ হইতেন, তাহা হইলে তাহার কোন সঙ্গী মোটেই প্রয়োজন হইত না।

৮। যদি এই ছয়জন কুমারী সকালে নদীতে স্নান করতঃ রাণীর কাছে যাইত, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকেই একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা লাভ করিত।

৯। তিনি যদি নির্গ্রন্থ নাথপুত্রের অনুসারী হইতেন, খুবসম্ভবত শাস্তাকে গৌরবের সহিত বন্দনা করিতে পারিতেন না।

১০। যদিও সে নীচু জাতের, তবুও কি তৃষ্ণার্থ ব্যক্তি জল প্রত্যাখ্যান চিন্তা করিতে পারেন?

নতুন শব্দার্থ

অনুগমন করিতে = অনুগন্তুং (তুং)
অনুরূপভাবে = তথে'ব (নি)
অবশ্যই = বে, কামং (নি)
অবহেলা করা = পমজ্জতি (ক্রি)
কেহই না = ন কোচি (নি)
গমন করা = গচ্ছতি (ক্রি)
গৌরব = গারব (পুং) (গৌরবের সহিত = গারবেন)
খুবসম্ভবত = একংসেন (ক্রি-বিণ)
তবুও কি = তেন হি কিস্মিং (নি)
চিন্তা করা = চিন্তেতি (ক্রি)
অবলোকন করিয়া থাকেন = পস্সেয্য, ওলোকেয্য (ক্রি)
ধারা = অনুপ্পবন্ধ (পুং)
নির্গ্রন্থ = নিগণ্ঠ (পুং)
নীচুজাত = নীচকুল (পুং)
তৃষ্ণার্থ = পিপাসিত (অ-কৃ)
পুনঃজন্ম = পুনব্ভব (পুং)
প্রত্যাখ্যান = পটিক্খিপন।
প্রয়োজন = পযোজন (ন); অথ (পুং)
পোষণ করা উচিত = ভবিতব্ব (ভবি-কৃ)
মৈত্রীচিত্ত = মেত্তচিত্ত (ন)
যেমন = যথা, সেয্যথাপি (নি)
রাণী = রাজিনী (স্ত্রী)
সঙ্গী = অনুগমিক (পুং)
সম্বোধিজ্ঞান = সম্বোধিঞাণ (ন)
সুস্থ = নিরোগ (বিণ)
স্মৃতিমান = সতিমন্ত, সমেক্খকারী (বিণ)
ক্রমবর্ধমান = বড্ঢমান (বর্ত-কৃ)

অজ্জতনী (Past Tense)

৬৮। যাহা দ্বিতীয় আখ্যাত এর চিহ্ন বা আকৃতি গ্রহণ করতঃ অতীতে ঘটিয়া যাওয়া ঘটনা প্রকাশ করে, তাহাকে 'অজ্জতনী' বলা হয়।

এই আখ্যাতের বিভক্তির চিহ্ন সমূহ নিম্নরূপ ঃ–

	পরস্সপদ		অত্তনোপদ	
পুরুষ	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	ই	উং, ইংসু	আ	ঊ
মজ্ঝিম ঃ	ও	থ	ইসে	ইব্হং
উত্তম ঃ	ইং	ম্হা	অং	ইম্হে

'অজ্জতনী' এবং 'হীয়ত্তনী' এই উভয় আখ্যাতে প্রায়শঃ ধাতুর পূর্বে অতিরিক্ত 'অ' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে। ইহাকে Augment বা বৃদ্ধি বলা হয়।

কর্তৃবাচ্য (Active Voice)

পরস্সপদ

গমু (যাওয়া) ধাতু

পুরুষ — একবচন

পঠম ঃ অগচ্ছি, গচ্ছি, অগমি, গমি, অগমাসি (সে গিয়াছিল)

মজ্ঝিম ঃ অগচ্ছো, গচ্ছো, অগমো, গমো (তুমি গিয়াছিলে)

উত্তম ঃ অগচ্ছিং, গচ্ছিং, অগমিং, গমিং, অগমাসিং (আমি গিয়াছিলাম)

বহুবচন

পঠম ঃ অগচ্ছুং, গচ্ছুং, অগমুং, গমুং, অগচ্ছিংসু, গচ্ছিংসু, অগমিংসু, গমিংসু, অগমংসু (তাহারা গিয়াছিল)

মজ্ঝিম ঃ অগচ্ছিত্থ, গচ্ছিত্থ, অগমিত্থ, গমিত্থ, (তোমরা গিয়াছিলে)

উত্তম ঃ অগচ্ছিম্হা, গচ্ছিম্হা, অগমিম্হা, গমিম্হা (আমরা গিয়াছিলাম)

অত্তনোপদ

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	অগচ্ছা, গচ্ছা, অগমা, গমা	অগচ্ছু, গচ্ছু, অগমূ, গমূ
মজ্ঝিম ঃ	অগচ্ছিসে, অগমিসে	অগচ্ছিব্হং, গচ্ছিব্হং, অগমিব্হং, গমিব্হং

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম ঃ	অগচ্ছং, গচ্ছং, অগমং, গমং	অগচ্ছিম্হে, গচ্ছিম্হে, অগমিম্হে, গমিম্হে

হীয়ত্তনী (Past Tense)

৬৯। যাহা ষষ্ঠ আখ্যাত এর চিহ্ন বা আকৃতি গ্রহণ করতঃ অজ্জতনীর ন্যায় অতীতে ঘটিয়া যাওয়া ঘটনা প্রকাশ করে, তাহাকে 'হীয়ত্তনী' বলা হয়।

এই আখ্যাতের বিভক্তির চিহ্ন সমূহ নিম্নরূপ ঃ–

	পরস্সপদ		অত্তনোপদ	
পুরুষ	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	আ	উ	থ	থুং
মজ্ঝিম ঃ	ও	থ	সে	ব্হং
উত্তম ঃ	অ, অং	ম্হা	ইং	ম্হসে

সাধারণত *'হীয়ত্তনী'* অতীতে ঘটিয়া যাওয়া ঘটনা প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হইত এবং *'অজ্জতনী'* সাম্প্রতিক কালে বা নিকট অতীতে ঘটিয়া যাওয়া ঘটনা প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্তমানে তাহারা তাহাদের আত্মবৈশিষ্ট হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং অজ্জতনীই এখন অতীতে ঘটিয়া যাওয়া ঘটনা প্রকাশ করিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পরস্সপদ

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	অগচ্ছা, অগমা, অগা	অগচ্ছু, অগমূ
মজ্ঝিম ঃ	অগচ্ছো, অগমো	অগচ্ছত্থ, গচ্ছত্থ
উত্তম ঃ	অগচ্ছ, অগম, অগচ্ছং, অগমং	অগচ্ছম্হা, গচ্ছম্হা

অত্তনোপদ

পঠম ঃ	অগচ্ছত্থ, অগমত্থ	অগচ্ছত্থুং, অগমত্থুং
মজ্ঝিম ঃ	অগচ্ছসে, অগমসে	অগচ্ছিব্হং, অগমিব্হং
উত্তম ঃ	অগচ্ছিং, অগমিং	অগচ্ছম্হসে, অগমম্হসে

পরোক্খা (Past Indefinite)

৭০। যাহা সপ্তম আখ্যাত এর চিহ্ন বা আকৃতি গ্রহণ করতঃ অতীতকালে অপ্রত্যক্ষে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে এমন অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে *'পরোক্খা'* বলা হয়।

এই আখ্যাতের বিভক্তির চিহ্ন সমূহ নিম্নরূপ ঃ–

	পরস্সপদ		অত্তনোপদ	
পুরুষ	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	অ	উ	থ	রে
মজ্ঝিম ঃ	এ	থ	খো	ব্হো
উত্তম ঃ	অ	ম্হ	হ	ম্হে

এই সপ্তম আখ্যাত খুব কমই ব্যবহৃত হয় এবং ইহাকে ধাতুর দ্বিত্বকরণের মধ্য দিয়া বৈশিষ্ট প্রদান করা হয়। যেমন ঃ–

(১) ধাতুর পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ তাহার পশ্চাদ্‌বর্তী স্বরবর্ণের সাথে মিলিত হইয়া দ্বিত্ব হইয়া থাকে।

(২) ধাতু যদি স্বরবর্ণের মাধ্যমে শুরু হয়, তখন কেবলমাত্র সেই স্বরবর্ণ একাই দ্বিত্ব হইয়া থাকে।

(৩) কণ্ঠজবর্ণ তাহার যথোপযুক্ত তালুজ বর্ণ দ্বারা দ্বিত্ব হইয়া থাকে।

(৪) ঘোষ বর্ণ স্বীয় অঘোষ বর্ণের মাধ্যমেই দ্বিত্ব হইয়া থাকে এবং অঘোষ বর্ণ অঘোষ বর্ণের মাধ্যমেই দ্বিত্ব হইয়া থাকে।

(৫) ধাতুর পূর্বস্থিত বর্ণ 'হ' হইলে 'জ' দ্বারা দ্বিত্ব হইয়া থাকে।

(৬) দীর্ঘমাত্রিক স্বরবর্ণ দ্বিত্বকৃত শব্দাংশে হ্রস্বমাত্রিক হইয়া থাকে।

কর্তৃবাচ্য (Active Voice)

পরস্সপদ

পচ্ (পাক করা) ধাতু

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	পপচ (সে পাক করিয়াছে)	পপচু (তাহারা পাক করিয়াছে)
মজ্ঝিম ঃ	পপচে	পপচিত্থ
উত্তম ঃ	পপচ	পপচিম্হ

অত্তনোপদ

পঠম ঃ পপচিত্থ	পপচিরে
মজ্ঝিম ঃ পপচিত্থো	পপচিব্হো
উত্তম ঃ পপচি	পপচিম্হে

উপরোক্ত ধাতুরূপের ন্যায় কিছু ক্রিয়ামূল নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা ঃ–

ধাতু	ক্রিয়ামূল	প্রঃ পুঃ একবচন
ভূ (হওয়া)	ৰভূ	ৰভূৰ
গমু (যাওয়া)	জ্গমু	জগাম
সুচ (শোক করা)	সুসুচ	সুসোচ
হর (বহন করা)	জহর	জহার
ব্রূ (বলা)	আহ	আহ

দ্রষ্টব্য ঃ– শেষোক্ত উদাহরণে 'আহ' একটি ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়াশব্দ। সাধারণত 'ব্রূ' ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি।

অনুশীলনী – ১২

বাংলায় অনুবাদ কর

১। "অথ খো ভগৰা ভোগনগরে যথাভিরন্তং বিহরিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি– 'আযস্মানন্দ, যেন পাৰা তেনুপসঙ্কমিস্সামা'তি। 'এৰং ভন্তে'তি খো আযাস্মা আনন্দো ভগৰতো পচ্চস্সোসি।"

(দীঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, ৮১)

২। "অথ খো ভগৰা কপিলৰত্থুস্মিং যথাভিরন্তং বিহরিত্বা যেন সাৰত্থী তেন চারিকং পক্কামি; অনুপুব্বেন চারিকং চরমানো যেন সাৰত্থী তদৰসরি। (বিনয় মহাবগ্গ)

৩। অত্থায ৰত মে বুদ্ধো নদিং নেরঞ্জরং অগা। (থেরগাথা, ৩৮)

৪। অঞ্ঞেনে'ৰ তানি চতুরাসীতি-পব্বজিত-সহস্সানি অগমংসু, অঞ্ঞেন ৰিপস্সী বোধিসত্তো। (দীঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, ৩০)

৫। ভিসং মুলালং গণ্হিত্বা অগমং বুদ্ধসন্তিকং। (অপদান, ১১৪)

৬। ভো পব্বজিত, অম্হাকং গেহং অগমত্থা'তি? আম ব্রাহ্মণ,

অগমম্হা'তি। (সমন্তপাসাদিকা, ১ম খণ্ড, ৩৭)

৭। তস্সাহং সন্তিকে গচ্ছং; সো মে সখা ভবিস্সতি। (চাপাথেরী)

৮। গণম্হা বুপকট্ঠো সো অগমাসি বনন্তরং। (অপদান, ৩৯৬)

৯। অলত্থুং খো ভিক্খবে তানি চতুরাসীতি-পব্বজিত-সহস্সানি বিপস্সিস্স ভগবতো . . . সন্তিকে পব্বজ্জং।

(দীঘ নিকায়, ২য় খণ্ড, ৪৩)

১০। এবং বিলপমানং তং আনন্দং আহ গোতমী :

ন যুত্তং সোচিতুং পুত্ত, হাসকালে উপট্ঠিতে। (অপদান, ৫৩৪)

১১। চিত্তে মহাকরুণযা পহটাবকাসা;

দূরং জগাম বিয তস্স হি বত্থুতণ্হা। (হত্থবনগল্ল-বিহারবংস)

১২। সো সঙ্খপাল-ভুজগো বিসগ্গেগবা'পি

সীলস্স ভেদন-ভযেন অকুপ্পমানো

ইচ্ছং সদেহ-ভরবাহি-জনে দযায

গন্ত্বং সযং অপদতায সুসোচ নূনং। (প্রাগুক্ত)

নতুন শব্দার্থ

অকুপ্পমান = ক্রুদ্ধ বা কুপিত না হইয়া (বর্ত-কৃ)

অত্থায = মঙ্গলের বা কল্যাণের জন্য ('অত্থ' হইতে)

অপদতা = পদহীনতা (স্ত্রী)

অবসরি = উপনীত হইলেন, উপস্থিত হইলেন (ক্রি)

উপট্ঠিত = উপস্থিত, উপনীত (অ-কৃ)

চারিকা = ভ্রমণ, পর্যটন (স্ত্রী)

দযা = দয়া, অনুকম্পা (স্ত্রী)

নূনং = নিশ্চিতভাবে, নিঃসন্দেহে (ক্রি-বিণ)

পহটাবকাস = প্রতিবন্ধক, বাধাদান-কারী (বিণ)

ভরবাহী = ভারবাহী, বোঝা বহনকারী (তি)

ভিস = পদ্মফুলের কণ্ড (ন)

ভেদন = ভাঙ্গন, ভেদন (ক্রি-বি)

মুলান = পদ্মের ডাঁটা বা নাল, পদ্মের মূল (ন)

যথাভিরন্তং = যথাভিরুচি (ক্রি-বিণ)

বনন্তর = গভীর অরণ্য (ন)

বিলপমান = বিলাপমান, বিলাপরত (বর্ত-কৃ)

বিসগ্গেবন্তু = অত্যন্ত বিষধর (বিণ)

বুপকট্‌ঠ = নির্জন, নিরালা (অ-কৃ)
সদেহ = স্বদেহ, স্বীয় শরীর (পুং)
সুসোচ = শোকগ্রস্ত হইয়াছে (ক্রি)
সোচিতুং = শোক করিতে (তুং)
হাসকাল = আনন্দিত হইবার সময় (বর্ত-কৃ)

পালিতে অনুবাদ কর

১। তাহার উপযুক্ত স্বামী খুঁজিতে খুঁজিতে মনঃক্ষুন্ন হইয়া রাজা একদিন ঘোষণা দিলেন- 'যেইজন পরদিন সকালে প্রথমেই তাহার চোখে পড়িবে, তাহাকেই তিনি দিয়া দিবেন'।

২। একদা একজন অন্ধ মানুষের একটি মৃত্তিকাময় পাত্র ও একটি কম্বল ব্যতীত আর কোন সম্পত্তি ছিল না। তিনি বিহারে গিয়া তাহার দুর্দশাগ্রস্ত জীবনকে অনশনের মধ্য দিয়া শেষ করিয়া দিতে অধিষ্ঠান করিলেন।

৩। চীনের পর্যটক হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে নালন্দা পরিদর্শন করেন এবং পণ্ডিতাচার্যের নিকট সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁহার এক অতিসুন্দর বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন।

৪। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে নালন্দা ছিল দ্বিতীয়; তথাপি ইহা ছিল সবচাইতে বিখ্যাত। ইহার পাঠাগার ছিল ভারতে সবচাইতে বৃহৎ এবং নয়তল বিশিষ্ট ভবনে ছিল ইহার অবস্থান। ইহাকে বলা হইত রত্নবোধি।

৫। সে তাহার স্বামীকে না বলিয়া দূতের নিবাস ঠিক করিয়া দিল এবং তাহাকে পারিশ্রমিক দিয়া যতদিন তাহাকে সে ফেরৎ না পাঠায়, ততদিন সেখানে থাকিতে নির্দেশ দিয়াছিল।

৬। ঘোষকের স্ত্রী যেহেতু চালাক ও জ্ঞানবতী ছিলেন; তাই তাঁহার ভৃত্যগণকে নির্দেশ দিয়াছিলেন– 'যদি কোন জন শ্রেষ্ঠী হইতে আসিতে চায়, প্রথমেই তাঁহাকে জানাইতে'।

৭। হল্ল এবং বিহল্ল রাজকুমারদ্বয় প্রত্যেক রাত্রে সেছনক হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া অবরোধকারীদের শিবিরে জোর পূর্বক প্রবেশ করতঃ তাহাদের বহুসৈন্য হত্যা করিয়াছিল।

৮। তাঁহার মাতা বলিলেন ঃ 'যখনই আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, তখন তোমার পিতার মাংস খাইতে আমার ইচ্ছা উৎপন্ন

হইয়াছিল এবং রাজা আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন তোমার জন্ম হইল, তখন আমি তোমাকে অশোক বৃক্ষের ঝোপের মধ্যে ত্যাগ করিয়াছিলাম।

৯। এই রাজ্য সমূহের রাজকীয় পরিবারগুলো আবাহ-বিবাহ সম্বন্ধের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং এই ঘনিষ্ট আত্মীয়দের মধ্যে সামাজিক প্রতিপত্তি এবং যুদ্ধাদি নিয়া কখনও অসুবিধা দেখা দিত না।

১০। তিনি তাহার কন্যাকে বলিয়াছিলেন ঃ 'সেখানে একজন বামন মানুষ ছিলেন, যিনি মন্ত্র জানিতেন।' কন্যাকে সেই বামনের মন্ত্র শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। অতঃপর রাজাকে তাহা বলিতে হইয়াছিল।

নতুন শব্দার্থ

অতিসুন্দর = পসত্থ, অতিসুন্দর (বিণ)
অত্যন্ত = অচ্চন্ত (বিণ)
অনশন = অনসন (ন)
অনুতাপ = খেদ (পুং)
অবরোধকারী = অৰরোধক (পুং)
আকাঙ্ক্ষা (গর্ববতী মহিলার) = দোহল (পুং)
আবাহ-বিবাহ সম্বন্ধ = আৰাহ-ৰিৰাহ-সম্বন্ধ (পুং)
উপযক্ত = পটিরূপক (বিণ)
কম্বল = কম্বল (ন)
মনঃক্ষুন্ন = খিণ্নচিত্ত (বিণ)
গ্রন্থাবলী = গন্থাৰলী (স্ত্রী)
ঘোষণা করা = পকাসেতি (ক্রি)
ঠিক করিয়া দিল = নিযামেসি (ক্রি)
ঝোপের মধ্যভাগ (বৃক্ষের) = গুম্বন্তর (ন)
তথাপি = তথাপি (নি)
তলা = ভূমক (বিণ)
ত্যাগ করা = জহাতি, চজতি (ক্রি)
দুঃখিত = দুক্খিত, কিলন্ত (বিণ)
নিবাস = নিৰেসন (ন)
পণ্ডিতাচার্য = পণ্ডিতাচরিয (পুং)
পর্যটক = পরিযটক (পুং)
প্রতিষ্ঠিত = পতিট্ঠাপিত (অ-কৃ)
বর্ণনা = ৰুত্তন্ত (পুং)
বামন = লকুণ্টক (বিণ)
বিহার = দেৰাযতন (ন)
বিশ্ববিদ্যালয় = নিখিলৰিজ্জালয (পুং)
বৌদ্ধ = সোগত (বিণ)
ব্যতীত = ৰিনা (নি)
পারিশ্রমিক = পরিব্বয (পুং)
মন্ত্র = মন্ত (পুং)
মৃত্তিকাময় =মত্তিকাময (বিণ)

যুদ্ধ = যুদ্ধ (ন)
যোদ্ধা = যোধ, ভট (পুং)
পাঠাগার = পোত্থকালয (পুং)
শতবর্ষ = সতৰস্স (ন)
শিবির = খণ্ডাবার (পুং)
সন্তুষ্ট হওয়া = সন্তপ্পেতি (ক্রি)
সম্পত্তি = সন্তক (ন)
সবচাইতে বিখ্যাত = পাকটতম (বিণ)
দূত = দূত, সাসনহারক (পুং)
অধিষ্ঠান করা = অধিট্ঠাতি (ক্রি)
সংস্কৃত ভাষা = সক্কতভাসা (স্ত্রী)
জানাইতে = নিৰেদেতুং (তুং)

ভুৰাদিগণ ধাতু
(First Conjugation)

ভৰিস্সন্তি (Future Tense)

৭১। যাহা তৃতীয় আখ্যাত এর চিহ্ন বা আকৃতি অধিকার করতঃ ভবিষ্যৎ কাল প্রকাশ করে, তাহাকে 'ভৰিস্সন্তি' বলা হয়।

এই আখ্যাতের বিভক্তির চিহ্ন সমূহ নিম্নরূপ ঃ–

	পরস্সপদ		অত্তনোপদ	
পুরুষ	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	ইস্সতি	ইস্সন্তি	ইস্সতে	ইস্সন্তে
মজ্ঝিম ঃ	ইস্সসি	ইসসথ	ইস্সসে	ইস্সৰ্হে
উত্তম ঃ	ইস্সামি	ইস্সাম	ইস্সং	ইস্সাম্হে

কর্তৃবাচ্য
পরস্সপদ

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	ভৰিস্সতি (সে হইবে)	ভৰিস্সন্তি (তাহারা হইবে)
মজ্ঝিম ঃ	ভৰিস্সসি (তুমি হইবে)	ভৰিস্সথ (তোমরা হইবে)
উত্তম ঃ	ভৰিস্সামি (আমি হইব)	ভৰিস্সাম (আমরা হইব)

অত্তনোপদ

পঠম ঃ	ভৰিস্সতে	ভৰিস্সন্তে
মজ্ঝিম ঃ	ভৰিস্সসে	ভৰিস্সৰ্হে
উত্তম ঃ	ভৰিস্সং	ভৰিস্সাম্হে

কালাতিপত্তি

(The Past Conditional)

৭২। যাহা অষ্টম আখ্যাতের চিহ্ন বা আকৃতি অধিকার করতঃ অতীতকালে ক্রিয়া ঘটিবার সম্ভাবন থাকা সত্ত্বেও কঠিন বাঁধার কারণে ঘটে নাই – এতাদৃশ অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে 'কালাতিপত্তি' বলা হয়।

এই আখ্যাতের বিভক্তির চিহ্ন সমূহ নিম্নরূপ ঃ–

	পরস্সপদ		অত্তনোপদ	
পুরুষ	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	স্সা, স্স	স্সংসু	স্সথ	স্সিংসু
মজ্ঝিম ঃ	স্সে	স্সথ	স্সসে	স্সব্হে
উত্তম ঃ	স্স	স্সম্হা	স্সং	স্সাম্হসে

এই কালাতিপত্তি কোন কোন সময় ধাতুর পূর্বে অতিরিক্ত 'অ' প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

কর্তৃবাচ্য

পরস্সপদ

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
পঠম ঃ	অপচিস্সা, অপচিস্স (যদি সে রান্না করিত)	অপচিস্সংসু (যদি তাহারা রান্না করিত)
মজ্ঝিম ঃ	অপচিস্সে	অপচিস্সথ
উত্তম ঃ	অপচিস্স	অপচিস্সম্হা

অত্তনোপদ

পঠম ঃ	অপচিস্সথ	অপচিস্সিংসু
মজ্ঝিম ঃ	অপচিস্সসে	অপচিস্সব্হে
উত্তম ঃ	অপচিস্সং	অপচিস্সাম্হসে

রুধাদিগণ ধাতু

(Second Conjugation)

৭৩। ভূবাদিগণ ধাতু হইতে ইহার প্রথম পুরুষাদির অন্তস্বর সমূহে অথবা ধাতুরূপে কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য শুধু এই – ইহার ক্রিয়ামূল পৃথক ধাতুচিহ্ন দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে।

এই রুধাদিগণ ধাতুর ধাতুচিহ্ন হইতেছে- 'ং-অ'। তন্মধ্যে 'ং' ধাতুর প্রথম উচ্চারণ মাত্রার (First Syllable) পরে যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন ঃ- ছিদ্ (কাটা) + ং-অ = ছিন্দ + অ; এবং যখন লুক্কায়িত শেষোক্ত স্বরবর্ণটি লুপ্ত হয়, তখন ইহা 'ছিন্দ' হইয়া থাকে।

এই ক্রিয়ামূল সমূহ ভূবাদিগণ ধাতুর ক্রিয়ার ন্যায় ধাতুরূপ হইয়া থাকে। যেমন ঃ–

ছিন্দতি (সে ছেদন করে)

ছিন্দন্তি (তাহারা ছেদন করে)

এই রুধাদিগণ ধাতুর আরও কিছু ক্রিয়ামূল নিম্নে দেওয়া হইল। যথা ঃ–

রুধ্ (ব্যাহত করা) + ং-অ = রুন্ধ

বধ্ (বন্ধন করা) + ং-অ = বন্ধ

মুচ্ (মুক্ত করা) + ং-অ = মুঞ্চ

ভিদ্ (ভাঙ্গা) + ং-অ = ভিন্দ

ৰিদ্ (দুঃখ ভোগ করা) + ং-অ = ৰিন্দ

সিচ্ (সিঞ্চন করা) + ং-অ = সিঞ্চ

যুজ্ (যোজনা বা যুক্ত করা) + ং-অ = যুঞ্জ

অনুশীলনী – ১৩

বাংলায় অনুবাদ কর

১। "অযং অঙ্গুলিমালস্স মাতা– 'অঙ্গুলিমালং আনেস্সামী'তি গচ্ছতি; সচে সমাগমিস্সতি অঙ্গুলিমালো অঙ্গুলিসহস্সং পূরেস্সামী'তি মাতরং মারেস্সতি। সচাহং ন গমিস্সামি, মহাজানিকো অভৰিস্স।"

২। সচে হি অযং পঠম-ৰযে ভোগে অখেপেত্বা কম্মন্তে পযোজযিস্সা, ইমস্মিং যেৰ নগরে অগ্গসেট্ঠী অভৰিস্সা; সচে পন নিক্খমিত্বা পব্বজিস্স অরহত্তং পাপুণিস্স। (ধম্মপদট্ঠকথা, ৩য় খণ্ড, ১৩১)

৩। সচাযং, ভিক্খবে, রাজা পিতরং ধম্মিকং ধম্মরাজানং জীৰিতা ন বোরোপেস্সথ, ইমস্মিং যেৰ আসনে ৰিরজং ৰীতমলং ধম্মচক্খুং উপ্পজ্জিস্সথ। (দীঘ নিকায়, ১ম খণ্ড, ৮৬)

৪। সেট্ঠী ঃ 'সচে মে ধীতা জাযিস্সতি, তায নং সদ্ধিং নিৰাসেত্বা

সেট্‌ঠিট্‌ঠানস্‌স সামিকং করিস্‌সামি; সচে মে পুত্তো জাযিস্‌সতি, মারেস্‌সামি নন্তি চিন্তেত্বা গেহে কারেসি'।

(ধম্মপদট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, ১৭৫)

৫। সত্ত ৰস্‌সানি ভগৰন্তং অনুবন্ধিং পদা পদং;
ওতারং নাধিগচ্ছিস্‌সং সম্বুদ্ধস্‌স সতীমতো। (সুত্তনিপাত, ৪৪৬)

৬। সুরামেরয-পানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি,
ইধেৰমেসো লোকস্মিং মূলং খণতি অত্তনো।

(ধম্মপদ, শ্লোক ২৪৭)

৭। অরঞ্ঞে কোট্‌ঠকে বন্ধিত্বা মিগে রুন্ধিত্বা মারেত্বা মংসং ৰিক্কিণিত্বা জীৰন্তা লুদ্দকা অনাগতে সুখং ন বিন্দন্তি।

৮। গোণো বন্ধনা মুঞ্চিত্বা উদকং পাতুকামো ঘটস্‌স সমীপং গন্ত্বা তং পাদেন ভিন্দি।

৯। ভন্তে, ইমং উদকং দারকস্‌স সীসে আসিঞ্চামী'তি পুচ্ছিত্বা 'তেন সিঞ্চথা'তি বুত্তে তথা করিংসু। দেৰতা তাৰদেৰ তং মুঞ্চিত্বা লেণদ্বারে অট্‌ঠাসি। (ধম্মপদট্‌ঠকথা, ৪র্থ খণ্ড, ১৭১)

১০। অযঞ্হি দীপোভাসং ৰা অগ্নি-ওভাসং ৰা অদিস্বা মনি-আলোকেনে'ৰ ভুঞ্জতি চ নিপজ্জতি চ নিসীদতি চ; দেৰো পন দীপালোকে নিসিন্নো ভৰিস্‌সতী'তি। (প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, ২১৩)

নতুন শব্দার্থ

অখেপেত্বা = ধ্বংস বা নষ্ট না করিয়া (অস-ক্রি)
অধিগচ্ছিস্‌স = (তিনি) লাভ করিতে পারিতেন (ক্রি)
অনুবন্ধতি = অনুগমন করা, অনুসরণ করা (ক্রি)
অনুযুঞ্জতি = অনুশীলন করা, নিজেকে নিয়োজিত করা (ক্রি)
অভৰিস্‌স = হইতে পারিতেন (ক্রি)
অরহত্ত = অরহত্ত্ব (ন)
উপ্পজ্জিস্‌স = উৎপন্ন হইত (ক্রি)
ওতার = সুযোগ, দোষ (পুং)
ওভাস = আলো, ঔজ্জ্বল্য (পুং)
কোট্‌ঠক = নিভৃতকক্ষ (পুং)
ধম্মরাজ = ধর্মরাজ (পুং)
পৰ্ব্বজ্জিস্‌স = প্রব্রজিত হইতেন (ক্রি)
পযোজযিস্‌স = যদি (তিনি) নিয়োজিত হইতেন (ক্রি)

পাতুকাম = পানেচ্ছু (বিণ)
পাপুণিস্‌স = লাভ করিতেন (ক্রি)
পূরেতি = পূর্ণ করা (ক্রি)
মহাজানিক = মহাক্ষতি, মহাবিপর্যয় (বিণ),
মেরয = মদ্য (ন)
রুন্ধিত্বা = জালে বা ফাঁদে আটকাইয়া (অস-ক্রি)
লেণদ্বার = গুহার দ্বার (ন)
বোরোপেস্‌সথ = যদি (তিনি) হত্যা করিতেন (ক্রি)
সমাগমিস্‌সতি = সম্মুখীন হইবে, মুখোমুখী হইবে (ক্রি)
সুরা = সুরা (স্ত্রী)

পালিতে অনুবাদ কর

১। সে যদি আমাকে প্রশ্ন করিত, তাহা হইলে আমিও তাহাকে উত্তর দিতে পারিতাম।

২। যদি তিনি তাহার ধন অপচয় না করিতেন, তাহা হইলে তিনি শ্রেষ্ঠী হইতে পারিতেন।

৩। মানুষের চামড়া যদি ভেড়া সদৃশ ঘনভাবে কেশ দ্বারা আবৃত থাকিত, তাহা হইলে লোকেরা সকল ঋতুতে সুখে অবস্থান করিতে পারিতেন না।

৪। আমাদের সাথে যদি টর্চ লাইট থাকিত, তাহা হইলে আমরা গুহায় প্রবেশ করিতে পারিতাম এবং গুহার অভ্যন্তরে পরীক্ষা করিতে পারিতাম।

৫। তাহার ভাই যদি সিংহাসন ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলে ষষ্ঠ জর্জ রাজা হইতে পারিতেন।

৬। ডাকাতেরা যদি তাহাদের দেখা পাইত, তাহা হইলে তাহাদেরকে হত্যা করিত।

৭। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যদি গৃহ ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই চক্রবর্তী রাজা হইতেন।

৮। তিনি যদি বৃদ্ধ, রোগী, মৃতব্যক্তি এবং প্রব্রজিত না দেখিতেন, তাহা হইলে সংসার ত্যাগ করিতেন না।

৯। সে (স্ত্রী) চিন্তা করিল ঃ তিনি যদি শুধুমাত্র তাহাকেই দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতেন যে, 'সে-ই তাহার রাণী হওয়া উচিত।'

১০। দেবদত্ত যদি তাহার শাস্তা বুদ্ধের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ না করিতেন, তাহা হইলে অরহত্ত্ব ফল লাভ করিতেন।

নতুন শব্দার্থ

অপচয় করিতেন = ৰিনাসযিস্সা (ক্রি)
অবস্থা = অৰত্থা (স্ত্রী)
অভ্যন্তর = অব্ভন্তর (ন)
আবৃত = সঞ্ছন্ন (অ-কৃ)
টর্চ লাইট = উক্কা, দণ্ড-দীপিকা (স্ত্রী)
ছাড়িয়া দিতেন = পরিচজতি (ক্রি)
প্রবেশ করিতেন = পবিসিস্সা (ক্রি)
প্রব্রজিত = পব্বজিত, সমণ (পুং)
বিরুদ্ধাচরণ করা = ৰিরুদ্ধমাচরতি (ক্রি)
উত্তর দিতেন = পটিৰচনং অদদিস্সা (ক্রি)
ঋতু = উতুগুণ (পুং)
ঘনভাবে = ঘনং (ক্রি-বিণ)
বিভিন্ন = নানা (নি)
বুঝিতেন = অবুজ্ঝিস্সা (ক্রি)
ভেড়া = মেণ্ড (পুং)
মৃতব্যক্তি = মতকলেৰর (ন)
সিংহাসন = সীহাসন (ন)
হওয়া উচিত = ভৰিতব্ব (ভবি-কৃ)
হত্যা করিত = মারিযিস্সা, মারিতো অভৰিস্সা (ক্রি)

দিবাদিগণ ধাতু

(Third Conjugation)

৭৪। এই ধাতুর চিহ্ন হইতেছে– 'য'; যাহা ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। 'য' অঙ্গীভূতকরণ প্রদর্শনের জন্য কিছু উদাহরণ এবং পদ্ধতি ইতিপূর্বে (২৫ নং ধারায়) দেওয়া হইয়াছে। এখানে আরও কিছু উল্লেখ করা হইতেছে–

(ক) ধাতুর শেষোক্ত লুক্কায়িত স্বরবর্ণটি দীর্ঘমাত্রিক হইলে 'য' তাহার রূপ পরিবর্তন করে না, অথচ অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন করিয়া থাকে। যথা ঃ–

ধ + য = জ্ঝ
স + য = স্স
ব + য = ব্ব

উদাহরণ

দিবু (ক্রীড়া করা) + য + তি = দিব্যতি = দিব্বতি।
যুধ্ (যুদ্ধ করা) + য + তি = যুধ্যতি = যুজ্ঝতি।
বুধ্ (জানা) + য + তি = বুধ্যতি = বুজ্ঝতি।
সিবু (সেলাই করা) + য + তি = সিব্যতি = সিব্বতি।
গা (গান করা) + য + তি = গাযতি।
ঝা (ধ্যান করা) + য + তি = ঝাযতি।
দুস্ (জ্বালাতন করা) + য + তি = দুস্যতি = দুস্সতি।
বে (বয়ন করা) + য + তি = বাযতি। ('বে' পরিবর্তীত হইল 'বা' - তে।)

স্বাদিগণ ধাতু
(Fourth conjugation)

৭৫। এই ধাতুর চিহ্ন সমূহ হইতেছে– ণা, উণা এবং ণো। যেমন ঃ–

সু (শ্রবণ করা) + ণা + তি = সুণাতি।
সু (শ্রবণ করা) + ণো + তি = সুণোতি।
প + অপ (লাভ করা বা উপস্থিত হওয়া) + উণা + তি = পাপুণাতি।
সম্ভু (লাভ করা) + ণা + তি = সম্ভুণাতি।
আ + ব্রু (মালা গাঁথা বা স্থির করা) + ণা + তি = আব্রুণাতি।
সক্ক (সক্ষম হওয়া) + উণা + তি = সক্কুণাতি।

কিয়াদিগণ ধাতু
(Fifth Conjugation)

৭৬। এই ধাতুর চিহ্ন হইতেছে– ণা ; যেমন ঃ–

কি (ক্রয় করা) + ণা + তি = কিণাতি।
বি + কি + ণা + তি = বিক্কিণাতি (বিক্রয় করা)
জি (জয় করা) +ণা + তি = জিনাতি।
ঞা (জানা) = জা হইয়া থাকে। জা + ণা + তি = জানাতি।

ধু (কম্পন করা) + ণা + তি = ধুণাতি (কম্পন করা বা ধ্বংস করা)
অস্ (খাওয়া) + ণা + তি = অস্নাতি।
মি (মাপা) + ণা + তি = মিণাতি।
গহ্ (গ্রহণ করা) + ণা + তি = গহ্ণাতি = গণ্হাতি।
(এখানে 'হ' এর সাথে 'ণ' এর পারস্পরিক স্থান বিনিময় হয়।)

তনাদিগণ ধাতু
(Sixth Conjugation)

৭৭। এই ধাতুর চিহ্ন হইতেছে– ও। যেমন ঃ–

তনু (প্রশস্ত করা) + ও + তি = তনোতি।
কর্ (করা) + ও + তি = করোতি।
মন্ (চিন্তা করা) + ও + তি = মনোতি।
প + অপ (লাভ করা, আসা) + ও + তি = পপ্পোতি।

চুরাদিগণ ধাতু
(Seventh Conjugation)

৭৮। এই ধাতুর চিহ্ন হইতেছে– 'অয'। তবে ইহা অনেক সময় 'এ' -তে সংকুচিত হইয়া থাকে।

ধাতুর 'ই' এবং 'উ' এই মৌলিক স্বরবর্ণ সমূহ দীর্ঘমাত্রিক হইয়া থাকে, যদি না তাহারা যুক্তব্যঞ্জনবর্ণকে অনুসরণ করে।

চুর (চুরি করা) + এ + তি = চোরেতি।
চুর + অয + তি = চোরয়তি।
গুপ (পাহারা দেওয়া) + এ + তি = গোপেতি
গুপ + অয + তি = গোপয়তি।
ছড্ড (নিক্ষেপ করা) + এ + তি = ছড্ডেতি।
চিন্ত (চিন্তা করা) + এ + তি = চিন্তেতি।
কথ (বলা) + এ + তি = কথেতি।
চুণ্ণ (চূর্ণ করা) + এ + তি = চুণ্ণেতি।

অনুশীলনী – ১৪

বাংলায় অনুবাদ কর

১। কো সুজ্ঝতি, মুচ্চতি, ৰজ্ঝতি চ?
কেনত্তনা গচ্ছতি ব্রহ্মলোকং? (সুত্তনিপাত, ৫১১)

২। মুহুত্তম্পি চে ৰিঞ্ঞূ পণ্ডিতং পযিরুপাসতি;
খিপ্পং ধম্মং ৰিজানাতি জিব্হা সূপরসং যথা।
(ধম্মপদ, শ্লোক ৫৬)

৩। অথ পাপানি কম্মানি করং ৰালো ন ৰুজ্ঝতি।
(ধম্মপদ, শ্লোক ১৩৬)

৪। সো চ পুৰ্ব্বে পমজ্জিত্বা পচ্ছা সো নপ্পমজ্জতি,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তো'ৰ মন্দিমা।
(ধম্মপদ, শ্লোক ১৭২)

৫। ন কহাপণ ৰস্সেন তিত্তি কামেসু ৰিজ্জতি।
(ধম্মপদ, শ্লোক ১৮৬)

৬। ধুণাতি পাপকে ধম্মে দুমপ্পত্তং ৰ মালুতো। (থেরগাথা, ১০০৬)

৭। যো'ধ পুঞ্ঞঞ্চ পাপঞ্চ তিণা ভীযো ন মঞ্ঞতি।
করং পুরিসকিচ্ছানি সো সুখা ন ৰিহাযতি। (প্রাগুক্ত, ২৩২)

৮। যো পুৰ্ব্বে করণীযানি, পচ্ছা সো কাতুমিচ্ছতি;
সুখা সো ধংসতে ঠানা, পচ্ছা চ মনুতপ্পতি।
(প্রাগুক্ত, ২২৫, ৮৭১)

৯। একো'ৰ ইন্দো অসুরে জিনাতি;
একো'ৰ সেনো হন্তি দিজে পসয্হ। (তচ্ছসূকর জাতক)

১০। পূতিমচ্ছং কুসগ্গেন যো নরো উপনয্হতি;
কুসা'পি পূতিং ৰাযন্তি; এৰং বালূপসেৰনা। (সত্তিগুম্ব জাতক)

নতুন শব্দার্থ

অনুতপ্পতি = অনুতাপ করা (ক্রি)
অব্ভ = মেঘ (ন)
উপনয্হতি = আচ্ছাদিত করা, ঢাকিয়া রাখা (ক্রি)
উপসেৰনা = সহাবস্থান, সংসর্গ (স্ত্রী)

করং = (করোন্ত -এর কর্মবাচ্য একবচন)
কাম = কামলালসা (স্ত্রী)
কুস = একপ্রকার সুগন্ধ তৃণ (পুং)
তিত্তি = সন্তুষ্টি, তৃপ্তি (স্ত্রী)
দিজ = পাখি, ব্রাহ্মণ (পুং)
দুম = বৃক্ষ, গাছ (পুং)
ধংসতি = নিপতিত হওয়া, নিম্নে ধাবিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া (ক্রি)
ধুনাতি = কম্পন করা (ক্রি)
পভাসেতি = উদ্ভাসিত হওয়া; আলোকিত হওয়া (ক্রি)
পমজ্জতি = প্রমত্ত হওয়া, অসাবধান হওয়া (ক্রি)
পসয্হ = জোর পূর্বক, বল প্রয়োগে (ক্রি-বিণ)
পযিরুপাসতি = সহচর্য করা; সেবা-সৎকার করা (ক্রি)
পূতি = পঁচা (বিণ)
বজ্ঝতি = আবদ্ধ বা বন্দী হওয়া (ক্রি)
ভীযো = অত্যধিক, বিপুল (নি)
মচ্ছ = মৎস্য, মাছ (পুং)
মঞ্ঞতি = চিন্তা করা, মনে করা (ক্রি)
মালুত = বায়ু, বাতাস (পুং)
মুচ্চতি = মুক্ত হওয়া (ক্রি)
মুত্ত = মুক্ত (অ-কৃ)
মুহুত্ত = মুহূর্ত, ক্ষণ (পুং)
রস = রস, স্বাদ (পুং)
বাযতি = প্রবাহিত হওয়া (ক্রি)
বিজানাতি = বিশেষভাবে জানা, জ্ঞাত হওয়া (ক্রি)
বিজ্জতি = বিদ্যমান থাকা (ক্রি)
বিহাযতি = বঞ্চিত হওয়া, প্রতারিত হওয়া (ক্রি)
সুজ্ঝতি = বিশুদ্ধ হওয়া, পরিশোধিত হওয়া (ক্রি)
সূপ = সূপ, তরকারী (পুং)
হন্তি = হত্যা করা (ক্রি)

('হন্তি এবং হনতি' – এই উভয় ক্রিয়াই 'হন' ধাতুর একবচন-রূপ হিসাবে পরিলক্ষিত হয়।)

পালিতে অনুবাদ কর

১। যুদ্ধের সময় গান এবং খেলা নহে। চলুন, আমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করি।

২। তাঁতীর সুন্দরী কন্যা তাহার বিয়ের জন্যে একটি সোনালী বস্ত্র বয়ন করিতেছে।

৩। তিনি যেহেতু ধ্যানে রত ছিলেন, তদ্ধেতু তিনি শব্দ শুনিতে

পাননি।

৪। যিনি অপরের সাথে আনন্দ ভাগভাগি করেন, তিনি মহাসুখ লাভ করেন।

৫। বণিক তাহার দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া সারাদিন ভ্রমণ করিয়াও কোন দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় করিতে সক্ষম হননি।

৬। হিমালয় পর্বত হইতে ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাহ আসিয়া গাছের চূড়া এবং পত্রগুলিকে আন্দোলিত করায়।

৭। সুখী মানুষটি বলিলেন ঃ 'আগামীকাল আমরা তো মরিব; অতএব খাও, নাচ আর তুষ্ট হও।'

৮। এই বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি কিছু বলিতে উৎসাহ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু বিচারক তাহাকে নীরব থাকিতে নির্দেশ দিলেন।

৯। ব্রাহ্মণদের প্রাচীন নীতিগ্রন্থ বলে যে, তোমরা পোষ্যদের রক্ষা কর, তাহাদের সুখ হরণ করিও না।

১০। শ্রামণ ময়লা আবর্জনা দূরে নিক্ষেপ করতঃ বিহারে প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু উপাধ্যায় জানেন না যে, সে কেন রাগান্বিত এবং অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

নতুন শব্দার্থ

অসন্তুষ্ট = অনত্তমান (বিণ)
উপাধ্যায় = উপজ্ঝায (পুং)
উৎসাহ প্রকাশ করা = উস্সহতি (ক্রি)
আন্দোলিত করায় = কম্পেতি (ক্রি)
তুষ্ট হও = তুট্‌ঠ ভব (ক্রি)
তাঁতী = তন্তবায (পুং)
ধ্যানেরত = ঝিতক্কেন্ত, ঝাযন্ত (বর্ত-কৃ)
নীরব থাকিতে = তুণ্হী ভবিতুং (তুং)
নীতিগ্রন্থ = নীতিগন্থ (পুং)
দ্রব্য-সামগ্রী = ভণ্ড (ন)
পোষ্য = নিস্সিতক (তি)
বয়ন করা = ৰাযতি, ৰিনাতি (ক্রি)
বিচারক = ৰিনিচ্চযামচ্চ (পুং)
ভাগ করা = ভাজেতি (ক্রি)
ভ্রমণ করিয়া = আহিণ্ডিত্বা (অস-ক্রি)
ময়লা-আবর্জনা = কচৰর (পুং)
যুদ্ধ = যুদ্ধ (ন)
যুদ্ধ করা = যুজ্ঝতি (ক্রি)
রাগান্বিত = রুট্‌ঠ, অপ্পতীত (অ-কৃ)
শ্রামণ = সামণের (পুং)

উপসর্গ

(Prefixes)

৭৯। যাহা নামপদ, ক্রিয়া এবং কৃদন্ত প্রত্যয়ের পূর্বে যুক্ত হইয়া বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রতিপন্ন করে, তাহাকে 'উপসর্গ' বলা হয়।

সাধারণভাবে তাহারা (উপসর্গ সমূহ) ধাতুর অর্থকে ঈষৎ পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং কোন কোন সময় সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতুর মৌলিক অর্থে কোন কিছুই যুক্ত করে না।

৮০। উপসর্গ বিশটি। যথা ঃ– আ, অতি, অধি, অনু, অভি, অপ, অপি, অব, উ, উপ, দু, নি, নী, প, পরা, পরি, পতি, বি, সং, সু।

উদাহরণ

'কমু' (যাওয়া) ধাতু হইতে 'কমতি' (গমন করা) ক্রিয়াটি কোন উপসর্গ ছাড়াই গঠিত হইয়াছে। 'কমতি' ক্রিয়াটিকে বহু উপসর্গ যোগে গঠন করা যায়, তাহা নিম্নরূপ ঃ–

উপসর্গ ধাতু ক্রিয়া বাংলা অর্থ

অভি + কমু = অভিক্কমতি (সম্মুখে অগ্রসর হওয়া)।

পটি + কমু = পটিক্কমতি (সম্মুখে বা পশ্চাতে সরিয়া যাওয়া, পশ্চাতে গমন করা)।

অপ + কমু = অপক্কমতি (একপার্শ্বে গমন করা, পথভ্রষ্ট হওয়া)।

অতি + কমু = অতিক্কমতি (অতিক্রম করা)।

আ + কমু = অক্কমতি (আক্রমণ করা, চড়াও হওয়া)।

প + কমু = পক্কমতি (সম্মুখে যাওয়া)।

নী + কমু = নিক্খমতি (নিষ্ক্রমণ করা, বাহির হইয়া যাওয়া)।

উপ + কমু = উপক্কমতি (উপক্রম করা, পরিকল্পনা করা)।

সং + কমু = সঙ্কমতি (স্থান পরিবর্তন করা, একস্থান হইতে অন্য স্থানে নড়াচরা করা)।

পরা + কমু = পরক্কমতি (পরাক্রম করা, দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করা)।

অনু + কমু = অনুক্কমতি (অনুসরন করা)।

(অনুক্কমতি হইতে নামপদ) অনুক্কম = অনুক্রম।

উপরোক্ত উদাহরণ সমূহে বিশেষভাবে দেখানো হইয়াছে যে, উপসর্গ যুক্ত হইলে ঠিক কিভাবে ধাতুর অর্থ পরিবর্তন হইয়া থাকে।

৮১। প্রত্যেক উপসর্গের পৃথক পৃথক অর্থ যথাযথভাবে বর্ণনা করা বেশ কঠিন। তারপরও প্রত্যেক উপসর্গ যোগে গঠিত কিছুসংখ্যক শব্দ এবং একই সাথে তাহাদের বাংলা অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ–

আ

(১) আকড্ঢতি = নিকটে টানা, আকর্ষণ করা (ক্রি)
(২) আসন্ন = আসন্ন, নিকটবর্তী (বিণ)
(৩) আকিরতি = বিকীর্ণ করা, চতুর্দিকে ছড়ানো (ক্রি)
(৪) আপব্বতা = পর্বত অবধি, পর্বত পর্যন্ত।
(৫) আগচ্ছতি = আসা, আগমন করা (ক্রি)

অতি

(১) অতিক্কমতি = অতিক্রম করা, পাড় হইয়া যাওয়া (ক্রি)
(২) অতিরোচতি = অতিশয় উজ্জ্বল আলো দেওয়া (ক্রি)
(৩) অতিবুট্ঠি = অতিবৃষ্টি (স্ত্রী)
(৪) অতিছত্ত = বৃহৎ ছাতা (ন)
(৫) অতিভারিয = অত্যন্ত বিপজ্জনক (বিণ)

অধি

(১) অধিপতি = অধিপতি, প্রভু (পুং)
(২) অধিগচ্ছতি = অধিগত করা, লাভ করা (ক্রি)
(৩) অধিট্ঠান = অধিষ্ঠান, দৃঢ়সংকল্প ((ক্রি-বি)
(৪) অধিৰসতি = বসবাস করা (ক্রি)

অনু

(১) অনুগচ্ছতি = অনুগমন করা, অনুসরণ করা (ক্রি)
(২) অনুঘরং = গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গৃহানুক্রমে (ক্রি-বিণ)
(৩) অনুৰস্সং = সংবৎসরে, প্রতিবৎসরে (ক্রি-বিণ)
(৪) অনুৰিতক্কেতি = ধ্যান বা ভাবনা করা (ক্রি)
(৫) অনুক্কম = অনুক্রম (পুং)

অভি

(১) অভিমুখ = অভিমুখ, পরস্পর মুখোমুখি (বিণ)
(২) অভিরূপ = সুদর্শন, অতিসুন্দর (বিণ)
(৩) অভিধম্ম = অভিধর্ম (পুং)
(৪) অভিৰাদেতি = অভিবাদন করা, বন্দনা করা (ক্রি)
(৫) অভিরতি = সন্তোষ, আনন্দ (স্ত্রী)

অপ

(১) অপগচ্ছতি = প্রস্থান করা, চলিয়া যাওয়া (ক্রি)
(২) অপরাধ = অপরাধ, দোষ (পুং)
(৩) অপচিতি = শ্রদ্ধা, ভক্তি (স্ত্রী)
(৪) অপচিনাতি =হ্রাস পাওয়া, নষ্ট হওয়া (ক্রি)
(৫) অপকার = অপকার, অনিষ্ট, ক্ষতি (পুং)

অপি

শব্দ সমূহ এই উপসর্গের সাথে অতি কদাচিৎ গঠিত হয়। 'অপি' প্রায়শঃ 'অ' ব্যতীত শুধুমাত্র 'পি'র ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। যেহেতু 'অ' একটি পৃথক প্রত্যয়।

(১) অপিধান বা পিধান = ঢাকনা, আবরণ (ন)
(২) অপিলদ্ধ = অলঙ্কৃত (বিণ)
(৩) অপিলাপেতি = বড়াই করা, অমূলক কথা বলা (ক্রি)

অব

(১) অৰজানাতি = অবজ্ঞা করা, ঘৃণা করা (ক্রি)
(২) অৰহরতি = চুরি করা, হরণ করা (ক্রি)
(৩) অৰসিট্‌ঠ = অবশিষ্ট, পরিত্যক্ত (বিণ)
(৪) অৰসিত্ত = জল সিঞ্চন করা হইয়াছে এমন (অ-কৃ)

'অব' প্রায়শঃ 'ও' তে রূপান্তরিত হয়

(১) ওনমতি = অবনত হওয়া, নিম্নে বাঁকাইয়া যাওয়া (ক্রি)
(২) ওমুঞ্চতি = খুলিয়া ফেলা, আল্‌গা করা (ক্রি)
(৩) ওক্কমতি = অবতরণ করা (ক্রি)
(৪) ওনীত = অপসৃত, অপনীত (অ-কৃ)

উ

(১) উক্খিপতি = উৎক্ষেপন করা, উত্তোলন করা (ক্রি)
(২) উচ্ছিন্দতি = ছিন্ন করা, বিদীর্ণ করা (ক্রি)
(৩) উপ্পন্ন = উৎপন্ন, জাত, উৎপাদিত (অ-কৃ)
(৪) উম্মগ্ন = ভুল পথ, ভিন্ন পথ, ভূগর্ভস্থ সুরঙ্গ (পুং)
(৫) উত্তম = উত্তম, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট (বিণ)
(৬) উস্সহতি = উৎসাহিত হওয়া, চেষ্টা করা (ক্রি)
(৭) উস্সারণা = গমনাগমন, শোভাযাত্রা, মিছিল (স্ত্রী)

উপ

(১) উপক্কম = উপক্রম, উপায়, পরিকল্পনা (পুং)
(২) উপকার = উপকার, হিত, সাহায্য (পুং)
(৩) উপনিসীদতি = পাশে উপবেশন করা (ক্রি)
(৪) উপমান = তুলনা, উপমা (ন)
(৫) উপৰাদ = অপমান, অপবাদ, নিন্দা (পুং)
(৬) উপনয্হতি = জরাইয়া রাখা, ঢাকিয়া রাখা, আচ্ছাদিত করা (ক্রি)

দু

(১) দুগ্গন্ধ = দুর্গন্ধ (পুং)
(২) দুক্কর = দুষ্কর (বিণ)
(৩) দুব্ভিক্খ = দুর্ভিক্ষ, খাদ্য-দ্রব্যের শংকট (ন)
(৪) দুক্খ = দুঃখ, যন্ত্রণা (ন)

নী

(১) নিক্খমতি = নিষ্ক্রমণ করা, বহির্গত হওয়া (ক্রি)
(২) নিম্মিত = নির্মিত, তৈরীকৃত (অ-কৃ)
(৩) নীয্যাতি = নিষ্ক্রমণ করা, বহির্গত হওয়া (ক্রি)
(৪) নীহরতি = উচ্ছেদ করা, বিতাড়িত করা, বাহির করা (ক্রি)

নি

(১) নিচয = নিচয়, রাশি, স্তূপ, সংগ্রহ (পুং)
(২) নিগচ্ছতি = অধঃপতন হওয়া, শাস্তি ভোগ করা (ক্রি)

(৩) নিখাত = খণিত, খননকৃত (অ-কৃ)
(৪) নিখিল = সমগ্র, সমস্ত (বিণ)
(৫) নিকূজতি = পাখির কিচিরমিচির শব্দ হওয়া, মধুর স্বরে গান গাওয়া (ক্রি)

প

(১) পভৰতি = শুরু হওয়া, উৎপন্ন হওয়া (ক্রি)
(২) পক্খিপতি = প্রক্ষেপ করা, ভিতরে স্থাপন করা (ক্রি)
(৩) পধান = প্রধান, নায়ক (বিণ)
(৪) পসন্ন = প্রসন্ন, পরিষ্কার (বিণ)
(৫) পণিদহতি = আকুল কামনা করা, আকাঙ্ক্ষা করা (ক্রি)
(৬) পজানাতি = প্রকৃষ্টরূপে জানা (ক্রি)

পরা

(১) পরাজেতি = পরাজিত করা, পরাস্থ করা (ক্রি)
(২) পরাভৰ = ধ্বংস, সর্বনাস (পুং)
(৩) পরামসতি = স্পর্শ করা, আচরণ করা (ক্রি)
(৪) পরক্কম = পরাক্রম (পুং)

পরি

(১) পরিচরতি = সেবা করা, পরিচর্যা করা (ক্রি)
(২) পরিচ্ছিন্দতি = নিয়ন্ত্রণ করা, নক্শা অঙ্কন করা (ক্রি)
(৩) পরিধাৰতি = ইতস্তত ছুটাছুটি করা (ক্রি)
(৪) পরিজানাতি = যথাযথভাবে জানা (ক্রি)
(৫) পরিবিসতি = খাওয়ানো, পরিবেশন করা (ক্রি)
(৬) পরিভাসতি = তীব্র গালিগালাজ করা, তিরস্কার করা (ক্রি)
(৭) পরিহরতি= বহন করা, ব্যবহার করা (ক্রি)
(৮) পরিপুণ্ন = পরিপূর্ণ (অ-কৃ)

পতি, পটি

(১) পটিক্খিপতি = পশ্চাতে নিক্ষেপ করা, প্রত্যাখ্যান করা (ক্রি)
(২) পতিরূপ = প্রতিরূপ, অনুকূল, উপযুক্ত (বিণ)
(৩) পটিরাজ = শত্রুপক্ষীয় রাজা (পুং)

(৪) পটিভাতি = প্রতিভাত হওয়া, মনে উদিত হওয়া (ক্রি)
(৫) পটিনিস্সজতি = পরিত্যাগ করা (ক্রি)
(৬) পতিগণ্হাতি = প্রতিগ্রহণ করা (ক্রি)
(৭) পটিবেধ = অধিগত বিদ্যা, অন্তর্দৃষ্টি (পুং)

বি

(১) বিগচ্ছতি = প্রস্থান করা, চলিয়া যাওয়া (ক্রি)
(২) বিকিরতি = বিকীর্ণ করা, ছিটাইয়া দেওয়া (ক্রি)
(৩) বিজানন = জ্ঞান (ক্রি-বি)
(৪) বিবিধ = বিবিধ, বিভিন্ন, নানা (বিণ)
(৫) বিঘাটন = উন্মুক্ত, ফাঁকা (ক্রি-বি)
(৬) বিধূম = ধোঁয়ামুক্ত (বিণ)
(৭) বিসিট্ঠ = বিশিষ্ট, সম্মানিত (অ-কৃ)

সং

(১) সংবসতি = একত্রে বা একই সঙ্গে বাস করা (ক্রি)
(২) সম্বোধি = পরমার্থ জ্ঞান (স্ত্রী)
(৩) সংকিণ্ণ = মিশ্রিত (অ-কৃ)
(৪) সংসরণ = সংসরণ, গমনাগমন (ক্রি-বি)
(৫) সম্মুখ = মুখোমুখি, উপস্থিত (বিণ)
(৬) সম্মুতি = সম্মেলন, সার্বজনীন ঐক্যমত্য (স্ত্রী)

সু

(১) সুগন্ধ = সুগন্ধ, সৌরভ (বিণ)
(২) সুভিক্খ = খাদ্য-ভোজ্যের প্রাচুর্যতা (বিণ)
(৩) সুকর = সহজে করা যায় এমন (বিণ)
(৪) সুদুক্কর = করা অত্যন্ত কঠিন, সুদুষ্কর (বিণ)
(৫) সুগতি = সুগতি, সুখময় স্থান (স্ত্রী)
(৬) সুচিণ্ণ = উত্তমভাবে অনুশীলিত, উত্তমভাবে সংগৃহীত (অ-কৃ)

অনুশীলনী – ১৫

বাংলায় অনুবাদ কর

১। সচে ভবং সোণদণ্ডো সমণং গোতমং দস্সনায উপসঙ্কমিস্সতি, ভোতো সোণদণ্ডস্স যসো পরিহাযিস্সতি; সমণস্স গোতমস্স যসো অভিবড্ঢিস্সতি। (দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, ১১৩)

২। সো গন্ত্বা তং ভত্তং পঞ্চহি পচ্চেক-বুদ্ধ-সতেহি সদ্ধিং সংবিভজি; . . . তে'পি ওলোকেন্তা এব অট্ঠংসু। (ধম্মপদট্ঠকথা, ৩য় খণ্ড, ৩৭১)

৩। সো ততো চুতো দেবলোকে নিব্বত্তিত্বা দেবমনুস্সেসু সংসরন্তো ইমস্মিং বুদ্ধুপ্পাদে ভদ্দিযনগরে সেট্ঠিকুলে নিব্বত্তি।

(প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৩৭২)

৪। সো . . . নিক্খিত্ত-ধঞ্ঞে পরিক্খীণে পরিজনং পক্কোসাপেত্বা আহ ঃ 'গচ্ছথ, তাতা, পব্বতং পবিসিত্বা জীবন্তা সুভিক্খকালে মম সন্তিকং আগন্তুকামা আগচ্ছথ; অনাগন্তুকামা তত্থে'ব জীবথা'তি।

(প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৩৬৬)

৫। পুন কটচ্ছুং পূরেত্বা আদায আগচ্ছন্তিং উত্তরায দাসিযো দিস্বা ঃ 'অপেহি, দুব্বিনীতে, ন ত্বং অম্হাকং অয্যায উপরি পক্কসপ্পিং আসিঞ্চিতুং অনুচ্ছবিকা'তি সন্তজ্জেন্তিযো . . . পোথেত্বা ভূমিযং পাতেসুং।'

(প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ৩১১)

৬। সেয্যথাপি ভন্তে নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূলূহস্স বা মগ্গং আচিক্খেয্য . . . এবমেবং ভগবতা অনেকপরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো। (দীঘনিকায় এবং প্রভৃতি গ্রন্থ)

৭। "অথ খো অম্বট্ঠো মানবো যেন সো বিহারো সংবুত-দ্বারো তেন অপ্পসদ্দো উপসঙ্কমিত্বা অতরমানো আলিন্দং পবিসিত্বা উক্কাসিত্বা অগ্গলং আকোটেসি। বিবরি ভগবা দ্বারং।" (দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, ৮৯)

৮। অথ খো অম্বপালী গণিকা ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা উট্ঠাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা পক্কামি।

(প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ৯৫)

৯। অত্তনো বামপাদে দ্বীহি অঙ্গুলীহি তস্স পাদে গহেত্বা বিহারঙ্গণে পোথেন্তো ততো ততো আকড্ঢি। সো পরিবত্তন্তো থামসা বিস্সজ্জেতুং

উস্সহন্তো পি বিস্সজ্জেতুং নাসক্খি। (রসবাহিনী)

১০। অথ যক্খো গজ্জন্তো ভুজে অপ্ফোঠেন্তো অভিধাবি। যোধো'পি তথ ঠিতো বেগেন আকাসং অব্ভুগ্গন্ত্বা বামপাদঙ্গুলীহি তস্স হনুকট্ঠিং পহরি। (প্রাগুক্ত)

নতুন শব্দার্থ

অগ্গল = অর্গল, কবাট (ন)
অধিবাসনা = সম্মতি, ধৈর্যশক্তি (স্ত্রী)
অতরমান = অতিক্রম করিতে করিতে, পরপারে গমন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
অনুচ্ছবিক = উপযুক্ত, যোগ্য, যথোচিত (বিণ)
অপেতি = একপাশে সরিয়া যাওয়া (ক্রি)
অপ্ফোঠেন্ত = হাত তালি দিতে দিতে (বর্ত-কৃ)
অভিধাবতি = বিপরীতে দৌড়ানো (ক্রি)
অভিবড্ঢতি = অভিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া, বাড়িয়া যাওয়া (ক্রি)
অব্ভুগ্গন্ত্বা = উপরে লাফ দিয়া (অস-ক্রি)
অসক্খি = সক্ষম ছিল (ক্রি)
আকোটেতি = টুকা দেওয়া, দরজায় আঘাত করা (ক্রি)
পক্কোসাপেত্বা = নিকটে ডাকাইয়া (অস-ক্রি)
পটিচ্ছন্ন = প্রতিচ্ছন্ন, আবৃত, আচ্ছাদিত (অ-কৃ)
পরিবত্তন্ত = চতুর্দিকে ঘুরপাক খাইতে খাইতে (বর্ত-কৃ)
পরিহাযতি = পরিহানি হওয়া, হ্রাস পাওয়া (ক্রি)
পরিযায = উপায়, পর্যায় (পুং)
পরিক্খীণ = নষ্ট, নিঃশেষিত, পরিশ্রান্ত (অ-কৃ)
পোথেন্ত = আঘাত করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
বুদ্ধুপ্পাদ = বুদ্ধ উৎপত্তি কাল (পুং)
ভুজ = হাত (পুং)
আগন্তুকাম = আগমনেচ্ছুক (বিণ)
আচিক্খেয্য = জানাইলেন, বলিলেন (ক্রি)
আলিন্দ = বারান্দা (পুং)
উক্কাসিত্বা = উৎকাশি দিয়া, গলার কাশির শব্দ করিয়া (অস-ক্রি)
উক্কুজ্জেয্য = ঊর্ধ্বমূখী করিলেন (ক্রি)
উস্সহন্ত = চেষ্টা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
কটচ্ছু = চামচ (পুং)

গজ্জন্ত = গর্জন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
গণিকা = গণিকা, বেশ্যা, বারঙ্গনা (স্ত্রী)
তাত = প্রিয় বৎস বা পিতা (পুং)
থাম = শক্তি, বল (পুং)
দুব্বীনিত = দুর্বিনীত (অ-কৃ)
নিক্কুজ্জিত = অধোমূখী (অ-কৃ)
পক্ক = সিদ্ধ, উত্তপ্ত (অ-কৃ)
পক্কামি = প্রস্থান করিলেন (ক্রি)
মূল্হ = মূর্খ, পথভ্রষ্ট (পুং)
ৰাম = বাম (বিণ)
ৰিদিত্বা = জ্ঞাত হইয়া (অস-ক্রি)
ৰিস্সজ্জেতুং = মুক্ত হইতে (তুং)
ৰেগ = বেগ, জোর (পুং)
সন্তজ্জেন্তী = ভীতি প্রদর্শন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
সংৰুত = আবদ্ধ (অ-কৃ)
সংৰিভজতি = সমানভাবে ভাগ করা (ক্রি)
সংসরন্ত = সংসরণ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
আণা = নির্দেশ, আদেশ (স্ত্রী)

পালিতে অনুবাদ কর

১। যুবরাজ দুট্ঠগামনী বিশাল সেনাবাহিনী সমাগম করিয়া তামিল শাসক ইলারাকে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন।

২। বৈশাখ মাসের প্রথম পক্ষের চতুর্থ দিনে তাহারা আগার হইতে অনাগারে যাইতেন।

৩। এই প্রদেশের নদীগুলো সামন্তকূট পর্বতের চতুর্দিকস্থ পর্বতরাজি হইতে উৎপন্ন।

৪। রাজা দাগোবা নগরে রাজকীয় ঋষির ধাতু স্থাপন করিয়া প্রতিবৎসর সেই ধাতুকে পূজা করিতে সেখানে যান।

৫। যক্ষদের প্রভু ধনের দ্বারা দেবরাজ শক্রকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

৬। দেবগণ রাত্রির শেষ যামে ঋষির ধর্মদেশনা শুনিতে সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অন্তর্ধান করিয়াছিলেন।

৭। রাণী দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া এই পশ্ন চিন্তা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে পরিচারিকাকে নির্দেশ দিলেন- 'আগন্তুককে তাঁহার সম্মুখে আনিতে।'

৮। শয়নকক্ষের ভূমির নীচে পিতলের পাত্রে বৃদ্ধমহিলাটির গচ্ছিত রাখা সকল স্বর্ণমূদ্রা চোরেরা হরণ করিয়াছে।

৯। সে তাহার স্বামীকে নিন্দা করে। কারণ, তাহার স্বামী দেশ ত্যাগের পর হইতে একটি চিঠিও পাঠায়নি।

১০। সে তাহার উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত অবশিষ্ট ধন তাহার প্রিয় বোনকে অর্পণ করতঃ তাহাকে বিদায় জানাইয়া অজানা গন্তব্যস্থলে গমনেচ্ছু হইয়া শহর হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন।

নতুন শব্দার্থ

অনাগার = অনগারিয (ন)
অন্তর্ধান করা = অন্তরধাযতি (ক্রি)
অর্পণ করিয়া = পটিচ্ছাপেত্বা (অস-ক্রি)
অতিক্রম করিয়াছিলেন = অতিক্কমি (ক্রি)
অবশেষে = ওসানে, অন্তে (সপ্তমী)
অবশিষ্ট = অৰসিট্‌ঠ (অ-কৃ)
অভ্যন্তর = অব্‌ভন্তর (গব্‌ভ) (পুং)
অজানা = অৰিদিত, অপাকট (অ-কৃ)
পর হইতে = (কালতো) পট্‌ঠায (নি)
আগন্ত্রক = আগন্ত্রক (পুং)
গচ্ছিত রাখা = নিদহিত (অ-কৃ)
দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া = দীঘ সমযেন।
ধনের দ্বারা = ধনেন।
উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত = দযাযেন লদ্ধ (অ-কৃ)
নিন্দা করা = অবমানেতি, নিন্দতি (ক্রি)
নিষ্ক্রমণ করিলেন = নিক্‌খমি (ক্রি)
পরিচারিকা = পরিচারিকা (স্ত্রী)
পর্বতরাজি = পব্বতরাজি (স্ত্রী)
প্রতিরোধ করিয়াছিলেন = অব্‌ভুয্যাসি (ক্রি)
প্রদেশ = পদেস, জনপদ (পুং)
প্রিয় = পিয (বিণ)
বিদায় জানাইয়া = বিযোগাসংসনং কত্বা (অস-ক্রি)
চিন্তা করা = ঝাযতি, অনুৰিতক্কেতি (ক্রি)
রাজকীয় ঋষি = রাজিসি (পুং)
গন্তব্যস্থল = পত্থিতট্‌ঠান (ন)
শয়ন কক্ষ = সযনাগার (ন)
শেষ যাম = পশ্চিম যাম (পুং)
সমন্তকূট পর্বত = সমন্তকূট পব্বত (পুং)
সম্মুখ = অভিমুখ (ন)
স্থাপন করিয়া = নিদহিত্বা (অস-ক্রি)

কর্মবাচ্য

(Passive Voice)

৮২। ধাতুর সাথে 'য' যুক্ত হইয়া কর্মবাচ্য গঠিত হইয়া থাকে, ইহা পূর্বে (৬৫ নং ধারায়) প্রদর্শিত হইয়াছে। এই 'য' বিবিধ প্রকারে ধাতুর সাথে যুক্ত হইয়া থাকে।

(ক) ধাতুর শেষোক্ত স্বরবর্ণের সাথে ইহা সরাসরি যুক্ত হইয়া থাকে। সেই কারণে, ধাতুর লুক্কায়িত স্বরবর্ণ 'আ' থাকিলে 'ঈ' -তে রূপান্তরিত হয় এবং 'ই' ও 'উ' থাকিলে তাহা দীর্ঘমাত্রিক হয়।

(খ) ইহা 'ঈ' (ই) এর সাহায্যে ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইয়া থাকে।

(গ) অনেক সময় 'য' ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হইয়া সেই ব্যঞ্জনবর্ণকেই দ্বিত্ব করে অথবা ইহার সাথে একত্রে রূপ পরিবর্তন করে।

উদাহরণ

(ক)

দা (দেওয়া) + য + তি = দীয়তি (দান করা হয়)।

পা (পান করা) + য + তি = পীয়তি (পান করা হয়)।

চি (চয়ন করা) + য + তি = চীয়তি (চয়ন করা হয়)।

সু (শ্রবণ করা) + য + তি = সূয়তি (শ্রুত হয়)।

নি (পরিচালনা করা) + য + তি = নীয়তি (পরিচালিত হয়; নীত হয়)।

দ্রষ্টব্য ঃ– কোন কোন সময় 'য' দ্বিত্ব হইয়া থাকে এবং ইহার পূর্বে দীর্ঘমাত্রিক স্বর হ্রস্বমাত্রিক হইয়া যায়।

সু + য + তি = সুয্যতি (শ্রুত হয়)।

নি + য + তি = নিয্যতি (পরিচালিত হয়, নীত হয়)।

(খ)

কর্ (করা) + ঈ + য + তি = করীয়তি (সম্পাদিত হয়)।

হস্ (হাসা) + ঈ + য + তি = হসীযতি (হাঁসা হয়)।
সর্ (অনুস্মরণ করা) + ঈ +য + তি = সরীযতি (অনুস্মরণ করা হয়)।
ক্রিয়ামূল 'ভুঞ্জ' (খাওয়া) + ঈ + য + তি = ভুঞ্জীযতি (ভুক্ত হয়)।
ক্রিয়ামূল 'ইচ্ছ' (ইচ্ছা করা) য + তি = ইচ্ছীযতি (ইচ্ছা করা হয়)।

(গ)

পচ্ (পাক করা) + য + তি = পচ্চতি (রন্ধিত হয়)।
হন্ (হত্যা করা) + য + তি = হঞ্ঞতি (হত্যা করা হয়)।
খাদ্ (খাওয়া) + য + তি = খজ্জতি (খাদিত হয়)।
বধ্ (বন্ধন করা) + য + তি = বজ্ঝতি (বন্ধিত হয়, আবদ্ধ হয়)।
লভ্ (লাভ করা) + য + তি = লব্ভতি (লব্ধ হয়)।

৮৩। এই পরিবর্তনগুলোর একটি বিশদ বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ–
চ্ + য অথবা ত্ + য = চ্চ হয়।
ছ্ + য অথবা থ্ + য = চ্ছ হয়।
জ্ + য অথবা দ্ + য = জ্জ হয়।
ঝ্ + য অথবা ধ্ + য = জ্ঝ হয়।
ঞ্ + য অথবা ন্ + য = ঞ্ঞ হয়।
ব + য= ব্ব হয়।
স + য = স্স হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ– 'য' প্রত্যয়টি শুধু যে কর্মবাচ্য প্রত্যয় তাহা নহে, ইহা দিবাদিগণ ধাতুর ধাতুচিহ্ন এবং সেখানেও এই পরিবর্তনগুলোর কিছু প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণের জন্য ৭৪ নং ধারাটি দেখুন।

অনুশীলনী – ১৬

বাংলায় অনুবাদ কর

১। "পচ্চতি মুনিনো ভত্তং থোক-থোকং কুলে কুলে।"
(থেরগাথা, ২৪৮)

২। "সমিতত্তাহি পাপানং সমণো'তি পবুচ্চতি।"
(ধম্মপদ, শ্লোক ২৬৫)

৩। "সো বজ্জতং পাসসতেহি ছব্ভি,
রম্মা ৰনা নিয্যতু রাজধানিং,
তুত্তেহি সো হঞ্ঞতু পাচনেহি,
ভিসানি তে, ব্রাহ্মণ, যো অহাসি।" (ভিস জাতক)

৪। "সো . . . 'ভন্তে, অজ্জ আদিং কত্বা অগ্গিনাপি মম সন্তকং মা ডয্হতু, উদকেনাপি মা ৰুয্হতূ'তি পথনং অকাসি।"

(ধম্মপদট্ঠকথা, ৪র্থ খণ্ড, ২০৬)

৫। "অদ্দসা খো অঞ্ঞতরো উপাসকো তং ভিক্খুং কীটাগিরিস্মিং পিণ্ডায চরন্তং, দিস্বান . . . তং ভিক্খুং অভিৰাদেত্বা এতদৰোচ ঃ 'অপি ভন্তে পিণ্ডো লব্ভতী'তি।" (বিনয় চুল্লবগ্গ, ১১)

৬। "কচ্ছপো হংসেহি নীযমানো দট্ঠট্ঠানতো দণ্ডকং ৰিস্সজ্জেত্বা আকাসঙ্গণে পতিত্বা দ্বেধা ভিজ্জি।" (ধম্মপদট্ঠকথা, ৪র্থ খণ্ড, ৯২)

৭। "অথেকো মক্কটো তত্থ তত্থ গোচরং পরিযেসমানো ফলৰন্তং তং রুক্খং আরুয্হ ফলানি খাদন্তো তস্মিং পাসে পাদেন বজ্ঝি।"

(রসবাহিনী)

৮। "এৰং কিরস্স অহোসি ঃ 'সদ্ধা তাৰ ধম্মং সোতুকামা গমিস্সন্তি যেৰ; অস্সদ্ধা'পি পন ধনলোভেন গন্ত্বা ধম্মং সুত্বা দুক্খা মুচ্চিস্সন্তী'তি।" (ধম্মপদট্ঠকথা, ৪র্থ খণ্ড, ২০৫)

৯। "একমন্তং নিসিন্নং খো অনাথপিণ্ডিকং গহপতিং ভগৰা এতদৰোচঃ 'অপি নু তে, গহপতি, কুলে দানং দীযতী'তি।"

(অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯২)

১০। "দীঘস্স অদ্ধুনা অচ্চযেন তস্স মহানিরযস্স পুরত্থিমং দ্বারং অৰাপুরীযতি; সো তত্থ সীঘেন জৰেন ধাৰতি; তস্স সীঘেন জৰেন ধাৰতো ছৰিপি ডয্হতি, চম্মম্পি ডয্হতি, মংসম্পি ডয্হতি।"

(মধ্যম নিকায়, ৩য় খণ্ড, ১৮৪)

নতুন শব্দার্থ

অদ্ধা = সুদীর্ঘকাল (পুং)
অৰাপুরীযতি = উন্মুক্ত করা হয় (ক্রি)
অহাসি = চুরি করিয়াছিল, জোর পূর্বক হরণ করিয়াছিল (ক্রি)
কীটাগিরি = একটি গ্রামের নাম

(পুং)
গোচর = খাদ্য, কর্ম (পুং)
(সাহিত্যে- গোচরণ ভূমি)
ছৰি = ছবি, ত্বক (স্ত্রী)
জৰ = বেগ, গতি (পুং)
ডয্হতি = দগ্ধ হওয়া (ক্রি)
তুত্ত = হাতি পরিচালনা করিবার বর্শা বিশেষ (ন)
থোক = অল্প (বিণ)
নিয্যতি = পরিচালিত হওয়া (ক্রি)
পরিযেসমানো = অনুসন্ধান করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
পৰুচ্চতি = বলা হয় (ক্রি)
পাচন = অঙ্কুশ, লাঠি (ন)
পাস = ফাঁদ, জাল (পুং)
বজ্ঝি = বন্ধিত হইয়াছিল (ক্রি)
বজ্ঝতং = (তাকে) বন্ধন করা হউক (ক্রি)
ভিজ্জি = ভাঙা হইয়াছিল (ক্রি)
মক্কট = বানর (পুং)
মুচ্চিস্সতি = মুক্ত হইবে (ক্রি)
রম্ম = রমণীয় (বিণ)
রাজধানি = রাজধানী (স্ত্রী)
লব্ভতি = লব্ধ হওয়া (ক্রি)
বিস্সজ্জেত্বা = বিসর্জন দিয়া, ত্যাগ করিয়া (অস-ক্রি)
ৰুয্হতি = পানিতে ভাসিয়া যাওয়া (ক্রি)
সন্তক = ধন-সম্পত্তি (ন)
সমিতত্ত = শান্তভাব প্রাপ্ত অবস্থা (ন)
হঞ্ঞতি = হত্যা করা হয় (ক্রি)

পালিতে অনুবাদ কর

১। প্রবঞ্চকেরা কাহারো দ্বারা পূজিত হয় না; তাহারা সকলের দ্বারা নিন্দিত হয়।

২। যখন তুমি কান্তার পথে হাঁটিতেছিলে, তখন কি তোমার শত্রুদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলে?

৩। ইহা শুনিয়াছি যে, আমাদের প্রতিবেশী তাহার দুষ্কর্মের কারণে তাহার সকল বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যাক্ত হইয়াছিল।

৪। রাজা তাহার ভ্রমণে সর্বত্র তাহার দেহরক্ষী, মন্ত্রী এবং শিক্ষকের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন।

৫। পঞ্চাশজন যোদ্ধা এবং ত্রিশটি ঘোড়া রণক্ষেত্রে আহত এবং নিহত হইয়া তাহাদের মৃতদেহ সেনাপ্রধানের আদেশে কিছু মানুষ দ্বারা সমাহিত করা হয়।

৬। পর্যটকটি ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত এবং লুণ্ঠিত হইয়াছিল; যেহেতু সে একাকী এবং যুদ্ধ করিবার মতো কোন অস্ত্র তাহার সাথে ছিল না।

৭। তাহাকে (ঘোড়াকে) সোনার থালায় অত্যুৎকৃষ্ট চাল খাওয়ানো হইয়াছিল এবং চার প্রকার সুগন্ধি দ্বারা তাহার আস্তাবলের ভিত্তি সুগন্ধময় করা হইয়াছিল।

৮। যখনই সুবর্ণ তারকাযুক্ত শামিয়ানায় ছাদকে শোভিত করা হইয়াছিল, তখন আস্তাবলের চতুর্দিকে লোহিতবর্ণের পর্দা ঝুলানো হইয়াছিল।

৯। এই অতিসুন্দর উপন্যাস অনেকের দ্বারা অত্যন্ত প্রীতি সহকারে পঠিত হয় এবং সর্বদা তাহাদের দ্বারা প্রশংসিতও হয়।

১০। তোমার ছবি অনেকের দ্বারা প্রশংসিত হইবে; কিন্তু কোন ব্যক্তি দ্বারা ক্রীত হইবে না।

নতুন শব্দার্থ

অতিসুন্দর = অতিসুন্দর (বিণ)
অত্যুৎকৃষ্ট = অতিৰিসিট্‌ঠ (বিণ)
আদিষ্ট হইয়া = আণত্ত (অ-কৃ)
উৎপীড়িত হওয়া = হিংসীযতি (ক্রি)
উপন্যাস = নৰকথা (স্ত্রী); নৰপ্পৰন্ধ (পুং)
কান্তার = কান্তার (পুং)
কারণে = নিস্‌সয (ন)
ক্রীত হয় = কিণীযতি (ক্রি)
খাওয়ানো হয় = ভোজীযতি (ক্রি)
গচ্ছিত রাখা হয় = নিধীযতি (ক্রি)
দেহরক্ষী = অঙ্গরক্‌খক (পুং)
নিন্দিত হওয়া = অগ্‌ঘীযতি (ক্রি)
নিহত হওয়া = মারীযতি (ক্রি)
পরিত্যাক্ত হওয়া = চজীযতি, ৰজ্জীযতি (ক্রি)
পঠিত হওয়া = পঠীযতি (ক্রি)
পরিবেশিত হওয়া = উপনীযতি (ক্রি)
পরিবেষ্টিত হওয়া = পরিৰারীযতি (ক্রি)
পর্দা = সানি (স্ত্রী)
প্রবঞ্চক = সঠ (বিণ)
প্রশংসিত হওয়া = ৰিম্‌হযেন ওলোকীযতি, পটিমানীযতি (ক্রি)
প্রীতি = পীতি, তুট্‌ঠি (স্ত্রী)
ঝুলানো হয় = ওলম্বীযতি (ক্রি)
শামিয়ানা = ৰিতান (পুং) (ন)
ভ্রমণ = চারিকা (স্ত্রী)

লুণ্ঠিত হওয়া = অচ্ছিন্দীযতি (ক্রি)
লোহিতবর্ণ = লোহিতবণ্ণ (বিণ)
শিক্ষক = সিক্খাপক (পুং)
শোভিত করা হয় = অলঙ্করীযতি (ক্রি)
শ্রুত হওয়া = সুয্যতি (ক্রি)
সমস্ত = সমত্ত (ক্রি-বিণ)
সমাহিত করা হয় = নিখনীযতি (ক্রি)
সুগন্ধময় করা হয় = ৰাসীযতি (ক্রি)
সুগন্ধি = গন্ধ (পুং)
সেনাপধান = সেনাপতি (পুং)

ণিজন্ত বা কারিত প্রত্যয়
(Causal Suffixes)

ণিজন্ত বা কারিত প্রত্যয় এবং ণিজন্ত ক্রিয়া গঠনের পদ্ধতি প্রথম খণ্ডে (৭৪ নং ধারায়) বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৮৪। চতুর্বিধ ণিজন্ত প্রত্যয়ের মধ্যে শুধুমাত্র 'এ' এবং 'অয' – এই দুইটি প্রত্যয় ধাতুর শেষোক্ত 'উ' অথবা 'ঊ' এর সাথে যুক্ত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট 'আপে' এবং 'আপয' – এই দুইটি প্রত্যয় ধাতুর শেষোক্ত 'আ' এবং চুরাদিগণ সকল ধাতুর সাথে যুক্ত হইয়া থাকে।

চতুর্বিধ প্রত্যয়ের মধ্যে যে কোনটি উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যতীত ধাতুর শেষোক্ত স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হইতে পারে।

৮৫। এই ণিজন্ত প্রত্যয় সমূহ 'ই' এর সহিত একত্রে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া সমূহে যুক্ত হইয়া থাকে। ইহা কর্মবাচ্যের আকৃতি 'য' এবং ণিজন্ত প্রত্যেয় – এই দুইয়ের মধ্যে স্থাপিত হয়।

ণিজন্ত কর্তৃবাচ্য ঃ– হরাপেতি (হরণ করায়)
ণিজন্ত কর্মবাচ্য ঃ– হরাপীযতি (হরণ করানো হয়)

৮৬। ণিজন্ত প্রত্যয় সমূহ শুধুমাত্র ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয় না। অধিকন্তু তাহারা আরও বর্তমানকালীয় কৃদন্ত, অসমাপিকা ক্রিয়া, তুং প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া এবং কিতক নামের সাথেও যুক্ত হয়, যখন তাহারা ণিজন্ত অর্থ (কাহারো দ্বারা করানো) প্রকাশ করিয়া থাকে।

বর্তমানকালীয় কৃদন্ত
(Present Participles)

পচ্ (পাক করা) + এ + ন্ত = পাচেন্ত (পাক করানোর সময়)।
কর্ (করা) + এ + ন্ত = কারেন্ত (করানোর সময়)।

অসমাপিকা ক্রিয়া
(Absolutives)

হর্ (হরণ করা) + আপে + ত্বা = হরাপেত্বা (হরণ করাইয়া)।
ভুজ্ (খাওয়া) + আপে + ত্বা = ভোজাপেত্বা (ভোজন করাইয়া)।

তুং প্রত্যয়ান্ত
(Infinitives)

মর্ (মরা) + আপে + তুং = মারাপেতুং (হত্যা করাইতে)।
শব্দমূল 'গণ্হ' (গ্রহণ করা) + আপে + তুং = গণ্হাপেতুং (গ্রহণ করাইতে)।

কিতক নাম
(Primary Derivatives)

দা (দেওয়া) + আপে + তু = দাপেতু (যিনি দান দেওয়ান)।
গহ্ (গ্রহণ করা) + আপে + অক = গাহাপক (যিনি গ্রহণ করান)।

৮৭। ণিজন্ত ক্রিয়া স্বকর্মক ধাতু হইতে গঠিত হইয়া একাধিক কর্ম অধিকার করিয়া থাকে। যখনই ইহা দুইটি কর্ম অধিকার করে; তখন সেই দুইটির মধ্যে একটিকে মূখ্যকর্ম (Direct object) এবং অপরটিকে গৌণকর্ম (Indirect object) বলা হয়।

পুরিসো কম্মকারং রুক্খং ছিন্দাপেতি।
(পুরুষ কর্মকারকে দিয়া গাছ ছেদন করায়)।

এখানে 'রুক্খং' হইতেছে মূখ্যকর্ম; যেহেতু ইহা মানুষটির দ্বারা অভিপ্রেত বস্তু। আর 'কম্মকারং' হইতেছে গৌণকর্ম; যেহেতু সে মানুষটির প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার নিজের প্রয়োজনে নহে।

৮৮। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, এই গৌণকর্ম প্রায় সময় তৃতীয় বিভক্তি (করণ কারক) অধিকার করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

গহপতিনী দাসিযা ওদনং পাচাপেতি।

(গৃহকর্ত্রী দাসি দ্বারা ভাত পাক করায়)।

এখানে 'দাসিযা' হইতেছে তৃতীয় বিভক্তি (করণ কারক)। ইহা অর্থের কোন প্রকার প্রভেদ না ঘটাইয়া 'দাসিং' -তেও রূপান্তরিত হইতে পারে।

৮৯। একটি বাক্যে কর্তা সাধারণ ক্রিয়ার সহিত গঠিত হয়। একই বাক্য যখন ণিজন্ত ক্রিয়া দ্বারা পুনঃগঠিত হয়, তখনই কেবল কর্তা গৌণকর্ম হইয়া থাকে।

'সূদো ওদনং পচতি' (পাচক ভাত পাক করে) – এই বাক্যটি সাধারণ ক্রিয়া দ্বারা গঠিত। এই ক্রিয়ার স্থানে একই ধাতুগত একটি ণিজন্ত ক্রিয়া যখন পুনঃস্থাপিত হয়; তখন 'কর্তা' কর্ম হইয়া যায় এবং অপর একটি কর্তার আগম হয়।

সূদজেট্ঠো সূদং ওদনং পাচেতি।

(প্রধান পাচক পাচকে দিয়া ভাত রান্না করায়।)

প্রথমোক্ত বাক্যের 'সূদো' দ্বিতীয় বাক্যে 'সূদং' হইয়াছে।

অনুশীলনী – ১৭

বাংলায় অনুবাদ কর

১। "রাজা পসন্নো অপরানি'পি পঞ্চ-ৰত্থ-সতানি আহরাপেত্বা পাদমূলে ঠপাপেসি।" (ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ২১৯)

২। "রাজা তে সব্বে গাহাপেত্বা . . . আৰাটে খণাপেত্বা তে তত্থ নিসীদাপেত্বা উপরি পলালং ৰিকিরাপেত্বা অগ্গিং দাপেসি।"

(প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ২২৩)

৩। "পঞ্চসত-তাপসে হিমৰন্ততো আগন্ত্বা নগরে ভিক্খায চরন্তে দিস্বা পসীদিত্বা নিসীদাপেত্বা ভোজেত্বা পটিঞ্ঞং গহেত্বা চত্তারো মাসে অত্তনো সন্তিকে ৰসাপেত্বা . . . উয্যোজেসুং।" (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ২০৩)

৪। "দহরকালতো পট্ঠায হি তং মারাপেতুং ৰাযমন্তো ৰ সেট্ঠী মারাপেতুং নাসক্খি; কিং অক্খরসমযং সিক্খাপেস্সতি?"

(প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৮০)

৫। "গামমজ্ঝে ৰুত্তপ্পকারং গেহং কারেত্বা গামসততো পণ্ণাকারং আহরাপেত্বা জনপদসেট্ঠিনো ধীতরং আহরিত্বা মঙ্গলং কত্বা সেট্ঠিস্স সাসনং পহিণি।" (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৮২)

৬। "তস্স হেট্ঠাভাগং সোধাপেত্বা পাকার পরিক্খেপং কারাপেত্বা ৰালিকং ওকিরাপেত্বা ধজ-পতাকং উস্সাপেত্বা ৰনপ্পতিং অলঙ্করিত্বা . . . পত্থনং কত্বা পক্কামি।" (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১)

৭। "তেন খো পন সমযেন আসম্মতো সারিপুত্তস্স উপট্ঠাক-কুলং আযস্মতো সারিপুত্তস্স সন্তিকে দারকং পাহেসি ঃ 'ইমং দারকং থেরো পব্বাজেতূ'তি।" (বিনয় মহাবগ্গ, ৮৩)

৮। "সচে ৰো ধনেন অত্থো, খিপ্পং মং বন্ধনা মোচেত্বা সীসং নহাপেত্বা অহতৰত্থানি আচ্ছাদেত্বা গন্ধেহি ৰিলিম্পাপেত্বা পুপ্ফানি পিলন্ধাপেত্বা ঠপেথা'তি।" (বেদব্ভ জাতক)

৯। "সক্কো দেৰরাজ ঃ 'কিং নো সাধারণেন রজ্জেনা'তি অসুরে দিব্বপানং পাযেত্বা মত্তে সমানে পাদেসু গহেত্বা সিনেরুপপাতে খিপাপেসি।" (কুলাবক জাতক)

১০। "রাজা পঞ্চসতে নগ্নসমণকে গাহাপেত্বা . . . আৰাটেসু নিখণাপেত্বা পলালেহি পটিচ্ছাদেত্বা অগ্গিং দাপেসি।"

(ধম্মপদট্ঠকথা, ৩য় খণ্ড, ৬৭)

নতুন শব্দার্থ

অক্খরসময = বিদ্যাশিক্ষা (পুং)
অহত = নব, নতুন (বিণ)
আহরাপেত্বা = আনয়ন করাইয়া (অস-ক্রি)
উয্যোজেসি = বিদায় দিয়াছিলেন (ক্রি)
ওকিরাপেত্বা = বিকীর্ণ করাইয়া, ছিটাইয়া (অস-ক্রি)
দহর = বালক (বিণ)
দাপেসি = দেয়ালেন (ক্রি)
নগ্ন = নগ্ন, উলঙ্গ (বিণ)
নিখণাপেত্বা = খনন করাইয়া (অস-ক্রি)
পটিঞ্ঞা = সম্মতি, প্রতিজ্ঞা

(স্ত্রী)
পণ্ণাকার = উপহার, উপঢৌকন (পুং)
পত্থনা = প্রার্থনা (স্ত্রী)
পব্বাজেতি = প্রব্রজিত করানো (ক্রি)
পরিক্খেপ = পরিবেষ্টন, ঘেরা (পুং)
পলল = খড়-কুটো (ন)
পাযেত্বা = পান করাইয়া (অস-ক্রি)
পাহেসি = পাঠাইলেন (ক্রি)
বন্ধন = বন্ধন (ন)
মঙ্গল = জাকজমকপূর্ণ (বিবাহ) অনুষ্ঠান (ন)
মোচেত্বা = মুক্ত করাইয়া (অস-ক্রি)
ৰনপ্পতি = অশ্বত্থবৃক্ষ, পুষ্পহীন ফলবান বৃক্ষ (পুং)
ৰাযমন্ত = চেষ্টা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
ৰিলিম্পাপেত্বা = বিলেপন করাইয়া, মর্দন করাইয়া (অস-ক্রি)
ৰিকিরাপেত্বা = বিকীর্ণ করাইয়া, ছিটাইয়া (অস-ক্রি)
ৰুত্তপ্পকার = উক্ত প্রকার (বিণ)
সাধারণ = সাধারণ (বিণ)
সিক্খাপেতি = শিক্ষা দেওয়া (ক্রি)
সোধাপেত্বা = শোধন করাইয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইয়া (অস-ক্রি)

পালিতে অনুবাদ কর

১। রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা যেখানে স্থবিরকে হত্যা করা হইয়াছিল; সেখানে মহাস্তূপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

২। তিনি শতসহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে একটি সুবৃহৎ প্রাসাদ পুনঃনির্মাণ করাইয়াছিলেন।

৩। তোমার ইহা করা উচিত; নচেৎ সে নিশ্চিৎ তোমার রাজ্য প্রতিপক্ষ রাজা দ্বারা আক্রমণ করাইবে।

৪। চালাক ব্রাহ্মণ যুবরাজকে বলিলেন ঃ 'আপনি যদি রাজমুকূট চান; তাহা হইলে আমাকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করুন।'

৫। রাজকুমারী তাহার প্রেমিককে কেন বিবাহ করিতে পারেননি, তাহা তিনজন গণক আনয়ন করাইয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যা করাইলেন।

৬। ব্রাহ্মণ উদ্দালক আরুণি তাহার পুত্র শ্বেতকেতুকে তাহার অধিগত সকল বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলেন।'

৭। কৃষক গ্রামবাসীদিগের দ্বারা ক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে একটি কূপ খনন করাইয়াছিল।

৮। মাতা তাহার শিশুকে দাসী দ্বারা খাওয়াইয়াছিলেন।

৯। দুষ্ট ভিক্ষু দেবদত্ত মূর্খ রাজকুমার অজাতশত্রু দ্বারা তাহার নিজের পিতাকে হত্যা করাইয়াছিলেন।

১০। প্রধানমন্ত্রী তাহার গলার চতুর্দিকে লাল পুষ্পরাশি ঝুলাইয়া চৌরাস্তা হইতে চৌরাস্তায় এবং পথ হইতে পথান্তরে নিয়াছিলেন।

নতুন শব্দার্থ

আক্রমণ করাইবে = হনাপেস্‌সতি (ক্রি)
খাওয়াইয়াছিলেন = ভোজাপেসি (ক্রি)
গণক = নিমিত্তপাঠক (পুং)
গ্রামবাসী = গামিক, জনপদিক (পুং)
করা উচিত = কারেতব্বং (ভবি-কৃ)
চালাক = (উপায়) কুসল (বিণ)
চৌরাস্তা = সঙ্ঘাটকমগ্গ (ন)
ঝুলাইয়া = ওলম্বাপেত্বা (অস-ক্রি)
নচেৎ = নো চে (নি)
নিয়াছিলেন = নিযাপেসি (ক্রি)
নিশ্চিৎ = অদ্ধা, ধুৱং (ক্রি-বিণ)
পুনঃনির্মাণ করাইয়াছিলেন = পুন কারাপেসি (ক্রি)
প্রেমিক = ৱারিটক, পিযাযক (পুং)
বিস্তরিত = ৱিসুং ৱিসুং (নি)
ব্যাখ্যা করাইলেন = ৱিত্থারাপেসি (ক্রি)
ব্যয় = পরিব্বয (পুং)
রাজমুকুট = রাজমুকুট (ন) (পুং)
রাজ্য = রজ্জ (ন)
বিবাহ করিতে = আৱাহেতুং বা ৱিৱাহেতুং* (তুং)
শিক্ষা করাইয়াছিলেন = সিক্‌খাপেসি (ক্রি)
সকল বিদ্যা = সব্বৱিজ্জা (স্ত্রী)

* বিয়েতে কনেকে নিয়া আসা হইতেছে 'আৱাহ' এবং মেয়েকে বরপক্ষের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে 'বিৱাহ'।

বাক্য প্রকরণ

(একটি বাক্যে বিভিন্ন পদের অবস্থান নির্ণয়)

৯০। কর্তা অথবা কর্মের বিশেষণীয় শব্দসমূহ সাধারণতঃ যথাক্রমে কর্তা অথবা কর্মের পূর্বে বসিয়া থাকে। অনুরূপভাবে ক্রিয়াবিশেষণও ক্রিয়ার পূর্বে বসিয়া থাকে; অথচ সময়সূচক ক্রিয়াবিশেষণ সমূহ বাক্যের শুরুতে বসিয়া থাকে। যেমন ঃ–

তদা তস্মিং গামে চত্তারো পুরিসা মহন্তং রুক্খং সীঘং ছিন্দিংসু।

কর্তা ঃ পুরিসা।
কর্তার বিশেষণ ঃ চত্তারো।
কর্ম ঃ রুক্খং।
কর্মের বিশেষণ ঃ মহন্তং।
ক্রিয়া ঃ ছিন্দিংসু।
ক্রিয়া বিশেষণ ঃ সীঘং।
ক্রিয়ার সম্প্রসারণ ঃ তদা, তস্মিং গামে।

৯১। সম্বোধনাত্মক শব্দসমূহ (আলপন) প্রায় সময় বাক্যের শুরুতে বসিয়া থাকে।

(১) "ভন্তে, ইমস্মিং সাসনে কতি ধুরানি?"
(ভন্তে! এই শাসনে কয়টি ধুর?) (ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ৭)

(২) "আবুসো, ইমং তেমাসং কতীহি ইরিযপথেহি বীতিনামেস্সথ?" (আবুসো! এই তিনমাস আপনারা কয়টি ইর্যাপথে অবস্থান করিবেন?) (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৯)

(৩) "ভোতি, সচে বেজ্জং আনেস্সামি, ভত্তবেতনং দাতব্বং ভবিস্সতি।" (ওগো! যদি বৈদ্য (চিকিৎসক) আনয়ন করি; তাহা হইলে তাহাকে খাদ্য এবং বেতন দিতে হইবে।) (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ২৫)

৯২। (ক) একটি বাক্যের শুরুতে প্রশ্নবোধক ক্রিয়াবিশেষণ, সর্বনাম অথবা প্রত্যয় ব্যবহার করিয়া প্রশ্ন প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

একটি বাক্যে প্রশ্নবোধক শব্দ থাকিলে, সম্বোধনাত্মক শব্দটি তখন দ্বিতীয় স্থানে বা সর্বশেষে অথবা অন্য যে কোন স্থানে বসিয়া থাকে।

(১) "কিং কথেসি, ভাতিক?" *(প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৬)* ভাই, আপনি কি বলিয়াছেন?

(২) "অপাবুসো, অম্হাকং সত্থারং জানাসি?" *(দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ১৬২)* আবুসো! তুমি আমাদিগের শাস্তাকে জান কি?

(৩) "কিং পন ভন্তে, ইদানি পি দিন্নে লভিস্সন্তীতি?" *(ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ১০৪)* ভন্তে! এখনি ইহা দেওয়া হইলে, তাহারা কি লাভ করিবেন?

(৪) "কুহিং যাসি, উপাসক?" *(প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৮)* কোথায় যাইতেছেন উপাসক?

(৫) "কহং গতো'সি, আবুসো?" *(প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ২৫৭)* কোথায় গিয়াছিলে আবুসো?

(৬) "কো তত্থ ৰসতি?" *(প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৪)* তথায় কে বাস করেন?

(৭) "কস্মা সো সপ্পো এতং ন ডসি?" *(প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ২৫৮)* সেই সাপটি কেন তাহাকে দংশন করেনি?

(খ) একটি বাক্যের শুরুতে স্থিত ক্রিয়া দ্বারাও প্রশ্ন প্রকাশ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে প্রায়শঃ 'নু' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে।

"পস্সথ নু তুম্হে, ভিক্খবে, অমুং মহন্তং অগ্গিক্খন্ধং . . . ?" হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি ঐ সুবৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ দেখিতে পাইতেছ?

৯৩। সম্মতি বা অনুমোদনসূচক শব্দসমূহ বাক্যের শুরুতে বসে। এতাদৃশ বাক্যে সম্বোধনাত্মক শব্দগুলো সম্মতি বা অনুমোদনসূচক শব্দ সমূহের পরে বসে।

(১)" আম সম্ম, ইদানাহং ৰিহারং গন্ত্বা থেরং . . . দিস্বা আগতোম্হি।" *(ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ১৯)* হ্যাঁ বন্ধু, এক্ষণি আমি বিহারে গিয়া স্থবিরকে দেখিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছি।

(২) "এৰমাবুসোতি খো আযস্মা আনন্দো তস্স ভিক্খুনো পটিস্সুত্বা যেন ভগৰা তেনুপসঙ্কমি।" (দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ১৪৪)

হ্যাঁ আবুসো! বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সেই ভিক্ষুকে প্রতিশ্রুতি প্রদান পূর্বক যথায় ভগবান তথায় উপস্থিত হইলেন।

৯৪। ক্রিয়ার সম্প্রসারণ হইতেছে একক শব্দ বা শব্দসমষ্টি অথবা একটি উপবাক্য যাহা ক্রিয়ার পূর্বে বসিয়া থাকে।

(১) "অজ্জ খো পনানন্দ, রত্তিযা পচ্ছিমে যামে, কুসিনারাযং . . . মল্লানং সালৰনে, অন্তরেন যমকসালানং তথাগতস্স পরিনিব্বাণং ভৰিস্সতি।" (দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ১৩৪)

কর্তা ঃ পরিনিব্বাণং।

ক্রিয়া ঃ ভৰিস্সতি।

ক্রিয়ার সম্প্রসারণ ঃ–

(ক) অজ্জ।

(খ) রত্তিয়া পচ্ছিমে যামে।

(গ) কুসিনারাযং মল্লানং সালৰনে।

(ঘ) অন্তরেন যমকসালানং।

(২) "লুদ্দকো মিগং মারেত্বা মংসং পচিত্বা খাদিত্বা পানীযং পিৰিত্বা অৰসেসং আদায ঘরং অগমাসি।"

এখানে ক্রিয়ার সম্প্রসারণ হইতেছে–

(ক) মিগং মারেত্বা।

(খ) মংসং পচিত্বা।

(গ) (মংসং) খাদিত্বা।

(ঘ) পানীযং পিৰিত্বা।

(ঙ) অৰসেসং আদায।

৯৫। সাপেক্ষাত্মক অব্যয় 'সচে', 'যদি' এবং সংযোজক অব্যয় বাক্যের শুরুতে বসিয়া থাকে।

৯৬। মনে রাখিতে হইবে যে, সংযোজক অব্যয় 'চ'; বিয়োজক অব্যয় 'ৰা' এবং সাপেক্ষাত্মক অব্যয় 'চে' কখনও বাক্যের শুরুতে বসে না।

(১) "সচাহং গেহং গমিস্সামি; সামিকো তে কুহিংন্তি? পুচ্ছিস্সন্তি।" *(ধম্মপদট্ঠকথা, ২য় খণ্ড, ২২২)* আমি গৃহে গেলে, তাহারা আমাকে প্রশ্ন করিবে ঃ 'তোমার স্বামী কোথায়?'

(২) "যদি পন মে পরাজযো ভৱেয্য, মতম্মে জীৱিতা সেয্যো।" *(গুত্তিল বিমান)* যদি আমার পরাজয় হইয়া থাকে; তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ।

(৩) "পাপঞ্চে পুরিসো কযিরা, ন তং কযিরা পুনপ্পুনং।" *(ধম্মপদ, শ্লোক ১১৭)* একজন মানুষ যদি পাপকর্ম করিয়া থাকে; তাহা যেন সে পুনঃপুন না করে।

(৪) "অহো! ইমস্মিং লোকে অযুত্তং ৱত্ততি।" (কুক্কুর জাতক)

অহো! এই পৃথিবীতে কতো অন্যায়-অবিচার চলিতেছে!

(৫) "হা! হতোস্মি"। (হায়! আমি শেষ হইয়া গিয়াছি!)

(৬) "একস্মিং পব্বতপাদে সীহো চ ব্যগ্‌ঘো চ একিস্‌সা যেৱ গুহায ৱসন্তি।" (মালুত জাতক)

দ্রষ্টব্য ঃ– এখানে দুইটি বিশেষ্য আছে এবং সেই বিশেষ্য দুইটিই একবচন। এই বিশেষ্যদ্বয় 'চ' দ্বারা সংযুক্ত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে কর্তা দুইটি একবচন হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়াটি বহুবচন হইয়া থাকে।

৯৭। নিম্নোক্ত নিপাত সমূহ সাপেক্ষাত্মকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন ঃ–

(ক) যথা . . . তথা (যেরূপ, যেমন . . . সেরূপ, তেমন)

(খ) যাৱ . . . তাৱ (যাবৎ . . . তাবৎ)

(গ) যদা . . . তদা (যখন . . . তখন)

(ঘ) যত্থ . . . তত্থ (যথায় . . . তথায়)

(১) "যথা মে ধনচ্ছেদো ন হোতি তথা করিস্‌সামি।" *(ধম্মপদট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, ২৫)* যেরূপে আমার ধনহানি না হয়; সেরূপই করিব।

(২) "যাৱা'হং আগমিস্‌সামি তাৱ ইধে'ৱ তিট্‌ঠাহি।"

(যাবৎ আমি না আসিব; তাবৎ এখানে অপেক্ষা কর।)

৩) "যদা তে ৱিৱদিস্‌সন্তি, তদা এহিন্তি মে ৱসং।" (সম্মোদমান জাতক)

তাহারা যখনই পরস্পর বিবাদে রত হইবে, তখন আমার বশে (অধীনে) আসিবে।

(৪) "যত্থ ভগবা ধম্মং দেসেতি তত্থ মহাজনো সন্নিপততি।"
(ভগবান যেখানে ধর্মদেশনা করেন; সেখানে মহাজনতা সমাগত হন।)

* * *

সমন্বয়

(Concord)

৯৮। যখন একটি বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের কতিপয় কর্তা এবং একটি মাত্র ক্রিয়া থাকে; তখন ক্রিয়াটি উত্তম পুরুষের একবচন-রূপ গ্রহণ করে।

উত্তম পুরুষের কোন কর্তা না থাকিলে, ক্রিয়াটি মধ্যম পুরুষের বহুবচনের স্বরূপ গ্রহণ করে।

(১) "সো চ ত্বঞ্চ অহঞ্চ গামং গচ্ছাম।"
(সে, তুমি এবং আমি গ্রামে গমন করিতেছি।)
(২) "তে চ তুম্হে চ নদিযং নহাযথ।"
(তাহারা এবং তোমরা নদীতে স্নান কর।)

৯৯। কোন বাক্যে একটি মাত্র কর্তা থাকিলেও এক বা একাধিক ক্রিয়া থাকিতে পারে। যেমন ঃ–

"কিং ভণে, তিট্ঠথ? ইমং কুমারং গণ্হথ, হনথ, পলাপেথ।" *(জাতক-নিদান)* ভণে! তোমরা দাঁড়াইয়াছ কেন? এই কুমারকে ধর, আঘাত কর, প্রচণ্ডভাবে কর।

এখানে কর্তা 'তুম্হে' ইহা বুঝিয়া নিতে হয় ক্রিয়া হইতে। এই বিশ্লেষণের মধ্যে প্রত্যেক ক্রিয়ার দ্বারা একটি মাত্র কর্তাই উপস্থাপিত হইয়াছে।

১০০। একটি বাক্যে যখনই একাধিক কর্তা 'চ' দ্বারা যুক্ত হয়, তখন ক্রিয়াটি অবশ্যই বহুবচনরূপ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কর্তার কাজ অবশ্যই এক হইতে হইবে।

"রাজা চ রাজপুত্তা চ জনপদে নিযুত্তক-পুরিসো চ ভণ্ডাগারিকো চ অনুপুব্বেন কালঙ্কত্বা সদ্ধিং পরিসায সগ্গে উপ্পজ্জিংসু।"

রাজা, রাজপুত্রগণ, জনপদে নিযুক্ত পুরুষ এবং ভণ্ডাগারিক (কোষাধ্যক্ষ) যথাক্রমে কালগত হইয়া পরিষদের সহিত স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

১০১। অনেকের কাজ যখন একই অথচ তাহাদের মধ্যে কিছু যদি 'সহ' এবং 'সদ্ধিং' অথবা 'সমং' – এই প্রত্যয়ত্রয় অথবা করণকারকের (ততিয়া বিভক্তি) সহিত ব্যবহার করা হয়; ক্রিয়াটি তখন পঠমা বিভক্তির কর্তাকে অনুসরণ করিয়া থাকে।

(১) "রাজা সহ পরিসায উয্যানং অগমি।"

রাজা তাহার পরিষদের সহিত উদ্যানে গিয়াছিলেন।

(২) "অজ্জাহং পঞ্চহি ভিক্খুসতেহি সদ্ধিং ৰিহারে যেৰ নিসীদিস্সামি।" *(ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ৩৬৯)* অদ্য আমি পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত বিহারেই উপবেশন করিব।

(৩) "সত্থা আনন্দত্থেরেন পচ্ছাসমণেন পিণ্ডায চরি।" (শাস্তা তাঁহার সেবক আনন্দকে সাথে করিয়া ভিক্ষার্থে বিচরণ করিয়াছিলেন।)

তৃতীয় উদাহরণে কোন সংযোজক প্রত্যয় নাই, অথচ শুধুমাত্র করণ কারকই (ততিয়া বিভক্তি) সেখানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য ঃ– 'সহ' সংযুক্ত শব্দের পূর্বে বসিয়া থাকে এবং 'সদ্ধিং' পরে বসিয়া থাকে। আর 'সমং' এর ব্যবহার অত্যন্ত কম পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে ইহার অবস্থান সংযুক্ত শব্দের পূর্বে দৃষ্ট হয়।

১০২। কর্তা সমষ্টিবাচক বিশেষ্য হইলে, ক্রিয়া একবচন-রূপ গ্রহণ করে।

(১) "তেসু গচ্ছন্তেসু সঞ্জযস্স পরিসা ভিজ্জি।"

যখন তাহারা অর্থাৎ সারিপুত্র এবং মোদ্গাল্লায়ন চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন সঞ্জয়ের পরিষদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

সেখানে অনেক ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা সমষ্টিগতভাবে ছিল বিধায় ক্রিয়ার রূপও একবচন হইয়াছে।

(২) "রঞ্ঞো উদেনস্স ওরোধো যেনাযস্মা আনন্দো তেনুপসঙ্কমি।"

রাজা উদেনের অন্তঃপুরস্থ সকল স্ত্রীলোকেরা যথায় আয়ুষ্মান আনন্দ

তথায় উপস্থিত হইলেন।

১০৩। নিম্নোক্ত নিপাতভুক্ত সংযোজক শব্দসমূহ একই বাক্যে ব্যবহৃত হইলে, নিম্নোক্তভাবে অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।

(ক) চ চ (ও উভয়ে)

(খ) ৰা ৰা (কিংবা, অথবা)

(গ) পি পি (এবং উভয়)

(১) "তস্মিং খণে মহমোগ্গল্লানত্থেরো চ আনন্দত্থেরো চ চিন্তেসুং।" *(ধম্মপদট্ঠকথা, ২য় খণ্ড, ১৭৮)* সেই মুহূর্তে মহামোদ্গাল্লায়ন স্থবির ও আনন্দ স্থবির উভয়েই চিন্তা করিয়াছিলেন।

(২) "মনসা চে পদুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।"(ধম্মপদ, ১)

যদি কেহ প্রদুষ্ট মনে কোন কথা বলে কিংবা কাজ করে।

(৩) "হত্থে'পি ছিন্দন্তি অত্থো'পি পাদে।" *(রেবতী বিমান)*

তাহারা তাহাদের হাত এবং পাদ উভয়ই ছেদন করিতেছে।

(৪) (ক) "তযা ৰা মযা ৰা তত্থ গন্তব্বং।"

তোমার অথবা আমার যে কোন একজনের অবশ্যই সেখানে যাওয়া কর্তব্য।

(খ) "তেহি ৰা অম্হেহি ৰা তং ন কাতব্বং।"

তাহাদের অথবা আমাদের কারো দ্বারাই তাহা করা উচিত নয়।

একই অর্থ প্রকাশ করিতে অন্য পদ্ধতিতেও লেখা যায়; যেমন ঃ-

(গ) "নেব তুম্হেহি ন অম্হেহি তং ভুঞ্জিতব্বং।"

তোমাদের অথবা আমাদের কাহারো দ্বারাই তাহা ভোজন করা উচিত নয়।

(ঘ) "ন চ সো ন চ অঞ্ঞো পরলোকং গচ্ছতি।"

সে অথবা অপর কেহই পরলোকে গমন করে না।

অনুশীলনী- ১৮

বাংলায় অনুবাদ কর

১। "ন তস্স পরিসাযং কোচি দেবো অভিৰাদেতি ৰা পচ্চুট্ঠেতি ৰা।" (দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ২২৬)

২। "পাটলিপুত্তস্স খো, আনন্দ, তযো অন্তরাযা ভৰিস্সন্তি; অগ্গিতো ৰা উদকতো ৰা মিথুভেদা ৰা।" (প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ৮৮)

৩। "মহাজনো অত্তনো অত্তনো পুত্ত-ধীতু-ঞাতীনং অথায পরিদেৱমানো মহাসদ্দমকাসি।" (ধম্মপদট্ঠকথা, ২য় খণ্ড, ৬)

৪। "তে অত্তনো অন্তেৰাসিকেহি অড্ঢতেয্যেহি পরিব্বাজকসতেহি সদ্ধিং ৰেলুবনং অগমংসু।" (ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ৯৫)

৫। "সত্থরি অগ্গালৰে চেতিযে ৰিহরন্তে বহূ উপাসিকা চ ভিক্খুনিযো চ ৰিহারং ধম্মসৰণায গচ্ছন্তি।" (জাতকট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ১৬০)

৬। "কোসলরাজা মহন্তেন বলেন আগন্ত্বা ৰারাণসিং গহেত্বা তং রাজানং মারেত্বা তস্সেৰ অগ্গমহেসিং অত্তনো অগ্গমহেসিং অকাসি।" (অসাতরূপ জাতক)

৭। "সচে অয্যা ইমং তেমাসং ইধ ৰসিস্সন্তি, অহং . . . উপোসথকম্মং করিস্সামি।" (ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ২৯০)

৮। "যাৰ'স্স অঞ্ঞো কোচি পত্তং ন গণহাতি, তাৰ'স্স গন্ত্বা পত্তং গণ্হ।" (প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, ১২৮)

৯। "সাধু, মযং, ভন্তে, লভেয্যাম ভগৰন্তং দস্সনায।"

(বিনয় মহাবগ্গ, ১৮০)

১০। "মুসা ন ভাসে ন চ মজ্জপো সিযা।"

(অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, ২১৪)

১১। "তস্মিং খো পন, ব্রাহ্মণ, যঞ্ঞে নে'ৰ গাৰো হঞ্ঞিংসু, ন অজেলকা হঞ্ঞিংসু।" (দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, ১৪১)

১২। "কো নু খো, ভো, পহোতি ইমং মহাপঠৰিং সত্তধা, সমং, সুৰিভত্তং ৰিভজ্জিতুং?" (প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ২৩৪)

১০৪। (ক) উপরোক্ত চতুর্থ বাক্যে 'অড্ঢতেয্যেহি পরিব্বাজক-সতেহি' – ইহা একটি শব্দের অদ্ভুত ব্যবহার। ইহা হওয়া উচিত ছিল ঃ 'অড্ঢতেয্যসতেহি পরিব্বাজকেহি' (আড়াইশত পরিব্রাজকের সহিত) অথচ 'সত' এখানে 'পরিব্বাজক' এর সহিত সমাসবদ্ধ হইয়াছে। এই ধরণের অপর একটি সমাসবদ্ধ পদ হইল ঃ- 'সত্তমনুস্সকোটিযো।'

(খ) 'অড্ঢতেয্য' – শব্দটি একটি বিশেষ অর্থজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অড্ঢতেয্য = ২ $\frac{১}{২}$ (আড়াই)

ইহার ন্যায় অপর দুইটি সংখ্যাবাচক শব্দার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

দিযড্ঢ = ১ $\frac{১}{২}$ (দেড়)

অড্ঢুড্ঢ = ৩ $\frac{১}{২}$ (সাড়ে তিন)

নতুন শব্দার্থ

অগ্গমহেসি = অগ্রমহিষী, প্রধানরাণী (স্ত্রী)
অগ্গালৰ = একটি চৈত্যের নাম (ন)
অঞ্ঞো কোচি = অপর কেহ (নি)
অথায = জন্য (চতুর্থী-এক)
অন্তরায = অন্তরায়, বিপদ (পুং)
অভিৰাদেতি = অভিবাদন করা (ক্রি)
অয্য = আর্য, প্রভু (পুং)
অস্সম = (সন্ন্যাসীর) আশ্রম (পুং)
আচিক্খতি = বলা, জ্ঞাপন করা, জানানো (ক্রি)
উপোসথকম্ম = উপোসথকর্ম (ন)
ঞাতি = জ্ঞাতি (পুং)
দস্সন = দর্শন, দৃষ্টিশক্তি (ন)
পচ্চুট্ঠেতি = আসন হইতে উঠা, প্রত্যুত্থান করা (ক্রি)
পরিদেৰমান = বিলাপ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
পহোতি = সক্ষম হওয়া (ক্রি)
পাটলিপুত্ত = একটি শহরের নাম, পাটনা (ন)
বল = শক্তি, সেনাবাহিনী (পুং)
ভাসে = ভাষণ করিও (ক্রি)
ভো = প্রিয়, বন্ধো (নি)
মজ্জপ = মদ্যপানকারী, মদ্যপ (বিণ)
মা = না (নি)
মিথুভেদ = পারস্পরিক কলহ-বিবাদ (পুং)
মুসা = মিথ্যা (নি)
যঞ্ঞ = পশুবলি, যাগ-যজ্ঞ (পুং)
ৰিভাজিতুং = ভাগ করিতে (তুং)
সাধু লভেয্যাম = ইহাই ভাল হয়, যদি আমরা লাভ করি।
সিযা = হইও (ক্রি)
সুৰিভত্ত = সুবিভক্ত (অ-কৃ)
হঞ্ঞতি = হত্যা করা হয় (ক্রি)

পালিতে অনুবাদ কর

১। কোণ্ডাণ্য কর্তৃক এই সংবাদ শ্রুত হয় যে, মহাসত্ত্ব সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এই সাতজন ব্রাহ্মণ পুত্রদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদেরকে এইভাবে বলিলেন।

২। রাজকুমার নাকি বুদ্ধ অথবা রাজা হইবেন। যদি তিনি বুদ্ধ হন, তাহা হইলে আমরা প্রত্যেকে এক একটি পুত্র দান করিব এবং তিনি রাজবংশীয় ভিক্ষুদিগের দ্বারা পরিবৃত হইবেন।

৩। দেবগণ ঃ 'হ্যাঁ প্রভু' বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। কারণ, রাজা শুদ্ধোধনের নিকট এক শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; যিনি নাকি ভবিষ্যতে বোধিবৃক্ষমূলে উপবেশন করতঃ বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

৪। এখন এই ভিক্ষুনীগণ মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে বলিলেন ঃ 'আপনি এবং আমরা কেহই উপসম্পদা লাভ করিনি; এজন্যই বুদ্ধ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, 'ভিক্ষুণীদিগকে ভিক্ষুদিগের দ্বারা উপসম্পদা দেওয়া কর্তব্য।'

৫। ভদন্ত সোণ বলিলেন ঃ 'তাহা হইলে তাহাই হউক' বলিয়া ভদন্ত মহাকচ্চানের কথিত বাক্য প্রশংসা করতঃ তিনি তাঁহার শয্যাসন গুছাইয়া রাখিয়া শ্রাবস্তীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

৬। কিন্তু সেই মন্ত্রীগণ পরামর্শ দিলেন যে, রাজকুমারকে তো নহে, দেবদত্ত কিংবা ভিক্ষুগণকেও হত্যা করা উচিত নহে। কিন্তু রাজাকে ইহা জানানো উচিত যে, তিনি তাহাদিগকে পদোন্নতি দিয়াছেন।

৭। মগধরাজা শ্রেণিক বিম্বিসার রাজকুমার অজাতশত্রুকে বলিলেন ঃ 'তুমি কেন আমাকে মারিতে গিয়াছিলে রাজকুমার?'

৮। 'যুবরাজ! তুমি যদি রাজ্য ইচ্ছা কর, এই রাজ্য তোমারই' এই বলিয়া তিনি যুবরাজ অজাতশত্রুকে রাজ্য অর্পণ করিলেন।

৯। 'হ্যাঁ ভদন্ত' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং দুইটি শালবৃক্ষের মাঝখানে উত্তর শিরে শয্যাসন বিছাইয়া দিলেন।

১০। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "আমার পুত্র অতিসত্ত্বর প্রত্যাবর্তন

করিল কেন?" "প্রভু! তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ দেখিয়াছেন এবং বয়োবৃদ্ধ মানুষ দেখিবার কারণে* সংসার ত্যাগেচ্ছুক হইয়াছেন।"

নতুন শব্দার্থ

অর্পণ করিলেন = পটিচ্ছাপেসি (ক্রি)
উপদেশ = দেসন (ন)
উপসম্পদা = উপসম্পদা (স্ত্রী)
উপসম্পদা দেওয়া কর্তব্য = উপসম্পাদেতব্ব (ভবি-কৃ)
উপস্থিত হইয়া = উপসঙ্কমিত্বা (অস-ক্রি)
এইরূপে = এবং (ক্রি-বিণ)
এজন্যেই যে = এতমত্থম্পি (নি)
কথিত = বুত্ত (অ-কৃ)
কেন = কস্মা (নি)
খবর = বুত্তন্ত (পুং); পবত্তি (স্ত্রী)
গুছাইয়া রাখিয়া = পটিসামেত্বা (অস-ক্রি)
জানানো উচিত যে = আরোচেতব্বং (ভবি-কৃ)
জ্বরা = জরা (স্ত্রী)
দৃষ্ট = দিট্‌ঠ (অ-কৃ)
পদোন্নতি দিয়াছেন = উচ্চট্‌ঠানং পাপেসি (ক্রি)
পরামর্শ দিলেন = অনুসাসি (ক্রি)
পরিবৃত = পরিবুত (অ-কৃ)
প্রত্যুত্তর = পটিবচন (ন)
প্রত্যাবর্তন করা = পতিনিব্বত্ততি, পচ্ছাগচ্ছতি (ক্রি)
প্রশংসা করিয়া = থেমেত্বা (অস-ক্রি)
প্রজ্ঞাপিত = পঞ্ঞত্ত (অ-কৃ)
প্রস্থান করিলেন = নিক্‌খমি (ক্রি)
বাক্য = বাচা (স্ত্রী)
বিছাইয়া দেওয়া = অত্থরতি, পত্থরতি (ক্রি)
ভদন্ত = ভদ্দন্ত (পুং)
মাঝখানে = অন্তরা (ক্রি-বিণ)
রাজবংশীয় = খত্তিযজাতিয
শয্যাসন = সেনাসন; সযনট্‌ঠান (ন)
সংবাদ = পবত্তি (স্ত্রী)
সম্মতি = অনুমতি (ক্রি)
হত্যা করা উচিত = মারেতব্ব (ভবি-কৃ)
হউক = হোতু (ক্রি)

* আক্ষরিক অর্থে 'কারণে' এর কোন প্রতিশব্দ পালিতে নাই। ইহাকে অনুবাদ করিতে হইবে, ক্রিয়ার সহিত অতীতকালীয় কৃদন্ত যুক্ত 'কারণা' অথবা 'কারণত্তা' শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ 'দেখিবার কারণে' ইহার অনুবাদ করা যাইতে পারে– 'দিট্‌ঠত্তা, দিট্‌ঠকারণেন অথবা দিট্‌ঠকারণা।'

তদ্ধিত প্রকরণ

(The Sccondary Derivation)

ইহা প্রথম খণ্ডেও (৪৩ নং ধারায়) প্রদর্শিত হইয়াছে। সেখানে পাঁচ প্রকার নামপদ উল্লেখ করা হইয়াছে। উল্লেখিত পাঁচ প্রকার নামপদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নামপদ ইতিপূর্বে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখন, এখানে শুধুমাত্র পঞ্চম নামপদ অর্থাৎ তদ্ধিত নাম বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে।

১০৫। তদ্ধিত নাম অন্য একটি প্রত্যয় যুক্ত হইয়া বিশেষ্য অথবা কিতকপদ হইতে গঠিত হইয়া থাকে।

(ক) এই তদ্ধিত নামপদগুলো স্বভাবে বিশেষণ, অথচ ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(খ) একটি শব্দের লুক্কায়িত অন্তস্বর প্রায়শঃ তদ্ধিত প্রত্যয়ের পূর্বে লুপ্ত হইয়া থাকে।

(গ) একটি শব্দের পূর্বস্থিত স্বরবর্ণ প্রায়শঃ দীর্ঘমাত্রিক হইয়া থাকে, যদি না ইহার পরে যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ থাকে। অতএব 'অ = আ'; 'ই, ঈ = এ' এবং 'উ, ঊ = ও' তে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

(ঘ) দীর্ঘমাত্রিক নির্দেশ করিতে কিছু প্রত্যয় প্রয়োজন হওয়ায় ব্যাকরণবিদ্‌গণ ইহাতে নির্দেশক বর্ণ (অনুবন্ধ) সংযোজন করিয়া থাকেন।

তদ্ধিত নামের প্রধান বিভাগ সমূহ হইতেছে ঃ–

(১) সামঞ্ঞ–তদ্ধিত।

(২) ভাব–তদ্ধিত।

(৩) অব্যয়–তদ্ধিত।

পুনঃরায় 'সামঞ্ঞ-তদ্ধিত'কে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হইয়া থাকে। যথা ঃ–

(ক) অপচ্চত্থ (বংশ বা গোত্র নির্দেশক প্রত্যয়)

(খ) অনেকত্থ (নানাবিধ অর্থ নির্দেশক প্রত্যয়)

(গ) অত্থ্যত্থ (অধিকার নির্দেশক প্রত্যয়)

(ঘ) সংখ্যা (সংখ্যা নির্দেশক প্রত্যয়)

(১) সামঞ্ঞ (ক) অপচ্চত্থ

১০৬। বিশেষ্যের সাথে 'ণ' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া বংশ বা গোত্র নির্দেশ করিয়া থাকে। (এই 'ণা' প্রত্যয়টিই দীর্ঘমাত্রিক নির্দেশাত্মক।)

উদাহরণ

ৰসিট্ঠ অপচ্চং (পুরিসো) = ৰাসিট্ঠো।

('ৰসিট্ঠ' হইতেছে একজন ঋষির নাম; একজন ব্যক্তি তাহার বংশে বা গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বিধায় 'ৰাসিট্ঠ' হিসাবে পরিচিত হন।)

গঠন প্রণালী

ৰসিট্ঠ + ণ (শেষোক্ত লুক্কায়িত স্বরবর্ণ এবং 'ণ' লুপ্ত হইলে) 'ৰসিট্ঠ + অ' হয়। পূর্বপদের প্রথমোক্ত স্বরবর্ণ দীর্ঘমাত্রিক এবং পরপদের 'অ' পূর্বপদে সংযুক্ত হইয়া ইহা 'ৰাসিট্ঠ' হইয়া থাকে।

এই বিশেষণীয় শব্দ যে কোন স্ত্রী, পুরুষ অথবা ৰাসিট্ঠ বংশে জাত একটি দলকে বিশেষায়িত বা গুণান্বিত করিতে পারে। তবে ইহা যেই ব্যক্তি বা দলকে বিশেষায়িত বা গুণান্বিত করে, সেই ব্যক্তির বা দলের লিঙ্গ অধিকার করিয়া থাকে।

ব্যক্তি যদি পুরুষ হয়, তখন ইহা পুংলিঙ্গের রূপ গ্রহণ করে।

ব্যক্তি যদি স্ত্রী হয়, তখন ইহা স্ত্রীলিঙ্গের রূপ গ্রহণ করে।

ইহা যদি একটি কুল (পরিবার) হয়, তাহা হইলে ইহা নপুংসক লিঙ্গের রূপ গ্রহণ করে।

অনুরূপভাবে গঠিত কিছু শব্দার্থ ঃ

ভারদ্বাজ + ণ = ভারদ্বাজ (ভারদ্বাজ বংশীয়)

গোতম + ণ = গোতম (গৌতম গোত্রীয়)

ৰসুদেৰ + ণ = ৰাসুদেৰ (বাসুদেব গোত্রীয়)

ৰলদেৰ + ণ = ৰালদেৰ (বালদেব গোত্রীয়)

(উপরোক্ত 'ভারদ্বাজ' এবং 'গোতম' – এই শব্দদ্বয়কে দীর্ঘমাত্রিক করার প্রয়োজন নাই। কারণ, স্বভাবতই তাহাদের পূর্বস্থিত স্বরবর্ণ দীর্ঘমাত্রিক।)

১০৭। ৰচ্ছ, কচ্ছ এবং অপর কিছু নামের সাথে 'ণায়ন' এবং 'ণান' এই প্রত্যয়দ্বয় যুক্ত হইয়া বংশ বা গোত্র নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

ৰচ্ছ + ণায়ন = ৰচ্ছায়ন (বচ্ছ বংশীয়)।
কচ্ছ + ণায়ন = কচ্ছায়ন (কচ্ছ বংশীয়)।
কচ্ছ + ণান = কচ্ছান (কচ্ছ বংশীয়)।
মোগ্গল্ল + ণায়ন = মোগ্গল্লায়ন (মোগ্গল্ল গোত্রীয়)।

প্রথমোক্ত দুইটি উদাহরণে স্বরবর্ণ সমূহ দীর্ঘমাত্রিক হয়নি, যেহেতু তাহাদের পরে যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ আছে।

১০৮। কত্তিকা, ৰিনতা এবং অপর কিছু স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্যের সাথে 'ণেয্য' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া তাহাদের বংশধর বা সন্তান-সন্ততিকে নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

কত্তিকা + ণেয্য = কত্তিকেয্য (কর্ত্তিকার সন্তান)।
ৰিনতা + ণেয্য = বেনতেয্য (বিনতার সন্তান)।
ভগিনী+ ণেয্য = ভাগিণেয্য (বোনের সন্তান)।
রোহিনী + ণেয্য = রোহিণেয্য (রোহিনীর সন্তান)।

১০৯। মনু, উপগু এবং এতাদৃশ অপরাপর শব্দের সাথে 'ণৰ' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া বংশধর বা সন্তান-সন্ততি নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

মনু + ণৰ = মাণৰ (মনুর বংশধর)।
উপগু + ণৰ = ওপগৰ (উপগুর বংশধর)।
পণ্ডু + ণৰ = পণ্ডব (পণ্ডুর বংশধর)।

১১০। বিধবা এবং অপর কিছু শব্দের সাথে 'ণের' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া বংশধর বা সন্তান-সন্ততি নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

ৰিধৰা + ণের = ৰেধৰের (বিধবার সন্তান)।
সমণ + ণের = সামণের (ভিক্ষুর শিষ্য)।

(১) সামঞ্ঞ (খ) অনেকট্ঠ

১১১। কিছু কিছু নামপদের সহিত 'ণিক' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'মিশ্রিত', 'নিযুক্ত', 'মাধ্যমে জীবিকানির্বাহী', 'মাধ্যমে গমনকারী', 'সম্বন্ধীয়', 'উপর ক্রীড়া', 'সাথে সংশ্লিষ্ট', 'মাধ্যমে ব্যবসা', 'উপরে বহন', 'স্থানে জাত', 'শিক্ষা', 'অন্তর্ভুক্ত', 'দ্বারা সম্পাদিত' প্রভৃতি অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

(ক) মিশ্রিত

ঘত + ণিক = ঘাতিক (ঘৃত মিশ্রিত)।

লোণ + ণিক = লোণিক (লোনামিশ্রিত, লবনাক্ত)।

(খ) নিযুক্ত

নাৰা + ণিক = নাৰিক (জাহাজে নিযুক্ত, নাবিক)।

সকট + ণিক = সাকটিক (শকটে নিযুক্ত, শকটিক)।

(গ) মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহী

ৰলিস + ণিক = ৰালিসিক (জালের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহী, জেলে)।

ৰেতন + ণিক = ৰেতণিক (শ্রমিক, যিনি মজুরির উপর জীবন ধারণ করেন)।

(ঘ) মাধ্যমে গমনকারী

পদ + ণিক = পাদিক বা পদিক (যিনি পায়ে গমন করেন, পদচারী)।

রথ + ণিক = রথিক (যিনি রথে গমন করেন, রথচারী)।

(ঙ) সম্বন্ধীয়

সমুদ্দ + ণিক = সামুদ্দিক (সামুদ্রিক, সমুদ্র সম্বন্ধীয়)।

রট্‌ঠ + ণিক = রট্‌ঠিক (রাজকীয়, রাষ্ট্র সম্বন্ধীয়)।

(চ) উপর ক্রীড়া

ৰীণা + ণিক = ৰেণিক (বীণাবাদক)।

ৰংস + ণিক = ৰংসিক (বংশীবাদক, বাঁশীবাদক)।

(ছ) সাথে সংশ্লিষ্ট

দ্বার + ণিক = দোবারিক[২] (দ্বারের সাথে সংশ্লিষ্ট, দ্বাররক্ষক)।

ভণ্ডাগার + ণিক = ভণ্ডাগারিক (ধনাগারের সাথে সংশ্লিষ্ট, কোষাধ্যক্ষ)।

[২]। 'দুবার' এর মাধ্যমে 'দ্বার' = দোবার হইয়াছে।

(জ) মাধ্যমে ব্যবসা

তণ্ডুল + ণিক = তণ্ডুলিক (যিনি ধানের ব্যবসা করেন, ধান ব্যবসায়ী)।

তেল + ণিক = তেলিক (যিনি তেলের ব্যবসা করেন, তেল ব্যবসায়ী)।

সূকর + ণিক = সূকরিক (যিনি শুকরের ব্যবসা করেন, শুকর ব্যবসায়ী)।

(ঝ) উপরে বহন

সীস + ণিক = সীসিক (যিনি মস্তকের উপর বহন করেন)।

খন্ধ + ণিক = খন্ধিক (যিনি স্কন্ধের উপর বহন করেন)।

(ঞ) স্থানে জাত

মগধ + ণিক = মাগধিক (যিনি মগধরাজ্যে জন্মিয়াছেন, মগধবাসী)।

অরঞ্ঞঞ + ণিক = আরঞ্ঞিক (যিনি অরণ্যে জন্মিয়াছেন বা বাস করেন, অরণ্যবাসী, আরণ্যিক)।

লোক + ণিক = লোকিক (লোক সম্বন্ধীয়, লৌকিক)।

অপায + ণিক = আপায়িক (যিনি অপায়ে জন্মিয়াছেন, অপায়িক)।

(ট) শিক্ষা

ৰিনয় + ণিক = ৰেনযিক (যিনি বিনয় শিক্ষা করেন, বিনয় বিশারদ)।

সুত্তন্ত + ণিক = সুত্তন্তিক (যিনি সুত্র শিক্ষা করেন, সুত্র বিশারদ)।

তক্ক + ণিক = তক্কিক (যিনি তর্ক করেন, তার্কিক)।

(ঠ) অন্তর্ভুক্ত

সঙ্ঘ + ণিক = সঙ্ঘিক (ভিক্ষু সংঘের অন্তর্ভুক্ত বা সংশ্লিষ্ট, সাংঘিক)।

সরীর + ণিক = সারীরিক (শরীরের অন্তর্ভুক্ত বা সংশ্লিষ্ট, শারীরিক)।

(ড) দ্বারা সম্পাদিত

কায + ণিক = কাযিক (কায় দ্বারা সম্পাদিত, কায়িক)।

ৰাচা + ণিক = ৰাচসিক (বাক্য দ্বারা সম্পাদিত, বাচনিক)।

মন + ণিক = মানসিক (মন দ্বারা সম্পাদিত, মানসিক)।

(শেষোক্ত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উদাহরণে পূর্বপদ এবং প্রত্যয়ের মধ্যে 'স' আগম হইয়াছে।)

অনুশীলনী - ১৯

তদ্ধিত নাম নির্ণয় করিয়া

বাংলায় অনুবাদ কর

১। "অযং মাণৰো মযি মনং পসাদেত্বা কালঙ্কত্বা তাৰতিংস দেৰলোকে তিংসযোজনকে কনকৰিমানে নিব্বত্তিস্সতি।"

(ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ২৬)

২। "সূকরিকা, সাকুণিকা, জালিকা চ, সঞ্ঞিকং বলক্কারেন গহেত্বা খাদন্তা চ ইতো চৰিত্বা আপাযিকা ভৰিস্সন্তি।"

৩। "একূনতিংস-ৰস্সো বোধিসত্তো অত্তনো একমেৰ পুত্তং সব্ব-সম্পত্তিঞ্চ পহায গন্ত্বা কাসাৰ নিৰত্থো মত্তিকাপত্তং আদায অঞ্ঞেহি দিন্নাহারেন জীৰিকং কপ্পেসি।"

৪। "ভণ্ডাগারিকো রঞ্ঞো ধনং লভিত্বা মহন্তং পাসাদং কারেত্বা দ্বারে দোৰারিকং ঠপেত্বা উপরিপাসাদগতো কাযিকমানসিকং সুখং ৰিন্দতি।"

৫। "মহাকচ্চাযনত্থেরে কুররঘর-নগরং উপনিস্সায ৰিহরন্তে সোণো নাম সেট্ঠিপুত্তো তস্স সন্তিকে পব্বজিত্বা অপরভাগে 'সোণো কুটিকণ্ণো'তি পাকটো অহোসি।"

৬। "অথ খো আযস্মা আনন্দো কোসিনারকানং মল্লানং আরোচেসি ঃ 'অজ্জ খো ৰাসিট্ঠা, রত্তিযা পচ্ছিমে যামে তথাগতস্স পরিনিব্বাণং ভৰিস্সতী'তি।"

৭। "সুত্তন্তিকা ৰেনযিকা আরঞ্ঞিকা চ বহবো ভিক্খবো লঙ্কাযং মহাদুব্ভিক্খ-ভযে ৰত্তমানে সমুদ্দপারং গন্ত্বা অত্তনো জীৰিতং রক্খন্তা ধম্মৰিনযঞ্চ রক্খিংসু।"

৮। "ইদ্ধিমন্তানং অগ্গো মহামোগ্গল্লানত্থেরো ভগৰতো পরিনিব্বাণতো পুরেতরমেৰ পরিনিব্বাযি।"

৯। "অথ খো তেসং দ্বাদস-নহুতানং মাগধিকানং ব্রাহ্মণ-গহপতিকানং এতদহোসি ঃ 'উরুৰেলকস্সপো মহাসমণে ব্রহ্মচারিযং চরতী'তি।"

(বিনয় মহাবগ্গ, ৩৬)

১০। "অস্‌সোসি খো রাজা মাগধো সেণিযো বিম্বিসারো ঃ 'সমণো খলু ভো গোতমো সক্যপুত্তো সক্যকুলা পব্বজিতো রাজগহং অনুপ্পত্তো'তি।" (প্রাগুক্ত, ৩৫)

নতুন শব্দার্থ

অগ্গ = অগ্র, শ্রেষ্ঠ (বিণ)
অনুপ্পত্ত = উপনীত হইয়াছেন, উপস্থিত হইয়াছেন (অ-কৃ)
অপরভাগে = পরবর্তীকালে (সপ্তমী)
কনক = স্বর্ণ, সোনা (ন)
কাসাৰ = কমলারঙের কাষায় বস্ত্র (ন)
কোসিনারক = কুশীনারাবাসী (বিণ)
খলু = না-কি (নি)
চৰিত্বা = ত্যাগ করিয়া (অস-ক্রি)
জালিক = যিনি জাল দিয়া মাছ ধরিবার কাজে ব্যাপৃত, জেলে (পুং)
জীৰিকং কপ্পেতি = জীবন ধারণ করা।
নহুত = দশ হাজার (ন)
নিৰত্থ = বস্ত্র পরিহিত (অ-কৃ)
পরিনিব্বাতি = পরিনির্ব্বাপিত হওয়া (ক্রি)
পরিনিব্বান = পরিনির্বাণ (ন)
পসাদেত্বা = প্রসন্ন হইয়া (অস-ক্রি)
পুরেতরং = পূর্বে (ক্রি-বিণ)
অস্‌সোসি = শুনিয়াছেন (ক্রি)
আযস্মন্ত = আয়ুষ্মান (বিণ)
উপনিস্‌সায = আশ্রয় করিয়া (অস-ক্রি)
এতদহোসি = এই চিন্তা উদিত হইল।
বলক্কার = বলৎকার, বলপ্রয়োগ (পুং)
বোধিসত্ত = বোধিসত্ত্ব, বুদ্ধাঙ্কুর (পুং)
ব্রহ্মচরিযা = ব্রহ্মচর্য (স্ত্রী)
ভো* = প্রভু, বন্ধু (নি)

* 'ভো' হইতেছে 'ভবন্ত' এর আলপন-রূপ। কিন্তু এখানে ইহা পঠমা বিভক্তি একবচনে প্রতীয়মান হয় এবং তাহার অর্থ হইয়া থাকে– ভদন্ত বা মাননীয়। 'ভো' শব্দটি নিপাতেও পরিলক্ষিত হয়, যাহা শুধুমাত্র আলপনে বা সম্বোধনার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাম = যাম, রাত্রির এক তৃতীয়াংশ (পুং)
যোজনিক = যোজন বিস্তৃত (বিণ)
রক্খন্ত = রক্ষা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
বিমান = বিমান; স্বর্গীয় প্রাসাদ (ন) (পুং)
সমণ = শ্রমণ (পুং)
সমুদ্দপার = সমুদ্রপার, সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা (ন)
সেণিয = সেনাবাহিনীর অধিকারী, শ্রেণীয় (বিণ)

যথাসম্ভব তদ্ধিত নাম ব্যবহার করিয়া
পালিতে অনুবাদ কর

১। এখন, পাটলী গ্রামস্থ শ্রাবকগণ বুদ্ধের আগমন বার্তা শুনিয়া যথায় তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তাহাদের পরিষদ ভবনে আমন্ত্রণ করিলেন।

২। বুদ্ধের আগমন উপলক্ষে তাহারা পরিষদ ভবনে নতুন বালুকা বিকীর্ণ করিলেন এবং আসন সমূহ যথাস্থানে স্থাপন করতঃ প্রবেশদ্বারে জলের ঘট রাখিয়া তৈল প্রদীপ স্থাপন করিলেন।

৩। ভগবান পরিধেয় চীবর পরিধান করতঃ পাত্র-চীবর গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষুসংঘের সহিত পরিষদ ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং প্রবেশ দ্বারে পাদদ্বয় ধৌত করিয়া পরিষদ ভবনে প্রবেশ করতঃ মধ্যবর্তী স্তম্ভে পূর্বমূখী হইয়া স্ব আসন গ্রহণ করিলেন।

৪। হে আনন্দ! যাও, কুশীনারায় প্রবেশ কর এবং কুশীনারাবাসী মল্লদের জানাও যে, 'হে বাসিট্ঠগণ! অদ্য রাত্রির শেষ যামে এইস্থানে তথাগতের পরিনির্বাণ হইবে।'

৫। সেই সময়ে ভদন্ত মহাকাশ্যপ ভ্রাতাগণের এক মহাপরিষদের সহিত পাবা হইতে কুশীনারায় মহাসড়কে পর্যটন করিতে করিতে মহাসড়ক পরিহার পূর্বক অন্যতর এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন।

৬। মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাহার কেশ ছেদন করিয়া কমলা রঙের কাষায় বস্ত্র পরিধান করতঃ শাক্যবংশীয় কুলকুমারীদের সঙ্গে নিয়া বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাক্রমে বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় উপস্থিত হইলেন।

৭। আনন্দ! যেমন একটি গৃহে অনেক স্ত্রীলোক আছে, কিন্তু পুরুষের সংখ্যা অতিঅল্প; সেই গৃহে ডাকাতেরা সহজেই ডাকাতি করিতে পারে। তেমনি যে কোন ধর্মবিনয়ে স্ত্রীজাতিকে গৃহী জীবন থেকে অনাগারিক জীবনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইলে, সেই ধর্ম বিনয় বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

৮। মগধরাজা বিম্বিসার স্বর্ণময় জলপূর্ণ ঘট গ্রহণ করিয়া, তাহার প্রমোদ উদ্যান বেলুবন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে জল ঢালিয়া উৎসর্গ করিলেন।

নতুন শব্দার্থ

অনাগারিক জীবনে = অনাগারিযং।
অনুমতি দেওয়া হইলে = অনুঞ্ঞাতে (ক্রি)
অন্যতর = অঞ্ঞতর (পুং)
আগমন = আগমন (ক্রি-বি)
উৎসর্গ করিলেন = দানং দেতি (ক্রি)
চোর = চোর (পুং)
জলপূর্ণ ঘট = জলকুণ্ডিকা (স্ত্রী)
জানাও যে = আরোসেসি (ক্রি)
ডাকাতি করা = পধংসেতি (ক্রি)
ঢালিয়া = আসিঞ্চিত্বা (অস-ক্রি)
তেমন = তথা (নি)
নতুন = নব (বিণ)
পরিহার পূর্বক = (মগ্গা) ওক্কমিত্বা (অস-ক্রি)
পর্যটন করিতে করিতে = চারিকং চরন্ত (বর্ত-কৃ)
পূর্বমুখী = পুরত্থাভিমুখ (বিণ)
বিকীর্ণ করা = ওকিরতি (ক্রি)
বুদ্ধ প্রমুখ = বুদ্ধপ্পমুখ (বিণ)
বেশীদিন = চিরস্সেব (নি)
মধ্যবর্তীস্তম্ভ = মজ্ঝিমথম্ভ (পুং)
মহাসড়ক = অদ্ধানমগ্গ (পুং)
বিনয = বিনয় (পুং)
যথাক্রমে = অনুপুব্বেন (ক্রি-বিণ)
যেমন = যথা (নি)
শেষ = পচ্ছিম (বিণ)
সহজ = সুকর (বিণ)
স্থায়ী হওয়া (টেকা) = পবত্ততি (ক্রি)

১১২। কিছু কিছু নামপদের সাথে 'ণ' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'দ্বারা রঞ্জিত', 'এর মাংস', 'অন্তর্ভুক্ত', 'জ্ঞান', 'যেখানে কেহ বাস করে বা

জন্মে', 'অধিকারী' প্রভৃতি অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

(ক) দ্বারা রঞ্জিত

কসাৰ + ণ = কাসাৰ (কমলা রঙে রঞ্জিত, বৌদ্ধ ভিক্ষুর চীবর)।
হলিদ্দ + ণ = হালিদ্দ (হলুদ রঙে রঞ্জিত)।
নীল + ণ = নীল (নীল রঙে রঞ্জিত)।

(খ) এর মাংস

সূকর + ণ = সোকর (শুকরের মাংস)।
মহিস + ণ = মাহিস (মহিষের মাংস)।
সকুণ + ণ = সাকুন (পাখির মাংস)।

(গ) অন্তর্ভুক্ত

সুগত + ণ = সোগত (সুগতের অধিকারভুক্ত, বৌদ্ধ)।
মগধ + ণ = মাগধ (মগধের অধিকারভুক্ত, মগধবাসী)।
পরিস + ণ = পোরিস (পুরুষের অধিকারভুক্ত, পৌরষিক)।

(ঘ) জ্ঞান

ব্যাকরণ + ণ = বেয্যাকরণ (ব্যাকরণবিদ্)।
'ব্যা' এখানে 'বেয্যা' হইয়াছে (বিযাকরণ -এর মাধ্যমে)।

(ঙ) যেখানে কেহ বাস করে বা জন্মে

নগর + ণ = নাগর (নগরের অধিবাসী, নাগরিক)।
সর + ণ = সারস (হ্রদে উৎপন্ন বা জাত, পদ্ম বা উৎপল)।
মন + ণ = মানস (মনে উৎপন্ন, চিন্তা)।
উর + ণ = ওরস (স্বীয় বক্ষ সম্বন্ধীয়, স্বগর্ভজাত)।
(শেষোক্ত তিনটি উদাহরণে 'স' আগম হয়, যেহেতু তাহারা 'মন' শব্দরূপের অন্তর্ভুক্ত।)

(চ) অধিকারী

সদ্ধা + ণ = সদ্ধ (বিশ্বাসী, শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধাবান)।
পঞ্ঞা + ণ = পঞ্ঞ (প্রজ্ঞাবান, প্রজ্ঞার অধিকারী)।

১১৩। কিছু কিছু নামপদের সাথে 'ইম' এবং 'ইয' – এই প্রত্যয়দ্বয় যুক্ত হইয়া 'অধিকারী' এবং 'অবস্থান' প্রভৃতি অর্থ নিদেশ করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

পচ্ছা + ইম = পচ্ছিম (শেষ, পশ্চিম)।
অন্ত + ইম = অন্তিম (শেষ, অন্তিম)।
মজ্ঝ + ইম = মজ্ঝিম (মধ্য, মধ্যম)।
হেট্ঠা + ইম = হেট্ঠিম (নিম্ন, অধো)।
লোক + ইয = লোকিয (লোক সম্বন্ধীয়, লৌকিক)।
পুত্ত + ইয = পুত্তিয (যেই ব্যক্তির পুত্র আছে)।
পুত্ত + ইম = পুত্তিম (যেই ব্যক্তির পুত্র আছে)।
জা + ইয = জটিয (জটাধারী সন্ন্যাসী)।
বোধিপক্খ + ইয = বোধিপক্খিয (বোধিজ্ঞান লাভ সম্বন্ধীয়)।
পঞ্চবগ্গ + ইয = পঞ্চবগ্গিয (পঞ্চবর্গীয়)।
উদর + ইয = উদরিয (পাকস্থলীতে অপরিপক্ব খাদ্য)।

১১৪। কিছু কিছু নামপদের সাথে 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'জনতা' অথবা 'সমষ্টি' নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

জন + তা = জনতা (বহুলোকের সমাবেশ, জনতা)।
গাম + তা = গামতা (গ্রামসমূহের সমষ্টি বা গ্রামপুঞ্জ)।
দেৰ + তা = দেৰতা (একজন দেবতা)। যাহাই হউক, ইহার কোন সমষ্টিবাচক অর্থ দেওয়া হয় নাই।

১১৫। আবার কোন কোন সময় 'ণ' প্রত্যয়ও সমষ্টিবাচক অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে।

দ্বি + ণ = দ্বে + অ = দ্বয (যুগল, জোড়া)।
তি + ণ = তে + অ = তয (ত্রয়) 'এ' এখানে 'অয' হইয়াছে।

১১৬। কিছু কিছু নামপদের সাথে 'আলু' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'প্রবণতা' এবং 'অধিক্য' প্রভৃতি অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

দযা + আলু = দযালু (দয়াপরায়ণ, দয়ালু)।
অভিজ্ঝা + আলু = অভিজ্ঝালু (লোভী, লোলুপ)।
ধজ + আলু = ধজালু (ধ্বজা সম্পন্ন)।

প্রায় সময় দেখা যায় যে, এই শব্দগুলোর শেষে 'ক' যুক্ত হয় এবং সেগুলো সবসময় বিশেষণ হইয়া থাকে। যেমন ঃ– দয়ালুক, অভিজ্ঝালুক প্রভৃতি রূপে গঠিত হয়।

১১৭। কিছু কিছু নামপদের সাথে 'ক' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'ক্ষুদ্রত্ব', 'অবজ্ঞা', 'ঘৃণা' এবং 'সমষ্টি' প্রভৃতি অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় ইহা শব্দের প্রাথমিক অর্থে কোন কিছুই যোগ করে না। যেমন ঃ–

পুত্ত (পুত্র) = পুত্তক (ছোট পুত্র)।

লুদ্ধ (ব্যাধ বা শিকারী) = লুদ্ধক (জঘন্য ব্যাধ বা শিকারী)।

পণ্ডিত (পণ্ডিত) = পণ্ডিতক (সাধারণ পণ্ডিত)।

ঘট (জলপাত্র) = ঘটক (ছোট জলপাত্র)।

পীঠ (আসন) = পীঠক (ছোট আসন)।

সমষ্টি

চতু + ক = চতুক্ক (চতুষ্ক) সংখ্যার সহিত গঠিত অপরাপর অনেক শব্দ (৪) সংখ্যা তদ্ধিতের মধ্যে দেওয়া হইবে।

প্রাথমিক অর্থে কিছুই যুক্ত হয় না এমন কিছু শব্দ নিম্নরূপ ঃ–

কুমার = কুমারক (বালক বা কুমার)।

মাণব = মাণবক (যুবক মানুষ)।

মৃদু = মুদুক (মৃদু, কোমল)।

ইহা কোন কোন সময় (ক) 'ণ' প্রত্যয়ের সাথে গঠিত হইয়া 'যেখানে কেহ বাস করেন বা জন্মিয়াছেন' প্রভৃতি অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে। এবং (খ) বহুব্বীহি সমাসে যুক্ত হইয়া 'অধিকারী' – এই অর্থও নির্দেশ করিয়া থাকে।

(ক) কুসিনারা + ণ = কোসিনার = কোসিনারক (যিনি কুশীনগরে জন্মিয়াছেন, কুশীনারাবাসী)।

রাজগহ + ণ = রাজগহ = রাজগহক (যিনি রাজগৃহে জন্মিয়াছেন, রাজগৃহবাসী)।

(খ) বহু + নদী + ক = বহুনদিক (বহু নদীর অধিকারী)।

১১৮। কিছু কিছু নামপদের সাথে 'ময' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'দ্বারা নির্মিত' এবং 'হইতে উৎপন্ন' প্রভৃতি বিশেষণাত্মক অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে।

সুবণ্ণ (সোনা) = সুবণ্ণময (স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত, স্বর্ণময়)।

রজতময = (রৌপ্যময়, রৌপ্য দ্বারা নির্মিত)।

দারুময = (কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত, কাষ্ঠময়)।
মত্তিকাময = (মাটি দ্বারা নির্মিত, মৃত্তিকাময়)।
মনোময = (মন হইতে উৎপন্ন বা জাত, মনোময়)।

অনুশীলনী – ২০

তদ্ধিত নাম নির্ণয় করিয়া
বাংলায় অনুবাদ কর

১। "যথা পন দারুআদীহি নিপ্ফন্নানি তানি তানি ভণ্ডানি দারুময়াদীনি নাম হোন্তি, তথা এতে'পি মনতো নিপ্ফন্নত্তা মনোময়া নাম।" (ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ২৩)

২। "মাণব, অহং তে সুবণ্ণময়ং বা মণিময়ং বা রজতময়ং বা লোহিতময়ং বা চক্কযুগং দস্সামী'তি ব্রাহ্মণো বদি।"

৩। "মাগধো বিম্বিসারো রাজা অত্তনো পাসাদস্স উপরিমতলে ঠিতো পিণ্ডায চরন্তং বোধিসত্তং অনুগচ্ছন্তে নাগরে দিস্বা 'কিং এতন্তি' পুচ্ছি।"

৪। "দযালু ভগবা মহাজনতং অনুকম্পন্তো সব্বদা একত্থ অবসিত্বা তত্থ তত্থ বিচরন্তো সন্দিট্ঠিকং ধম্মং দেসেসি।"

৫। "পাটলিগামিকাপি খো উপাসকা পাদে পক্খালেত্বা আবসথাগারং পবিসিত্বা পুরত্থিমং ভিত্তিং নিস্সায পচ্ছিমাভিমুখা নিসীদিংসু, ভগবন্তং যেব পুরক্খত্বা।" (বিনয মহাবগ্গ, ২২৭)

৬। "অস্সোসুং খো বেসালিকা লিচ্ছবী ঃ 'ভগবা কির কোটিগামং অনুপ্পত্তো'তি। অথ খো বেসালিকা লিচ্ছবী ভদ্রানি ভদ্রানি যানানি যোজাপেত্বা . . . বেসালিযা নীযিংসু, ভগবন্তং দস্সনায।" (প্রাগুক্ত, ২৩১

৭। "তেন খো পন সমযেন রাজগহিকস্স সেট্ঠিস্স সত্তবস্সিকো সীসাবাধো অহোসি। বহু মহন্তা মহন্তা দিসাপামোক্খা বেজ্জা আগন্ত্বা নাসক্খিংসু আরোগং কাতুং।" (প্রাগুক্ত, ২৭৩)

৮। "অথ খো জীবকো কোমারভচ্চো সেট্ঠিং গহপতিং মঞ্চকে নিপজ্জাপেত্বা মঞ্চকেন সম্বন্ধিত্বা সীসচ্ছবিং ফালেত্বা . . . দ্বে পাণকে নীহরিত্বা জনস্স দস্সেসি।" (প্রাগুক্ত, ২৭৪)

৯। "সেট্ঠিপুত্তো ঃ 'নিয্যানিকং বত বুদ্ধসাসন'ন্তি পসীদিত্বা

যোজনিকং সুবণ্ণচেতিযং কম্বলকঞ্চুকেন পরিক্খিপিত্বা তথ তথ রথচক্কপ্পমাণেহি সুবণ্ণ-পদুমেহি অলঙ্করি।" (অঙ্গুত্তরট্ঠকথা)

১০। "তস্মিং সমযে চতুসত্ততি-সহস্সজটিলা পণীতপণীতানি ওজবন্তানি ফলাফলানি গহেত্বা আচরিযস্স সন্তিকং সম্পত্তা।"

(প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১৫০)

নতুন শব্দার্থ

অরোগ = আরোগ্য, রোগমুক্ত (বিণ)
অসক্খি = সক্ষম হইয়াছিল (ক্রি)
আবাধ = রোগ, ব্যাধি (পুং)
আবসথাগার = বিশ্রামাগার (ন)
ওজবন্ত = পুষ্টিকর, জীবনী শক্তি সম্পন্ন, ঔজশক্তি সম্পন্ন (বিণ)
কঞ্চুক = আবরণ, বস্ত্র (পুং)
কম্বল = কম্বল, পশমী কাপড় (পুং) (ন)
কোমারভচ্চ = চিকিৎসায় পারদর্শী বা দক্ষ (বিণ)
জন = জনসাধারণ (পুং)
তেন খো পন সমযেন = সেই সময়ে।
দারু = জ্বালানীকাষ্ঠ (ন)
দিসাপামোক্খ = বিশ্বখ্যাত, জগৎ বিখ্যাত (বিণ)
নিপ্ফন্ন = নির্মিত, জাত (অ-কৃ)
নিস্সায = ভর করিয়া (অস-ক্রি)
নিয্যানিক = দুঃখবিনাশী (বিণ)
নীযি = নিয়া গিয়াছিল (ক্রি)
পক্খালেত্বা = ধৌত করিয়া, প্রক্ষালন করিয়া (অস-ক্রি)
পচ্ছিমাভিমুখ = পশ্চিমমুখী (বিণ)
পণীত = সুস্বাদু, উৎকৃষ্ট (বিণ)
পাণক = কীত-পতঙ্গ (পুং)
পাটলিগামিক = পাটলিগ্রামবাসী, পাটলিগ্রামেজাত ব্যক্তি (বিণ)
পুরক্খত্বা = পুরোভাগে রাখিয়া (অস-ক্রি)
পুরত্থিম = পূর্বদিকস্থ (বিণ)
ফালেত্বা = বিচ্ছিন্ন করিয়া (অস-ক্রি)
ভদ্র = ভদ্র, মাননীয় (বিণ)
মঞ্চক = ছোট খাট বা মঞ্চ (পুং)
যোজাপেত্বা = যোজনা করাইয়া, যুক্ত করাইয়া (অস-ক্রি)
সন্দিট্ঠিক = সাংদৃষ্টিক, স্বয়ং দর্শনযোগ্য (বিণ)
সত্তবস্সিক = সপ্তবর্ষীয়, সাত বৎসর অবধি (বিণ)
সম্বন্ধিত্বা = বন্ধন করিয়া, বাঁধিয়া (অস-ক্রি)
সম্পত্ত = উপনীত হইলেন (অ-কৃ)
সীসচ্ছবি = মস্তকের ত্বক (স্ত্রী)

যথাসম্ভব তদ্ধিত নাম ব্যবহার করিয়া
পালিতে অনুবাদ কর

১। "তেল ব্যবসায়ী লৌহনির্মিত অস্ত্র দ্বারা চাউল ব্যবসায়ীর দ্বাররক্ষককে প্রহার করিয়াছিল।"

২। "ব্রাহ্মণ মাণবক মৃষ্ঠকুণ্ডলী বুদ্ধের প্রতি চিত্ত প্রসাদ হেতু তাবতিংস দেবলোকে কনকবিমানে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।"

৩। "মৃষ্ঠকুণ্ডলীর পিতা লোভী ব্রাহ্মণ তাহাকে তামাময়, রৌপ্যময় অথবা স্বর্ণ নির্মিত চক্রযুগল দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।"

৪। সেই সময়ে দেবদত্ত ধর্মদেশনা করিতে বসিলেন এবং দূর হইতে যখনই সারিপুত্র এবং মোদ্গাল্লায়নকে তাহার দিকে আসিতে দেখিলেন; তখন তিনি ভিক্ষুদিগকে বলিলেন ঃ 'দেখ ভিক্ষুগণ, এমনকি শ্রামণ গৌতমের অগ্রশ্রাবকদ্বয় পর্যন্ত আমার সাথে যোগ দিতে আসিতেছে।'

৫। "বহু প্রখ্যাত মগধবাসী যুবকুলপুত্রগণ এখন শ্রমণ গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছেন।

৬। "ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় চীবর পরিধান করতঃ পাত্র-চীবর গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষার জন্যে কৌশম্বীতে প্রবেশ করিলেন। তাহার সেবক আনন্দকে অথবা অন্য ভিক্ষুদিগকে কিছুই না জানাইয়া তিনি একাকী পারিলেয় বনে গমন করিলেন।"

৭। "সেই সময়ে ভগবান মল্লবাসীদের নগর অনুপিয়াতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন শাক্যবংশের যুবকুলপুত্রগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

৮। শাক্যবংশীয় অনুরুদ্ধের মাতা তাঁহার পুত্রকে বলিলেন ঃ 'হে প্রিয় অনুরুদ্ধ! শাক্যকুলের শাসক ভদ্দীয় যদি সংসার ত্যাগ করে, তাহা হইলে তুমিও অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিও।'

৯। "তখন শাক্যরা ঋষি অসিতকে তাহাদের রাজকুমার শিশুকে দেখাইয়াছিলেন, যেই শিশু সুবর্ণের ন্যায় অনুপম সৌন্দর্যের আলো বিকীর্ণ করিতেছিলেন।"

১০। "বর্ষাকালীন প্রাসাদে বর্ষার চারিমাস অবস্থানকালে যখন নর্তকীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলাম; তখন আমি প্রাসাদ হইতে নীচে যাইনি।"

নতুন শব্দার্থ

অগ্র = অগ্গ (বিণ)
অবস্থানকালে = ৰিহরন্ত (বর্ত-কৃ)
অনুপমসৌন্দর্য = অনোপমৰণ্ণ (বিণ)
অঙ্গীকার করিয়াছিল = পটিজানি (ক্রি)
উদ্দেশ্যে = উদ্দিস্সে
একাকী = একক (বিণ)
এমনকি = অপি (নি)
উৎপন্ন হইয়াছিলেন = নিব্বত্তি (ক্রি)
কুলপুত্র = কুলপুত্ত (পুং)
তামা = তম্ব (পুং)
দিকে (তাহার) = (তস্স) সন্তিকং।
দূর হইতে = দূরতো (নি)
নর্তকী = নাটিকা (স্ত্রী)
পরিধান করিয়া (পরিধেয় চীবর) = নিৰাসেত্বা (অস-ক্রি)
পূর্বাহ্ন =পুব্বণ্হ (পুং)
প্রখ্যাত = অভিঞ্ঞাত (বিণ)
প্রসাদ = ভত্তি (স্ত্রী), পসাদ (পুং)
প্রহার করিয়াছিল = পহরি (ক্রি)
প্রিয় = পিয, পেমনীয (বিণ)
ভগবানের প্রতি = ভগৰন্তে (সপ্তমী)
লোভী = লুদ্ধ (বিণ)
ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছেন = ব্রহ্মচরিযং চরতি (ক্রি)
যোগ দিতে = সহ ভৰিতুং, সমাগমিতুং (তুং)

(১) সামঞ্ঞ (গ) অত্থ্যত্থ

১১৯। ভিন্ন কিছু নামপদের সাথে ...অৰ, ...অল, ...ইল, ...ইক, ...ঈ, ...ৰী এবং ...স্সী প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হইয়া "অধিকারী" অথবা "বৈশিষ্ট সম্পন্ন" প্রভৃতি অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

...অৰ

কেস + অৰ = কেসৰ = (বহুকেশ বা চুল সম্পন্ন)।

...অল

ৰাচা + অল = ৰাচাল = (বাচাল, অতিভাষী)।

...ইল

জটা + ইল = জটিল (জটাধারী সন্ন্যাসী, জটিল সন্ন্যাসী)।

ফেণা + ইল = ফেণিল (ফেণিল, ফেনাসম্পন্ন, সাবানবৃক্ষ)।
তণ্ডু + ইল = তণ্ডিল (ঠোঁটধারী, যেই প্রাণী ঠোঁকরায়)।

...ইক

দণ্ড + ইক =দণ্ডিক (দণ্ডধারী, মুগরধারী)।
মালা + ইক =মালিক (যাহার মালা আছে, মালাধারী)।
ছত্ত + ইক = ছত্তিক (ছত্রধারী, ছাতাধারী)।
গণ + ইক = গণিক (সুবৃহৎ পরিষদের অধিকারী, দলপতি)।

...ঈ

মালা + ঈ = মালী (যাহার মালা আছে, মালাধারী)।
বম্ম = ঈ = বম্মী (অস্ত্রধারী, সৈনিক)।
ভোগ + ঈ = ভোগী (ধনবান ব্যক্তি, সর্প)।
কুট্‌ঠ + ঈ = কুট্‌ঠী (কুষ্ঠরোগী)।
মন্ত + ঈ = মন্তী (রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী)।
দন্ত + ঈ = দন্তী (দাঁতওয়ালা, হাতি)।

...বী

মেধা + বী = মেধাবী (জ্ঞানী, মেধাবী)।
মাযা + বী =মাযাবী (জাদুকর, ম্যাজিক প্রদর্শনকারী)।

...স্‌সী

তপ + স্‌সী = তপস্‌সী (তপস্বী, সন্ন্যাসী, যোগী)।
যস + স্‌সী = যসস্‌সী (যশস্বী, যশবান ব্যক্তি)।
তেজ + স্‌সী = তেজস্‌সী (তেজস্বী, বীর্যবান)।

দ্রষ্টব্য ঃ– ...ঈ, ...বী এবং ...স্‌সী প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলোর সাথে অপর একটি 'ইনী' প্রত্যয় যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ রূপ গঠন করিতে হয়। যেমন ঃ-

মালী + ইনী = মালিনী (মালিনী, মালাধারিনী)।
মন্তী + ইনী = মন্তিনী (মহিলা রাজনীতিবিদ, মহিলা মন্ত্রী)।
মেধাবী + ইনী =মেধাবিনী (মেধাবিনী, জ্ঞানবতী)।
তপস্‌সী + ইনী = তপস্‌সিনী (তপস্বিনী, সন্ন্যাসিনী)।

১২০। ভিন্ন কিছু নামপদের সাথে 'বন্ত' এবং 'মন্ত' – এই প্রত্যয়দ্বয় যুক্ত হইয়া 'অধিকারী' – এই অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে। (অ-কারান্ত

নামপদের সাথে 'বন্তু' এবং ই বা উ-কারান্ত নামপদের সাথে 'মন্তু' যুক্ত হইয়া থাকে।)

গুণ + বন্তু = গুণবন্তু (গুণবান, শীলবান)।

ধন + বন্তু = ধনবন্তু (ধনবান, ধনী)।

বুদ্ধি + মন্তু = বুদ্ধিমন্তু (বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাবান)।

ভানু + মন্তু = ভানুমন্তু (সূর্য, দিবাকর)।

আয়ু + মন্তু = আয়ুস্মন্তু -এর মাধ্যমে আযস্মন্তু হয়। কিন্তু আয়ুস্মন্তু নয়।

এই ধরণের অনেক শব্দ আছে, যেগুলো প্রথম খণ্ডে (২৭ নং ধারায়) তাহাদের শব্দরূপসহ দেওয়া হইয়াছে।

এই শব্দগুলোর শেষোক্ত 'উ' লুপ্ত হয় এবং লুপ্তস্থানে 'ঈ' যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গরূপ গঠন করিতে হয়। যেমন ঃ–

গুণবন্তু + ঈ = গুণবন্তী (গুণবতী, শীলবতী)।

সতিমন্তু + ঈ =সতিমন্তী (স্মৃতিমতী)।

কোন কোন সময় শুধুমাত্র 'উ' নয়, এমনকি প্রত্যয়ের 'ন'ও লুপ্ত হইয়া থাকে। যেমন ঃ–

ধন + বন্তু = ধনবতী (ধনবতী)।

বুদ্ধি + মন্তু = বুদ্ধিমতী (বুদ্ধিমতী, প্রজ্ঞাবতী)।

১২১। ণব, ণিক, ণেয্য, ণ, বন্তু এবং মন্তু প্রভৃতি প্রত্যয়যুক্ত তদ্ধিত নামপদের সাথে অতিরিক্ত 'ঈ' যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গরূপ গঠন করিতে হয়। যেমনঃ–

ণব ঃ- মাণব + ঈ = মাণবী (মানবী)।

ণিক ঃ- নাবিক + ঈ = নাবিকী (নাবিকী)।

ণেয্য ঃ- ভাগিণেয্য + ঈ = ভাগিণেয্যী (ভাগিনেয়ী বা বোনের কন্যা)।

ণ ঃ- গোতম + ঈ = গোতমী (গৌতমী)।

১২২। কিছু কিছু নামপদের সাথে 'অ' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'অধিকারী' – এই অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

সদ্ধা (শ্রদ্ধা) + অ = সদ্ধ (শ্রদ্ধাবান)।

পঞ্ঞা (প্রজ্ঞা) + অ = পঞ্ঞ (প্রজ্ঞাবান)।
পাপ (পাপ) + অ = পাপ (পাপী)।

১২৩। The Comparative and Superlative বিশেষণরূপ গঠন করিতে হইলে, যথাক্রমে 'তর' এবং 'তম' এই প্রত্যয়দ্বয় যোগ করিতে হয়। যেমনঃ–

Positive ঃ পাপ (পাপী)
Comparative ঃ পাপতর (অত্যন্ত পাপী)
Superlative ঃ পাপতম (মহাপাপী)
Positive ঃ সুন্দর (সুন্দর)
Comparative ঃ সুন্দরতর (সুন্দরতর)
Superlative ঃ সুন্দরতম (সুন্দরতম)

* * *

অনুশীলনী – ২১

তদ্ধিত নাম নির্ণয় করিয়া বাংলায় অনুবাদ কর

১। "উচ্ছিন্দ সিনেহং অত্তনো
কুমুদং সারদিকং ৰা পাণিনা।" (ধম্মাপদ, শ্লোক ২৮৫)

২। "নেৰ খো অসক্খি ৰাসেট্ঠো মাণৰো ভারদ্বাজং মাণৰং সঞ্ঞাপেতুং; ন পন অসক্খি ভারদ্বাজো মাণৰোপি ৰাসেট্ঠং মাণৰং সঞ্ঞাপেতুং।" (দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, ২৩৬)

৩। "কুসাৰতিযা, আনন্দ, রাজধানিযা . . . একং দ্বারং সোৰণ্ণমযং, একং রূপিযমযং, একং ৰেলুরিযমযং, একং ফলিকমযং।" (প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ১৭০)

৪। "মযহং ভাগিণেয্যো ইমস্স রজ্জস্স সামিকো'ৰ; ধীতরং এতস্সে'ৰ দেত্বা অভিসেকমস্স করিস্সামী'তি।" (অসিলক্খণ জাতক)

৫। "অতীতে ৰারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো ভাতিকসতস্স কণিট্ঠো অহোসি।" (পঞ্চগরু জাতক)

৬। "ৰারাণসিযং যসো নাম কুলপুত্তো সেট্ঠিপুত্তো সুখুমালো হোতি; তস্স তযো পাসাদা হোন্তি; একো হেমন্তিকো, একো গিম্হিকো, একো

ৰস্‌সিকো।" (বিনয় মহাবগ্গ, ১৫)

৭। "ইদং খো, মহারাজ, সন্দিট্‌ঠিকং সামঞ্ঞফলং পুরিমেহি সন্দিট্‌ঠিকেহি সামঞ্ঞফলেহি অভিকন্ততরঞ্চ পণীততরঞ্চ।"

(দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, ৮৫)

৮। "রঞ্ঞো মহাসুদস্‌সনস্‌স . . . উপরিপাসাদ-ৰর-গতস্‌স দিব্বং চক্করতনং পাতুরহোসি, সহস্‌সারং, সনেমিকং, সনাভিকং, সব্বাকার-পরিপূরং।" (দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ১৭২)

৯। "তস্‌সা চ সামিনী তত্থ কুৰেনী নাম যক্‌খিনী,
নিসীদি রুক্‌খমূলম্‌হি কন্তন্তী তাপসী ৰিয।" (মহাবংস)

১০। "মহাকস্‌সপথেরো চ, অনুরুদ্ধো মহগণী,
উপালিত্থেরো সতিমা, আনন্দো চ বহুস্‌সুতো,
সাৰকা সত্থুৰণ্ণিতা সব্বে পঞ্চসতা থেরা
নৰঙ্গং জিনসাসনং উগ্গহেত্বান ধারেসুং
বুদ্ধসেট্‌ঠস্‌স সন্তিকে।" (দীপবংস)

নতুন শব্দার্থ

অভিঞ্ঞাত = অভিজ্ঞাত (অ-কৃ) (স্ত্রী)
অভিক্কন্ততর = অত্যুৎকৃষ্টতর, উজ্জ্বলতর (বিণ)
উচ্ছিন্দতি = উচ্ছেদ করা, ধ্বংস করা (ক্রি)
কণিট্‌ঠ = কনিষ্ঠ, ছোট (বিণ)
কন্তন্তী = সুতা কাটিতে কাটিতে (বর্ত-কৃ)
কুলপুত্ত = কুলপুত্র (পুং)
গিম্‌হিক = গ্রীষ্মকালিক (বিণ)
চক্করতন = (চক্রবর্তী রাজার) চক্ররত্ন (ন)
তাপসী = তপস্বিনী, সন্ন্যাসিনী
দিব্ব = দিব্য, স্বর্গীয় (বিণ)
নৰঙ্গ = নয় অঙ্গ সম্পন্ন, নবাঙ্গ (বিণ)
পণীততর= উত্তমতর, শ্রেষ্ঠতর (বিণ)
পাতুরহোসি= আবির্ভূত হইয়াছিল, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল (ক্রি)
পুরিম= পূর্ব, প্রথম (বিণ)
ফলিক = স্ফটিক (পুং)
বহুস্‌সুত = বহুশ্রুত (বিণ)
ভাতিক = ভ্রাতা, ভাই (পুং)
মহাগণী = যাহার সুবৃহৎ পরিষদ

আছে, গণনায়ক, দলপতি (পুং) (নি)
রাজধানী = রাজধানী (স্ত্রী)
বণ্নিত = বর্ণিত (বিণ)
বস্সিক = বর্ষাকালিক (বিণ)
বেলুরিয = নীলকান্তমণি (ন)
সঞ্ঞাপেতুং = বুঝাইতে, সন্দেহ দূর করিতে (তুং)
সন্দিট্ঠিক = ইহ জীবনে দর্শনযোগ্য, সাংদৃষ্টিক (বিণ)
সনাভিক = চক্রনাভিযুক্ত (বিণ)
সনেমিক = চাকার বেড়যুক্ত (বিণ)
সব্বাকার পরিপূরং = সর্বাকার পরিপূর্ণ (বিণ)
সহস্সারং = সহস্র অড়যুক্ত (বিণ)
সামিক = প্রভু, স্বামী (পুং)
সামিনী = কর্ত্রী, শিক্ষিকা (স্ত্রী)
সারদিক = শারদীয় (বিণ)
সামঞ্ঞফল = শ্রামণ্যফল (ন)
সিনেহ = স্নেহ, ভালোবাসা, আদর (পুং)
সুখুমাল = সুকোমল (বিণ)
হেমন্তিক = হৈমন্তীক, হেমন্ত-কালিক (বিণ)

যথাসম্ভব তদ্ধিত নাম ব্যবহার করিয়া
বাংলায় অনুবাদ কর

১। "কুশাবতী নগরে সাতটি দুর্গপ্রাচীর এবং সাতটি ফটক ছিল। এই সকল দুর্গপ্রাচীর এবং ফটক সাতপ্রকার রত্ন দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল।"

২। রাজা মহাসুদর্শনের প্রাসাদের নিকটবর্তী স্থানে চুরাশি হাজার পুষ্করিণী ছিল। তাহার আরও আটচল্লিশ হাজার ঘোড়া এবং বহুসংখ্যক হস্তী ও রথ ছিল।

৩। এখন তাহার মাতা রাজগৃহে অন্যান্য অমাত্যদিগের পুত্রদিগকে এবং তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে উত্তম বস্ত্র পরিহিত হইয়া, উৎসবে মত্ত থাকিতে দেখিয়া তাহার সন্তানদিগের কথা ভাবিলেন এবং ক্রন্দন করিলেন।

৪। যখন আমাদের শাস্তা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করতঃ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার পর রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন রাজা বিম্বিসার সোণকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন।

৫। তিনি স্বনাগরিক সুবৃহৎ পরিষদের সহিত উপস্থিত হওতঃ বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করিলেন এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাহার পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সংঘে প্রবেশ করিলেন।

৬। তখন বাসিট্‌ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মাণবক, ভারদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মাণবককে বলিলেন ঃ 'হে ভারদ্বাজ! সেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ গৌতম এখন অচীরবতী নদীর তীরে আম্রবনে মানসকট নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন।"

৭। হে বাসিট্‌ঠ! তুমি নিজেই বলিতেছ ঃ 'ব্রাহ্মণগণ, তাহাদের শিক্ষকগণ অথবা তাহাদের শিক্ষার্থীদের কেহই সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত ব্রহ্মাকে মুখোমুখি কোনদিন দেখেননি।'

৮। বাসিট্‌ঠ! অন্ধ ব্যক্তিরা যেমন বংশ পরম্পরা একজন অপরজনকে দেখিবার অভিলাষী হইয়াও অগ্রজনকে দেখিতে পায় না, মধ্যজনকেও না এবং পশ্চাতের জনকেও না। অনুরূপভাবে . . . ব্রাহ্মণদিগের কথাও।

৯। যখনই তাঁহারা গমনমার্গ অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তিনি যেই দগ্ধমাঠের দিকে নির্দেশ করিলেন, সেখানে নাকপোড়া এবং লেজ-নষ্টা এক বানরী বসিয়াছিল।

১০। কিন্তু, তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ একজন ব্রাহ্মণ যাহার বংশগত নাম ছিল কোণ্ডাণ্য। তিনিই শুধুমাত্র একটি আঙ্গুল তুলিয়া বলিলেন ঃ 'তাহাকে কিছুতেই সাংসারিক জীবনে অবস্থান করানো সম্ভব নয়।'

নতুন শব্দার্থ

অগ্রজন = পঠমজন (পুং)
অনুমতি = অনুঞ্ঞা, অনুমতি (স্ত্রী)
অনুরূপভাবে = এবমেব (নি)
অবস্থান করানো = নিবত্তাপেতি, বসাপেতি (ক্রি)
অভিলাষী = অল্লীন (বিণ)
উৎসব = ছণ, উস্‌সব (পুং)
কিছুতেই না = ন কিঞ্চি (নি)
গাছের গোড়া = খাণু (পুং)
তুলিয়া = উক্‌খিপিত্বা (অস-ক্রি)
দগ্ধ = ঝাম (বিণ)
নিকটবর্তীস্থান = আসন্নট্‌ঠান (ন)
নষ্ট = বিনাসিত, নট্‌ঠ (অ-কৃ)
পশ্চাত = পচ্ছিম (বিণ)
পাঠাইয়াছিলেন = পেসেসি (ক্রি)
পোড়া = দড্‌ঢ, ঝাপিত (অ-কৃ)
প্রবর্তন করিবার পর = পবত্তিত্বা, পবট্টিত্বা (অস-ক্রি)
বংশধর = কুলপরিবত্ত (ন)
বংশপরম্পরা = কুলপরম্পরা (স্ত্রী)
মত্ত থাকিতে = অভিরমিতুং (তুং)
মুখোমুখি = সক্‌খি (নি); পচ্চক্‌খং (ক্রি-বিণ)

যেমন = সেয্যথাপি (নি)
রত্ন = রতন (ন)
লেজ = লঙ্গুট্‌ঠ; ৰালধি (পুং)
শ্রদ্ধান্বিত হইয়া = পসীদিত্বা (অস-ক্রি)
সর্বপ্রথম = সব্বপঠম (বিণ)
সর্বজ্ঞতা = সব্বঞ্ঞুতা (স্ত্রী)
সাংসারিক জীবন = ঘরৰাস (পুং)
স্বনাগরিক = সকনাগরিক (পুং)
ক্রন্দন করিলেন = পরোধি (ক্রি)

(১) সামঞ্ঞ (ঘ) সংখ্যা

১২৪। মৌলিক সংখ্যার সাথে 'ম' প্রত্যয় যোগ করিয়া পূরণবাচক সংখ্যা গঠন করিতে হয়। যেমন ঃ–

পঞ্চ + ম = পঞ্চম (পঞ্চম)
সত্ত + ম = সত্তম (সপ্তম)
অট্‌ঠ + ম = অট্‌ঠম (অষ্টম)

এই বিশেষণ সমূহ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অতএব, এইগুলি স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' অথবা 'ঈ' – এই প্রত্যয়দ্বয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

পঞ্চম + আ = পঞ্চমা = পঞ্চম (মহিলা)
পঞ্চম + ঈ = পঞ্চমী = পঞ্চমী (বিভক্তি)

১২৫। পূরণবাচক সংখ্যা গঠন করিতে 'দ্বি' এবং 'তি' এর সাথে 'তিয' প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং প্রত্যয়ের পূর্বে 'দ্বি = দু' এবং 'তি = ত' -তে রূপান্তরিত হয়। যেমন ঃ–

দ্বি + তিয =দু + তিয =দুতিয (দ্বিতীয়)
তি + তিয = ত + তিয =ততিয (তৃতীয়)

আবার 'দ্বি' যখন অপরাপর বিশেষ্য অথবা প্রত্যয়কে অনুসরণ করে, তখন 'দু' এবং 'দি' -তে রূপান্তরিত হয়। যেমন ঃ–

দ্বি + ৰিধ = দুৰিধ (দ্বিবিধ, দুইপ্রকার)
দ্বি + রত্তিযো = দিরত্তং (দুই রাত্রি)
দ্বি + গুণ = দিগুণ (দুইগুণ, দ্বিগুণ)

১২৬। 'চতু' এর সাথে 'থ' এবং 'ছ' এর সাথে 'ট্‌ঠ' যুক্ত হইয়া পূরণবাচক সংখ্যা গঠিত হয়। যেমন ঃ–

চতু + থ = চতুত্থ (চতুর্থ)
ছ + ট্‌ঠ = ছট্‌ঠ (ষষ্ঠ)

১২৭। অপরাপর মৌলিক সংখ্যা পূর্ববর্তী হইয়া এবং 'দস' এর সাথে 'ঈ' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া পূরণবাচক সংখ্যা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে 'চন্দ্রঘটিত দিন' – এই অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে। তবে কোন কোন সময় মৌলিক সংখ্যার শেষোক্ত স্বরবর্ণটি দীর্ঘমাত্রিক 'আ' -তে রূপান্তরিত হয়। যেমন ঃ–

এক + দস + ঈ = একাদসী (একাদশী)
দ্বি + দস + ঈ = দ্বাদসী (দ্বাদশী)
পঞ্চ + দস + ঈ =পঞ্চদসী, পণ্ণরসী (পঞ্চদশী)
চতু + দস + ঈ = চাতুদ্দসী (চতুর্দশী)
(এখানে পূর্বস্থিত স্বরবর্ণ দীর্ঘমাত্রিক হইয়াছে।)

১২৮। সমষ্টিবাচক নামপদ গঠন করিতে মৌলিক সংখ্যাগুলোতে 'ক' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন ঃ–

দ্বি + ক = দ্বিক (যুগল, জোড়া, যুগ্ম)
তি + ক = তিক (ত্রয়, ত্রয়ী, ত্রি)
চতু + ক = চতুক্ক (চতুষ্ক)
সত + ক = সতক (শতক)
দস + ক = দসক (দশক)

(২) ভাব – তদ্ধিত

১২৯। কিছু কিছু নামপদের সাথে 'তা' 'ত্ত' 'ত্তম' 'ণ্য' এবং 'ণেয্য' প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'অবস্থা', 'স্বভাব' এবং 'চরিত্র' প্রভৃতি অর্থ নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

...তা

লহু (লঘু) + তা = লহুতা (লঘুত্ব, লঘুতা)
সূর (বীর) + তা = সূরতা (বীরত্ব)
সেট্ঠ (শ্রেষ্ঠ) + তা = সেট্ঠতা (শ্রেষ্ঠত্ব)
হীন (হীন) + তা = হীনতা (হীনতা, নীচতা)

...ত্ত

মনুস্স + ত্ত = মনুস্সত্ত (মনুষ্যত্ত্ব)
যাচক + ত্ত = যাচকত্ত (যাচকত্ত্ব)

বহুস্সুত + ত্ত = বহুস্সুতত্ত (বহুশ্রুততা)

...ত্তন

পুথুজ্জন + ত্তন = পুথুজ্জনত্তন (পৃথকজনত্ত্ব)

জাযা + ত্তন = জাযাত্তন (স্ত্রীত্ব)

...ণ্য

অরোগ + ণ্য = আরোগ্য (আরোগ্য, রোগমুক্ত অবস্থা)

দুব্বল + ণ্য = দুব্বল্য (দুর্বল্য, শক্তিহীন অবস্থা)

১৩০। তবে 'ণ্য' এর পূর্বে বহুবিধ ব্যঞ্জনবর্ণ 'য' এর সাহিত একত্রে তাহাদের রূপ পরিবর্তন করিয়া থাকে। যেমন ঃ–

ত + ণ্য = ত্য = চ্চ তে রূপান্তরিত হয়।

ল + ণ্য = ল্য = ল্ল তে রূপান্তরিত হয়।

দ + ণ্য = দ্য = জ্জ তে রূপান্তরিত হয়।

ণ + ণ্য = ণ্য = ঞ্ঞ তে রূপান্তরিত হয়।

জ + ণ্য = জ্য = জ্জ তে রূপান্তরিত হয়।

স + ণ্য = স্য = স্স তে রূপান্তরিত হয়।

পণ্ডিত + ণ্য = পণ্ডিত্য = পণ্ডিচ্চ (পাণ্ডিত্য)

অধিপতি + ণ্য = অধিপত্য = অধিপচ্চ (আধিপত্য)

বহুসুত + ণ্য = বাহুসুত্য = বাহুসচ্চ (বহুশ্রুততা)

'সুত' এর 'উ' এখানে 'অ' -তে রূপান্তরিত হইয়াছে।

কুসল + ণ্য = কোসল্য = কোসল্ল (কৌশল, দক্ষতা)

ৰিপুল + ণ্য = ৰেপুল্য = ৰেপুল্ল (বিপুলতা, আধিক্য)

সুহদ + ণ্য = সোহদ্য = সোহজ্জ (সৌহার্দ্য, বন্ধুত্বপূর্ণ)

রাজ + ণ্য = রাজ্য = রজ্জ (রাজ্য, রাজত্ব)

নিপুণ + ণ্য = নেপুণ্য = নেপুঞ্ঞ (নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা)

গিলান + ণ্য = গেলন্য = গেলঞ্ঞ (অসুস্থতা)

সুমন + ণ্য ('ণ' এর স্থানে 'স' আগম হইয়া) = সোমনস্য = সোমনস্স (সৌমনস্য, পরমানন্দ)

ভিসজ + ণ্য = ভেসজ্য = ভেসজ্জ (ভৈষজ্য, ঔষুধ, চিকিৎসকের কাজ)

...ণেয্য

অধিপতি + ণেয্য = আধিপতেয্য (আধিপত্য, নেতৃত্ব)

সঠ + ণেয্য = সাঠেয্য (প্রতারণা, ছলনা, শঠতা)

পথ + ণেয্য = পাথেয্য (পাথেয়, ভাড়া)

১৩১। কিছু সংখ্যক নামপদের সাথে 'ণ' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'অবস্থা' নির্দেশ করিয়া থাকে।

পটু + ণ = পাটৰ (পটুতা, দক্ষতা)

গার + ণ = গারৰ (গৌরবতা, শ্রদ্ধা)

লক্ষ্যনীয়

তদ্ধিত নামপদ সমূহ স্ত্রীলিঙ্গে 'তা' যুক্ত হইয়া গঠিত হয়। নপুংসকলিঙ্গে 'ত্ত', 'ত্তন', 'ণ্য', এবং 'ণেয্য' এই প্রত্যয়গুলো যুক্ত হইয়া গঠিত হয়। তবে 'পাটৰ' এবং 'গারৰ' এই শব্দদ্বয় পুংলিঙ্গের অন্তর্গত। শুধুমাত্র 'পটুতা', 'গরুতা' এবং 'পটুত্তং', 'গরুত্তং' এই শব্দগুলো যথাক্রমে স্ত্রীলিঙ্গে এবং নপুংসক লিঙ্গে পরিলক্ষিত হয়।

(৩) অব্যয় – তদ্ধিত

১৩২। সংখ্যাবাচক ক্রিয়াবিশেষণ গঠন করিতে মৌলিক সংখ্যাগুলোর সাথে 'ক্খত্তুং' প্রত্যয় যোগ করিতে হয়।

এক + ক্খত্তুং = এককখত্তুং (একবার)

দ্বি + ক্খত্তুং = দ্বিক্খত্তুং (দুইবার)

দস + ক্খত্তুং = দসক্খত্তুং (দশবার)

সহস্স + ক্খত্তুং = সহস্সক্খত্তুং (সহস্রবার)

বহু + ক্খত্তুং = বহুক্খত্তুং (বহুবার)

১৩৩। প্রণালীসূচক ক্রিয়াবিশেষণ গঠন করিতে মৌলিক সংখ্যার সাথে 'ধা' প্রত্যয় যোগ করিতে হয়।

পঞ্চ + ধা = পঞ্চধা (পাঁচ প্রকারে, পাঁচ উপায়ে)

দস + ধা = দসধা (দশ প্রকারে, দশ উপায়ে)

সত + ধা = সতধা (শত প্রকারে, শত উপায়ে)

বহু + ধা = বহুধা (বহু প্রকারে, বহু উপায়ে)

কতি + ধা = কতিধা (কত প্রকারে, কত উপায়ে)

১৩৪। বিভাজনাত্মক ক্রিয়াবিশেষণ গঠন করিতে কিছুসংখ্যক নামপদের সাথে 'সো' প্রত্যয় যোগ করিতে হয়।

পঞ্চ + সো = পঞ্চসো (প্রতি পাঁচে)
ঠান + সো = ঠানসো (স্থান অনুসারে, হেতু অনুসারে)
পদ + সো = পদসো (পদে পদে)
সব্ব + সো = সব্বসো (সকল প্রকারে, সকল উপায়ে)
যোনি + সো = যোনিসো (মূলানুসারে, স্মৃতি সহকারে)
বহু + সো = বহুসো (বহু প্রকারে, বহু উপায়ে)

১৩৫। প্রণালীসূচক ক্রিয়াবিশেষণ গঠন করিতে কিছুসংখ্যক সর্বনাম পদের সাথে 'তথা' এবং 'থং' – এই প্রত্যয়দ্বয় যোগ করিতে হয়।

ত + থা = তথা (তাদৃশ, সেরূপ, সেই প্রকারে)
য + থা = যথা (যেমন, যেরূপ)
অঞ্ঞ + থা = অঞ্ঞথা (অন্যথায়, অন্য প্রকারে)
উভয + থা = উভয়থা (উভয় প্রকারে, উভয় উপায়ে)
সব্ব + থা = সব্বথা (সকল প্রকারে, সকল উপায়ে)
কিং + থং = কথং (কিভাবে, কোন উপায়ে)
ইমং + থং = ইত্থং (এইরূপ, এতদানুসারে)
('ইম' এখানে 'ই' হইয়াছে এবং 'থ' প্রত্যয়টি দ্বিত্ব হইয়াছে)

১৩৬। কিছু কিছু নিপাতের সাথে 'তন' প্রত্যয় যুক্ত করিয়া বিশেষণ গঠন করিতে হয়।

অজ্জ + তন = অজ্জতন (অদ্যই)
স্বে + তন = স্বাতন (আগামীকাল)
হীযো + তন = হীয়ত্তন (গতকাল)
পুরো + তন = পুরাতন (পুরাতন, প্রাচীনকালীয়)
সনং + তন = সনন্তন (প্রাচীন, চিরন্তন, শাশ্বত)
('তন' প্রত্যয়ের পূর্বে 'স্বে = স্ব' এবং 'হীযো = হীয' -তে রূপান্তরিত হইয়াছে।)

১৩৭। কিছু কিছু সর্বনামপদের সাথে 'ত্র', 'থ', 'হিং' এবং 'হং' প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়া স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ গঠন করিতে হয়।

সব্ব + ত্র = সব্বত্র (সর্বত্র, সকলস্থানে)
সব্ব + থ = সব্বথ (সর্বত্র, সকলস্থানে)
ত্ত + ত্র = তত্র (তথায়, সেখানে)
ত + থ = তথ (তথায়, সেখানে)
য + থ = যথ (যথায়, যেখানে)
অঞ্ঞ + ত্র = অঞ্ঞত্র (অন্যত্র, অন্যস্থানে, ব্যতীত)
ইম + থ = এথ (এখানে) 'ম' লুপ্ত হইয়া 'ই' এর স্থানে 'এ' আগম হইয়াছে।
কিং + হিং = কুহিং (কোথায়) 'কিং' এখানে 'কু' হইয়াছে।
কিং + হং = কহং (কোথায়) 'কি' এখানে 'ক' হইয়াছে।
ত + হিং, হং = তহিং, তহং (তথায়, সেখানে)

১৩৮। কিছু সংখ্যক সর্বনামপদের সাথে 'দা' 'দানি' এবং 'দাচনং' প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়া সময়সূচক ক্রিয়াবিশেষণ গঠন করিতে হয়।
য + দা = যদা (যখন)
ত + দা = তদা (তখন)
সব্ব + দা = সব্বদা (সর্বদা, সবসময়)
এক + দা = একদা (একদা, একসময়)
কিং + দা = কদা (কখন?)
ইম + দানি = ইদানি (এখন, বর্তমানে)
কিং + দাচন = কুদাচনং (কখনও কখনও বা কোন কোন সময়)। ন কুদাচনং = কখনও নহে।

১৩৯। সর্বনাম 'ইম' এর সাথে 'হ' এবং 'ধ' এই প্রত্যয়দ্বয় যোগ করিয়া স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ গঠন করিতে হয়।
ইম + হ = ইহ (এখানে)
ইম + ধ = ইধ (এখানে)
'ইম' এর 'ম' লুপ্ত হইয়া থাকে।

* * *

অনুশীলনী – ২২

তদ্ধিত নাম নির্ণয় করিয়া
বাংলায় অনুবাদ কর

১। আযস্মা আনন্দত্থেরো ভগৰতো সাৰকেসু বাহুসচ্চেন পণ্ডিচ্চেন চ অগ্‌গো অহোসি।

২। মেধাৰিনী মাণবী দুল্লভং মনুস্‌সত্তং লভিত্বা বহুং পুঞ্ঞং উপচিনাতি।

৩। রোগী ৰেজ্জেন দিন্ন-ভেসজ্জং উপসেৰিত্বা আরোগ্যং পটিলভিত্বা অত্তনো সোমনস্‌সং পকাসেসি।

৪। একদা মহাকস্‌সপত্থেরো গেলঞ্ঞেনাভিপীলিতো রাজগহতো অৰিদূরে পিপ্‌ফলিগুহাযং ৰিহরি।

৫। মেধাৰিনো সিস্‌সা গরূনং মহন্তং গারৰং দস্‌সেত্বা নানাসত্থেসু পাটৰং লভন্তি।

৬। যথা তস্মিং গেহে ঠপেত্বা মাণৰকস্‌স পল্লঙ্কং অঞ্ঞং কিঞ্চি আসনং ন দিস্‌সতি, তথা অধিট্‌ঠাসি। (সমন্তপাসাদিকা, ১ম খণ্ড, ৩৮)

৭। ততো পট্‌ঠায যত্থ যত্থ পণ্ডিত-সমণব্রাহ্মণা অত্থী'তি ৰদন্তি, তত্থ তত্থ গন্ত্বা সাকচ্ছং করোন্তি। (ধম্মপদট্‌ঠকথা, ১ম খণ্ড, ৯০)

৮। সহস্‌সক্খত্তুং অত্তানং নিম্মিনিত্বান পহুকো
নিসীদ'ম্ববনে রম্মে যাৰ কালপ্পৰেদনা। (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ২৪৮)

৯। মেত্তাসহগতেন চেতসা একং দিসং ফরিত্বা ৰিহরতি, তথা দুতিযং, তথা ততিযং, তথা চতুত্থং। (দীঘনিকায় এবং প্রভৃতি গ্রন্থ)

১০। অধনানং ধনে অননুপ্পদিযমানে দালিদ্দিযং ৰেপুল্লং অগমাসি; দালিদ্দিযে ৰেপুল্লং গতে অদিন্নাদানং ৰেপুল্লং অগমাসি।

(দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, ৬৮)

১১। দেৰতা তস্‌স নেপুঞ্ঞং পকাসেতুং মহাজনে
ছাদেসুং পোত্থকং, সো পি দ্বত্তিক্খত্তুম্পি তং অকা। (মহাবংস)

১২। তস্‌স খিপন্তস্‌স নাসিকা অসিধারায পটিহতা দ্বিধা ছিজ্জি।

(অসিলক্‌খণ জাতক)

নতুন শব্দার্থ

অকা = করিয়াছিলেন (ক্রি)
অদিন্নাদান = চুরি, অদত্তবস্তু গ্রহণ (ন)
অধন = দরিদ্র, গরীব (বিণ)
অধিট্ঠাতি = অধিষ্ঠান করা, সংকল্প করা (ক্রি)
অনুপ্পদিযমান = দিতে দিতে (বর্ত-কৃ)
অভিপীলিত = নিপীড়িত, অত্যাচারিত (অ-কৃ)
অৰিদূর = নিকট, দূর নয় এমন, অদূর (বিণ)
অসিধারা = ধারালো তলোয়ার (স্ত্রী)
উপচিনাতি = সংগ্রহ করা, চয়ন করা (ক্রি)
উপসেৰিত্বা = (ঔষুধ) সেবন করিয়া (অস-ক্রি)
খিপন্ত = নিক্ষেপ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
চরিত = ভ্রমণ, জীবন, প্রাণ (ন)
ছাদেতি = আচ্ছাদন করা, লুকাইয়া রাখা (ক্রি)
ছিজ্জতি = ভাঙিয়া ফেলা, ছেদন করা (ক্রি)
ঠপেত্বা = রাখিয়া, স্থাপন করিয়া (অস-ক্রি)
ততো পট্ঠায = সেই হইতে, তখন থেকে (নি)
দালিদ্দিয = দারিদ্রতা (ন)
দুল্লভ = দুর্লভ, (বিণ)
নানসত্থ = নানা বিদ্যা (ন)
নিম্মিনিত্বা = নির্মাণ করিয়া, সৃষ্টি করিয়া (অস-ক্রি)
পকাসেতি = প্রকাশ করা (ক্রি)
পটিলভিত্বা = অর্জন করিয়া, লাভ করিয়া (অস-ক্রি)
পটিহত = প্রতিহত, প্রহৃত, আক্রান্ত (অ-কৃ)
পন্থক = একজন ভিক্ষুর নাম, পথিক (পুং)
পৰেদন = ঘোষণা, অবগতকরণ, জ্ঞাপন (ন)
পিপ্ফলিগুহা = একটি গুহার নাম (স্ত্রী)
ফরিত্বা = পরিব্যাপ্ত করিয়া, প্রসারিত করিয়া (অস-ক্রি)
মহাজন = জনসাধারণ (পুং)
যাৰ = যাবৎ, পর্যন্ত (নি)
রম্ম = রমণীয়, মনোরম (বিণ)
সাকচ্ছা = আলাপ-আলোচনা (স্ত্রী)

যথাসম্ভব তদ্ধিত নাম ব্যবহার করিয়া
পালিতে অনুবাদ কর

১। সেই সময়ে পরিব্রাজকেরা অর্ধমাসের চতুর্দশী, পঞ্চদশী ও অষ্টমীতে সমবেত হইয়া তাহাদের ধর্ম আবৃত্তি করিতেন।

২। ষোড়ষী বিশাখা সর্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া পঞ্চশত শখীসহ নদীতে আসিলেন এবং স্নান করিলেন।

৩। তোমার সেবিকারা দৌড়াইতে দৌড়াইতে এই শালায় উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের বস্ত্রাভরণ ভিজিয়া যায়নি। কিন্তু, তুমি মোটেই দৌড়াওনি।

৪। হে পরিব্রাজকগণ! তখন আমি স্থান হইতে স্থানান্তরে পর্যটনে অগ্রসর হইয়া, যেখানে পাঁচজন পরিব্রাজকের একটি দল আছে; বারাণসীর সেই ঋষিপতন মৃগদায়ে উপস্থিত হইলাম।

৫। পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সময়ে পর্যায়ক্রমে অগ্নি দ্বারা সাতবার ধ্বংস হইয়া অষ্টমবার পানি দ্বারা ধ্বংস হয়। অতঃপর পুনঃরায় অগ্নিদ্বারা সাতবার ধ্বংস হইয়া অষ্টমবার পানি দ্বারা ধ্বংস হয়।

৬। এই সত্ত্বগণ পরবর্তীতে পৃথিবীর রস খাইতে শুরু করিল। অনুক্রমে তাহাদের মধ্যে কিছু রূপবান হইল এবং কিছু কুৎসিত হইল। সেই হইতেই রূপবান সত্ত্ব কুৎসিত সত্ত্বকে অবজ্ঞা-ঘৃণা করিতে শুরু করিল।

৭। যখন এইরূপে সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইল নানাস্থানের জলাশয়গুলো শুষ্ক হইতে লাগিল। তখন একে একে সকল মাছ এবং বহুকচ্ছপ মৃত্যুবরণ করিয়া ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিল। অনুরূপভাবে নিরয়বাসীরাও জন্মগ্রহণ করিল।

৮। একটি পাখি যেমন পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, চতুর্দিকে, ঊর্ধদিকে অথবা অনুকোণে পলায়ন করে এবং যেখানেই ভুমিভাগ দেখিতে পায়, সেখানেই উড়িয়া যায়।

৯। 'স্থবির পথের দস্যুদের দ্বারা নিহত হইয়াছিল'—এই সংবাদ সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে এবং রাজা অজাতশত্রু তাহাদিগকে খুজিয়া বাহির করিতে গুপ্তচরদের প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১০। তাহারা সকলে সম্মত হইতে পারিল না। অতএব তাহাদের

মধ্যে তিনজন সংসার ত্যাগ করিল না। কিন্তু অবশিষ্ট চারজন ব্রাহ্মণ কোণ্ডাণ্যকে প্রধান করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন। পরবর্তীতে এই পাঁচজনই 'পঞ্চবর্গীয় স্থবির' নামে পরিচিত হইলেন।

নতুন শব্দার্থ

অগ্রসর হওয়া = সঞ্চরতি (ক্রি)
অতিক্রান্ত = অতিক্কন্ত (অ-কৃ)
অনুকোণ = অনুদিসা (স্ত্রী)
অনুক্রমে = অনুক্কমেন (ক্রি-বিণ)
অনুরূপভাবে = তথেৰ (নি)
অবশিষ্ট = অৰসেস (বিণ); অবসিট্‌ঠ (অ-কৃ)
আবৃত্তি করা = সজ্ঝায়তি (ক্রি)
ঊর্ধ = উদ্ধং (নি)
একে একে = একেক (বিণ)
কচ্ছপ = কচ্ছপ (পুং)
কুৎসিত = বিরূপ, দুব্বণ্ণ (বিণ)
খুঁজিয়া বাহির করিতে = পরিযেসিতুং (তুং)
গুপ্তচর = চরপুরিস (পুং)
ছড়াইয়া পড়া = পথরতি (ক্রি)
দল = নিকায়, গণ (পুং)
পথের দস্যু = পন্থঘাতক (পুং)
পরিব্রাজক = পরিব্বাজক (পুং)
পর্যায়ক্রমে = পটিপাটিযা (ক্রি-বিণ)
ধ্বংস হওয়া = ৰিনস্‌সতি, ধংসতি (ক্রি)
প্রেরণ করিয়াছিলেন = ৰিস্‌সজ্জেসি, পেসেসি (ক্রি)
পৃথিবীর রস = পঠৰোজা (স্ত্রী)
বস্ত্রাভরণ = ৰত্থাভরণ (ন)
ভিজিয়া যাওয়া = তেমেতি (ক্রি)
মুহূর্ত = খণ (পুং)
মৃগদায = মিগদায (পুং)
রূপবান = অভিরূপ (বিণ)
শুষ্ক হওয়া = সুস্‌সতি (ক্রি)
ষোড়ষী = সোল্‌ৰস্‌সিকা (স্ত্রী)
শুরু করা = আরব্‌ভতি (ক্রি)
সমবেত হওয়া = সন্নিপততি (ক্রি)
সম্মত হওয়া = সমনুঞ্ঞো ভবতি, অনুজানাতি (ক্রি)
সেবিকা = সেৰিকা, পরিচারিকা (স্ত্রী)
সংবাদ = পৰত্তি (স্ত্রী)
স্থল = থল (ন)

* * *

কিতক নাম

(The Primary Derivatives)

১৪০। ধাতুর সাথে সরাসরি কিছু প্রত্যয় যুক্ত হইয়া 'কিতক নাম' গঠিত হয়। সেই প্রত্যয় সমূহ 'কিত' নামেই সবিশেষ পরিচিত। অতএব এগুলোকে 'কিতক' বলা হয়।

(ক) 'কিতক' এবং 'তদ্ধিত' উভয়কে যদিও নামপদ (বিশেষণ এবং বিশেষ্য) হিসাবে গণ্য করা হয়। তথাপি তাহাদের মধ্যে কিছু নিপাতও পরিলক্ষিত হয়।

(খ) 'কিতক' এবং 'তদ্ধিত' এই দুইয়ের যে-সমস্ত মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান তাহা নিম্নরূপ ঃ--

(১) প্রথমটি হইতেছে– বিশেষ্য অথবা নিপাত, যাহা 'ধাতু + প্রত্যয়' যুক্ত হইয়া গঠিত হইয়া থাকে। সকল কৃদন্ত বা কিতক 'ধাতু + প্রত্যয়' যুক্ত হইয়া গঠিত হয় বিধায় এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।

(২) দ্বিতীয়টি হইতেছে– একটি শব্দ যাহা 'নামপদ + প্রত্যয়' যুক্ত হইয়া গঠিত হয়। তবে ইহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বভাবে বিশেষণীয় হইয়া থাকে।

১৪১। ধাতুর শেষোক্ত স্বরবর্ণ যদি একাধিক থাকে, তাহা হইলে প্রত্যয়ের পূর্বে তাহা লোপ পাইতে পারে।

সন্ধির পদ্ধতিগুলো, সংযুক্তকরণ (Assimilation) এবং দীর্ঘ-মাত্রিকীকরণ (Strengthening) সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয়।

১৪২। সকল কিতক প্রত্যয়গুলোকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা ঃ– (১) কিচ্চ প্রত্যয়, এবং (২) কিত প্রত্যয়।

(১) এই প্রত্যয়গুলো কর্মবাচ্যসূচক কৃদন্তের মাধ্যমে গঠিত হয় বিধায় এগুলোকে 'কিচ্চ' বলা হয়। তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প।

(২) এই প্রত্যয়গুলো কর্তৃবাচ্যসূচক কৃদন্ত এবং অপর বিশেষ্যের মাধ্যমে গঠিত হয় বিধায় এগুলোকে 'কিত' বলা হয়। তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক।

(১) কিচ্চ প্রত্যয়

প্রথমে আমরা 'কিচ্চ' প্রত্যয়গুলো নিয়া আলোচনা করিতেছি। কারণ তাহারা সংখ্যায় খুবই অল্প।

...তব্ব, ...অনীয, ...ণ্য, ...ণিয, ...তয্য এবং ...ইচ্চ এই প্রত্যয়-গুলোই হইতেছে 'কিচ্চ' প্রত্যয়।

১৪৩। সকল প্রকার ধাতুর সাথে 'তব্ব' অথবা 'আনীয' এই প্রত্যয়দ্বয় যোগ করিয়া ভবিষ্যৎকালীয় কর্মবাচ্য কৃদন্ত গঠন করিতে হয়।

কর (করা) + তব্ব = কত্তব্ব অথবা কাতব্ব (করা উচিত বা কর্তব্য)।

(একটিতে ধাতুর 'র' প্রত্যয়ের পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করে। অপরটিতে 'র' লুপ্ত হয় এবং পূর্বস্থিত স্বরবর্ণ দীর্ঘমাত্রিক হয়)।

কর + অনীয় = করণীয় (করা কর্তব্য বা উচিত)।

সু (শ্রবণ করা) + তব্ব = সোতব্ব (শ্রবণ করা কর্তব্য)।

সু + আনীয = সবণীয় (শ্রবণ করা কর্তব্য)।

(উভয় স্থানে ধাতুর স্বরবর্ণ দীর্ঘমাত্রিক হয় এবং দ্বিতীয় উদাহরণে দীর্ঘমাত্রিক স্বরবর্ণটি 'অব্' হইয়াছে।)

এই ধরণের আরও অনেক উদাহরণ প্রথম খণ্ডে (৭৩ নং ধারায়) দেখুন।

১৪৪। কিছু কিছু ধাতুর সাথে 'ণ্য' এবং 'ণিয' এই প্রত্যয়দ্বয় যোগ করিয়া কর্মবাচ্যসূচক কৃদন্ত গঠন করিতে হয়।

(ক) যখন 'ণ্য' এর পূর্বে ধাতুর শেষোক্ত স্বরবর্ণ লুপ্ত হয়, তখন প্রত্যয়ের 'য' শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হইয়া থাকে। এর ফলে তাহাদের উভয়েরই রূপ পরিবর্তীত হইয়া থাকে এবং ধাতুর শেষোক্ত 'ই' এর সাথে প্রত্যয়ের 'য' এর পারস্পরিক স্থান বিনিময় হইয়া থাকে।

(খ) কিছু সংখ্যক ধাতুর শেষোক্ত তালুজ বর্ণ (চ, জ) যথাক্রমে (ক, গ) কণ্ঠজ বর্ণে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। তাহাদের রূপ পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ ঃ–

ধ্য = জ্ঝ হইয়া থাকে।

দ্য = জ্জ হইয়া থাকে।

ম্য = ম্ম হইয়া থাকে।

জ্য = জ্জ হইয়া থাকে।

গ্য = গ্গ হইয়া থাকে।

চ্য = ক্য হইয়া থাকে।

উদাহরণ

বদ্ (বলা) + ণ্য = বদ্য = বজ্জ (বলা উচিত এমন, দোষ, বাদ্য-বাজনা)।

গমু (উপলব্ধি করা) + ণ্য = গম্য = গম্ম (বুঝা বা উপলব্ধি করা উচিত এমন, বোধগম্য)।

খাদ্ (খাওয়া) + ণ্য = খাদ্য = খজ্জ (খাওয়া উচিত এমন, শক্ত খাবার)।

যুজ্ (খাওয়া) + ণ্য =যোজ্য = যোগ্ন (যাহা যোজনা বা যুক্ত করা উচিত এমন, রথ, যোগ্য, উপযুক্ত)।

বচ্ (বলা) + ণ্য =বাচ্য = বাক্য (যাহা বলা উচিত এমন, বাক্য)।

গহ্ (গ্রহণ করা) + ণ্য = গহ্য = গয্হ (যাহা গ্রহণ করা উচিত এমন, গ্রহণযোগ্য, গ্রহণীয়)।

গরহ (ঘৃণা করা) + ণ্য = গারহ্য = গারয্হ (যাহা ঘৃণা করা উচিত, ঘৃণ্য, গর্হিত)।

(গ) ধাতুর শেষোক্ত 'আ' 'ই' অথবা 'ঈ' এর সাথে 'ণ্য' মিলিত হইয়া 'এয্য' -তে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

দা (দেওয়া) + এয্য = দেয্য (যাহা দেওয়া উচিত এমন, দানযোগ্য, দানীয়)।

পা (পান করা) + এয্য = পেয্য (যাহা পান করা উচিত এমন, পেয়্য, পানযোগ্য, পানীয়)।

জি (জয় করা) + এয্য = জেয্য (যাহা জয় করা উচিত এমন, জয়যোগ্য)।

নী (নেওয়া) + এয্য = নেয্য (যাহা নেওয়া উচিত এমন, বহনযোগ্য)।

...ণিয

কর (করা) + ণিয = কারিয (যাহা করা উচিত এমন, কাজ)।

হর (হরণ করা) + ণিয = হারিয (যাহা হরণ করা উচিত এমন,

হরণযোগ্য)।

মর (হত্যা করা) + ণিয = মারিয (যাহা হত্যা করা উচিত এমন, হত্যাযোগ্য)।

১৪৫। '...ইচ্চ' এবং '...তয্য' এই প্রত্যয়দ্বয় যোগ করিয়া শুধুমাত্র শব্দের সসীম সংখ্যা (A limited Number of Words) গঠিত হয়।

কর + ইচ্চ = কিচ্চ (যাহা করা উচিত এমন, কৃত্য, কর্তব্য)।

ঞা + তয্য = ঞাতয্য (যাহা জানা উচিত এমন, জ্ঞাতব্য)।

পদ + তয্য = পত্তয্য (যাহা লাভ করা উচিত এমন, প্রাপ্তব্য বা উপনীত হওয়া উচিত, উপনীতব্য)।

অনুশীলনী – ২৩

কিতক নাম নির্ণয় করিয়া বাংলায় অনুবাদ কর

১। খজ্জ-ভোজ্জ-লেয্য-পেয্য-ৰসেন চতুব্বিধা হোন্তি মনুস্সানং আহারা।

২। সচে মে গতট্ঠানে ধীতু দোসো উপ্পজ্জতি, তুম্হেহি সোধেতব্বো। (ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ৩৯৮)

৩। পতিকুলে ৰসন্তিযা নাম অন্তো অগ্নি বহি ন নীহরিতব্বো; বহি অগ্নি অন্তো ন পৰেসেতব্বো; দদন্তস্সেৰ দাতব্বং; অদদন্তস্স ন দাতব্বং। (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ৩৯৭)

৪। সুদস্সং ৰজ্জং অঞ্ঞেসং অত্তনো পন দুদ্দসং। (ধম্মপদ, ২৫২)

৫। সচে যাগু হোতি; ভাজনং ধোৰিত্বা যাগু উপনেতব্বা; যাগুং পীতস্স উদকং দত্বা ভাজনং পটিগ্গহেত্বা . . . ধোৰিত্বা পটিসামেতব্বং। (বিনয় মহাবগ্গ, ৪৬)

৬। কালস্সেৰ উট্ঠায উপাহনা ওমুঞ্চিত্বা . . . দন্তকট্ঠং দাতব্বং, মুখোদকং দাতব্বং, আসনং পঞ্ঞাপেতব্বং। (প্রাগুক্ত, ৪৬)

৭। নাহং তং গমনেন লোকস্স অন্তং ঞাতয্যং দট্ঠয্যং পত্তয্যন্তি ৰদামি। (অঙ্গুত্তর নিকায়, ২য় খণ্ড, ৪৮)

৮। পুঞ্ঞং আকঙ্খমানেন দেয্যং হোতি ৰিজানতা।

(সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, ১৮)

৯। মহাসমুদ্দে অসঙ্খেয্যা মচ্ছ-কচ্ছপা, অপ্পমেয্যো উদকক্খন্ধো চ অত্থি।

১০। "তং সুত্বা ইতরো ঃ 'ভরিযং ৰত মে সাহসিকং অননুচ্ছৰিকং কম্মং কত'ন্তি ৰাহা পগ্গয্হ কন্দন্তো . . . অহোসি।"

(ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ১৭)

নতুন শব্দার্থ

অননুচ্ছৰিক = অনুচিত, অন্যায়, অযোগ্য (বিণ)
অন্ত = অন্ত, শেষ (পুং)
অপ্পমেয্য = অপ্রমেয়, অপ্রমাণ (ভবি-কৃ)
অসঙ্খেয্য = অসংখ্য (ভবি-কৃ)
আকঙ্খমান = ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
উপজ্ঝায = উপাধ্যায় (পুং)
উপাহন = স্যাণ্ডেল, জুতা (পুং)
ওমুঞ্চিত্বা = খুলিয়া, অপসারণ করিয়া (অস-ক্রি)
কন্দন্ত = ক্রন্দন বা রোদন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
খন্ধ = রাশি, স্তূপ (পুং)
গন্তব্ব = গন্তব্য, গমন করা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
গমন = গমন, হাঁটাহাঁটি (কৃ)
চতুৰ্ব্বিধ = চতুর্বিধ (বিণ)
দট্ঠব্য = যাহা দেখা কর্তব্য এমন, দর্শনযোগ্য (ভবি-কৃ)
দন্তকট্ঠ = দন্তকাষ্ঠ (ন)
দুদ্দস = দেখা কঠিন (বিণ)
দোস = দোষ, ভুল, ত্রুটি (পুং)
নীহরিতব্ব = যাহা নেওয়া কর্তব্য এমন (ভবি-কৃ)
পঞ্ঞাপেতব্ব = যাহা প্রস্তুত করা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
পটিগ্গহেত্বা = প্রতিগ্রহণ করিয়া, লইয়া (অস-ক্রি)
পটিসামেতব্ব = যথাস্থানে স্থাপন করা কর্তব্য, গুছাইয়া রাখা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
পতিকুল = স্বামীগৃহ (ন)
পৰেসেতব্ব = প্রবেশ করা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
পীত = পানকৃত, পরিভুক্ত (অ-কৃ)
মুখোদক = মুখ ধুইবার জল (ন)
লেয্য = (খাদ্য) লেহনযোগ্য, লেয়্য (ভবি-কৃ)

ৰত = হায়! অহো! (নি)
ৰিজানতা = জ্ঞান পূর্বক, জ্ঞানযোগে।
সাহসিক = সাহসযুক্ত, অসভ্য (বিণ)
সোধেতব্ব = সংশোধন করা কর্তব্য (ভবি-কৃ)

পালিতে অনুবাদ কর

১। যেই কাজ আজই করণীয় তাহা আগামীকালের জন্যে রাখা উচিত নহে।

২। আমি যদি নিহত হই; তাহা হইলে আমার শিশুরা অনাথ হইবে।

৩। যেই রাজা সকলের নিকট সম্মানিত, তাঁহার বাক্য মান্য করা উচিত।

৪। এই ব্যক্তিকে প্রতিদিন শহরে দেখা যায়।

৫। তাহাকে তাহার মাতার নিকটে আনয়ন করা কর্তব্য।

৬। ভগবানের গুণাবলী অচিন্তনীয় এবং তাঁহার প্রজ্ঞাও অপ্রমেয়।

৭। যেই ধনুটি কাহারো দ্বারা নড়াচড়া করা সম্ভব নয়, সেটি উত্তোলন করিতে পুনঃপুন চেষ্টা করিলেন।

৮। সেই বালিকাটি কোথায় বাস করে? যাহাকে তাহার পিতার বাড়িতে পাঠানো উচিত নয়।

৯। নদীতে অসংখ্যমাছ আছে, যেগুলো নিকটবর্তী গ্রাম অতিক্রম করিতে পারে।

১০। উপাসক-উপাসিকাগণ কর্তৃক শীলবান ভিক্ষুগণকে পিণ্ডদান দেওয়া কর্তব্য।

নতুন শব্দার্থ

অতিক্রম্য = তরনীয (ভবি-কৃ)
অনাথ = অমাতাপিতিক (বিণ)
অপ্রমেয্য = অপ্পমেয্য (ভবি-কৃ)
আনয়ন করা কর্তব্য = আহরিতব্ব (ভবি-কৃ)
উপাসক = উপাসক (পুং)
উপাসিকা =উপাসিকা (স্ত্রী)
চিন্তনীয় = চিন্তেয্য (ভবি-কৃ)
দেখা (যায়) = দিট্‌ঠো (হোতি)
নিহত = মারিত (অ-কৃ)
নড়াচড়া করা = চলতি, সঞ্চরতি (ক্রি)

পাঠানো উচিত = পেসেতব্ব (ভবি-কৃ) মান্য করা উচিত = অনুবত্তিতব্ব ভবি-কৃ)

(১) কিত প্রত্যয়

বর্তমানকালীয় কৃদন্ত
(Present Participle)

১৪৬। সকল প্রকার ধাতু অথবা ক্রিয়ামূলের সাথে 'ন্ত' এবং 'মান' এই প্রত্যয়দ্বয় যোগ করিয়া বর্তমানকালীয় কৃদন্ত গঠিত হয়।

নিম্নোক্ত ধাতুসমূহ কিছুসংখ্যক প্রত্যয়ের পূর্বে তাহাদের রূপ পরিবর্তন করিয়া থাকে। যেমন ঃ-

গমু (যাওয়া) = 'গচ্ছ' -তে রূপান্তরিত হয়।
ইসু (ইচ্ছা করা) = 'ইচ্ছ' -তে রূপান্তরিত হয়।
দিস্ (দেখা) = 'পস্স', 'দক্খ' -তে রূপান্তরিত হয়।
পা (পান করা) = 'পিব' বা 'পিৰ' -তে রূপান্তরিত হয়।
ঠা (দাড়ানো) = 'তিট্ঠ' -তে রূপান্তরিত হয়।
দা (দেওয়া) = 'দদ' -তে রূপান্তরিত হয়।
ঞা (জানা) = 'জান' -তে রূপান্তরিত হয়।
কর (করা) = 'কুরু', 'কুব্ব' -তে রূপান্তরিত হয়।

গচ্ছ + ন্ত = গচ্ছন্ত (গমনরত, গমন করিতে করিতে)।
ইচ্ছ + ন্ত = ইচ্ছন্ত (ইচ্ছা বা অভিলাষ করিতে করতে)।
দিস্স + মান = দিস্সমান (দৃশ্যমান, দর্শন করিতে করিতে)।
তিট্ঠ + মান = তিট্ঠমান (দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে, দাঁড়ানো অবস্থায়)।
দদ + মান = দদমান (দিতে দিতে, দেওয়ার সময়)।
জান + ন্ত = জানন্ত (জানিতে জানিতে, জ্ঞাত হইবার সময়)।
কুরু + মান = কুরুমান (করিতে করিতে, করিবার সময়)।

('ন্ত' প্রত্যয়ের পূর্বে 'কর' ধাতুর কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ধাতুর শেষোক্ত লুক্কায়িত 'অ' বর্ণটি 'ও' -তে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।)

কর + ন্ত = করোন্ত (করিতে করিতে, করিবার সময়)।

ভৰ + মান = ভৰমান (হইতে হইতে, হইবার সময়)।

ভূ (হওয়া) ধাতু হইতে ক্রিয়ামূল 'ভৰ' গঠিত হয়।

এই বর্তমানকালীয় কৃদন্তগুলির শব্দরূপ প্রথম খণ্ডে (৪৯ নং ধারায়) দ্রষ্টব্য।

অতীতকালীয় কৃদন্ত
(Past Participles)

১৪৭। সকল প্রকার ধাতুর সাথে 'ত', 'তাবী' এবং 'তাবন্তু' এই প্রত্যয়ত্রয় যোগ করিয়া অতীতকালীয় কৃদন্ত গঠিত হয়।

প্রায় সময় ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ প্রত্যয়ের পূর্বে লুপ্ত হয় এবং প্রত্যয়ের 'ত' কোন কোন সময় দ্বিত্ব হইয়া থাকে।

ভুজ্ (খাওয়া) + ত = ভুত্ত (ভুক্ত, খাদিত)।

ভুজ্ + তাৰী = ভুত্তাৰী (ভোজিত বা খাদিত হইয়াছে এমন)।

ভুজ্ + তৰন্ত = ভুত্তৰন্ত (ভোজিত বা খাদিত হইয়াছে এমন)।

(ক) যেহেতু 'তাৰী' এবং 'তৰন্তু' এই প্রত্যয় দুইটির ব্যবহার অত্যন্ত কম; তাই এখানে আমরা শুধুমাত্র 'ত' প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছি।

মুচ্ (মুক্ত হওয়া) + ত = মুত্ত (মুক্ত, বন্ধনমুক্ত)।

তপ্ (তপ্ত হওয়া) + ত = তত্ত (তপ্ত)।

পদ্ (যাওয়া) + ত = পত্ত (উপনীত, প্রাপ্ত, লব্ধ)।

মদ্ (মাতাল হওয়া) + ত = মত্ত (প্রমত্ত, মাতাল)।

যুজ্ (যোজনা করা) + ত = যুত্ত (যুক্ত, যোজিত)।

সুপ (ঘুমানো) + ত = সুত্ত (সুপ্ত, নিদ্রিত)।

(খ) যেখানে 'ত' দ্বিত্ব হয় না, অথচ ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ লুপ্ত হইয়া থাকে।

কর্ (করা) + ত = কত (কৃত, সম্পাদিত)।

মর্ (মারা যাওয়া) + ত = মত (মৃত, নিহত)।

মন্ (চিন্তা করা) + ত = মত (জ্ঞাত, অবগত, চিন্তাকৃত)।

হন্ (হত্য করা) + ত = হত (আহত)।

গমু (যাওয়া) + ত = গত (গত হইয়াছে এমন)।
রম্ (আনন্দ করা) + ত = রত (আনন্দিত, আমোদিত)।

(গ) কোন কোন সময় 'ত' প্রত্যয়টি ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে একত্রে অন্য রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

(১) স + ত = ট্ঠ হয়।
দস্ (দংশন করা) + ত =দট্ঠ (দংশিত)।
কস্ (কর্ষণ করা) + ত = কট্ঠ (কর্ষিত)।
হস্ (হাঁসা) + ত = হট্ঠ (হৃষ্ট, তুষ্ট, আনন্দিত)।
রুস্ (রাগান্বিত হওয়া) + ত = রুট্ঠ (ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত)।
ঘুস্ (ঘোষণা করা) + ত = ঘুট্ঠ (ঘোষিত, প্রচারিত)।
আ + কুস্ (তিরষ্কার করা) + ত = অক্কুট্ঠ (তিরষ্কৃত, নিন্দিত)।

(২) ম + ত = ন্ত হয়।
খমু (ক্ষমা করা) + ত = খন্ত (ক্ষমাকৃত, মার্জনাকৃত)।
সমু (শান্ত করা) + ত = সন্ত (শান্ত)।
ভমু (কম্পন করা) + ত = ভন্ত (আন্দোলিত, কম্পিত)।
দমু (দমন করা) + ত = দন্ত (দমিত, সংযত)।
প + কমু (যাওয়া) + ত = পক্কন্ত (প্রস্থান করিয়াছে বা চলিয়া গিয়াছে এমন)।

(৩) ধা + ত = দ্ধ হয়।
বুধ্ (জানা) + ত = বুদ্ধ (জ্ঞাত, একজন ব্যক্তি যিনি জানেন)।
রুধ্ (বাধা দেওয়া) + ত = রুদ্ধ (রুদ্ধ, আবদ্ধ)।

(৪) ভা + ত = দ্ধ হয়।
লভ্ (লাভ করা) + ত = লদ্ধ (লদ্ধ, অর্জিত)।
লুভ্ (লোভ করা) + ত = লুদ্ধ (লোভী, লোলুপ)।

(৫) জ + ত = গ্গ হয়।
ভজ্ (ভাঙিয়া ফেলা) + ত = ভগ্গ (ভগ্ন, বিদীর্ণ)।
সং + বিজ্ (বিক্ষুব্ধ হওয়া) + ত = সংবিগ্গ (বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত)।

(৬) অন্যান্য কিছু অনিয়মিত পরিবর্তন ঃ

দুহ্ (দুগ্ধ দোহন করা) + ত = দুদ্ধ (দুগ্ধ দোহিত)।
রুহ্ (আরোহণ করা) + ত = রূল্হ (আরোহিত)।
মজ্জ (পালিশ করা) + ত = মট্ঠ (পালিশকৃত)।
পচ্ (পাক করা) + ত = পক্ক (পক্ক, রন্ধিত)।
বস্ (বাস করা) + ত = বুত্থ (বসবাসকৃত)।

(ঘ) কোন কোন সময় 'ত' প্রত্যয়ের পূর্বে ধাতু পরিবর্তীত হয়, অথচ 'ত' প্রত্যয়টি অপরিবর্তীত থাকে।

জন্ (উৎপন্ন হওয়া) + ত = জাত (জাত, উৎপন্ন)।
পা (পান করা) + ত = পীত (পানকৃত)।
ঠা (দাঁড়ানো) + ত = ঠিত (স্থিত)।
মা (মাপা) + ত = মিত (মাপিত, পরিমাপকৃত)।

(ঙ) কিছু সংখ্যক একস্বরা বিশিষ্ট ধাতুর পরে 'ত' প্রত্যয়টির কোন পরিবর্তন হয় না এবং ধাতুরও কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না।

ভূ (হওয়া) + ত = ভূত (ঘটিয়াছে, হইয়াছে এমন)।
নী (পরিচালনা করা) + ত = নীত (পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত)।
ভী (ভীত হওয়া) + ত = ভীত (ভীত, শঙ্কিত)।
ঞা (জানা) + ত = ঞাত (জ্ঞাত, বিদিত)।
যা (যাওয়া) + ত = যাত (প্রস্থান করিয়াছে বা চলিয়া গিয়াছে এমন)।
জি (জয় করা) + ত = জিত (বিজিত)।
চি (চয়ন করা) + ত = চিত (সংগৃহীত, চয়নকৃত)।
নহা (স্নান করা) + ত = নহাত (স্নাত)।
(পালিতে 'নহা' এবং 'ন্হা' উভয়ই পরিলক্ষিত হয়।)

১৪৮। অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সাধারণ ও সহজ পদ্ধতিতে 'ত' প্রত্যয় যোগ করিয়া অতীতকালীয় কৃদন্ত গঠিত হয়। ইহা শুধুমাত্র ধাতু এবং প্রত্যয়ের মাঝখানে 'ই' এর আগম হইয়া থাকে।

পচ্ (পাক করা) + ত = পচিত (রন্ধিত)।

গহ্ (গ্রহণ করা) + ত = গহিত (গৃহীত, অধিকৃত)।
খাদ্ (খাওয়া) + ত = খাদিত (খাদিত, ভুক্ত)।
মণ্ড (সজ্জিত করা) + ত = (সজ্জিত, অলঙ্কৃত)।
কথ (বলা) + ত = কথিত (কথিত, ভাষিত)।
লিখ (লেখা) + ত = লিখিত (লিখিত)।

১৪৯। কিছু কিছু ধাতুর সাথে 'ন' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া অতীতকালীয় কৃদন্ত গঠিত হয়। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ন' প্রত্যয়টি দ্বিত্ব এবং ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ লুপ্ত হয়। কোন কোন সময় আবার ধাতু এবং প্রত্যয়ের মাঝখানে 'ই' অথবা 'ঈ' এর আগম হইয়া থাকে।

ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ 'র' থাকিলে 'ন' প্রত্যয়টি 'ণ' -তে রূপান্তরিত হয়।

ছিদ্ (ছেদন করা) + ন = ছিন্ন (ছেদিত, কর্তিত)।
ছদ্ (আচ্ছাদন করা) + ন = ছন্ন (আচ্ছাদিত, আবৃত)।
ভিদ্ (ভাঙ্গিয়া ফেলা) + ন = ভিন্ন (ভগ্ন, বিদীর্ণ)।
নি + সদ (উপবেশন করা) + ই + ন = নিসিন্ন (উপবিষ্ট)।
তর (পার হওয়া) + ই + ন = তিণ্ণ (উত্তীর্ণ, পার হইয়াছে এমন)।
পূর (পূর্ণ করা) + ন = পুণ্ণ (পূর্ণ, পরিপূর্ণ)।
জর (ক্ষয় হওয়া) + ই + ন = জিণ্ণ (জীর্ণ, ক্ষয়প্রাপ্ত)।
দা (দেওয়া) + ই + ন = দিন্ন (প্রদত্ত, দেওয়া হইয়াছে এমন)।
খী (নিঃশেষ হওয়া) + ন = খীণ (ক্ষীণ, নিঃশেষিত)।
দী (দুঃখগ্রস্ত হওয়া) + ন = দীন (দুঃখগ্রস্ত, দরিদ্র)।
লূ (ছেদন করা) + ন = লূন (ছেদিত, কর্তিত)।
প + হা (পরিত্যাগ করা) + ঈ + ন = পহীন (প্রহীন, পরিত্যাক্ত)।
আস (উপবেশন করা) + ঈ + ন = আসীন (উপবিষ্ট)।

১৫০। এই অতীতকালীয় কৃদন্তগুলির মধ্যে অধিকাংশই দুইটি পৃথক পৃথক রূপ গ্রহণ করে। যথা ঃ–

ধাতু ঃ পচ্ = পচিত, পক্ক (পক্ক, রন্ধিত)।
ধাতু ঃ হর্ = হরিত, হত (অপহৃত, লুণ্ঠিত)।
ধাতু ঃ ৰস্ = ৰসিত, ৰুত্থ (বসবাসকৃত)।

ধাতু ঃ এঞা = জানিত, এঞাত (জ্ঞাত, বিদিত)।
ধাতু ঃ লগ্ = (লগ্ন থাকা) = লগিত, লগ্ন (লগ্ন, সংলগ্ন)।
ধাতু ঃ কস্ = কসিত, কট্ঠ (কর্ষিত, কর্ষণকৃত)।
ধাতু ঃ তপ্ = তাপিত, তত্ত (তপ্ত)।
ধাতু ঃ পুস্ (পালন করা) = পোসিত, পুট্ঠ (পুষ্ট, পালিত)।
ধাতু ঃ ছিদ্ = ছিন্দিত, ছিন্ন (ছেদিত, কর্তিত, ছিন্ন)।
ধাতু ঃ দুস্ = (দুষিত করা) = দূসিত, দুট্ঠ (দুষিত, কলুষিত, দুষ্ট)।
ধাতু ঃ পুচ্ছ (প্রশ্ন করা) = পুচ্ছিত, পুট্ঠ (জিজ্ঞাসিত)।
ধাতু ঃ রুস্ = রুসিত, রুট্ঠ (ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত)।
ধাতু ঃ গুপ্ (রক্ষা করা) = গোপিত, গুত্ত (রক্ষিত, সংরক্ষিত)।

অনুশীলনী – ২৪

কিতকনাম নির্ণয় করিয়া

বাংলায় অনুবাদ কর

১। সুমেধতাপসো ইদ্ধিমাতি জানন্তা উদকভিন্নোকাসং সল্লক্খেত্বা ঃ 'ত্বং ইমং ঠানং অলঙ্করোহী'তি ৰত্বা অদংসু। (জাতক নিদান)

২। এৰং নিসিন্নে বোধিসত্তে সকল-দসসহস্সচক্কৰালে দেৰতা সন্নিপতিত্বা . . . বোধিসত্তং নানাপ্পকারেহি থুতীহি অভিথুনিংসু। (প্রাগুক্ত)

৩। যথা পন অঞ্ঞে সত্তা মাতুকুচ্ছিতো নিক্খমন্তা পটিক্কূলেন অসুচিনা মক্খিতা নিক্খমন্তি, ন এৰং বোধিসত্তো। (প্রাগুক্ত)

৪। অপরং পন একদিৰসং উয্যানং গচ্ছন্তো তত্থে'ৰ দেৰতাহি নিম্মিতং সুনিৰত্থং সুপারুতং পব্বজিতং দিস্বা ঃ 'কো নামেসো, সম্মা'তি? সারথিং পুচ্ছি। (প্রাগুক্ত)

৫। অযং বুদ্ধত্তায অভিনীহারং কত্বা নিপন্নো; সমিজ্ঝিস্সতি ইমস্স পত্থনা ইতো কপ্প-সতসহস্সাধিকানং চতুন্নং অসঙ্খেয্যানং মত্থকে।
(প্রাগুক্ত)

৬। কিম্মে একেন তিণ্ণেন পুরিসেন থামদস্সিনা? (বুদ্ধবংস)

৭। দস্সনং মে অতিক্কন্তে স-সঙ্ঘে লোকনাযকে
হট্ঠো হট্ঠেন চিত্তেন আসনা ৰুট্ঠহিং তদা। (প্রাগুক্ত)

৮। উব্বিগ্গা তসিতা ভীতা ভন্তা ব্যথিত-মানসা
মহাজনা সমাগম্ম দীপঙ্করং উপাগমুং। (প্রাগুক্ত)

৯। তত্থ দেৱমনুস্সা গন্ধমালাদীহি পূজযমানা ঃ 'মহাপুরিস, ইধ তুম্হেহি সদিসো অঞ্ঞো নত্থি; কুতেত্থ উত্তরিতরো'তি? আহংসু।
(জাতক নিদানকথা)

১০। আদিত্তস্মিং অগারস্মিং যং নীহরতি ভাজনং,
তং তস্স হোতি অত্থায; নো চ যং তত্থ ডয্হতি।
(সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, ৩১)

নতুন শব্দার্থ

অত্থায = কল্যাণের জন্য (চতুর্থী একবচন)
অভিত্থুনি = প্রশংসা করিলেন (ক্রি)
অভিনীহার = উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অধিষ্ঠান (পুং)
অসুচি = অশুচী, নোংরা, অপবিত্র (বিণ)
আদিত্ত = জ্বলন্ত (অ-কৃ)
উত্তরিতর = অধিকতর, শ্রেষ্ঠতর (বিণ)
উপাগমি = আসিলেন, উপস্থিত হইলেন (ক্রি)
উব্বিগ্ন = বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত (অ-কৃ)
ওকাস = জায়গা, স্থান (পুং)
ডয্হতি = দগ্ধ হওয়া (ক্রি)
থামদস্সী = স্থামদর্শী বা যিনি তাহার শক্তি সম্বন্ধে অবগত (পুং)
থুতি = স্তুতি, প্রশংসা (স্ত্রী)
দস্সন = দর্শন, দৃষ্টিশক্তি (ন)
নিপন্ন = শায়িত (অ-কৃ)
নিম্মিত = নির্মিত (অ-কৃ)
পটিক্কূল = অত্যন্ত বিরক্তিকর (বিণ)
মত্থকে = শেষে (সত্তমী)
লোকনাযক = লোকনায়ক, বুদ্ধ (পুং)
ব্যথিত = ব্যথিত, দুঃখিত (অ-কৃ)
সদিস = সদৃশ, ন্যায় (বিণ)
সমাগম্ম = একত্রে সমবেত হইয়া (অস-ক্রি)
স-সঙ্ঘ = সংঘসহ একত্রে (বিণ)
সমিজ্ঝতি = সফল বা স্বার্থক হওয়া, পূর্ণ হওয়া (ক্রি)
সল্লক্খেত্বা = বিবেচনা পূর্বক, দেখাইয়া দিয়া (অস-ক্রি)
সুনিৱত্থ = উত্তমভাবে পরিহিত (অ-কৃ)
সুপারুপিত = উত্তমভাবে পরিহিত (অ-কৃ)

যথাসম্ভব কিতকনাম ব্যবহার করিয়া
পালিতে অনুবাদ কর

১। সেই রণক্ষেত্রের নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে ভগ্নগৃহ, পতিত বৃক্ষ, মৃতদেহ এবং আহত ব্যক্তিরা ছিল।

২। ভগবান বিহার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জনগণ কর্তৃক সজ্জিত পথে পূজিত, সম্মানিত, গৌরবান্বিত এবং প্রশংসিত হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

৩। যুব প্রভুর রথ যখনই উদ্যানের দিকে চালিত হইতেছিল, তখন তিনি ছাদের কার্ণিশের মতো বক্র লাঠির উপরে ভর করা কম্পমান এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন।

৪। যশের মাতা তাহার প্রাসাদে আরোহণ পূর্বক তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার স্বামীর নিকটে গিয়া বলিলেন ঃ 'তোমার পুত্র যশ অন্তর্হিত হইয়াছে।'

৫। অতঃপর গৃহপতি তাহার পুত্রকে সেখানে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং তিনিও সেখানে উপস্থিত হইয়া ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন পূর্বক তাহার নিকটস্থানে উপবেশন করিলেন।

৬। যখনই তিনি মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন তখন দেখিতে পাইলেন যে, গ্রাম্য কৃষকেরা উষ্ণ-বায়ু-তাড়িত কর্দমাক্ত বস্ত্রে মাঠ কর্ষণ করিতেছে।

৭। কথা বলিবার সময় ব্রাহ্মণেরা সর্বক্ষণ তাহার দন্তকল্যাণ অবলোকন করিলেন এবং তাহার বাক্যে প্রসন্ন হওতঃ স্বর্ণাভরণ লইয়া তাহার মাথায় স্থাপন করিলেন।

৮। তাহার স্বামীগৃহে গমনের পূর্বদিনে শ্রেষ্ঠী যখন তাহার কক্ষে কন্যাকে নিয়া বসিয়াছিলেন, তখন তাহাকে স্বামীগৃহে অবস্থান কালে তাহার আচরণ যাহা হওয়া উচিত সে সম্পর্কে অনুশাসন করিলেন।

৯। মিগার শ্রেষ্ঠী পশ্চাতে প্রশস্ত যানে গমন কালে মহাজনতাকে দেখিয়া সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'ইহারা কাহারা?'

১০। অতঃপর তিনি রথের উপর দাঁড়াইয়া শহরে প্রবেশ করিলেন এবং নিজেকে সমগ্র শহরে প্রদর্শন করাইলেন।

নতুন শব্দার্থ

অন্তর্হিত = অন্তরহিত (অ-কৃ)
আহত = পহরিত, খত, ৰনিত (অ-কৃ)
উষ্ণ-বায়ু-তাড়িত = উণ্হৰাযিত (অ-কৃ)
কথা বলিবার সময় = কথেন্ত (বর্ত-কৃ)
কম্পমান = কম্পমান (বর্ত-কৃ)
কর্দমাক্ত = মলিন, পংসুমক্খিত (অ-কৃ)
গ্রাম্য = গামিক, জনপদিক (পুং)
গৌরবান্বিত = গরুকত (অ-কৃ)
চালিত হইতেছিল = পাজেন্ত (বর্ত-কৃ)
ছাদের কার্ণিশ = গোপানসী (স্ত্রী)
দেখিতে পাইলেন = অদ্দস (ক্রি)
দেখিয়া = পস্সিত্বা (অস-ক্রি)
দন্তকল্যাণ = দন্তকল্যাণ (ন)
পতিত = পতিত (অ-কৃ)
পশ্চাৎ = পচ্ছতো (নি)
প্রকাশ করা = আরোচেতি (ক্রি)
প্রশংসা করা = অভিত্থৰতি (ক্রি)
প্রস্থান করা = অপগচ্ছতি (ক্রি)
প্রশংসিত = অভিত্থুত; পসংসিত (অ-কৃ)
মহাজনতা = মহাজন (ন)
বৃদ্ধ = মহল্লক; বুড্ঢ (বিণ)
যাইতেছিলেন = গচ্ছন্ত (বর্ত-কৃ)
যান = যান (ন)
রণক্ষেত্র = যুদ্ধভূমি (স্ত্রী)
লাঠির উপর ভর করা = দণ্ড-পরাযণ (বিণ)
লেপিত বা মর্দিত = অব্ভঞ্জিত (অ-কৃ)
সম্মানিত = মানিত (অ-কৃ)
স্বামীগৃহ = পতিকুল (পুং)

(৩) কৃদন্ত নয় এমন কতগুলো কিতকনাম

(Primary Derivatives that are not Participles)

১৫১। স্বকর্মক ধাতু সমূহে 'ণ' প্রত্যয় তখনই যুক্ত হয়, যখন তাহাদের পূর্বে কর্ম থাকে।

কুম্ভং + কর + ণ = কুম্ভকার (কুম্ভকার, কামার)।
রথং + কর + ণ = রথকার (রথকার, রথ নির্মাতা)।
গন্থং + কর + ণ = গন্থকার (গ্রন্থকার, গ্রন্থ রচয়িতা)।

পত্তং + গহ + ণ = পত্তগাহ (পাত্র বহনকারী)।
সুখং + কমু + ণ = সুখকাম (সুখকামী, সুখ লাভেচ্ছুক)।
তন্তং + বে + ণ = তন্তবায (তাঁতী)।
কম্মং + কর + ণ = কম্মকার (শ্রমিক, কর্মকার)।

(ক) ধাতুর শেষোক্ত দীর্ঘমাত্রিক স্বরবর্ণ এবং 'ণ' প্রত্যয়ের মাঝখানে 'য' আগম হয়।

দানং + দা + ণ = দানদায (দাতা, দায়ক)।
ধঞ্ঞং + মা + ণ = ধঞ্ঞমান (শষ্যমাপক)।

(খ) কিছু কিছু ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Gerundial) এই প্রত্যয়ের মাধ্যমে গঠিত হয়।

পচ + ণ = পাক (রন্ধন, রান্না)।
গহ + ণ = গাহ (গ্রহণ)।
চজ + ণ = চাগ (ত্যাগ, সমর্পণ)।
হর + ণ = হার (হরণ)।

১৫২। ধাতুর সাথে 'অ' 'অক' 'অন' 'আবী' এবং 'তু' প্রভৃতি প্রত্যয় তখনই যুক্ত হয় যখন তাহাদের পূর্বে কর্ম থাকে।

(১) প্রত্যয় = অ

ধম্মং + ধর + অ = ধম্মধর (ধর্মধর)।
হিতং + কর + অ = হিতকর (কল্যাণকর)।
দিনং + কর + অ = দিনকর (সূর্য, দিবাকর)।
ধনুং + গহ + অ = ধনুগ্গহ (ধনুর্ধর, তীরন্দাজ)।
সব্বং + দা + অ = সব্বদ (সর্বদাতা)।
মজ্জং + পা + অ = মজ্জপ (মদ্যপ, মদ্যপানকারী)।
বনে + চর + অ = বনচর (বনচর, বনে বিচরণকারী)।
থলে + ঠা + অ = জলট্ঠ (জলস্থ, জলে বসবাসকারী)।
সিরস্মিং + রুহ + অ = সিরোরুহ (চুল, মস্তকে উৎপন্ন)।

(২) প্রত্যয় = অক

(কোন কোন সময় দীর্ঘমাত্রিক আদেশ হয়।)

দা (দেওয়া) + অক = দায়ক (দায়ক, দাতা) 'য' আগম হইয়াছে।

নী (পরিচালনা করা) + অক = নেঅক = নায়ক (নায়ক, নেতা) 'অ' এর স্থানে 'আয' আগম হইয়াছে।

কর + অক = কারক (কারক, কারী)

সু + অক = সোঅক = সাৰক (শ্রাবক, শিষ্য, শ্রোতা) 'ও' এর স্থানে 'আব' আগম হইয়াছে।

পু (পরিষ্কার করা) + অক = পাৰক (অগ্নি, আগুণ)।

গহ + অক = গাহক (গ্রাহক, বাহক)।

যাচ + অক = যাচক (যাচক, ভিখারী)।

পাল + অক = পালক (পালনকারী, রক্ষাকারী)।

(৩) 'অন' প্রত্যয় যোগে গঠিত
কিছু ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

গহ্ + অন = গহন (গ্রহণ)।

নন্দ (আনন্দিত হওয়া) + অন = নন্দন (আনন্দ, নন্দন)।

ভুজ্ (খাওয়া) + অন = ভোজন (ভোজন)।

সু + অন = সৰণ (শ্রবণ)।

পচ্ + অন = পচন (রন্ধন, রান্না)।

(৪) ...আবী

ভযং + দিস (দেখা) + আৰী = ভযদস্সাৰী (ভয়দর্শনকারী, ভয়দর্শী)। 'দিস' এখানে 'দিস্স' হইয়াছে।

(৫) ...তু

(ক) 'তু' প্রত্যয়ের পূর্বে ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ লুপ্ত হয় এবং কোন কোন সময় 'ত' প্রত্যয়টি দিত্ব হইয়া থাকে।

কর + তু = কত্তু (কারক, কর্তা)।

হর + তু = হত্তু (হরণকারী, বহনকারী)।

ভৰ + তু = ভত্তু (স্বামী, সমর্থক)।

গমু + তু = গন্তু (গমনকারী)।

বদ + তু = বত্তু (বক্তা, কথক)।

মন (মনে করা) + তু = মন্তু (উপলব্ধিকারী)।

ঞা + তু = ঞাতু (জ্ঞানী, বিজ্ঞ)।

দ + তু = দাতু (দাতা, দায়ক)।

(খ) কোন কোন সময় ধাতুর পূর্বস্থিত স্বরবর্ণ দীর্ঘমাত্রিক হইতে দেখা যায়।

ছিদ + তু = ছেত্তু (ছেদক, ছেদনকারী)।

জি + তু = জেতু (জয়ী)।

নী + তু = নেতু (নেতা, নায়ক)।

সু + তু = সোতু (শ্রোতা, শ্রবণকারী)।

(গ) ক্রিয়ামূলের সাথে যুক্ত হইয়া থাকে; যেমন ঃ–

পালে + তু = পালেতু (পালনকারী, রক্ষাকারী)।

পালয + তু = পালযিতু (পালনকারী, রক্ষাকারী)। এখানে 'ই' আগম হইয়াছে।

কারে + তু = কারেতু (যিনি কাহারো দ্বারা তৈরী করান)।

হারে + তু = হারেতু (যিনি কাহারো দ্বারা হরণ করান)।

মারে + তু = মারেতু (হত্যাকারী, ঘাতক)।

১৫৩। কিছুসংখ্যক ধাতুর সাথে 'ণী' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া কিতক নাম গঠিত হয় এবং সেইটি বিশেষ্য অথবা বিশেষণ নির্দেশ করিয়া থাকে।

ছত্তং + গহ + ণী = ছত্তগাহি (ছত্রধারী, ছাতাবহনকারী)।

অন্নং + দা + ণী = অন্নদাযী (অন্নদাতা)।

পাপং + কর + ণী = পাপকারী (পাপকারী)।

খীরং + পা + ণী =খীরপাযী (দুধপানকারী, স্তন্যপায়ী)।

সততং + কর + ণী = সততকারী (সততকারী, অবিচলভাবে সম্পাদনকারী)।

সীঘং + যা (যাওয়া) + ণী = সীঘযাযী (শীঘ্রগামী)।

ধম্মং + বদ + ণী = ধম্মবাদী (ধর্মবাদী, ধর্মদেশক)।

১৫৪। নামপদ সমূহ পূর্বপদ হইয়া যখনই কিছু সংখ্যক ধাতুর সাথে 'র' যুক্ত হয়; তখন ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ এবং 'র' প্রত্যয় একত্রে লুপ্ত হয়।

(১) ভুজ + গমু + র = (ভুজেন গচ্ছতীতি) ভুজগো = সর্প, যেই প্রাণী স্তনের মাধ্যমে বিচরণ করে।

(২) কুঞ্জ + রমু + র = (কুঞ্জে রমতীতি) কুঞ্জরো = হাতি, যেই প্রাণী কুঞ্জে বা বনে রমিত হয়।

(৩) কম্ম + জন + র = (কম্মেন জাতো) কম্মজো = কর্মজ, পূর্বকৃত কর্মে জাত বা উৎপন্ন।

(৪) পঙ্ক + জন + র = (পঙ্কে জাতো) পঙ্কজো = পঙ্কজ, পঙ্কে বা কাঁদায় জাত বা উৎপন্ন।

(৫) থল + জন + র = (থলে জাতো) থলজো = স্থলজ, স্থলে জাত বা উৎপন্ন।

(৬) অণ্ড + জন + র = (অণ্ডতো জাতো) অণ্ডজো = অণ্ডজ, ডিম হইতে উৎপন্ন বা জাত, পাখি।

অনুশীলনী – ২৫

কিতকনাম নির্ণয় করিয়া

বাংলায় অনুবাদ কর

১। তে জলট্ঠে থলট্ঠে চ ভুজগে'সীতিকোটিযো
সরণেসু চ সীলেসু পতিট্ঠাপেসি নাযকো। (মহাবংস)

২। অন্নদো বলদো হোতি; ৰত্থদো হোতি ৰণ্ণদো;
যানদো সুখদো হোতি; দীপদো হোতি চক্খুদো;
সো চ সব্বদদো হোতি; যো দদাতি উপস্সযং।
(সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, ৩২)

৩। আরামরোপা ৰনরোপা যে জনা সেতুকারকা,
ধম্মট্ঠা সীলসম্পন্না তে জনা সগ্গগামিনো।
(সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, ৩৩)

৪। গোপুরট্ঠা তু দমিলা খিপিংসু ৰিৰিধাযুধে,
পক্কং অযোগুলঞ্চে'ৰ কঠিতঞ্চ সিলেসিকং। (মহাবংস)

৫। ৰনচারি পুরে আসিং সততং ৰনকম্মিকো,
পত্থোদনং গহেত্বান কম্মন্তং অগমাস'হং। (অপদান, ৩৭৬)

৬। অতীতে ৰারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেন্তে বোধিসত্তো কাসিগামিকে কুম্ভকারকুলে নিব্বত্তিত্বা কুম্ভকার-কম্মং কত্বা পুত্তদারং পোসেসি। (১৭৮তম জাতক)

৭। সো অরঞ্ঞতো আগচ্ছন্তে মালাকারে দিস্বা থোকং থোকং ফাণিত-খণ্ডং দত্বা উলুঙ্কেন পানীযং অদাসি। (৪র্থ জাতক)

৮। উয্যানপালো তস্স মধুমক্খিত-তিণেসু পলুদ্ধভাৰং ঞত্বা অনুক্কমেন অত্তানং দস্সেসি। (১৪তম জাতক)

৯। মিগে অন্তো পৰিট্ঠে দ্বারং পিদহিংসু। মিগো মনুস্সে দিস্বা কম্পমানো মরণভয-ভীতো অন্তো নিৰেসনঙ্গণে আধাৰতি, পরিধাৰতি। (প্রাগুক্ত)

১০। দিনকরে অথঙ্গচ্ছন্তে নিসাকরে চ উদেন্তে রট্ঠস্স পালকো, বুদ্ধস্স সাৰকো, মহারাজা যাচকানং মহাদানং অদাসি।

নতুন শব্দার্থ

অথঙ্গচ্ছন্ত = অস্তগমন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
অন্তোনিৰেসনঙ্গণ = পরিবেষ্টিত চত্বর বা জায়গা (ন)
অযোগুল = লৌহগোলক (পুং)
আধাবতি = এদিক সেদিক দৌড়ানো (ক্রি)
আরাম = বাগান, বাগিচা (পুং)
আসিং = (আমি) ছিলাম (ক্রি)
উপস্সয = আবাস, কুটির (পুং)
উয্যানপাল = উদ্যানপাল, মালী (পুং)
উলুঙ্ক = বড় হাতা বা চামচ (পুং)
কঠিত = উত্তপ্ত (অ-কৃ)
কম্মন্ত = কাজ, কর্ম (পুং)
গোপুরট্ঠ = নগরদ্বারে স্থিত (বিণ)
থোক = অল্প, ছোট (বিণ)
দার = স্ত্রী, ভার্যা (পুং)
ধম্মট্ঠ = ধার্মিক (বিণ)
নিসাকর = নিশিকর, চন্দ্র (পুং)
পক্ক = পক্ব, উত্তপ্ত (অ-কৃ)
পত্থোদন = এক মুষ্টি বা মুঠো পরিমাণ ভাত (পুং)
পরিধাৰতি = ইতস্তত ছুটাছুটি করা (ক্রি)
পলুদ্ধভাৰ = প্রলুব্ধভাব (পুং)
পৰিট্ঠ = প্রবিষ্ট (অ-কৃ)
পোসেসি = ভরণপোষণ বা পালন করিয়াছিলেন (ক্রি)
ফাণিত-খণ্ড = গুড়খণ্ড (পুং)
বলদ = বলদাতা (বিণ)
যানদ = যান বা গাড়ি দাতা (বিণ)
রোপ = রোপনকারী (পুং)
বণ্ণদ = বর্ণদাতা (বিণ)
ৰনকম্মিক = বনকর্মী (পুং)
সততং = সর্বদা, অবিচলভাবে (ক্রি-বিণ)
সগ্গগামী = স্বর্গগামী, স্বর্গে গমনকারী (বিণ)
সরণ = শরণ, আশ্রয় (ন)
সীলসম্পন্ন = শীলপালনকারী, শীলবান (বিণ)
সিলেসিক = শিলাখণ্ড (স্ত্রী)

কিতকনাম ব্যবহার করিয়া
পালিতে অনুবাদ কর

১। পুরাকালে কুম্ভকার, মালাকার, কাঠমিস্ত্রি, স্বর্ণাকার এবং অন্যান্য কারিগরেরা নগর অভ্যন্তরে বসবাস করিত না, তাহারা নগরের বহির্ভাগে উপনগরে বসবাস করিত।

২। ভূমিবাসী অথবা জলবাসী সকল প্রাণীই খাদ্য ব্যতীত জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম নয়।

৩। যাহারা খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী যাচকদিগকে দান দেন, তাহারা সেই প্রদেশে বসবাসরত জনসাধারণ কর্তৃক প্রশংসিত হন।

৪। ভগবান বুদ্ধ যখন সীংহল দ্বীপ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তখন তিনি সীংহল দ্বীপের প্রধান নাগ কর্তৃক প্রদত্ত মণিপালঙ্কের উপরে উপবেশন করিয়াছিলেন।

৫। পরদিবসে যখন ধর্মযাজকের গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহারা দেখিতে পাইলেন– শালা (গৃহ) সমার্জিত হয়নি, মাদুর প্রসারিত (বিছানো হয়নি) করা হয়নি এবং খাবার পানি যথাস্থানে স্থাপিত হয়নি।

৬। কিন্তু এখন তিনি তাহার সন্তানদিগের এবং নাতি-নাতনিদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাসাদের চতুর্দিকে গান করিতে করিতে হাঁটিতেছেন।

৭। বিশাখা যখনই 'অরহত' নামক শব্দ শুনিলেন; তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যেখানে তাহারা খাইতেছিলেন, সেখানে আসিয়া যখনই তাহাদিগকে দেখিলেন, তখন তিনি শ্রেষ্ঠীর সহিত রাগান্বিত হইলেন।

৮। আনন্দ! বহুকাল আগে রাজাদিগের রাজা, পৃথিবীর অধিপতি এবং তাহার প্রজাদিগের রক্ষাকারী মহাসুদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন।

৯। তাহাবা সুগন্ধি মাল্য নিয়া গান-বাজনা ও নৃত্য করিতে করিতে তথাগত বুদ্ধের শরীরকে সম্মান-সৎকার, গৌরব এবং পূজা করিতে করিতে দিনটি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

১০। তিনি এইভাবে বলিলে, আনন্দ পরিব্রাজক সুভদ্রকে বলিলেন ঃ 'দেখুন, বন্ধু সুভদ্র! এখন তথাগতকে কষ্ট দিবেন না। তথাগত এখন খুবই পরিশ্রান্ত।'

নতুন শব্দার্থ

কষ্ট দেওয়া = বিহেসেতি (ক্রি)
কারিগর = সিপ্পী (পুং)
গান = গীত (ন)
গান করিতে করিতে = গাযন্ত (বর্ত-কৃ)
গৌরব করিতে করিতে = গারৱেন্ত (বর্ত-কৃ)
চতুর্দিক = চতুদ্দিসা (স্ত্রী)
দেখুন = অলং (নি)
দ্রব্যসামগ্রী = পরিক্খার (পুং); ভণ্ড (ন)
পরিব্রাজক = পরিব্বাজক, সঞ্চারক (পুং)
পরিশ্রান্ত = কিলন্ত (বিণ)
পূজা করিতে করিতে = পূজেন্ত (বর্ত-কৃ)
প্রদেশ = পদেস (পুং)
প্রসারিত করা = অত্থরতি (ক্রি)
প্রাসাদ = গেহ, পাসাদ (পুং)
মণিপালঙ্ক = মণিপল্লঙ্ক (পুং)
মাদুর = কিলঞ্জ (পুং)
রক্ষা করিতে = রক্খিতুং (তুং)
শরীর = সরীর (ন)
সমার্জিত = সম্মাজ্জিত, সমট্ঠ (অ-কৃ)
সম্মান করিতে করিতে = মানন্ত (বর্ত-প্র)
সৎকার করিতে করিতে = সক্করোন্ত (বর্ত-কৃ)
সক্ষম নয় = অসমত্থ (বিণ)
স্বর্ণকার = সুৱণ্ণকার (পুং)
স্থাপিত = ঠপিত (অ-কৃ)

(৩) নিপাতভুক্ত
কতগুলো কিতক নাম
(Primary Derivatives that are Indeclinable)

১৫৫। ধাতু অথবা ক্রিয়ামূলের সাথে 'তুং' এবং 'তবে' এই প্রত্যয়দ্বয় যুক্ত হইয়া পুরুষ ও বচন ব্যতীত ক্রিয়াভাব প্রকাশক শব্দ (Infinitives) গঠিত হয়। (এক্ষেত্রে 'তবে' শুধুমাত্র পদ্যে বা কবিতায় ব্যবহৃত হয়।)

(১) ধাতুর শেষে 'অ' এবং 'উ' থাকিলে, তাহারা অতিরিক্ত 'ই' এর মাধ্যমে যুক্ত হইয়া থাকে।

(২) ধাতুর শেষে 'আ' থাকিলে, তাহারা সরাসরি যুক্ত হইয়া থাকে।

(৩) কিছুসংখ্যক ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ 'তুং' প্রত্যয়ের 'ত'কে দিত্ব করিয়া থাকে।

(৪) কোন কোন সময় ধাতুর প্রথমোক্ত স্বরবর্ণ 'তুং' প্রত্যয়ের পূর্বে দীর্ঘমাত্রিক হইয়া থাকে।

(১) '...তুং' অতিরিক্ত 'ই' এর সাথে।

পচ + ই + তুং = পচিতুং (পাক করিতে)।
খাদ + ই + তুং = খাদিতুং (খাইতে)।
হর + ই + তুং = হরিতুং (হরণ করিতে)।
ধাবু + ই + তুং = ধাবিতুং (দৌড়াইতে)।

(ক) ক্রিয়ামূলের সাথে।

সুণ + ই + তুং = সুণিতুং (শুনিতে)।
বুজ্ঝ + ই + তুং = বুজ্ঝিতং (বুঝিতে)।
জান + ই + তুং = জানিতুং (জানিতে)।
ছিন্দ + ই + তং = ছিন্দিতুং (ছেদন করিতে)।

(২) ধাতুর শেষোক্ত লুক্কায়িত স্বরবর্গ 'আ' এর পরে।

দা + তুং = দাতুং (দিতে, দান করিতে)।
পা + তুং = পাতুং (পান করিতে)।
ঠা + তুং = ঠাতুং (দাঁড়াইতে)।
ঞা + তুং = ঞাতুং (জানিতে)।
যা + তুং = যাতুং (যাইতে, গমন করিতে)।
এই প্রত্যয়গুলোর পূর্বে 'কর' ধাতু 'কা' -তে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।
কা + তুং = কাতুং (করিতে)।
কা + তবে = কাতবে (করিতে)।

(৩) 'ই' এবং 'উ' ধাতুর মৌলিক (লুক্কায়িত) এই স্বরবর্ণদ্বয় দীর্ঘমাত্রিক হইয়া থাকে।

কর + তুং = কত্তুং (করিতে)।
ছিদ + তুং = ছেত্তুং (ছেদন করিতে)।
ভুজ + তুং = ভোত্তুং (খাইতে, আনন্দ করিতে)।

পদ + তুং = পত্তুং (উপনীত হইতে, লাভ করিতে)।
হর + তুং = হত্তুং (হরণ করিতে)।
ৰদ + তুং = ৰত্তুং (বলিতে)।
গমু + তুং = গন্তুং (যাইতে, গমন করিতে)।
লভ + তুং = লদ্ধুং (লাভ করিতে)।
বুধ + তুং = বোদ্ধুং (বুঝিতে)।
শেষোক্ত দুইটি উদাহরণে ভ + ত এবং ধ + ত = দ্ধ হইয়াছে।

(৪) তখনই ধাতুর শেষোক্ত স্বরবর্ণটি দীর্ঘমাত্রিক হয়, যখন 'তুং' প্রত্যয়ের 'ত'টি দ্বিত্ব হয় না।
নী + তুং = নেতুং (নিতে, পরিচালনা করিতে)।
জি + তুং = জেতুং (জয় করিতে)।
সু + তুং = সোতুং (শুনিতে)।
হূ + তুং = হোতুং (হইতে)।

১৫৬। ণিজন্ত ক্রিয়ামূল এবং সপ্তম ধাতুর (চুরাদিগণ) ক্রিয়ামূলের শেষোক্ত লুক্কায়িত 'অ' এর সাথে 'তুং' প্রত্যয় অতিরিক্ত 'ই' এর সাহায্যে যুক্ত হয় এবং ক্রিয়ামূলের শেষোক্ত লুক্কায়িত স্বরবর্ণ 'এ' থাকিলে, তাহা সরাসরি যুক্ত হয়।

ণিজন্ত ক্রিয়ামূল

কারে + তুং = কারেতুং (তৈরী করাইতে)।
কারয + ই + তুং = কারযিতুং (তৈরী করাইতে)।
মারাপে + তুং = মারাপেতুং (হত্যা করাইতে)।
মারাপয + ই + তুং = মারাপযিতুং (হত্যা করাইতে)।
গাহে + তুং = গাহেতুং (গ্রহণ করাইতে)।
গাহয + ই + তুং = গাহযিতুং (গ্রহণ করাইতে)।

সপ্তম ধাতুর ক্রিয়ামূল

চোরে + তুং = চোরেতুং (চুরি করিতে)।
চোরয + ই + তুং = চোরযিতুং (চুরি করিতে)।
পালে + তুং = পালেতুং (পালন বা রক্ষা করিতে)।
পালয + তুং = পালযিতুং (পালন বা রক্ষা করিতে)।

দেসে + তুং = দেসেতুং (দেশনা করিতে)।
দেসয + ই + তুং = দেসযিতুং (দেশনা করিতে)।

১৫৭। কোন কোন আধুনিক ব্যাকরণবিদের মতে অসমাপিকা ক্রিয়া 'ত্বা' 'ত্বান' 'তূন' 'য' এবং 'ত্য' প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়।

(১) এই প্রত্যয়গুলো ধাতু অথবা ক্রিয়ামূলের সাথে অতিরিক্ত 'ই' এর মাধ্যমে যুক্ত হইয়া থাকে।

(২) কোন কোন সময় এই প্রত্যয়গুলোর পূর্বে ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটি লুপ্ত হইয়া থাকে।

(৩) এই প্রত্যয়গুলোর পূর্বে ধাতুর শেষোক্ত লুক্কায়িত দীর্ঘমাত্রিক স্বরবর্ণটি কোন কোন সময় হ্রস্বমাত্রিক অথবা কোন কোন সময় দীর্ঘমাত্রিক হইয়া থাকে।

(৪) কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে প্রত্যয়গুলোর 'ত' একত্রে লুপ্ত অথবা পরিবর্তন হইয়া থাকে।

(১) ধাতুর সাথে অতিরিক্ত 'ই' এর মাধ্যমে সংযোগ ঃ
পচ + ই + ত্বা = পচিত্বা (পাক করিয়া)
কর + ই + ত্বান = করিত্বান (করিয়া)।
বন্দ + ই + তূন = বন্দিতূন (বন্দনা করিয়া)।

(ক) ক্রিয়ামূলের সাথে সংযোগ ঃ
ভুঞ্জ + ই + ত্বা = ভুঞ্জিত্বা (ভোজন করিয়া)।
সয + ই + ত্বান = সযিত্বান (শয়ন করিয়া)।
সুণ + ই + তূন = সুণিতূন (শ্রবণ করিয়া)।
জহ + ই + ত্বা = জহিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া)।

(২) যেখানে শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ লুপ্ত হয় ঃ
কর + ত্বা = কত্বা (করিয়া)।
হন + ত্বা = হত্বা (হত্যা করিয়া)।
ভুজ + ত্বা = ভুত্বা (ভোজন করিয়া)।
পদ + ত্বা = পত্বা (উপস্থিত হইয়া, আসিয়া)।
চজ + ত্বা = চত্বা (ত্যাগ করিয়া)।

ছিদ + ত্বা = ছেত্বা (ছেদন করিয়া, কাটিয়া)।
ভিদ + ত্বা = ভেত্বা (ভাঙিয়া, খুলিয়া)।

(৩) শেষোক্ত লুক্কায়িত স্বরবর্ণটি হ্রস্বমাত্রিক অথবা দীর্ঘমাত্রিক হয় ঃ
দা + ত্বা = দত্বা (দিয়া, দান করিয়া)।
নী + ত্বা = নেত্বা (হরণ করিয়া, নিয়া)।
হূ + ত্বা = হুত্বা (হইয়া)।
ঞা + ত্বা = ঞত্বা (জ্ঞাত হইয়া, জানিয়া)।
ঠা + ত্বা = ঠত্বা (স্থিত হইয়া, স্থাপন করিয়া)।

(৪) প্রত্যয়ের 'ত' লুপ্ত হয় অথবা পরিবর্তন হয় ঃ
দিস + ত্বা = দিস্বা (দেখিয়া, দর্শন করিয়া)।
লভ + ত্বা = লদ্ধা (লাভ করিয়া)।

(৫) কোন কিছুই পরিবর্তন না হইয়া ধাতুর শোষোক্ত লুক্কায়িত স্বরবর্ণের স্থান শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ অধিকার করিয়া থাকে।
হন + ত্বা = হন্ত্বা (হত্যা করিয়া)।
মন + ত্বা = মন্ত্বা (চিন্তা করিয়া)।
নী + ত্বা = নীত্বা (হরণ করিয়া)।
পা + ত্বা = পাত্বা (পান করিয়া)।
গমু + ত্বা = গন্ত্বা (গমন করিয়া) 'ম' রূপান্তরিত হইয়াছে 'ন' -তে।

১৫৮। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে 'য' অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। তবে ধাতুর শেষে দীর্ঘমাত্রিক স্বর থাকিলে সরাসরি যোগ হয়।
(১) সরাসরি যোগ ঃ
আ + দা + য = আদায (লইয়া, গ্রহণ করিয়া)।
প + হা + য = পহায (পরিত্যাগ করিয়া)।
আ + নী + য = আনীয (আনয়ন করিয়া)।
আ + ঞা + য = অঞ্ঞায (জ্ঞাত হইয়া, জানিয়া)।

(২) পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে অঙ্গীভূত হয় ঃ
আ + গমু + য = আগম্য = আগম্ম (আগমন করিয়া)।

নি + সদ + য = নিসদ্য = নিসজ্জ (উপবেশন করিয়া)।

আ + কমু + য = অক্কম্য = অক্কম্ম (আক্রমণ করিয়া)।

উ + পদ + য = উপ্পদ্য = উপ্পজ্জ (জন্ম গ্রহণ করিয়া, উৎপন্ন হইয়া)।

উপ + লভ + য = উপলব্ভ্য = উপলব্ভ (লাভ করিয়া)।

প + মদ + য = পমদ্য = পমজ্জ (প্রমত্ত হইয়া, অবহেলা করিয়া)।

আ + রভ + য = আরভ্য = আরব্ভ (শুরু করিয়া, বিষয়ে, সম্পর্কে)।

প + ৰিস + য = পৰিস্য = পৰিস্স (প্রবেশ করিয়া)।

বি + ভজ + য = বিভজ্য = বিভজ্জ (ভাগ করিয়া)।

(৩) ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে 'য' এর পারস্পরিক স্থান বিনিময় হয়, যদি শেষোক্ত বর্ণটি 'হ' হইয়া থাকে।

আ + রুহ + য = আরুহ্য = আরুয্হ (আরোহণ করিয়া, উঠিয়া)।

গহ + য = গহ্য = গয্হ (গ্রহণ করিয়া, লইয়া)।

সং + মুহ + য = সম্মুহ্য = সম্মুয্হ (ভুলিয়া গিয়া, বিস্মৃত হইয়া)।

প + গহ + য = পগ্গহ্য = পগ্গয্হ (উপরে উত্তোলন করিয়া বা উঠাইয়া)।

(৪) কোন কোন সময় 'য' দ্বিত্ব হয় ঃ

ৰি + নী + য = ৰিনেয্য (অপসারণ করিয়া)।

ৰি + চি + য = ৰিচেয্য (বিবেচনা করিয়া)।

১৫৯। ধাতুর শেষোক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটি লুপ্ত হইয়া 'ত্য' প্রত্যয়টি 'চ্চ' -তে রূপান্তরিত হয়।

উপ + হন + ত্য = উপহচ্চ (ক্ষতি সাধন করিয়া)।

অ + হন + ত্য = আহচ্চ (প্রহার বা আঘাত করিয়া)।

পটি + ই + (যাওয়া বা জানা) + ত্য = পটিচ্চ (কারণে)।

অনু + ৰিদ + ত্য = অনুৰিচ্চ (জানিয়া, বিবেচনা করিয়া)।

অৰ + ই + ত্য = অৰেচ্চ (বুঝিয়া, উপলব্ধি করিয়া)।

উপ + ই + ত্য = উপেচ্চ (নিকটে আসিয়া)।

নি + পদ + ত্য = নিপচ্চ (বন্দনা বা প্রণাম করিয়া)।

নি + হন + ত্য = নিহচ্চ (নীচে আঘাত করিয়া)।

সং + কর + ত্য = সক্কচ্চ (সতর্কতার সাথে, সম্মান বা গৌরবের সাথে)।

বি + বিচ + ত্য = বিবিচ্চ (পৃথক বা অপসৃত হইয়া)।

অনুশীলনী – ২৬

কিতকনাম নির্ণয় করিয়া

বাংলায় অনুবাদ কর

১। রঞ্ঞো পন বন্দিতে ভগবন্তং অবন্দিত্বা ঠাতুং সমত্থো নাম একোপি সাকিযো নাহোসি। (জাতক নিদান)

২। রাজা সংবিগ্ন-হদযো হত্থেন সাটকং সণ্ঠপেন্তো তুরিততুরিতং নিক্খমিত্বা বেগেন গন্ত্বা ভগবতো পুরতো ঠত্বা আহ ঃ . . . 'কিং এত্তকানং ভিক্খূনং ন সক্কা ভত্তং লদ্ধুন্তি সঞ্ঞং করিত্থা'তি? (প্রাগুক্ত)

৩। অন্ধ-বাল-পিতরং নিস্সায এবরূপং বুদ্ধং উপসঙ্কমিত্বা . . . দানং বা দাতুং ধম্মং বা সোতুং নালত্থং; অঞ্ঞং কত্তব্বং নত্থীতি মনমেব পসাদেসি। (ধম্মপদট্ঠকথা, ১ম খণ্ড, ২৭)

৪। ভিক্খূ তস্স ঘরদ্বারেন গচ্ছন্তা তং সদ্দং সুত্বা বিহারং গন্ত্বা সত্থু-সন্তিকে নিসিন্না এবমাহংসু। (প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ১২৭)

৫। ততো সো ততিযে বস্সে নাগিন্দো মণিঅক্খিকো
উপসঙ্কম্ম সম্বুদ্ধং সহ সঙ্ঘং নিমন্তযি। (মহাবংস)

৬। ভূসাপেত্বান নগরং গন্ত্বা সঙ্ঘং নিমন্তিয,
ঘরং নেত্বান ভোজেত্বা দত্বা সামণকং বহুং :
সত্থারা দেসিতো ধম্মো কিত্তকোতি? অপুচ্ছথ। (প্রাগুক্ত)

৭। ভবনা অভিনিক্খম্ম অদ্দসং লোকনাযকং। (অপদান)

৮। সচা'যং পুত্তো তুম্হে পটিচ্চ জাতো আকাসে তিট্ঠতু; নো চে পতিত্বা মরতূতি। (কট্ঠহারি জাতক)

৯। বিবিচ্চে'ব কামেহি বিবিচ্চ অকুসলেহি ধম্মেহি পঠমজ্ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি।

১০। সব্বে সঙ্গম্ম মন্তেত্বা মালং কুব্বন্তি সত্থুনো। (অপদান, ৫৬)

নতুন শব্দার্থ

অদ্দসং = (আমি) দেখিয়াছিলাম (ক্রি)
অন্ধ-বাল = অন্ধমূর্খ (বিণ)
অপুচ্ছত্থ = (সে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিল (ক্রি)
অভিনিক্খম্ম = বাহির হইয়া আসিয়া, অভিনিষ্ক্রমণ করিয়া (অস-ক্রি)
উপসম্পজ্জ = লাভ করিয়া, উৎপন্ন করিয়া (অস-ক্রি)
উপসঙ্কম্ম = উপস্থিত হইয়া (অস-ক্রি)
এত্তক = এতজন, এই পরিমাণ (বিণ)
এৰরূপ = এইরূপ, অনুরূপ (বিণ)
কাম = ইন্দ্রিয়সুখ, কামলালসা (পুং)
কিত্তক = কতজন, কত পরিমাণ (বিণ)
কুব্বতি = সম্পাদন করা (ক্রি)
তুরিত-তুরিতং = শীঘ্র, অতিসত্ত্বর (ক্রি-বিণ)
নাগিন্দ = প্রধান নাগ, নাগেন্দ্র (পুং)
নালত্থং = (আমি) লাভ করিনি (ক্রি)
নিমন্তযী = (সে) নিমন্ত্রণ করিয়াছিল (ক্রি)
ভবন = ভবন, প্রাসাদ (ন)
ভূসাপেত্বা = সজ্জিত বা অলঙ্কৃত করিয়া (অস-ক্রি)
মন্তেত্বা = পরামর্শ করিয়া (অস-ক্রি)
ৰন্দিত = বন্দিত, নমস্কৃত (অ-কৃ)
ৰেগেন = দ্রুতবেগে, শীঘ্রই (ক্রি-বিণ)
সঙ্গম্ম = একত্রে সমবেত হইয়া (অস-ক্রি)
সণ্ঠপেন্ত = বিন্যস্ত করিতে করিতে, গুছাইতে গুছাইতে (বর্ত-কৃ)
সঞ্চিণ্ণং করোতি = চিন্তা করা (ক্রি)
সামণক = ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় বা ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী (বিণ)

যথাসম্ভব কিতকনাম ব্যবহার করিয়া
বাংলায় অনুবাদ কর

১। কৃষকেরা ক্ষেত্র কষণ পূর্বক শষ্য বপন করিয়া উত্তম শষ্যরাশি লাভের প্রত্যাশা করে।

২। সকল ধার্মিক ব্যক্তি কর্তৃক তাহাদের মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিত যে, তাহারা তাহাদের শত্রুদের প্রতিও যেন ন্যায় বিচার করিতে সক্ষম হন।

৩। সেই বিহারে কোন উপাধ্যায় না দেখিয়া ভিক্ষু কর্মস্থান লাভের জন্যে ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

৪। সাততলা বিশিষ্ট একটি ভবন তৈরী করিতে কত টাকা একজনের থাকা উচিত?

৫। একজন মানবক একটি সুউচ্চ বৃক্ষের চূড়া হইতে পতিত হইয়া তাহার বামহস্ত ভাঙিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে ডাক্তারের কাছে নিয়া যাইতে সেখানে কেহই ছিল না।

৬। আমি আমার বন্ধুদের হৃদয় জয় করিতে এক দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করিব।

৭। নগরবাসীরা তাহাকে অজ্ঞ এবং মূর্খ ডাকিয়া রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

৮। তুমি যদি ভাল হইতে না পার; তথাপি তোমার খারাপ হইতে চেষ্টা করা উচিত নয়।

৯। পাপকারী তাহার অকুশল কর্মের কারণে দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ করতঃ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

১০। ভগবান বুদ্ধের প্রতি সন্দেহ দূর করিয়া এবং শ্রদ্ধা বর্ধিত করিয়া অরহত্ত্ব লাভের জন্যে শীল রক্ষা কর।

নতুন শব্দার্থ

অজ্ঞ = এলমূগ (পুং)
উত্তমশষ্য = ধঞ্ঞফল (ন)
চূড়া = মত্থক (পুং)
চেষ্টা করা উচিত = বাযমতব্ব (ভবি-কৃ)
কর্মস্থান = কম্মট্ঠান (ন)
ডাকিয়া (মূর্খ) = (বালো'তি)
বদন্তা (বর্ত-কৃ)
তাড়াইয়া দেওয়া = পব্বাজেতি (ক্রি)
থাকা উচিত = লভিতব্ব (ভবি-কৃ)
দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে = (দুক্খং) অনুভবতি, বিন্দতি (ক্রি)
দূর করিয়া = বিতরিত্বা (অস-ক্রি)
দৃঢ়সংকল্প = অধিট্ঠান (ন)
ধার্মিক = ধম্মিক (পুং)

ন্যায় = যুত্তি (স্ত্রী)
প্রত্যাশা করা = আগমেতি (ক্রি)
প্রস্তুত করা উচিত = পণিদহিতব্বং ৰা কাতব্বং (ভবি-কৃ)
বর্ধিত করিয়া = ৰড্ঢিত্বা (অস-ক্রি)
বপন করিয়া = ৰপিত্বা (অস-ক্রি)
বাম = দক্খিণ, ৰাম (পুং)
ভাল; খারাপ = (এখানে) ধম্মিক; অধম্মিক (বিণ)
রক্ষা করা = রক্খতি, পটিপজ্জতি (ক্রি)
রাজধানী = রাজধানী (স্ত্রী)
সন্দেহ = কঙ্খা, ৰিচিকিচ্ছা (স্ত্রী)
হৃদয় জয় করিতে = মনং গহেতুং (তুং)

[সমাপ্ত]

শব্দকোষ

(ব্যাকরণিক সংকেত)

Masculine = পুংলিঙ্গ (পুং)
Feminine = স্ত্রীলিঙ্গ (স্ত্রী)
Neuter = নপুংসকলিঙ্গ (ন)
Of the three gender = তিনলিঙ্গ (তি)
Indeclinable = নিপাত (নি)
Verb = ক্রিয়া (ক্রি)
Adverb = ক্রিয়াবিশেষণ (ক্রি-বিণ)
Infinitive = তুং-প্রত্যয়ান্ত শব্দ (তুং)
Adjective = বিশেষণ (বিণ)
Gerund = ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (ক্রি-বি)
Present Participle = বর্তমান কৃদন্ত বিশেষণ (বর্ত-কৃ)
Past Participle = অতীত কৃদন্ত বিশেষণ (অ-কৃ)
Future Passive Participle = ভবিষ্যৎ কর্মবাচ্য কৃদন্ত বিশেষণ (ভবি-কৃ)
Absolutive = অসমাপিকা ক্রিয়া (অস-ক্রি)

পালি – বাংলা

অকরণ– না করা (ক্রি-বি)
অকা– করিয়াছিল (ক্রি)
অক্কমতি– আক্রমণ করা, আঘাত করা (ক্রি)
অক্কম্ম– আক্রমণ করিয়া, আঘাত করিয়া (অস-ক্রি)
অক্কুট্‌ঠ– তিরস্কৃত, ভর্ৎসনাকৃত (অ-কৃ)
অক্খ– চক্ষুসম্পন্ন (শুধু সমাসবদ্ধ পদে ব্যবহৃত হয়) (বিণ)
অক্খরসময– পঠন ও লিখন বিদ্যা (পুং)

অক্খাত– ব্যাখ্যাত, কথিত (অ-কৃ)
অগার– ঘর, গৃহ (ন)
অগ্গ– অগ্র, শীর্ষ, চূড়া (পুং); প্রধান, শ্রেষ্ঠ (বিণ)
অগ্গল– অর্গল, কবাট (ন)
অগ্ঘীযতি– মূল্য নির্ধারণ করা (ক্রি)
অঙ্গ– অঙ্গ, অবয়ব, অংশ (ন)
অঙ্গরক্খক– দেহরক্ষী (পুং)
অঙ্গার– কয়লা (পুং)
অচ্চন্ত– অত্যন্ত (বিণ)
অচ্চযেন– সময়ের পর (ক্রি-বিণ)
অচ্ছ– ভল্লুক (পুং)
অচ্ছিন্দীযতি– লুণ্ঠিত হওয়া, ডাকাতি হওয়া (ক্রি)
অজ্জতন– বর্তমান, অধুনা, আধুনিক (বিণ)
অজ্ঝগমা– সে লাভ করিয়াছিল, সে অধিগত করিয়াছিল (ক্রি)
অজ্ঝাবসতি– বসবাস করা, অবস্থান করা (ক্রি)
অজ্ঝোকাস– খোলা আকাশ, উন্মুক্ত আকাশ (পুং)
অঞ্ঞতর– অন্যতর, জনৈক (বিণ)
অঞ্ঞতিত্থিয– অন্যতীর্থিয (পুং)
অঞ্ঞথা– অন্যথা, অন্যভাবে, অন্য উপায়ে (ক্রি-বিণ)
অঞ্ঞায– জানিয়া, অবগত হইয়া (অস-ক্রি)
অথকথা– অর্থকথা (স্ত্রী)
অড্ঢুড্ঢ– সাড়ে তিন (পুং)
অণ্ডজ– পাখি, ডিম্বজাত (পুং)
অতরমান– অগ্রসর না হইতে হইতে, অতিক্রম না করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
অতিকটুক– অতি কষ্টকর (বিণ)
অতিক্কন্ত– অতিক্রান্ত, অতিবাহিত (অ-কৃ)
অতিক্কমতি– অতিক্রম করা, ছাড়িয়া যাওয়া (ক্রি)
অতিক্কামেতি– সময় অতিবাহিত করা (ক্রি)
অতিছত্ত– বিশেষ ছাতা, বড়ছাতা (ন)
অতিমহন্ত– অতিবৃহৎ, অতিবড় (বিণ)
অতিরোচতি– অত্যুজ্জ্বল হওয়া (ক্রি)
অতিবিসিট্ঠ– অত্যন্ত সুন্দর (বিণ)
অতিবুট্ঠি– অতিবৃষ্টি (স্ত্রী)
অতিসুন্দর– অতিসুন্দর (বিণ)
অত্তজ– পুত্র (পুং)
অত্তভাব– আত্মভাব, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট (পুং)
অত্তমন– সন্তুষ্ট, খুশী (বিণ)
অত্থ– অর্থ, কল্যাণ, লাভ, প্রয়োজনীয়তা, আবশ্যকতা (পুং)
অত্থঙ্গম– অস্তগমন (পুং)
অত্থত– বিস্তৃত (অ-কৃ)

অত্থরতি– বিস্তৃত করা (ক্রি)
অত্থায– (উন্নতি- শ্রীবৃদ্ধির জন্য) (চতুর্থী, একবচন)
অত্র– এখানে (ক্রি-বিণ)
অথ– অতঃপর (নি)
অদিন্নাদান– অদত্তবস্তু গ্রহণ, চুরি (ন)
অদ্ধমাস– অর্ধমাস (পুং)
অদ্ধা– দীর্ঘসময়, দীর্ঘ পথ (পুং); নিশ্চয়, অবশ্যই (ক্রি-বিণ)
অদ্ধান– মহাসড়ক (ন)
অধন– গরীব (বিণ)
অধিকতরুস্সাহ– মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ (পুং)
অধিগচ্ছিস্স– সে লাভ করিত (ক্রি)
অধিগচ্ছেয্য– সে অধিগত করিত বা লাভ করিত (ক্রি)
অধিট্ঠাতি– অধিষ্ঠান করা, সংকল্প করা (ক্রি)
অধিট্ঠান– অধিষ্ঠান, সংকল্প (ক্রি-বিণ)
অধিপতি– অধিপতি, প্রভু (পুং)
অধিরাজ– অধিরাজ, সম্রাট (পুং)
অধিবসতি– বসবাস করা (ক্রি)
অধিবাসনা– সম্মতি, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য (স্ত্রী)
অনগারিয– গৃহহীনত (ন)
অনত্তমন– অসন্তুষ্টি, অখুশী (বিণ)
অননুচ্ছবিক– অনুপযুক্ত, অন্যায় (বিণ)
অনপায়িনী– অত্যাজ্য (স্ত্রী)
অনরিয– অনার্য, হীন (বিণ)
অনসন– অনশন, খাদ্য খাওয়া থেকে বিরতি (ন)
অনাগত– ভবিষ্যৎ (পুং)
অনাথ– নিরাশ্রয়, অসহায় (বিণ)
অনিচ্চ– অনিত্য, পরিবর্তনশীল (বিণ)
অনুকরণ– অনুকরণ (ক্রি-বিণ)
অনুক্কম– অনুক্রম, যথাক্রম (পুং)
অনুক্কমতি– অনুসরণ করা (ক্রি)
অনুক্কমেন– অনুক্রমে (ক্রি-বিণ)
অনুগত– অনুগত, অনুসৃত (অ-কৃ)
অনুগন্তুং– অনুগমন করিতে, অনুসরণ করিতে (তুং)
অনুগ্গহ– অনুগ্রহ, দয়া (পুং)
অনুচ্ছবিক– উপযুক্ত, মাননসই, যোগ্য (বিণ)
অনুঞ্ঞাত– অনুজ্ঞাত, অনুমোদিত (অ-কৃ)
অনুতপ্পতি– অনুতাপ করা (ক্রি)
অনুদিত– এখনও উদিত হয় নাই (অ-কৃ)
অনুদিসা– অনুদিক, মধ্যবর্তী দিক (স্ত্রী)
অনুপদ্দব– অনুপদ্রব (বিণ)
অনুপুব্বেন– আনুপূর্বিকভাবে, আনুক্রমিকভাবে (ক্রি-বিণ)

অনুপ্পত্ত– উপনীত, অর্জিত (অ-কৃ)
অনুপ্পদীযমান– দিতে দিতে (বর্ত-কৃ)
অনুপ্পবন্ধ– ধারা, ক্রম (পুং)
অনুবন্ধতি– বিরুদ্ধাচরণ করা, বন্ধন করা (ক্রি)
অনুভবন্ত– উপভোগ করিতে করিতে, দুঃখভোগ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
অনুমতি– অনুমতি, স্বীকৃতি (স্ত্রী)
অনুযুঞ্জতি– নিযুক্ত করা, নিয়োজিত করা, অনুশীলন করা (ক্রি)
অনুবত্তিতব্ব– মানিয়া চলা উচিত (ভবি–কৃ)
অনুবস্সং– প্রতি বৎসর (ক্রি-বিণ)
অনুবাদেতি– অনুবাদ করা, তর্জমা করা, ভাষান্তর করা (ক্রি)
অনুবিচ্চ– বিচার করিয়া, বিবেচনা করিয়া (অস-ক্রি)
অনুবিতক্কেতি– বারবার চিন্তা করা (ক্রি)
অনুসয– অনুশয়, সুপ্ততৃষ্ণা (পুং)
অনুসাসতি– অনুশাসন করা, উপদেশ দেওয়া (ক্রি)
অনুসাসন– অনুশাসন, উপদেশ (ক্রি-বিণ)
অনুস্সরতি– অনুস্মরণ করা (ক্রি)
অনুস্সরন্ত– অনুস্মরণ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
অনূহত– অনুৎপাটিত (অ-কৃ)
অনেক– অনেক, বহু (বিণ)
অন্ত– শেষ (পুং)
অন্তরধাযতি– অন্তর্ধান করা, অদৃশ্য হওয়া (ক্রি)
অন্তরহিত– অন্তর্হিত (অ-কৃ)
অন্তরায– অন্তরায় (পুং)
অন্তরে– মধ্যে (সপ্তমী)
অন্তিম– শেষ (বিণ)
অন্তোগাম– গ্রামের ভিতরে (নি)
অন্তোবস্স– বর্ষার অভ্যন্তরে (ন)
অন্বদ্ধমাসং– প্রতি অধমাসে (ক্রি-বিণ)
অন্বেতি– অনুসরণ করা (ক্রি)
অপকার– অপকার, ক্ষতি (পুং)
অপক্কন্ত– প্রস্থিত, চলিয়া গিয়াছে এমন (অ-কৃ)
অপক্কমতি– প্রস্থান করা, চলিয়া যাওয়া (ক্রি)
অপগচ্ছতি– প্রস্থান করা, চলিয়া যাওয়া (ক্রি)
অপগত– অপসৃত, দূরীভূত (অ-কৃ)
অপচিতি– শ্রদ্ধা (স্ত্রী)
অপচিনাতি– দূরীভূত করা, হ্রাস করা (ক্রি)
অপদতা– পদহীনতা (স্ত্রী)
অপনীত– অপসৃত (অ-কৃ)
অপরভাগে– পরবর্তীতে, পরে (সপ্তমী)
অপরাধ– অপরাধ (পুং)
অপাকট– অপরিচিত (বিণ)

অপি– এমনকি, শুধু (নি)
অপিধান– আবরণ, ঢাকনা (ন)
অপেতি– একপাশে সরিয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া (ক্রি)
অপ্পক– অল্প, কম (বিণ)
অপ্পটিপুগ্গল– অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি (বিণ)
অপ্পতীত– অজ্ঞাত, অসন্তুষ্ট (অ-কৃ)
অপ্পস্সুত– অল্পশ্রুত, মূর্খ (বিণ)
অপ্পোঠেন্ত– হাত তালি দিতে দিতে (বর্ত–কৃ)
অব্বুদ– কলহ-বিবাদ (পুং)
অব্বূল্হ– অপসৃত, অপনীত (অ-কৃ)
অব্ভ– মেঘ (ন)
অব্ভঞ্জিত– মালিশ বা মসৃণ করা হইয়াছে এমন (অ-কৃ)
অব্ভন্তর– অভ্যন্তর (ন)
অব্ভাচিক্খন– মিথ্যা অপবাদ বা কলঙ্ক (ন)
অব্ভুগ্গন্ত্বা– উপরে লাফ দিয়া (অস-ক্রি)
অব্ভুয্যাতি– দুর্বার গতিতে অগ্রসর হওয়া (ক্রি)
অব্ভোকাস– খোলা আকাশ, উন্মুক্ত আকাশ (পুং)
অভবি– হইয়াছিল, ছিল (ক্রি)
অভবিস্সা– সে হইত (ক্রি)
অভিক্কন্ততর– উজ্জ্বলতর, শ্রেষ্ঠতর (বিণ)
অভিক্কমতি– অগ্রসর হওয়া (ক্রি)
অভিজ্ঝালু– লোভী (বিণ)
অভিঞ্ঞাত– সুপরিচিত, বিখ্যাত (অ-কৃ)
অভিণ্হং– প্রায় সময়, সর্বদা, সবসময় (ক্রি-বিণ)
অভিত্থবতি– প্রশংসা করা, গুণকীর্তন করা (ক্রি)
অভিত্থুত– প্রশংসিত (অ-কৃ)
অভিত্থুনাতি– প্রশংসা করা, গুণকীর্তন করা (ক্রি)
অধিধম্ম– অভিধর্ম (পুং)
অভিধাবতি– দ্রুতবেগে দৌড়ানো (ক্রি)
অভিনন্দতি– অভিনন্দন করা, আনন্দ দান করা (ক্রি)
অভিনিক্খমতি– অভিনিষ্ক্রমণ করা, গৃহত্যাগ করা (ক্রি)
অভিনীহরতি– সামনে আনয়ন করা (ক্রি)
অভিনীহার– অপসারণ, নিষ্কাশন (পুং)
অভিপীলিত– নিপীড়িত, নিষ্পেষিত (অ-কৃ)
অভিমুখ– সম্মুখ, মুখোমুখী (বিণ)
অভিরমতি– অভিরমিত হওয়া (ক্রি)
অভিরতি– আসক্তি, আনন্দ (স্ত্রী)
অভিরমন্ত– আনন্দোপভোগ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
অভিরূপ– চমৎকার, অপরূপ (বিণ)

অভিরূহন- আরোহণ (ক্রি-বিণ)
অভিবড্ঢতি- বর্ধন করা, অভিবৃদ্ধি করা (ক্রি)
অভিবাদেতি- অভিবাদন করা (ক্রি)
অভিসম্বুজ্ঝতি- সম্বোধি জ্ঞান লাভ করা (ক্রি)
অভিসম্বোধি- বুদ্ধত্ব জ্ঞান (স্ত্রী)
অমাতাপিতিক- এতিম (বিণ)
অম্ভো- সম্বোধনাত্মক নিপাত।
অয- লোহা (পুং) (ন)
অযোপেলা- লৌহপাত্র (স্ত্রী)
অয্য- আর্য, প্রভু (পুং)
অর- চাকার অর (ন)
অরহ- উপযুক্ত, সুযোগ্য (বিণ)
অরহত্ত- অরহত্ত্ব (ন)
অরহন্ত- অরহত (পুং)
অরিয- আর্য (পুং)
অরিযসচ্চ- আর্যসত্য (ন)
অরোগ- স্বাস্থ্যবান, নিরোগী (বিণ)
অলত্থ- সে লাভ করিয়াছিল (ক্রি)
অলভনেয্য- যাহা লাভ করা অসম্ভব (বিণ)
অলং- যথেষ্ট (নি)
অল্লীন- আসক্ত, অনুরক্ত (বিণ)
অবজানাতি- ঘৃণা করা, অবজ্ঞা করা (ক্রি)
অবত্থা- অবস্থা (স্ত্রী)
অবমানেতি- অবমাননা করা, অপমান করা (ক্রি)
অবরোধক- অবরোধকারী (পুং)
অবসরতি- প্রবেশ করা, পৌছানো উপনীত হওয়া (ক্রি)
অবসিট্ঠ- অবশিষ্ট, বাকী (অ-কৃ)
অবসিত্ত- সিঞ্চিত, অবসিক্ত (অ-কৃ)
অবহরতি- অপহরণ করা, চুরি করা (ক্রি)
অবংসির- অধঃশির, নতশির (বিণ)
অবাপুরীযতি- খোলা হয়, উন্মুক্ত করা হয় (ক্রি)
অবিদিত- অপরিচিত (অ-কৃ)
অবিদূর- নিকট (বিণ)
অবিসেসং- নির্বিশেষে (বিণ)
অবেচ্চ- জ্ঞাত হইয়া, জানিয়া (অস-ক্রি)
অবের- অবৈরী, মৈত্রী (বিণ)
অসক্কোন্ত- অসমর্থ (বর্ত-কৃ)
অসক্খি- সে সমর্থ ছিল (ক্রি)
অসংখেয্য- অসংখ্য (বিণ)
অসপ্পুরিস- অসৎপুরুষ (পুং)
অসি- (তুমি) হও (ক্রি)
অসুচি- অশুচি (বিণ)
অস্নাতি- খাওয়া (ক্রি)
অস্সত্থ- অশ্বত্থ বৃক্ষ (পুং)
অস্সভণ্ডক- ঘোড়ার সাজ-সজ্জা (ন)
অস্সম- আশ্রম (পুং)
অস্সসালা- আস্তাবল (স্ত্রী)
অস্সাদ- আস্বাদ, উপভোগ (পুং)
অস্সাস- আশ্বাস, শ্বাস নেওয়া (পুং)

অস্‌সেসি– সে শুনিয়াছিল (ক্রি)
অহত– নতুন, নষ্ট করা হয়নি (অ-কৃ)
অহাসি– হরণ করিয়াছিল, জোড় পূর্বক কাড়িয়া লইয়াছিল (ক্রি)
অহোসি– সে হইয়াছিল (ক্রি)
আকঙ্খমান– ইচ্ছা করিতে করিতে, আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
আকিণ্ণ– আকীর্ণ, বিস্তীর্ণ (অ-কৃ)
আকিরন্ত– আকীর্ণ বা বিস্তার করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
আকোটেতি– টোকা দেওয়া (ক্রি)
আগচ্ছন্ত– আসিতে আসিতে (বর্ত-কৃ)
আগত– আগত (অ-কৃ)
আগন্তুক– আগন্তুক, অথিতি (পুং)
আগন্তুকাম– আসিতে ইচ্ছুক, আগমনেচ্ছু (বিণ)
আগমন– আগমন (ক্রি-বি)
আগমেতি– অপেক্ষা করা (ক্রি)
আচরিয– আচার্য, শিক্ষক (পুং)
আচিক্‌খতি– বলা, জানানো (ক্রি)
আণত্ত– আদিষ্ট (অ-কৃ)
আণা– আদেশ, আজ্ঞা (স্ত্রী)
আণাপেতি–আদেশ করা (ক্রি)
আতাপ– সূর্যতাপ (পুং)
আদায– লইয়া, গ্রহণ করিয়া (অস-ক্রি)
আদি– শুরু, আরম্ভ (পুং)
আদিত্ত– প্রজ্জ্বলিত, জ্বলন্ত (অ-কৃ)
আধাবতি– যত্রতত্র দৌড়ানো (ক্রি)
আধিপচ্চ– আধিপত্য (ন)
আনন্তরিক– সরাসরি, প্রত্যক্ষ, অবিলম্বে (বিণ)
আনীয– আনয়ন করিয়া (অস-ক্রি)
আনুভাব– প্রভাব, শক্তি (পুং)
আপানমণ্ডল– মদ্যপানশালা, আমোদ-প্রমোদ গৃহ (ন)
আপায়িক– অপায়ে গমনকারী, অপায়িক (বিণ)
আবাধ– অসুখ, ব্যাধি (পুং)
আভরণ– পোশাক (ন)
আমন্তেতি– ডাকা, আহবান করা (ক্রি)
আযতন– আয়তন (ন)
আযস্মন্ত– আয়ুষ্মান, শ্রদ্ধেয় (বিণ)
আরদ্ধ– শুরু করা হইয়াছে এমন (অ-কৃ)
আরব্‌ভ– আরম্ভ করিয়া (অস-ক্রি)
আরাম– উদ্যান, বাগান (পুং)
আরূল্‌হ– আরোহিত (অ-কৃ)
আরোগ্য– স্বাস্থ্য (ন)
আরোচেতব্ব– জানানো উচিত, অবগত করা উচিত (ভবি-কৃ)
আরোচেতি– জানানো, অবগত করা (ক্রি)
আরোহন– আরোহণ (ক্রি-বি)
আলিন্দ– চাতাল, বারান্দা (পুং)
আবসথাগার– বিশ্রামাগার (ন)
আবহাতি– আনয়ন করা (ক্রি)

আবাহেতি– বিবাহের জন্য মেয়েকে আনা (ক্রি)
আবুণাতি– মালা গাঁথা (ক্রি)
আবুসো– বন্ধু (সম্বোধনার্থে)
আসন্ন– নিকট (বিণ)
আসয– আবাস, বাসস্থান (পুং)
আসিঞ্চতি– সিঞ্চন করা, ঢালা (ক্রি)
আসিঞ্চন্ত– সিঞ্চন করিতে করিতে, ঢালিতে ঢালিতে (বর্ত-কৃ)
আসীন– উপবিষ্ট (অ-কৃ)
আহ– বলিলেন (ক্রি)
আহচ্চ– আঘাত করিয়া (অস-ক্রি)
আহরিততব্ব–আনয়ন করা উচিত (ভবি-কৃ)
আহরাপেতি– আনয়ন করানো (ক্রি)
ইচ্ছতি– ইচ্ছা করা (ক্রি)
ইচ্ছন্ত– ইচ্ছা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
ইচ্ছিত– ইপ্সিত, কাঙ্ক্ষিত (অ-কৃ)
ইট্‌ঠ– ইষ্ট (বিণ)
ইণ– ঋণ (ন)
ইতি– এইরূপ (নি)
ইত্থং– এইরূপ (নি)
ইদ্ধিবল– ঋদ্ধিশক্তি (ন)
ইদ্ধিমন্ত– ঋদ্ধিমান (বিণ)
ইন্দ্রিয– ইন্দ্রিয় (ন)
ইধ– এখানে (নি)
উক্কা– উল্কা, টর্চ লাইট (স্ত্রী)
উক্কাসিত্বা– কাঁশির শব্দ করিয়া (অস-ক্রি)
উক্কুজ্জেতি– উর্ধমুখী করা (ক্রি)
উক্খিপতি– ছুড়িয়া ফেলা (ক্রি)
উগ্গণহাপেতি– শিক্ষা দেওয়া (ক্রি)
উগ্গণ্হিতুকাম– শিক্ষাকামী (বিণ)
উগ্ঘোসেতি– উচ্চ শব্দ করা (ক্রি)
উচ্চিনাতি– বাছিয়া নেওয়া, মনোনীত করা (ক্রি)
উচ্ছিন্দতি– উচ্ছেদ করা, বিচ্ছিন্ন করা (ক্রি)
উজু– ঋজু, সরল (বিণ)
উট্‌ঠহতি– উঠা, উঠিয়া দাঁড়ানো (ক্রি)
উট্‌ঠায– উঠিয়া (অস-ক্রি)
উতুগুণ– জলবায়ু (পুং)
উত্তম– উত্তম, শ্রেষ্ঠ (বিণ)
উত্তমঙ্গ– মাথা, মস্তক (পুং)
উত্তরিতর– উচ্চতর, শ্রেষ্ঠতর (বিণ)
উত্তরিং– আরও, অধিক (ক্রি-বিণ)
উদপাদি– উৎপন্ন হইয়াছিল (ক্রি)
উদয– উদয়, বৃদ্ধি (পুং)
উদরিয– পাকস্থলীতে অপরিপক্ব খাদ্য (ন)
উদ্ধপাদ– উর্ধপাদ (বিণ)
উদ্ধং– উর্ধে (ক্রি-বিণ)
উপকার– উপকার (পুং)
উপক্কম– উপক্রম, উপায়, প্রণালী, রাস্তা (পুং)

উপক্কমতি– উপক্রম করা, চেষ্টা করা (ক্রি)
উপক্কিলিট্‌ঠ– মলিন, ময়লাযুক্ত (অ-কৃ)
উপগচ্ছতি– পৌছানো, উপনীত হওয়া (ক্রি)
উপচিনাতি– চয়ন করা, সংগ্রহ করা (ক্রি)
উপজ্ঝায– উপাধ্যায় (পুং)
উপট্‌ঠাক– উপস্থায়ক, সেবক (পুং)
উপট্‌ঠান– উপস্থান, সেবা (ন)
উপট্‌ঠিত– সেবিত, লক্ষ্যে উপনীত (অ-কৃ)
উপত্থম্ভেতি– সমর্থন করা, সাহায্য করা (ক্রি)
উপদ্দব– উপদ্রব (পুং)
উপনগর– উপনগর (ন)
উপনয্‌হতি– বিজড়িত করা (ক্রি)
উপনিসীদতি– পাশে উপবেশন করা (ক্রি)
উপনিস্‌সায– নির্ভর করিয়া, আশ্রয় করিয়া (অস-ক্রি)
উপনীত– উপস্থাপিত, সমীপে আনিত (অ-কৃ)
উপনীযতি– নিকটে আনিত হওয়া (ক্রি)
উপপরিক্‌খন্ত– পরিদর্শন করিতে করিতে, নিরীক্ষণ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
উপমান– তুলনা (ন)
উপরি– উর্ধে, উপরে (নি)
উপলব্‌ভ– লাভ করিয়া (অস-ক্রি)
উপলিম্পেতি– লেপন করা, মালিশ করা (ক্রি)
উপবাদ– অপবাদ, নিন্দা (পুং)
উপসংকন্ত– উপনীত হইয়াছে এমন (অ-কৃ)
উপসংকমন্ত– উপনীত হইতে হইতে (বর্ত-কৃ)
উপসংকমিত্বা– উপনীত হইয়া, পৌছিয়া (অস-ক্রি)
উপসম্পদা– উপসম্পদা, ভিক্ষুত্বে দীক্ষা লাভ (স্ত্রী)
উপসেবনা– সংশ্রব, মেলামেশা (স্ত্রী)
উপস্‌সয– বাসস্থান, আবাস (পুং)
উপসেবতি– ঔষুধ খাওয়া, সংসর্গ করা, মেলামেশা করা (ক্রি)
উপহচ্চ– আঘাত করিয়া (অস-ক্রি)
উপাগামি– উপনীত হইয়াছিল, আসিয়াছিল (ক্রি)
উপাসক– উপাসক, ভক্ত (পুং)
উপাসিকা– উপাসিকা (স্ত্রী)
উপাহন– স্যান্ডেল (পুং)
উপেচ্চ– পৌছিয়া, উপনীত হইয়া (অস-ক্রি)
উপোসথকম্ম– উপোসথ কর্ম (ন)
উপ্পজ্জ– জন্মগ্রহণ করিয়া, উৎপন্ন হইয়া (অস-ক্রি)
উপ্পজ্জিস্‌স– সে উৎপন্ন হইত (ক্রি)

উপ্পন্ন– উৎপন্ন (অ-কৃ)
উপ্পাদিত– উৎপাদিত (অ-কৃ)
উব্বিগ্ন– উদ্বিগ্ন (অ-কৃ)
উভযথা– উভয় প্রকারে, উভয় পদ্ধতিতে (ক্রি-বিণ)
উম্মগ্ন– উন্মার্গ, ভুলপথ (পুং)
উয্যান– উদ্যান, বাগান (ন)
উয্যোজেতি– পাঠিয়ে দেওয়া, প্ররোচিত করা (ক্রি)
উর– বুক, বক্ষ (পুং) (ন)
উরগ– সাপ (পুং)
উস্সব– উৎসব (পুং)
উস্সহতি– চেষ্টা করা, উৎসাহিত করা (ক্রি)
উস্সহন্ত– চেষ্টা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
উস্সাপেতি– উর্ধে তোলা (ক্রি)
উস্সারণা– প্রবল আলোড়ন, প্রবল বিক্ষোভ (স্ত্রী)
উলুঙ্ক– বড় চামচ (পুং)
একক– একাকী (বিণ)
এক্কখত্তুং– একবার (ক্রি-বিণ)
এক্কখিক– একচক্ষুসম্পন্ন (বিণ)
একচ্চ– কিছু (বিণ)
একধা– এক উপায়ে (ক্রি-বিণ)
একমন্তং– একপাশে (ক্রি-বিণ)
একংসেন– খুব সম্ভবত (ক্রি-বিণ)
একীভাব– একতা (পুং)
একেক– একে একে, প্রত্যেকে (বিণ)
এত্তক– এই পরিমাণ (বিণ)
এব– শুধুমাত্র (নি)
এবমেব– অনুরূপভাবে (নি)
এবরূপ– এইরূপ (বিণ)
এবং– এইরূপ, যেমন (নি)
এলমূগ– মূর্খ (পুং)
ওকাস– অবকাশ, স্থান (পুং)
ওকিরতি– বিকীর্ণ করা, ছড়ানো ছিটানো (ক্রি)
ওকিরাপেতি– বিকীর্ণ করানো (ক্রি)
ওক্কমতি– নীচে পড়ে যাওয়া, ঘুমিয়ে পড়া (ক্রি)
ওঘ– পুষ্টি, রস (পুং) (ন)
ওজবন্তু– পুষ্টিকর (বিণ)
ওতরন্ত– অবতরণ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
ওতার– সুযোগ, দোষ (পুং)
ওধি– সীমা (পুং)
ওনমতি– অবনমন করা (ক্রি)
ওনীত– অপসৃত (অ-কৃ)
ওভাস– আলো (পুং)
ওমুঞ্চতি– খুলিয়া ফেলা (ক্রি)
ওরস– ঔরস (বিণ)
ওলম্বীযতি– লটকিয়ে রাখা (ক্রি)
ওবরক– প্রাসাদ, ভবন (পুং)
ওসান– শেষ (বিণ)
ওসানে– শেষে।
কঙ্খা– সন্দেহ, সংশয় (স্ত্রী
কচৰর– ময়লা, আবর্জনা (পুং)
কচ্ছপ– কচ্ছপ, কাছিম, কূর্ম (পুং)

কঞ্চুক– জামা, জ্যাকেট (পুং)
কটচ্ছু– চামচ, হাতা (পুং)
কট্ঠ– কর্ষিত (অ-কৃ)
কঠিত– ফুটন্ত জলে সিদ্ধ (অ-কৃ)
কনিট্ঠ – কনিষ্ঠ, ছোট (বিণ)
কতিপয– কতিপয়, কিছু সংখ্যক, কতেক (বিণ)
কত্তব্ব– সম্পাদন করা উচিত বা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
কত্তুং– করিতে (তং)
কথেন্ত– কথা বলিতে বলিতে, বর্ণনা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
কনক– স্বর্ণ, কনক, সোনা (ন)
কন্তন্ত– সুতা কাটিতে কাটিতে (বর্ত-কৃ)
কন্তার– কান্তার, মরুভূমি (পুং)
কন্দন্ত– উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
কপ্প– কল্প (পুং)
কপ্পেতি– কাটা, সজ্জিত করা, প্রস্তুত করা। *'জীবিকং কপ্পেতি'* অর্থে জীবন ধারণ করা (ক্রি)
কম– ক্রম, পদ্ধতি, প্রণালী (পুং)
কম্পতি– কম্পন করা, কাঁপা (ক্রি)
কম্পমান– কম্পমান, কাঁপিতে কাঁপিতে (বর্ত-কৃ)
কম্পেতি– কম্পিত করানো, দ্রুত সঞ্চালন করানো (ক্রি)
কম্বল– কম্বল, পশমীবস্ত্র (পুং) (ন)
কম্ম– কর্ম, কার্য, কাজ (ন)
কম্মক্খয– কর্মক্ষয় (পুং)
কম্মট্ঠান– কর্মস্থান, ধ্যানের বিষয়-বস্তু (ন)
কম্মন্ত– কর্ম, কাজ, ব্যবসা (পুং)
করণ্ড– খুদ্র পেটিকা (পুং)
করহচি– সম্ভবত, কদাচিৎ, কখনও কখনও (নি)
করীযতি– তৈরী করা হয় (ক্রি)
করোতি– সম্পাদন করা (ক্রি)
কসন– কর্ষণ (ক্রি-বি)
কসিত– কর্ষিত (অ-কৃ)
কস্মা– কেন, কি হেতু (ন)
কহং– কোথায়? ক্রি-বিণ)
কহাপণ– স্বর্ণমুদ্রা (যাহার মূল্য প্রায় দেড় থেকে দুই টাকা) (পুং)
কান– অন্ধ, কানা, (যাহার একটি চোখ নষ্ট হইয়াছে) (বিণ)
কাতব্ব– করা উচিত বা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
কাতবে– করিতে (তুং)
কাম– কাম, অনুরাগ (পুং)
কামং– নিশ্চিতভাবে, অবশ্যই (ক্রি-বিণ)
কাযিক– কায়িক, দৈহিক (বিণ)
কারক– প্রস্তুতকারক, সম্পাদনকারী (পুং)
কারিত– অন্যের দ্বারা নির্মিত (অ-কৃ)
কারিয– ব্যবসা, কার্য, কর্তব্য (ন)
কারোসি– অন্যের দ্বারা করাইয়াছিল

বা নির্মাণ করাইয়াছিল (ক্রি)
কালস্সে'ৰ – সকালে, প্রত্যুষে।
কাসাৰ– কাষায় বস্ত্র, পীত বসন (ন)
কাসিক– কাশি রাজ্যে তেরী (বিণ)
কিকী– কিকী বা নীল পাখী (স্ত্রী)
কিচ্চ– কৃত্য, কাজ, কার্য (ন)
কিঞ্চি– কিছু, কিঞ্চিৎ (নি)
কিনীয়তি– ক্রীত হওয়া (ক্রি)
কিত্তক– কত পরিমাণ? কতগুলি? (বিণ)
কিংসু– প্রশ্নবোধক প্রত্যয় (নি)
কিলঞ্জ– মাদুর (পুং)
কিলন্ত– ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন (অ-কৃ)
কুঞ্জর– হস্তী, হাতি (পুং)
কুণ্ডিকা – কলসী (স্ত্রী)
কুণী – পঙ্গু, খঞ্জ (বিণ)
কুদাচনং– কখনো, কোন সময় (নি)
কুপ্পমান– ক্রুদ্ধ বা কুপিত হইয়া (বর্ত-কৃ)
কুমুদ– শ্বেতপদ্ম (নি)
কুম্ভকার– কুম্ভকার, কুমার (পুং)
কুরুমান– করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
কুলপুত্ত– কুলপুত্র, সদ্বংশজাত পুত্র (পুং)
কুলপরিৰট্ট– পুরুষ, বংশ (নি)
কুস– এক প্রকার সুগন্ধ ঘাস (প্রং)
কুসল– চালাক, চতুর (বিণ); কুশল, পুণ্য, শুণ (ন)
কূজিত– পাখির কলরবে বা গানে মুখরিত (অ-কৃ)
কূট– অগ্রদেশ, শিখর, চূড়া, ফন্দী, চতুরী (ন)
কূপ– কূপ, কুয়া (পুং)
কোকিল– কোকিল (পুং)
কোট্ঠক– প্রকোষ্ঠ, তোরণমার্গ (পুং)
কো চি– (অনির্দিষ্ট সর্বনাম) যে কেহ, কোন এক ব্যক্তি।
কোসল্ল– দক্ষতা, চাতুরতা (ন)
ক্রিয়া– কার্য, কর্ম , ক্রিয়া (স্ত্রী)
খচিত– খচিত, যোজিত (অ-কৃ)
খজ্জ– কঠিন খাদ্য, সুমিষ্ঠ খাদ্য (ন)
খজ্জতি– খাদিত হওয়া (ক্রি)
খজ্জোপনক – জোনাকি পোকা (পুং)
খণ– ক্ষণ, মুহূর্ত (ন)
খণ্ড– অংশ, ভাগ, খণ্ড (পুং)
খত– খনিত, ক্ষত, আহত (অ-কৃ)
খত্তিয– ক্ষত্রিয়, যোদ্ধা (পুং); ক্ষত্রিয় জাতীয় (বিণ)
খন্ত– ক্ষান্ত, ধৈর্যশীল (অ-কৃ)
খন্ধ– প্রধান অংশ, বড় বা স্থুল অংশ, হাতির শুঁড় (ন)
খন্ধৰার– দুর্গা, শিবির, তাবু (পুং)
খলু– বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে (নি)
খাণু– গাছের গোড়া (পুং)
খাদিত– খাদিত, পরিভুক্ত (অ-কৃ)

খিন্ন– খুন্ন, দুঃখিত (অ-কৃ)
খিপতি– নিক্ষেপ করা, ছুড়িয়া ফেলা, ফেলিয়া দেওয়া (ক্রি)
খিপন্ত– নিক্ষেপ করিতে করিতে, হাঁচি দিতে দিতে (বর্ত-কৃ)
খীণ– খীণ, নিঃশেষিত (অ-কৃ)
খীরপাযাস– দুগ্ধপায়স (পুং)
খেদ– নৈরাশ্য, আক্ষেপ, দুঃখ (পুং)
খেপেত্বা– অপচয় করিয়া, নষ্ট করিয়া (অস-ক্রি)
গজ্জন্ত– গর্জন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
গণ– গণ, জনতা, দল (পুং)
গণিক– দলপতি (বিণ)
গণিকা– গণিকা, বেশ্যা (স্ত্রী)
গণ্হাতি– গ্রহণ করা (ক্রি)
গন্তব্ব– গমন করা উচিত বা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
গন্থকার– গ্রন্থকার (পুং)
গন্থাৰলি– গ্রন্থাবলী, সাহিত্য (স্ত্রী)
গন্ধ– গন্ধ, ঘ্রাণ (পুং)
গন্ধোদক– সুগন্ধি জল (নি)
গবৃভ– ভিতরের কামরা বা প্রকোষ্ঠ, শয়ন কক্ষ (পুং)
গমন– গমন, চলন (ক্রি-বি)
গযহ্– গ্রহণ করা উচিত (ভবি-কৃ)
গরহিত– গর্হিত, নিন্দিত (অ-কৃ)
গরুকাতব্ব– সম্মান, সৎকার বা গৌরব করা উচিত (ভবি-কৃ)
গরুকত– সম্মান বা গৌরব করা হইয়াছে এমন (অ-কৃ)
গরুগব্ভা– গর্ভবতী (মহিলা) (স্ত্রী)
গহন– অধিকার, গ্রহণ, (ক্রি-বি)
গামৰাসী– গ্রামবাসী, গ্রাম্য কৃষক (পুং)
গাযতি– গান করা (ক্রি)
গাযন্ত– গান করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
গারৰ– সম্মান, গৌরব, পূজা (পুং)
গাহ– গ্রহণ, ধারণ (ক্রি-বি)
গাহক– বহনকারী, গ্রাহক (পুং)
গাহাপেতি– গ্রহণ করানো (ক্রি)
গিম্হিক– গ্রীষ্মকালীন, গ্রীষ্মকাল সম্বন্ধীয় (বিণ)
গিলান– রুগ্ন, অসুস্থ (বিণ)
গিলানুপম– রোগী সদৃশ (বিণ)
গিহী– গৃহী, গৃহস্থ ব্যক্তি (পুং)
গীত– গান, গীত (ন)
গুত্ত– গুপ্ত, রক্ষিত, লুক্কায়িত (অ-কৃ)
গেলঞ্ঞ– রুগ্নতা, অসুস্থতা (ন)
গেহ– গৃহ, বাড়ী, ঘর (পুং) (ন)
গোচর– খাদ্য, কর্ম, (সাহিত্যে– গোচরণ ভূমি) (পুং)
গোতমী– গৌতম বংশিয় একজন নারী (স্ত্রী)
গোপানসী– ছাদ বা চালের কাঠামোর ভার ধারণ করিবার বক্র বিম (স্ত্রী)

গোপিত– গুপ্ত, রক্ষিত, লুক্কায়িত (অ-কৃ)
গোপেতি– পাহারা দেওয়া, রক্ষা করা (ক্রি)
ঘটক– ছোট জলপাত্র (পুং)
ঘনং– গাঢ়ভাবে, নিবিড়ভাবে, ঘনত্বাকারে (ক্রি-বিণ)
ঘরাৰাস– গৃহীজীবন, আগারিক জীবন (পুং)
ঘাতিক– ঘৃতমিশ্রিত (বিণ)
ঘুট্‌ঠ– ঘোষিত, প্রকাশিত (বর্ত-কৃ)
চ– ও, এবং, শুধুমাত্র (নি)
চক্কমগ্গ– চাকাওয়ালা রথ বা গাড়ী চলিবার পথ (পুং)
চক্করতন– চক্ররত্ন (ন)
চক্কৰত্তী– চক্রবর্তী বা একচ্ছত্র সম্রাট (পুং)
চক্কাবাল– চক্রবাল (পুং)
চক্কযুধ– চক্রাকৃতির বল্লম (ন)
চজতি– ত্যাগ করা, পরিত্যাগ করা (ক্রি)
চজীযতি– পরিত্যক্ত হওয়া (ক্রি)
চতুক্ক– চতুষ্ক, চৌরাস্তার সন্ধিস্থল (ন)
চতুব্বিধ– চতুর্বিধ, চার প্রকার (বিণ)
চন্দন– চন্দন কাষ্ঠ (ন)
চমরী– হিমালয়ে এক জাতীয় চমরী গাই গুরু বিশেষ (পুং)
চর– গুপ্তচর, গোয়েন্দা (পুং)
চরন্ত– ভ্রমণ করিতে করিতে, বিচরণ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
চরিত– জীবন, স্বভাব, চরিত্র (ন)
চলতি– হাঁটা, সঞ্চরণ করা, কম্পন করা (ক্রি)
চৰতি– চ্যুত হওয়া, মৃত্যু হওয়া (ক্রি)
চাগ– দান, ত্যাগ (পুং)
চারিকা– ভ্রমণ, পর্যটন (স্ত্রী)
চালনীয– সঞ্চরণ বা কম্পন করা উচিত বা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
চিত– সংগৃহিত, চয়নকৃত (অ-কৃ)
চিতক– চিতা,শ্মশান (পুং)
চিত্ত– চিত্রবিচিত্র, নানা বর্ণে রঞ্জিত (বিণ)
চিন্তযিত্বা – চিন্তা করিয়া (অস-ক্রি)
চিন্তা– চিন্তা, ভাবনা (স্ত্রী)
চিন্তেয্য– চিন্তনীয়, চিন্তা করা উচিত বা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
চিরং– দীর্ঘকাল (ক্রি-বিণ)
চীবর– চীবর, পীত বসন (ন)
চীযতি– সংগৃহীত হওয়া (ক্রি)
চুণ্ণেতি– চূর্ণ করা, ভাঙ্গিয়া ফেলা (ক্রি)
চেত– চিন্তা, ভাবনা (পুং) (ন)
চেতিয– চৈত্য, বিহার (ন)
চেতিযঙ্গণ– চৈত্যাঙ্গন (ন)
চেতোপসাদ– চিত্ত প্রসাদ, চিত্তসন্তুষ্টি (পুং)
চোর– চোর, ডাকাত (পুং)

ছড্ডেতি– নিক্ষেপ করা, ছুঁড়িয়া ফেলা (ক্রি)
ছণ– উৎসব, ভোজ (পুং)
ছন্দ– অভিমত, ইচ্ছা (পুং) (ন)
ছন্ন– আচ্ছন্ন, আবৃত (অ-কৃ)
ছবি– ছবি, চর্ম, চামড়া (স্ত্রী)
ছলভিঞ্ঞা– ষড়াভিজ্ঞা (স্ত্রী)
ছলংস– ছয়টি কোণ বিশিষ্ট (বিণ)
ছাদেতি– ঢাকনা দেওয়া, আচ্ছাদিত করা, ছাউনি দেওয়া (ক্রি)
ছিজ্জতি– ছেদিত বা ভগ্ন হওয়া (ক্রি)
ছেত্তু– ছেদক, কর্তনকারী (পুং)
ছেত্তুং– ছেদন করিতে (তুং)
জটিয– জটিল বা জটাধারী সন্ন্যাসী (পুং)
জটিল– 'জটিয' সদৃশ।
জন্নুমত্ত– হাঁটু প্রমাণ গভীর (বিণ)
জন– জন, ব্যক্তি (পুং)
জনতা– জনতা, জনসাধারণ (স্ত্রী)
জনপদ– জনপদ, রাজ্য (পুং)
জম্বুদীপ– জম্বুদীপ বা ভারত (পুং)
জরা– জরা, বার্ধক্য (স্ত্রী)
জলন্ত– জ্বলন্ত, দীপ্তিমান (বর্ত-কৃ)
জলিত– প্রজ্জ্বলিত, আলোকিত (অ-কৃ)
জব– গতিবেগ, বল (পুং)
জহাতি– পরিত্যাগ করা, বর্জন করা (ক্রি)
জহার– সে ত্যাগ করিয়াছে (ক্রি)
জহিত্বা– ত্যাগ করিয়া, বর্জন করিয়া (অস-ক্রি)
জাত– জাত, উৎপন্ন, জন্মপ্রাপ্ত, উৎপাদিত (অ-কৃ)
জাতি– জন্ম, প্রকার, রকম, শ্রেণী (স্ত্রী)
জানপদিক– দেশবাসী, জনপদবাসী (পুং)
জানন্ত– জানিতে জানিতে, বুঝিতে বুঝিতে (বর্ত-কৃ)
জাযতি– উৎপন্ন হওয়া, উদিত হওয়া (ক্রি)
জাযা– ভার্যা, পত্নী (স্ত্রী)
জিণ্ণ– জীর্ণ, বিনষ্ট, বৃদ্ধ (অ-কৃ)
জিত– বিজিত, জয়কৃত (অ-কৃ)
জিনন্ত– জয় করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
জিনাতি– জয় করা, দমন করা (ক্রি)
জীব– জীবন (পুং)
জীবিকা– জীবিকা, জীবনোপায় (স্ত্রী)
জীবিত– জীবন (ন)
জেয্য– জয় করিবার যোগ্য, জয় করা উচিত (ভবি-কৃ)
জোতন্ত– উজ্বল্যমান, দীপ্তিমান (বর্ত-কৃ)
ঝান– ধ্যান, ভাবনা (ন)
ঝাপিত– অগ্নিদগ্ধ (অ-কৃ)

ঝাম– জ্বলন্ত, পোড়া (বিণ)
ঝাযতি– ধ্যান করা, চিন্তা করা, দগ্ধ করা, পোড়ানো (ক্রি)
ঞত্বা– জানিয়া, জ্ঞাত হইয়া (অস-ক্রি)
ঞাণ– জ্ঞান, বুদ্ধি (ন)
ঞাতব্য– জ্ঞাতব্য, জানা উচিত বা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
ঞাতি– ঞাতি, আত্মীয়স্বজন (পুং)
ঞাতু– জ্ঞানী, বিজ্ঞ (পুং)
ঠপিত– স্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত (অ-কৃ)
ঠপেতব্ব– রাখিবার যোগ্য, রাখা উচিত বা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
ঠপেতি– স্থাপন করা, রাখা (ক্রি)
ঠপেত্বা– স্থাপন করিয়া, রাখিয়া, বাদ দিয়া, ব্যতীত (অস-ক্রি)
ঠাতুং– স্থিত হইতে, দাঁড়াইতে (তুং)
ঠান– স্থান, অবস্থান (ন)
ডয্হতি– দগ্ধ হওয়া (ক্রি)
তক্কিক– তার্কিক (পুং)
তণ্ডুলিক– ধানব্যবসায়ী (পুং)
তণ্হা– তৃষ্ণা, পিপাসা (স্ত্রী)
ততো নিদানং– সেই কারণে (ক্রি-বিণ)
তত্ত– তপ্ত, উত্তপ্ত (অ-কৃ)
তত্তক– সেই পরিমাণ, একই পরিমাণের, এতবড় (বিণ)
তথা– সেভাবে, তদ্রূপ (নি)
তথাগত– তথাগত বুদ্ধ (পুং)
তথাপি– তবুও, তথাপি, কিন্তু (নি)
তথেব– অনুরূপভাবে, ঠিক একইভাবে (নি)
তদেব– একই বিষয়ে, একই জিনিস।
তনোতি– বিস্তৃত করা, প্রসারিত করা (ক্রি)
তন্তবায– তাঁতী (পুং)
তপ– আত্মনিগ্রহ, তপশ্চর্যা, ধর্মীয় কঠোরতা (পুং) (ন)
তপমান– আলো বিকীর্ণ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
তপস্সী– তপস্বী, সন্ন্যাসী (পুং)
তপোধন– মুনি, তপস্বী (পুং)
তম– অন্ধকার, আঁধার (পুং) (ন)
তম্ব– তাম্র, তাম্রপাত্র (পুং); পিঙ্গল, বাদামিবর্ণ (বিণ)
তম্বূল– পান (ন)
তরণীয়– অতিক্রমযোগ্য, উত্তোরণ-যোগ্য (ভবি-কৃ)
তরমান– অতিক্রম করিতে করিতে, উত্তোরণ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
তস্মা– তদ্ধেতু, অতএব (নি)
তাত– পুত্র, পিতা (পুং)
তাদিস– তাদৃশ, সেরূপ (বিণ)
তাপস– তাপস, মুনি, ঋষি (পুং)
তাপিত– তপ্ত, উত্তপ্ত (অ-কৃ)
তারকা– তারকা, তারা, নক্ষত্র (স্ত্রী)
তারা– 'তারকা' সদৃশ (স্ত্রী)
তালপন্ন– তালপত্র (ন)

তাৰতক– যতটুকু, সে পরিমাণ (বিণ)
তিক– ত্রয়ী, ত্রিক (ন)
তিত্তি– তৃপ্তি, সন্তুষ্টি (স্ত্রী)
তিত্থিয– তীর্থিয় মতবাদ, শিক্ষাদাতা (পুং); তীর্থিয় (বিণ)
তিপিটক পালি– ত্রিপিটক পালি (স্ত্রী)
তুট্‌ঠ– তুষ্ট, সন্তুষ্ট (অ-কৃ)
তুণ্‌হী– মৌন, নীরব (নি)
তুণ্ড– হাতি পরিচালনা করিবার জন্য ব্যবহৃত অঙ্কুশ বা বর্শা (ন)
তুরিতং– অতিসত্ত্বর, তাড়াতাড়ি (ক্রি-বিণ)
তুরিয (ভণ্ড)– সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বাদ্যযন্ত্র (ন)
তেজ– তেজ, তাপ, উষ্ণতা (পুং) (ন)
তেজস্‌সী– তেজস্বী, প্রতিভাবান (পুং)
তেমেতি– সিক্ত করা, ভিজানো (ক্রি)
তেল– তৈল, তেল (ন)
তেলিক– তেল ব্যবসায়ী (পুং)
থনপ– দুগ্ধপোষ্য শিশু (পুং)
থল– স্থল, ভূমি (ন)
থলজ– স্থলজ, স্থলে জাত বা উৎপন্ন (বিণ)
থাম– শক্তি, বল (পুং)
থুতি– প্রশংসা, স্তুতি (স্ত্রী)
থূল– স্থূল, মোটা (বিণ)
থের– স্থবির, প্রবীণ (পুং)
থোক– অল্প, সামান্য (বিণ)
থোমেন্ত– প্রশংসা করিতে করিতে, গুণকীর্তন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
দক্‌খিন– দক্ষিণ, বাম (পার্শ্ব) (বিণ)
দট্‌ঠব্য– দর্শনযোগ্য, দেখা উচিত বা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
দড্‌ঢ– দগ্ধ, ভস্মীভূত, জ্বলিত (অ-কৃ)
দণ্ডদীপিকা– টর্চ লাইট, দীপবর্তিকা (স্ত্রী)
দণ্ডিক– দণ্ডধারী (বিণ)
দন্ত– দমিত, বশীভূত (অ-কৃ)
দন্তকট্‌ঠ– দন্তকাষ্ঠ (ন)
দমিল– তামিল (বিণ)
দমেতি– দমন করা, বশীভূত করা, সংযত করা (ক্রি)
দয়া– দয়া, করুণা, কৃপা (স্ত্রী)
দয়ালু– দয়ালু, দয়াবান (বিণ)
দস্‌সন– দর্শন, অবলোকন (ক্রি-বি)
দস্‌সেতি– দেখানো, প্রদর্শন করানো (ক্রি)
দস্‌সেন্ত– দেখাইতে দেখাইতে, প্রদর্শন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
দহর– যুবক, তরুণ, অল্প বয়স্ক (বিণ)
দল্‌হ– দৃঢ়, শক্ত, কঠিন (বিণ)

দলিদ্দ– দরিদ্র, গরিব (বিণ)
দানপতি– দানপতি, শ্রেষ্ঠদাতা (পুং)
দায়ক– দায়ক, দাতা (পুং)
দায়াদ– উত্তরাধিকারী (পুং)
দার– ভার্যা, স্ত্রী, পত্নী (পুং)
দারক– বালক, শিশু (পুং)
দালিদ্দিয– দারিদ্র (ন)
দারু– কাষ্ঠ, কাঠ (ন)
দারুময– কাষ্ঠময়, কাঠের নির্মিত (বিণ)
দিগুণ– দ্বিগুণ; দুই গুণ, দুইবার (বিণ)
দিজ– পাখি, ব্রাহ্মণ (পুং)
দিজগণ– পাখীর দল (পুং)
দিট্‌ঠ– দৃষ্ট, অবলোকিত (অ-কৃ)
দিনকর– সূর্য, রবি (পুং)
দিব্ব– দিব্য, স্বর্গীয়, দৈব (বিণ)
দিব্বতি– ক্রীড়া করা, খেলা করা (ক্রি)
দিযড্‌ঢ– দেড় (পুং)
দিস্‌সন্ত– দৃশ্যমান, দেখিতে দেখিতে, প্রতীয়মান (বর্ত-কৃ)
দীঘরত্ত– দীর্ঘকাল, দীর্ঘসময় (ন)
দীন– দীন, দরিদ্র, গরিব (বিণ)
দুক্কর– দুষ্কর, কঠিন (বিণ)
দুক্‌খিত– দুঃখিত, দুর্দশাগ্রস্ত (অ-কৃ)
দুগ্‌গন্ধ– দুর্গন্ধ, পঁচা গন্ধ (পুং)
দুট্ঠ– দুষিত, দুষ্ট, দুরাচারী (বিণ)
দুদ্দস– দেখা দুঃসাধ্য; দুর্নিরীক্ষ (বিণ)
দুদ্ধ– দুগ্ধ, দুধ (ন); দুগ্ধ দোহিত (অ-কৃ)
দুব্বণ্ণ– দুর্বর্ণ, বিবর্ণ (বিণ)
দুব্বল– দুর্বল, বলহীন (বিণ)
দুব্বল্য– বলহীনতা, দুর্বলতা (ন)
দুব্বিনীত– দুর্বিনীত, অসভ্য(অ-কৃ)
দুম– বৃক্ষ, গাছ (পুং)
দুরক্‌খাত– মন্দভাবে ব্যাখ্যাত (অ-কৃ)
দুল্লভ– দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য (বিণ)
দুৰিধ– দুই প্রকার, দ্বিবিধ (বিণ)
দুস্‌স– বস্ত্র, কাপড়, বসন (ন)
দুস্‌সতি– দুষিত করা, নষ্ট করা (ক্রি)
দুস্‌সীল– দুঃশীল, দুশ্চরিত্র (বিণ)
দূত– দূত, সংবাদবাহক (পুং)
দূরতো– দূর হইতে (নি)
দূসিত– দুষিত, নষ্ট (অ-কৃ)
দেয্য– দানযোগ্য, দান করা উচিত বা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
দেৰ– দেবতা, প্রভু (পুং)
দেৰদূত– দেবদূত, স্বর্গীয় প্রতিনিধি (পুং)
দেৰসিক– দৈনিক, প্রতিদিন (বিণ)
দেৰাযতন– দেবমন্দির (ন)
দেসনা– দেশনা, ভাষণ (স্ত্রী)
দেসেন্ত– দেশনা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)

দেহ– দেহ, কায়, শরীর (পুং) (ন)
দোবারিক– দ্বাররক্ষক, দ্বারপালা (পুং)
দোস– দোষ, অপরাধ, অনিষ্ট (পুং)
দোহল– দোহদ, গর্ভবতী মহিলার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বা সাধ (পুং)
দ্বয– যুগ্ম, যুগল, জোড়া (ন)
দ্বিক– 'দ্বয' সদৃশ।
দ্বিক্খত্তুং– দুইবার (ক্রি-বিণ)
ধজ– ধ্বজা, পতাকা, নিশান (পুং)
ধজালু– ধ্বজা সম্পন্ন, ধ্বজা দ্বারা সজ্জিত (বিণ)
ধঞ্ঞফল– শস্য, ফসল (ন)
ধনুগৃগহ– তীরন্দাজ, ধনুকধারী (পুং)
ধম্ম– ধর্ম, আদর্শ (পুং)
ধম্মকথিক– ধর্মকথিক, ধর্মবক্তা (পুং)
ধম্মচক্খু– ধর্মচক্ষু (ন)
ধম্মট্ঠ– ধার্মিক (বিণ)
ধম্মরাজ– ধার্মিক রাজা, ধর্মরাজ (পুং)
ধম্মাসন– ধর্মাসন, ধর্মদেশকের বসিবার আসন (ন)
ধম্মিক– ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ (বিণ)
ধংসতি– ধ্বংস করা, পতিত হওয়া (ক্রি)
ধাতু– ধাতু (স্ত্রী)
ধারা– ধারা, প্রবাহ, ছুরি বা তলোয়ারের ধার (স্ত্রী)
ধারেন্ত– বহন করিতে করিতে, ধারণ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
ধুণাতি– নাড়া দেওয়া, কম্পিত করা, ধ্বংস করা (ক্রি)
ধুবং– ধ্রুব, নিত্য, নিশ্চিতভাবে (ক্রি-বিণ)
ধোবন– ধোবন, ধৌতকরণ (ক্রি-বি)
নগর– নগর, শহর (ন)
নগরবাসী– শহরবাসী, নগরবাসী (পুং)
নগ্গ– নগ্ন, উলঙ্গ, বিবস্ত্র (বিণ)
নঙ্গল– নাঙ্গল, কৃষিযন্ত্র বিশেষ (ন)
নঙ্গুট্ঠ– লেজ (ন)
নচ্চ– নৃত্য, নাচ (ন)
নচ্চতি– নৃত্য করা, নাচা (ক্রি)
নট্ঠ– নষ্ট, বিনষ্ট (অ-কৃ)
নন্দন– আনন্দ, প্রমোদ (ক্রি-বি)
নভ– আকাশ, নভ (পুং)(ন)
নমস্সনীয– নমস্য, নমস্কার করিবার যোগ্য, নমস্কার করা উচিত (ভবি-কৃ)
নমস্সমান– নমস্যমান, নমস্কার করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
নব– নতুন, নব (বিণ)
নবকথা– উপন্যাস, কাহিনী (স্ত্রী)
নহুত– দশ হাজার (ন)
নাগর– নাগরিক (পুং); নগর সম্বন্ধীয় (বিণ)
নাটকিত্থী– নর্তকী (স্ত্রী)

নাগরিক– নাগরিক (পুং); নগর সম্বন্ধীয় (বিণ)
নাটিকা– অভিনেত্রী, নর্তকী (স্ত্রী)
নাথ– প্রভু, কর্তা (পুং); সমর্থ, সক্ষম (বিণ)
নানপ্পকার– নানা প্রকার; বিভিন্ন প্রকার (বিণ)
নানা– নানা, বিভিন্ন (নি)
নানাৰণ্ণ– নানাবর্ণ (বিণ)
নাভি– নাভি, মধ্যস্থল (স্ত্রী)
নায়ক– নায়ক, দলনেতা (পুং)
নাৰিক– নাবিক (পুং)
নাৰিকী– নাবিকী (স্ত্রী)
নিকায়– নিকায়, দল, শ্রেণী, সম্প্রদায় (পুং)
নিক্কুজ্জিত– উল্টানো হইয়াছে এমন (অ-কৃ)
নিক্খমতি–নিষ্ক্রমণ করা, প্রস্থান করা (ক্রি)
নিক্খমি– যে নিষ্ক্রমণ করিয়াছে, নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে (ক্রি)
নিক্খিত্ত– নিক্ষিপ্ত, পরিত্যাক্ত (অ-কৃ)
নিখণীযতি– খানিত হওয়া, সমাহিত হওয়া (ক্রি)
নিখাত– খনিত, সমাহিত করা হইয়াছে এমন (অ-কৃ)
নিখিল– সমগ্র, গোটা, নিখিল (বিণ)
নিখিলৰিজ্জালয– বিশ্ববিদ্যালয়
নিগচ্ছতি– নিমগ্ন হওয়া বা তলাইয়া যাওয়া (ক্রি)
নিগণ্ঠ– নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসী (পুং)
নিগ্গত– নির্গত, নিষ্ক্রান্ত (অ-কৃ)
নিচয– নিচয়, সমূহ, রাশি (পুং)
নিদহিত– গচ্ছিত, লুক্কায়িত (অ-কৃ)
নিধীযতি– গচ্ছিত রাখা, লুক্কায়িত হওয়া (স্ত্রী)
নিন্দতি– নিন্দা করা, বদনাম করা (ক্রি)
নিপন্ন– শায়িত (অ-কৃ)
নিপুণ– নিপুণ, দক্ষ, চতুর (বিণ)
নিপ্ফন্ন– নিষ্পন্ন, সিদ্ধ, সম্পাদিত (অ-কৃ)
নিবদ্ধং– সর্বদা, সবসময় (বিণ)
নিব্বত– জাত, উৎপন্ন, আবির্ভূত (অ-কৃ)
নিব্বত্তি– জন্ম হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, আবির্ভূত হওয়া (ক্রি)
নিব্বত্তেতি– উৎপাদন করা (ক্রি)
নিব্বান– নির্বাণ, সর্বতৃষ্ণার নিবৃত্তি (ন)
নিব্বিন্দতি– নির্বেদ প্রাপ্ত হওয়া, বীতরাগ হওয়া (ক্রি)
নিব্বুত– নির্বাপিত, শীতলীভূত, প্রশমিত (অ-কৃ)
নিমন্তেতি– নিমন্ত্রণ করা (ক্রি)
নিমিত্তপাঠক– সত্যবাদী, সত্যবক্তা,

ভবিষ্যদ্বক্তা (পুং)
নিম্মল– নির্মল, বিমল, নির্দোষ (বিণ)
নিম্মিত– নির্মিত, গঠিত, প্রস্তুত (অ-কৃ)
নিম্মিনাতি– নির্মাণ করা, প্রস্তুত করা (ক্রি)
নিযামিত– নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত, নির্দেশিত, নির্ধারিত (অ-কৃ)
নিযোজেতি– অন্যায় কাজ করা, ভারার্পণ করা (ক্রি)
নিয্যতি– পরিচালিত হওয়া (ক্রি)
নিয্যাতি– বহির্গত হওয়া (ক্রি)
নিয্যানিক– মুক্তিপ্রদায়ক, মুক্তিসাধক (বিণ)
নিরয– নরক, নিরয়, (পুং)
নিরবসেস– সম্পূর্ণ, সমগ্র (বিণ)
নিরুত্তর– নিরুত্তর, উত্তরশূন্য, উত্তর দানে অসমর্থ (বিণ)
নিরোগ– নিরোগ, রোগহীন (বিণ)
নিৰত্থ– বস্ত্র পরিহিত, পোশাক পরিহিত (অ-কৃ)
নিৰারেতুং– নিবারণ করিতে, বন্ধ করিতে (তুং)
নিৰাসাপেতং– বস্ত্র পরিধান করাইতে (তং)
নিৰাসেতি– পরিধান করা (ক্রি)
নিৰাসেত্বা– (নিজে নিজে) পরিধান করিয়া (অস-ক্রি)
নিৰেদেতি– জ্ঞাপন করা, জানানো (ক্রি)
নিৰেসন– নিবাস, গৃহ, বাসস্থান (ন)
নিসজ্জ– উপবেশন করিয়া (অস-ক্রি)
নিসাকর– চাঁদ, চন্দ্র (পুং)
নিসিন্নক– উপবিষ্ট (বিণ)
নিস্সায– সম্বল করিয়া, নির্ভর করিয়া (অস-ক্রি)
নিস্সিত– আশ্রিত, সংলগ্ন (অ-কৃ)
নিস্সিতক– নির্ভরশীল, অধীন, মুখাপেক্ষী (বিণ)
নিস্সেনী– অধীরোহনী, সিড়ি, মই, আরোহনী (স্ত্রী)
নিহচ্চ– করাঘাত করিয়া (অস-ক্রি)
নীচ– নীচু বা নিম্ন, হীন (বিণ)
নীতিগন্থ– নীতিগ্রন্থ, আইন গ্রন্থ (পুং)
নীতি– নীত হওয়া, চালিত হওয়া (ক্রি)
নীল– নীল রঙে রঞ্জিত (বিণ)
নীৰরণ– নীবরণ, বাঁধা, প্রতিবন্ধক (ন)
নীহরিতব্ব– বহনযোগ্য, বহন করা উচিত বা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
নীহরিত্বা– বহন করিয়া, হরণ করিয়া, নিয়া গিয়া (অস-ক্রি)
নূনং– নিশ্চিতরূপে, নিঃসন্দেহে (নি)
নেক– অনেক, বহু (বিণ)

নেত্বা– বহন করিয়া, নিয়া গিয়া, (অস-ক্রি)
নেপুঞ্ঞ– নৈপুণ্য, নিপুণতা (ন)
নেমি– নেমি, চাকার প্রান্তভাগ বা ধার (স্ত্রী)
নেয্য– নেওয়া কর্তব্য, জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য বা জানা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
নেরযিক– নৈরয়িক, নরকে উৎপন্ন বা জাত (বিণ)
নো চে– কেহই নহে, যদি না (নি)
ন্হাত– স্নাত (অ–কৃ)
পকাসেতি– প্রকাশ করা, বলা, ঘোষণা করা (ক্রি)
পকাসেতুং– প্রকাশ করিতে, চলিতে, ঘোষণা করিতে (তুং)
পক্ক– পক্ক, সিদ্ধ, রন্ধিত, তপ্ত, পাঁকা (অ–প্র)
পক্কন্ত– গত, প্রস্থিত (অ–প্র)
পক্কামি– প্রস্থান করিয়াছিল, চলিয়া গিয়াছিল, (ক্রি)
পক্কোসাপেতি– নিকটে ডাকানো, ডাকিয়া পাঠানো (ক্রি)
পক্কোসিত্বা– নিকটে ডাকিয়া (অস-ক্রি)
পক্খালেতি– প্রক্ষালন করা, পরিষ্কার করা (ক্রি)
পক্খিপতি– প্রক্ষেপ করা, ভিতরে স্থাপন করা (ক্রি)
পগ্ঘরতি– প্রবাহিত হওয়া, ফোঁটায় ফোঁটায় নির্গত হওয়া (ক্রি)
পঙ্কজ– পঙ্কে উৎপন্ন পদ্ম (ন)
পচ্চস্সোসি– প্রত্যুত্তর দিলেন (ক্রি)
পচ্চক্খং– প্রত্যক্ষভাবে, সম্মুখে, সরাসরি (ক্রি–বিন)
পচ্চন্তিম– প্রত্যন্ত, দূরবর্তী (বিণ)
পচ্চাগচ্ছতি– প্রত্যাবর্তন করা (ক্রি)
পচ্চাজাত– জাত, উৎপন্ন (অ–প্র)
পচ্চুগ্গমন– মিলিত হইবার জন্যে সম্মুখে গমন (ন)
পচ্চুট্ঠেতি– আসন হইতে উঠা বা প্রত্যুত্থান করা (ক্রি)
পচ্চুপট্ঠাপেতি– (স্মৃতিশক্তি) পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া (ক্রি)
পচ্ছতো– পশ্চাতে, পিছে (নি)
পচ্ছিম– পশ্চিম, শেষ, অন্তিম, (বিণ)
পজানাতি– সম্যকরূপে বা যথাযথভাবে জানা (ক্রি)
পঞ্চদসী– পঞ্চদর্শী (স্ত্রী)
পঞ্ঞবা– প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী (বিণ)
পঞ্ঞাপেতব্ব– প্রজ্ঞাপ্ত বা প্রস্তুত করা উচিত বা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
পঞ্ঞত্ত– প্রজ্ঞাপ্ত, প্রস্তুতকৃত (অ-কৃ)
পঞ্ঞাবুদ্ধি– প্রজ্ঞাবৃদ্ধি, জ্ঞানবৃদ্ধি (স্ত্রী)
পঞ্হ– প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা (তি)
পটাকা– পতাকা, নিশান (স্ত্রী)
পটিক্কমতি– পশ্চাতে গমন করা, পশ্চাতে সরিয়া আসা (ক্রি)

পটিক্কূল– প্রতিকূল, বিরাগজনক, বিতৃষ্ণা উৎপাদক (বিণ)
পটিক্খিপতি– প্রত্যাখ্যান করা, বাতিল করা, অসম্মত হওয়া (ক্রি)
পটিক্খিপন– প্রত্যাখ্যান, অননুমোদন (ক্রি-বি)
পটিগণ্হাতি– গ্রহণ করা, নেওয়া, স্বীকার করা (ক্রি)
পটিচ্চ– কারণে, দরুণ, জন্যে (নি)
পটিচ্ছন্ন– প্রতিচ্ছন্ন, আবৃত, গুপ্ত, লুক্কায়িত (অ-কৃ)
পটিচ্ছাপেসি– হস্তান্তর করিয়াছিল।
পটিজানি– অঙ্গীকার করিয়াছিল, সম্মতি দিয়াছিল (ক্রি)
পটিঞ্ঞা– প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার, শপথ, সম্মতি (স্ত্রী)
পটিনিস্সজ্জতি– পরিত্যাগ করা, ফেলিয়া দেওয়া (ক্রি)
পটিনিৰত্ততি– প্রত্যাবর্তন করা, ফেরৎ আসা (ক্রি)
পটিপজ্জতি– অনুশীলন করা, আচরণ করা (ক্রি)
পটিপুচ্ছতি– পুনঃরায় প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা (ক্রি)
পটিভাতি– কহারো মনে প্রতিভাত বা উদিত হওয়া (ক্রি)
পটিযত্ত– প্রস্তুতকৃত, তৈরীকৃত (অ-কৃ)
পটিযাদেতি– প্রস্তুত করা, তৈরী করা, নির্মাণ করা (ক্রি)
পটিরাজ– বিরুদ্ধ রাজা বা শত্রুপক্ষীয় রাজা (পুং)
পটিলদ্ধুং– লাভ করিতে, অর্জন করিতে (তুং)
পটিলভতি– অর্জন করা, লাভ করা, পাওয়া (ক্রি)
পটিৰচন– প্রতিবচন, প্রত্যুত্তর (ন)
পটিৰেদেতি– জ্ঞাত করা, বলা, জানানো (ক্রি)
পটিৰেধ– উপলব্ধি, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি (পুং)
পটিসঙ্খরোতি– মেরামত করা, সংস্কার করা (ক্রি)
পটিসল্লীন– নিঃসঙ্গ হইয়াছে এমন, একাকী হইয়াছে এমন (অ-কৃ)
পটিসামেতি– যথাযথ স্থাপন করা, দূরে সরাইয়া রাখা (ক্রি)
পটিহত– প্রতিহত, কোন কিছুতে আঘাতকৃত বা করাঘাতকৃত (অ-কৃ)
পট্ঠায– প্রথমেই, এখন হইতে, পরে (নি)
পঠীযতি– পঠিত হওয়া (ক্রি)
পণিদহতি– আকুলভাবে কামনা করা, স্বাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করা (ক্রি)
পণীত– উৎকৃষ্ট, উত্তম, মূল্যবান (বিণ)
পণ্ডিচ্চ– পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা (ন)
পণ্ডিতাচরিয– পণ্ডিতাচার্য, অভিজ্ঞ শিক্ষক (পুং)
পণ্ণরসী– পঞ্চদশী (স্ত্রী)

পণ্নসালা– পর্ণশালা, পর্ণকুটির (স্ত্রী)
পণ্নাকার– উপঢৌকন, উপহার (পুং)
পততি– (নীচে)পতিত হওয়া (ক্রি)
পতিকুল– স্বামীর কুল বা পরিবার (ন)
পতিগণ্হতি– প্রতিগ্রহণ করা (ক্রি)
পতিট্ঠাপযমান– প্রতিষ্ঠা করিতে করিতে, স্থাপন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
পতিট্ঠাপিত– প্রতিষ্ঠিত, স্থাপিত (অ-কৃ)
পতিট্ঠাপেতি– প্রতিষ্ঠা করা, স্থাপন করা (ক্রি)
পতিত– পতিত, পড়িয়া গিয়াছে এমন (অ-কৃ)
পতিদিনং– প্রত্যহ, প্রতিদিন, দৈনিক (ক্রি-বিণ)
পতিরূপ– প্রতিরূপ, উপযুক্ত, উপযোগী, সন্তোষ বিধায়ক (বিণ)
পতিরূপক– প্রতারক, ছদ্মবেশী (পুং)
পত্ত– পাত্র (পুং)
পত্তয্য– প্রাপ্তব্য, পাইবার যোগ্য, লাভ করা উচিত, লভ্য (ভবি-কৃ)
পত্তুং– লাভ করিতে, পাইতে (তুং)
পত্থট– বিস্তৃত, প্রসারিত (অ-কৃ)
পত্থনা– প্রার্থনা, অভিলাষ (স্ত্রী)
পত্থরতি– প্রসারিত করা (ক্রি)
পত্থিতট্ঠান– উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গন্তব্য স্থল (স্ত্রী)
পথিক– পথিক, পর্যটক (পুং)
পদক্খিণা– প্রদক্ষিণ, পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়ানো (স্ত্রী)
পদসো– প্রতি পদে পদে (নি)
পদিক– পদব্রজে গমনকারী, পদযাত্রী, গদ্যময় বা গদ্যতুল্য অর্থাৎ কবিত্বহীন বা নীরস (পুং)
পদুট্ঠ– প্রদুষ্ট, দুর্বৃত্ত, ক্ষতিকারক (অ-কৃ)
পদেস– প্রদেশ, রাজ্য (পুং)
পধংসিয– অবমাননার যোগ্য, অত্যাচারিত বা লুণ্ঠিত হইবার যোগ্য (বিণ)
পধান– প্রধান, মুখ্য, অগ্রগণ্য (বিণ)
পন্তি– পঙক্তি, সারি, শ্রেণী (স্ত্রী)
পন্থক– পথিক, পর্যটক (পুং)
পন্থঘাতক– দুর্ধর্ষ ডাকাত, পথের দস্যু (পুং)
পপ্পোতি– প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা, উপনীত হওয়া (ক্রি)
পবোধেতি– জাগ্রত হওয়া, সক্রিয় হওয়া (ক্রি)
পব্বজতি– গৃহস্থ জীবন ত্যাগ করা, প্রব্রজিত হওয়া (ক্রি)
পব্বজিত– প্রব্রজিত, ভিক্ষু (পুং)
পব্বজিস্স– প্রব্রজিত বা ভিক্ষু হয়েছিলেন (ক্রি)
পব্বজ্জা- প্রব্রজ্যা, আত্মত্যাগ,

সন্ন্যাস গ্রহণ (স্ত্রী)
পভৰতি– আরম্ভ হওয়া, শুরু হওয়া, উৎপন্ন হওয়া (ক্রি)
পভাসেতি– আলোকিত করা,উজ্জল হওয়া (ক্রি)
পমজ্জ– প্রমত্ত হইয়া, অসাবধান হইয়া (অস-ক্রি)
পমজ্জতি– প্রমত্ত হওয়া, অসাবধান হওয়া (ক্রি)
পমেয্য– পরিমাপযোগ্য (ভবি-কৃ)
পয– দুধ, পানি, জল (পুং) (ন)
পযিরুপাসতি– সঙ্গী হওয়া, মিলিত হওয়া, সম্মান করা, পরিচর্যা করা (ক্রি)
পযোজন– প্রয়োজন, প্রয়োগ, ব্যবহার (ন)
পযোজতি– কর্মে নিযুক্ত করা, প্রয়োগ করা (ক্রি)
পযোজযিস্স– কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল, নিয়োজিত হইয়াছিল (ক্রি)
পরক্কম– পরাক্রম, শক্তি, প্রভাব (পুং)
পরক্কমতি– শক্তি প্রদর্শন করা, সংগ্রাম করা (ক্রি)
পরং– পরে, পরবর্তীতে (ক্রি-বিণ)
পরলোক– পরলোক, পরকাল, লোকান্তর (পুং)
পরাজেতি– পরাজয় করা, পরাস্ত করা, বশে আনা (ক্রি)
পরাভৰ– ধ্বংস, অপমান, সর্বনাশ, হানি (পুং)
পরামসতি– আসক্ত হওয়া, সংশ্লিষ্ট বা মিলিত হওয়া (ক্রি)
পরিক্খিত্ত– চতুর্দিক পরিবেষ্টিত (অ-কৃ)
পরিক্খীণা– নিঃশেষিত, নষ্ট, ক্ষয়িত (অ-কৃ)
পরিক্খেপ– ঘেরা, পরিবেষ্টন, বেড়া, পরিধি (পুং)
পরিচরতি– পরিচর্যা করা, সেবা করা (ক্রি)
পরিচারক– পরিচারক, সেবক, পরিচর্যাকারী (পুং)
পরিচারিকা– পরিচারিকা, সেবিকা, পরিচর্যাকারিনী (স্ত্রী)
পরিচ্চজতি– পরিত্যাগ করা, বর্জন করা, প্রত্যাখ্যান করা (ক্রি)
পরিচ্ছিন্দতি– নক্শা অঙ্কন করা, নির্ধারণ করা (ক্রি)
পরিজানাতি– সম্যকভাবে জানা, যথাযথভাবে জানা (ক্রি)
পরিদহন্ত– পরিধান করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
পরিদেৰমান– বিলাপমান, আর্তনাদ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
পরিধাৰতি– ইতস্তত ছুটাছুটি করা বা দৌড়ানো (ক্রি)
পরিধাৰন– ইতস্তত ছুটাছুটিকরণ (ক্রি-বি)

পরিনিব্বাতি– পরিনির্বাপিত হওয়া (ক্রি)
পরিনিব্বান– পরিনির্বাণ (ন)
পরিপুণ্ণ– পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ (অ-কৃ)
পরিপূর– সম্পূর্ণ, সমগ্র, গোটা (বিণ)
পরিব্বয– ব্যয়, খরচ, মজুরি, বেতন, পারিশ্রমিক (পুং)
পরিব্বাজক– পরিব্রাজক, পর্যটক সন্ন্যাসী (পুং)
পরিভাসতি– তিরস্কার করা, ভর্ৎসনা করা, নিন্দা করা (ক্রি)
পরিভুঞ্জিত্বা– পরিভোগ করিয়া, উপভোগ করিয়া (অস-ক্রি)
পরিযটক– পর্যটক, ভ্রমণকারী (পুং)
পরিযায– পর্যায়, প্রকার, প্রণালী, অনুক্রম (পুং)
পরিযেসতি– খোঁজা, সন্ধান করা, তদন্ত করা (ক্রি)
পরিযেসমান– অনুসন্ধান করিতে করিতে, খুঁজিতে খুঁজিতে (বর্ত-কৃ)
পরিযোদপনা– পবিত্রকরণ, বিশুদ্ধকরণ, নির্মলকরণ (স্ত্রী)
পরিযোদপেতব্বা– পবিত্র বা বিশুদ্ধ করা উচিত (ভবি-কৃ)
পরিৱজ্জেতি– বর্জন করা, অপসারণ করা, ত্যাগ করা (ক্রি)
পরিৱত্ততি– পরিবর্তন করা, বদলানো, অনুবাদ করা (ক্রি)
পরিৱারীযতি– একত্রিত হওয়া, সম্মীলিত হওয়া (ক্রি)
পরিবারেতি– পরিবেষ্টন করা, চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হওয়া (ক্রি)
পরিৱেসতি– পরিবেশন করা, খাওয়ানো, খাদ্য গ্রহণের সময় সাথে থেকে পরিচর্যা করা (ক্রি)
পরিৱুত– পরিবেষ্টিত, অনুসৃত (অ-কৃ)
পরিসমন্ততো– সকল দিক হইতে, চতুর্দিক হইতে (নি)
পরিসা– পরিষদ, দল (স্ত্রী)
পরিসোধেতি– পরিশোধন করা, পরিষ্কার করা (ক্রি)
পরিহরতি– ব্যবহার করা, নিয়া যাওয়া, বহন করা (ক্রি)
পরিহাযতি– পরিহানি হওয়া, হ্রাস পাওয়া, ক্ষীণ হওয়া (ক্রি)
পরোদতি– ক্রন্দন করা, রোদন করা, কান্না করা (ক্রি)
পলাযতি– পলায়ন করা (ক্রি)
পলাল– খড়, শুষ্ক খড়কূটো (ন)
পলুদ্দভাৱ– প্রলুব্ধভাব, লোভ তথা আসক্তিভাব (পুং)
পল্লঙ্ক– পালঙ্ক, খাট, আড়াআড়িপাদ বিশিষ্ট আসন বিশেষ (পুং)
পৱত্তেতি– প্রবর্তিত করা, গড়াইয়া যাওয়া (ক্রি)
পৱত্ততি– প্রবর্তিত থাকা, চালু থাকা (ক্রি)

পৰত্তি– প্রতিবেদন, খবর, ঘটনা (স্ত্রী)
পৰিট্‌ঠ– প্রবিষ্ট (অ-কৃ)
পৰিসীযতি– প্রবিষ্ট হওয়া (ক্রি)
পৰিস্‌স– প্রবেশ পূর্বক, ঢুকিয়া (অস-ক্রি)
পৰুচ্চতি– ব্যক্ত হওয়া, কথিত হওয়া (ক্রি)
পৰেদন– ঘোষণা, বিবরণী, প্রতিবেদন (ন)
পৰেধমান– কম্পমান, উত্তেজিত অবস্থায়, বিক্ষুব্ধ অবস্থায় (তর্ত-প্র)
পৰেসেতি– প্রবেশ করানো, উপস্থিত করানো (ক্রি)
পসত্থ– প্রশংসিত, পরমোৎকৃষ্ট (অ-কৃ)
পসন্ন– প্রসন্ন, পরিষ্কার, উজ্জ্বল, সন্তুষ্ট (অ-কৃ)
পসয্‌হ– বল প্রয়োগ, বল পূর্বক (অস-ক্রি)
পসাদ– প্রসাদ, সন্তোষ, আনন্দ (পুং)
পসাদেতি– আনন্দিত করা, সন্তুষ্ট করা, বিশুদ্ধ করা (ক্রি)
পসাদেত্বা– আনন্দিত করিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া (অস-ক্রি)
পসারেত্বা– প্রসারিত করিয়া, বিস্তৃত করিয়া (অস-ক্রি)
পসিব্বক– টাকার ক্ষুদ্র থলি (পুং)
পসীদতি– প্রসন্ন হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, নির্মল হওয়া (ক্রি)
পস্‌সতি– দেখা, দর্শন করা (ক্রি)
পস্‌সন্ত– দর্শন করিতে করিতে, দেখিতে দেখিতে (বর্ত-কৃ)
পস্‌সিতুং– দেখিতে, দর্শন করিতে (তুং)
পহরতি– প্রহার করা, আঘাত করা (ক্রি)
পহরীযতি– প্রহৃত হওয়া, আহত হওয়া (ক্রি)
পহায– ত্যাগ করিয়া, বর্জন করিয়া (অস-ক্রি)
পহীন– প্রহীণ, পরিত্যাক্ত, বিনষ্ট (অ-কৃ)
পহোতি– সমর্থ হওয়া, সক্ষম হওয়া (ক্রি)
পাক– রান্না, রন্ধন (ক্রি-বি)
পাকট– প্রকট, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, সুপরিচিত (বিণ)
পাকার– প্রাকার, প্রাচীর, বেষ্টন (পুং)
পাচন– পাচন, অঙ্কুশ (ন)
পাজেন্ত– চালিত করিতে করিতে, পরিচালনা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
পাটব– পটুতা, দক্ষতা, নিপুণতা (পুং)
পাটিহারিয– অলৌকিক ঘটনা, বিস্ময়কর ব্যাপার (ন)
পাণক– প্রাণী, কীট-পতঙ্গ (পুং)
পাণী– প্রাণী, সত্ত্ব, জীব (পুং)

পাতুকাম– পানেচ্ছুক, পান করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষী (পুং)
পাতুভূত– আবির্ভূত, প্রাদুর্ভূত, প্রকাশিত (অ-কৃ)
পাতুরহোসি– (নিজে নিজে)আবির্ভূত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, দৃশ্যমান হওয়া (ক্রি)
পাতো'ব– প্রাতে, সকালে (নি)
পাপ– পাপ, অপরাধ (বিণ)
পাথেয্য– পর্যটনার্থে সঞ্চিত খাদ্য, পাথেয়্য (ন)
পানক– শরবত, পানীয় (ন)
পাপুণাতি– লাভ করা, অর্জন করা, উপনীত হওয়া (ক্রি)
পাপুণিস্স– লাভ করিতে পারি, অর্জন করিতে পারি, উপনীত হইতে পারি (ক্রি)
পামোক্খ– প্রধান ব্যক্তি, দলনেতা, কর্তা (পুং)
পামোজ্জ– প্রমোদ্য, আনন্দ (ন)
পাযেতি– পান করানো, চুষি খাওয়ানো (ক্রি)
পালক– পালক, রক্ষাকারীয়া, রক্ষক, পাহারাদার (পুং)
পালন– পালন, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ (ক্রি-বি)
পালেতু– পালক, বক্ষক (পুং)
পাৱক– অগ্নি, অনল, আগুণ (পুং)
পাস– ফাঁদ, জাল, পাশ (পুং)
পাসাদিক– আনন্দদায়ক, সন্তোষবিধায়ক (বিণ)
পাহেতি– প্রেরণ করানো (ক্রি)
পিট্ঠ– পৃষ্ঠ, পিঠ, উপরিভাগ (ন)
পিধান– ঢাক্না, আবরণ, ঢাকনী (ন)
পিতুসন্তক– পৈতৃক, পিতৃসম্বন্ধীয় (বিণ)
পিপাসিত– তৃষিত, পিপাসিত (অ-কৃ)
পিয– প্রিয়, মনোজ্ঞ, মনোরম (বিণ)
পিৱতি– পান করা (ক্রি)
পিহিত– রুদ্ধ, আবৃত (অ-কৃ)
পীঠক– ছোট চেয়ার (পুং)
পীত– পানকৃত (অ-কৃ)
পীতি– প্রীতি, পরমানন্দ, পুলক (স্ত্রী)
পুগ্গল– পুদ্গল, ব্যক্তি (পুং)
পুঙ্গৱ– প্রধান ষাড় (পুং)
পুচ্ছতি– জিজ্ঞাসা করা (ক্রি)
পুচ্ছিত– জিজ্ঞাসিত (অ-কৃ)
পুঞ্ঞকম্ম– পুণ্যকর্ম, কুশলকর্ম (ন)
পুট্ঠ– পুষ্ট, বর্ধিত, পোষিত, জিজ্ঞাসিত (অ-কৃ)
পুণ্ডরীক– শ্বেতপদ্ম (ন)
পুন্ন– পূর্ণ, পরিপূর্ণ (অ-কৃ)
পুন্নমী– পূর্ণিমা, পূর্ণচন্দ্র (স্ত্রী)
পুত্তিম– পুত্র-কন্যা সম্পন্ন (বিণ)
পুথুজ্জন– পৃথক্‌জন, সাধারণ লোক

(পুং)
পুনপ্পুনং– পুনঃপুন, বারংবার (নি)
পুনব্‌ভব– পুনঃজন্ম, পুনর্ভব (পুং)
পুব্বণ্‌হ– পূর্বাহ্ন, বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্বের সময় (পুং)
পুব্বে– পূর্বে, আগে (অধি.)
পুরক্‌খত্বা– অগ্রে বা সম্মুখে রাখিয়া (অস-ক্রি)
পুরত্থিম– পূর্বদিক (বিণ)
পুরা– পূর্বে, অতীতে, অতীতকালে (নি)
পুরাতন– পুরাতন, প্রাচীন, সনাতন (বিণ)
পুরিম– প্রথম, আগেকার, পূর্বেকার (বিণ)
পুরেতরং– পূর্বে, সর্বাগ্রে (ক্রি-বিণ)
পূতি– পঁচা, ঘৃণিত, ক্লেদপূর্ণ (বিণ)
পূরেতি– পূর্ণ করা, সম্পূর্ণ করা (ক্রি)
পেম– প্রেম, ভালোবাসা (পুং)
পেমনীয– প্রিয়, সুপ্রিয় (বিণ)
পেয্য– পানীয় (ন)
পেসেতব্ব– প্রেরণ করা উচিত বা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
পেসেতি– প্রেরণ করা, পাঠানো, নিযুক্ত করা (ক্রি)
পেসেত্বা– প্রেরণ করিয়া, পাঠাইয়া (অস-ক্রি)
পোতক– জীবজন্তুর সন্তান-সন্ততি, ছানা, শাবক (পুং)
পোত্থক– পুস্তক, বই, গ্রন্থ (পুং)
পোত্থকালয– পুস্তকালয়, পাঠাগার (পুং)
পোথেন্ত– সজোরে আঘাত করিতে করিতে, ধাক্কা দিতে দিতে (বর্ত-প্র)
পোসাবনিক– কাহারো ভরণপোষণের ব্যয়, ভাতা (ন)
পোসিত– পুষ্ট, পালিত (অ-কৃ)
পোসেতি– ভরণপোষণ করা, লালনপালন করা, যত্ন নেওয়া, সেবা করা (ক্রি)
ফরতি– বিকীর্ণ করা, পরিব্যপ্ত করা, পরিপ্লুত করা (ক্রি)
ফলিক– স্ফটিক, স্বচ্ছ মণি বিশেষ (পুং)
ফাণিত– গুড় (ন)
ফাণিতখণ্ড– গুড়খণ্ড (পুং)
ফালেতি– ভাঙ্গিয়া ফেলা, চিড়িয়া ফেলা (ক্রি)
ফেণ– ফেণা, গাঁজলা (ন)
ফেণিল– ফেণিল, ফেণাময়, ফেণাসদৃশ, শূন্যগর্ভ, অসার (বিণ)
বজ্ঝতি– আবদ্ধ হওয়া, বন্দী হওয়া, ধৃত হওয়া (ক্রি)
বদ্ধ– আবদ্ধ, যোজিত, ফাঁদবদ্ধ (অ-কৃ)
বন্ধন– বন্ধন, বাঁধন, সংযোজন (ন)
বভূব– হইয়াছে (ক্রি)
বল– বল, শক্তি, ক্ষমতা, জোর, সৈনিক (ন)

বলক্কার– বলৎকার, বলপ্রয়োগ, ধর্ষণ (পুং)
বব্হাবাধ– রোগগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত (বিণ)
বহুক্খত্তুং– বহুবার, অনেকবার (ক্রি-বিণ)
বহুধা– বহুপ্রকারে, অনেক উপায়ে (ক্রি-বিণ)
বহুসো– বারংবার, প্রায়শঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে (ক্রি-বিণ)
বহুস্সুত– বহুশ্রুত, শাস্ত্র পণ্ডিত (বিণ)
বালিসিক– জেলে, মৎস্য শিকারী (পুং)
বাহুসচ্চ– বহুশ্রুততা, বহুবিধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য (ন)
বুদ্ধ– বুদ্ধ, মহাজ্ঞানী (পুং)
বুদ্ধত্ত– বুদ্ধত্ত্ব, মহাজ্ঞানীত্ব (ন)
বুদ্ধসাসন– বুদ্ধশাসন, বৌদ্ধধর্ম (ন)
বুদ্ধুপ্পাদ– বুদ্ধের আবির্ভাবের সময়, বুদ্ধ উৎপত্তিকালে (পুং)
বোজ্ঝঙ্গ– বোধ্যঙ্গ, বোধি বা জ্ঞানের অন্যতম উপাদান বা অঙ্গ (পুং)
বোদ্ধুং– বুঝিতে, উপলব্ধি করিতে, অনুভব করিতে (তুং)
বোধিপক্খিয– বোধি বা জ্ঞান সম্বন্ধীয় (বিণ)
বোধিসত্ত– বোধি বা জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় রত সত্ত্ব বা প্রাণী, বোধিসত্ত্ব (পুং)
ব্রহ্মচরিযা– ব্রহ্মচর্য, বিশুদ্ধতা, সংযমতা (স্ত্রী)
ভগবন্তু– ভগবান, বুদ্ধ (পুং)
ভগ্গ– ভগ্ন, ভাঙা (অ-কৃ)
ভট– সৈনিক, যোদ্ধা (পুং)
ভণ্ড– দ্রব্য-সামগ্রী, পণ্য (ন)
ভণ্ডাগারিক– কোষাধ্যক্ষ, গুদামরক্ষক, কোষপাল (পুং)
ভত্তি– ভক্তি, আরাধনা (স্ত্রী)
ভদ্দ– ভদ্র, শ্রদ্ধেয়, মহান (বিণ)
ভন্তে– প্রভু, শ্রদ্ধাভাজন (সাম্বা)
ভয– ভয়, ভীতি, শঙ্কা, ত্রাস, আতঙ্ক (ন)
ভরতি– সমর্থন করা, ভরণপোষণ করা (ক্রি)
ভরৰাহী– বোঝা বহনকারী (পুং)
ভৰন– ভবন, বাসগৃহ, বাসস্থান (ন)
ভৰমান– হইতে হইতে (বর্ত-কৃ)
ভৰিতব্ব– হওয়া উচিত (ভবি-কৃ)
ভাগিনেয্য– ভাগিনেয় (পুং)
ভাজন– থালা, পাত্র (ন)
ভাজিত– বিভক্ত, বন্টিত (অ-কৃ)
ভাজেতি– ভাগ করা, বন্টন করা (ক্রি)
ভাতিক– ভাই, ভ্রাতা (পুং)
ভাৰেতি– উন্নতি করা, শ্রীবৃদ্ধি করা (ক্রি)
ভাসতি– ভাষণ করা, বলা (ক্রি)
ভাসিত– ভাষিত, কথিত (অ-কৃ)
ভিক্খুনী– ভিক্ষুণী (স্ত্রী)

ভিক্খুসংঘ– ভিক্ষুসংঘ (পুং)
ভিজ্জতি– ভগ্ন হওয়া, ভঙিয়া যাওয়া (ক্রি)
ভিস– পদ্মগাছের মূল (ন)
ভীত– ভীত, সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত (অ-কৃ)
ভীযো– আরও, অধিক (নি)
ভুজ– হাত (পুং)
ভুজগ্গ– সর্প, সাপ (পুং)
ভুত্ত– ভুক্ত, খাওয়া হইয়াছে এমন, ভোগ করা হইয়াছে এমন (অ-কৃ)
ভূত– ঘটিয়াছে এমন (অ-কৃ)
ভূমিক– ভৌতিক উপাদানে গঠিত (বিণ)
ভূমিভাগ– ভূমির অংশ বিশেষ (পুং)
ভূযতি– হইতেছে এমন (ক্রি)
ভূসাপেত্বা– ভূষিত বা অলংকৃত করাইয়া (অস-ক্রি)
ভূসিত– ভূষিত, অলংকৃত (অ-কৃ)
ভেদন– ফাটল, বিভক্তি (ক্রি-বিণ)
ভেসজ্জ– ঔষুধ (ন)
ভো– প্রিয়, বন্ধু (নি)
ভোগ– ভোগসম্পত্তি (পুং)
ভোগী– ধনী, শ্রেষ্ঠী, সর্প (পুং)
ভোজন– ভোজন, খাদ্য (ন)
ভোজীযতি– ভোজিত হওয়া (ক্রি)
মকুট– মুকূট (ন)
মক্কট– বানর (পুং)
মক্খিত– মক্ষিত (অ-কৃ)
মগ্গপটিপন্ন– মার্গ প্রতিপন্ন, পর্যটনে বের হয়েছেন এমন (অ-কৃ)
মঙ্গল– মঙ্গল (বিণ); রাজকীয়
মচ্ছ– মৎস্য, মাছ (পুং)
মজ্জপ– মদ্যপ, মদ্যপানকারী (বিণ)
মজ্ঝ– মধ্য, মাঝামাঝি (পুং)
মজ্ঝিম– মধ্যম, মাঝামাঝি, মধ্যবর্তী (বিণ)
মঞ্চক– মঞ্চ, ছোট শয্যাসন (পুং)
মঞ্ঞতি– মনে করা, চিন্তা করা (ক্রি)
মট্ঠ– মসৃণকৃত, পালিশকৃত, সমতলকৃত (অ-কৃ)
মণ্ডপ– মণ্ডপ, চাতাল, প্যাণ্ডেল (পুং)
মণ্ডিত– সজ্জিত, অলংকৃত (অ-কৃ)
মণ্ডূক– ব্যাঙ (পুং)
মত– মৃত, জ্ঞাত (অ-কৃ); ধারণা, চিন্তা (ন)
মতকদোণি– শবাধার, মৃতদেহ বহনকারী পেটিকা (স্ত্রী)
মতকলেৰর– মৃতদেহ (ন)
মত্ত– প্রমত্ত, মাতাল, উদ্ধত (অ-কৃ)
মত্তিকা– মৃত্তিকা, মাটি (স্ত্রী)
মত্তিকাময– মৃত্তিকাময়, মাটির তৈরী (বিণ)
মথক– মস্তক, শির, শীর্ষ, চূড়া (পুং); (মথকে– উপরে, আরও)
মদ্দতি– মর্দন করা, পিষ্ট করা (ক্রি)
মনসিকরোতি– মনে রাখা, মনোনিবেশ করা (ক্রি)

মনুস্সত্ত– মনুষ্যত্ত্ব, মানব জন্ম (ন)
মনোতি– চিন্তা করা, মনে করা, অনুভব করা (ক্রি)
মনোময- মনোময়, মনের দ্বারা গঠিত (বিণ)
মন্ত– মন্ত্র, জাদু, মায়া (পুং)
মন্ত্র– অনুভবকারী (পুং)
মন্তেত্বা– পরামর্শ করিয়া, মন্ত্রণা করিয়া (অস-ক্রি)
মল– ময়লা, আবর্জনা, মল, জং, নোংরা পদার্থ (ন)
মলিন– মলিন, ময়লাযুক্ত (বিণ)
মহত্তম– শ্রেষ্ঠতর, উত্তমতর (বিণ)
মহন্ত– মহান, বৃহৎ (বিণ)
মহপ্ফল– মহাফল (বিণ)
মহল্লক– বৃদ্ধ,প্রবীণ (বিণ)
মহাজন– মহাজনতা, জনসাধারণ (পুং)
মহাজানিকা– মহাক্ষতি, মহাবিপর্যয় (বিণ)
মহানিসংস– মহানিশংস, মহাফল (বিণ)
মহামগ্গ– বৃহৎ মার্গ বা রাস্তা, প্রধান সড়ক (পুং)
মহারহ– মহার্ঘ, অত্যন্ত দামী, দুর্মূল্য (বিণ)
মহিত– সম্মানিত, মহিমান্বিত (অ-কৃ)
মহিস– মহিষ (পুং)
মহোসি– মহিষী, রাণী (স্ত্রী)
মংস– মাংস (ন)
মা– না, নয় (নি)
মাগধ– মগধবাসী বা মগধ রাজ্যে জন্মগ্রহণকারী (বিণ)
মাগধিক– মাগধের অন্তর্গত (বিণ)
মাণৰক– বালক, যুবক (পুং)
মাণৰী– মানবী, কন্যা (স্ত্রী)
মানস– মন, চিত্ত (ন)
মানসিক– মানসিক, মনোগত, মনঃসংক্রান্ত (বিণ)
মানিত– মানিত, পূজিত, সম্মানিত (অ-কৃ)
মানেন্ত– সম্মান করিতে করিতে, শ্রদ্ধা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
মারিত– হত্যাকৃত, প্রাণনাশকৃত (অ-কৃ)
মারীযতি– হত্যা করা হয়, প্রাণনাশ করা হয় (ক্রি)
মারাতব্ব– হত্যা করা উচিত, প্রাণনাশ করা উচিত (ভবি-কৃ)
মারেতু– হত্যাকারী, প্রাণনাশকারী (পুং)
মালাদাম– পুষ্পমাল্য (পুং)
মালিক– মালাধারী (বিণ)
মালুত– বায়ু, বাতাস (পুং)
মাহিস– মহিষের মাংস (ন)
মিগদায– মৃগদায় বা মৃগ উদ্যান (পুং)
মিচ্ছাদিট্ঠিক– মিথ্যাদৃষ্টিক (বিণ); মিথ্যাদৃষ্টি (পুং)

মিণাতি– মাপা, পরিমাপ করা (ক্রি)
মিত– মাপিত, পরিমাপিত (অ-কৃ)
মিথুভেদ– পরস্পরের মধ্যে কলহ, বিভেদ (পুং)
মুখবট্টি– কানা, কিনারা, ধার (স্ত্রী)
মুচ্চতি– মুক্ত হওয়া (ক্রি)
মুট্ঠিমত্ত– মুষ্টিপূর্ণ বা মুষ্টিমাত্র (বিণ)
মুত্ত– মুক্ত, বন্ধনমুক্ত (অ-কৃ)
মুদুক– মৃদু, নরম, কোমল (বিণ)
মুসা– মিথ্যা, অসত্য (ন)
মুহুত্ত– মুহূর্ত (পুং)
মুলাল– মৃণাল, পদ্মের ডাঁটা বা নল (ন)
মূল– মূলধন, শিখড় (ন)
মূল্হ– মূর্খ, অজ্ঞ (পুং)
মেণ্ড– মেষ, ভেড়া (পুং)
মেত্তচিত্ত– মৈত্রীচিত্ত (ন)
মেধাৰী– মেধাবী, পণ্ডিত, বিজ্ঞ, জ্ঞানী (পুং)
মেয্য– পরিমাপযোগ্য (ভবি-কৃ)
মেরয– মৈরেয়, মদ্য (ন)
মোক্খ– মোক্ষ, মুক্তি (পুং)
যঞ্ঞ– যজ্ঞ, বলিদান (পুং)
যত্থ– যেস্থানে (নি)
যত্থকত্থচি– যত্রতত্র, যেখানে সেখানে (নি)
যথা– যেমন, যথা (নি)
যথাভিরন্তং– যতদীর্ঘ ইচ্ছা হয় তত দীর্ঘ (ক্রি-বিণ)
যমক– যমজ, যুগ্ম, জোড়া, যুগল (বিণ)
যস– যশ, কীর্তি (পুং)
যসগ্গ– শ্রেষ্ঠ যশ বা অগ্রযশ (পুং)
যসস্সী– যশস্বী, বিশ্বখ্যাত (বিণ)
যাচিত– প্রার্থীত, যাচিত (অ-কৃ)
যাত– গত, যাত্রাকৃত (অ-কৃ)
যাতি– গমন করা, যাওয়া (ক্রি)
যান– যান, বাহন, গাড়ি (ন)
যাম– রাত্রির ঘটিকা, রাত্রির একতৃতীয়াংশ (পুং)
যাৰ (তাব)– যাবৎ (তাবৎ) (নি)
যাৰতক– যতটা, যতটকু (বিণ)
যুগ– জোয়াল, জোড়া, যুগল (ন)
যুগল– জোয়াল, জোড়া, যুগল (ন)
যুজ্ঝতি– যোজনা করা, বন্ধন করা, যুদ্ধ করা (ক্রি)
যুত্ত– যুক্ত, সংযোজিত (অ-কৃ)
যুত্তি –যুক্তি, ন্যায় (স্ত্রী)
যুদ্ধ –যুদ্ধ, সংগ্রাম (ণ)
যুদ্ধভূমি – যুদ্ধভূমি, যুদ্ধক্ষেত্র (স্ত্রী)
যোজিত– যোজিত, সংযুক্ত (অ-কৃ)
যোগ্গ– যান, গাড়ী, শকট (ন)
যোজন– সংযোজন, দৈর্ঘ্যর একটি পরিমাপ যাহা প্রায় সাত মাইল (ন)
যোজাপেত্বা– যোজনা করাইয়া, সংযুক্ত করাইয়া (অস-ক্রি)
যোঠ– যোদ্ধা, সংগ্রামী (পুং)
যোনিযো– জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তে (নি)

রক্খতি– রক্ষা করা, পালন করা (ক্রি)
রক্খন্ত– রক্ষা করিতে করিতে, পালন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
রজ– ময়লা, আবর্জনা (পুং)(ন)
রজত– রূপা, রৌপ্য (ন)
রজতমা– রৌপ্যময়, রূপার তৈরী (বিণ)
রজন– রঞ্জন, রং করণ (ন)
রজ্জ– রাজ্য (ন)
রজোকিণ্ণ– ময়লাপূর্ণ, আবর্জনাপূর্ণ (অ-কৃ)
রজ্জকাল– রাজত্বকাল (পুং)
রজ্জাভিসেক– রাজত্বে অভিষেক (পুং)
রট্ঠ– রাষ্ট্র, দেশ (ন)
রত– বমিত, আনন্দিত (অ-কৃ)
রতন– রত্ন, মূল্যবান জিনিষ (ন)
রতনত্তয়– রত্নশ্রয়, (বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন, সংঘরত্ন) (ন)
রথকার– রথ প্রস্তুতকারক (পুং)
রমণীয– রমণীয়, মনোরম, আনন্দদায়ক (বিণ)
রমণীযাকারেন– রমণীয়ভাবে, মনোরমের সহিত (ক্রি-বিণ)
রম্ম– রম্য, রমণীয় (বিণ)
রৱ– রব, কূজন, চিৎকার, চেচামেচি (পুং)
রৱতি– রব করা, চিৎকার করা (ক্রি)
রৱমান– রব করিতে করিতে, চিৎকার করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
রস– রস, স্বাদ (পুং)
রহ– নির্জন, গোপন (পুং) (ন)
রহো– নির্জনে, গোপনে (ক্রি-বিণ)
রাজ– রাজা (পুং)
রাজকুমার– রাজকুমার (পুং)
রাজদূত– রাজদূত, রাজা প্রতিনিধি (পুং)
রাজধানি– রাজধানী, রাষ্ট্রের প্রধান শহর (স্ত্রী)
রাজভবন– রাজভবন, রাজপ্রাসাদ (ন)
রাজি– সারি, শ্রেণী (স্ত্রী)
রাজিসি– রাজর্ষী, রাজকীয় ঋষি (পুং)
রুট্ঠ– রুষ্ট, ক্রুদ্ধ, বিক্ষুব্ধ (অ-কৃ)
রুদ্ধ–প্রতিরুদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত (অ-কৃ)
রুন্ধিত্বা– বাধা দিয়া, প্রতিরোধ করিয়া (অস–ক্রি)
রূপসিরি– রূপশ্রী, সৌন্দর্য (স্ত্রী)
রূহতি– বড় হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া (ক্রি)
রূল্হ– আরোহিত (অ-কৃ)
রোগী– রোগী, অসুস্থ ব্যক্তি (পুং)
রোগুপদ্দৱ– রোগুপদ্রব (পুং)
রোপ– রোপনকারী কৃষক (পুং)
রোপিত– রোপিত, চাষকৃত (অ-কৃ)
রোসিত– রাগান্বিত, উত্তেজিত (অ-কৃ)

লকুন্টক– বামন, বেঠে (বিণ)
লগ্‌গ– লগ্ন, সংলগ্ন (অ-কৃ)
লঙ্কিক– লঙ্কাবাসী, শ্রীলংকায় জন্মগ্রহণকারী (বিণ)
লদ্ধ– লব্দ, প্রাপ্ত, অর্জিত (অ-কৃ)
লদ্ধুং– লাভ করিতে, অর্জন করিতে (তুং)
লবুজ– লেবু (ন)
লব্‌ভতি– লব্দ হয়, অর্জিত হয় (ক্রি)
লভতি– লাভ করা, অর্জন করা (ক্রি)
লভন্ত– লাভ করিতে করিতে, অর্জন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
লহতা– উজ্জ্বলতা, ঔজ্জ্বল্যতা (স্ত্রী)
লাভ– লাভ-সৎকার (পুং)
লিখিত– লিখিত (অ-কৃ)
লুদ্দুক– শিকারী, ব্যাধ (পুং)
লুদ্ধ– লুব্ধ, লোলুপ (অ-কৃ)
লুন– কর্তিত, ছেদিত (অ-কৃ)
লেণ– গুহা, শিলার ক্ষুদ্র গহ্বর (ন)
লেয্য– লেহ্য, লেহন করিবার যোগ্য (খাদ্য) (ভবি-কৃ)
লোকনায়ক– লোকনায়ক, জগতের প্রভু (পুং)
লোকিক– লৌকিক, জাগতিক (বিণ)
লোকিয– লোকিয়, জাগতিক (বিণ)
লোণিক– লোণাযুক্ত, লবণাক্ত (বিণ)
লোহিত– রক্ত, লাল (ন)
লোহিতবণ্ণ– রক্তবর্ণ, লালবর্ণ (বিণ)
ৱচ– বাক্য, কথা (পুং)(ন)
ৱজ্জীযতি– বর্জিত হওয়া, পরিত্যক্ত হওয়া (ক্রি)
ৱড্‌ঢতি– বৃদ্ধি পাওয়া, উন্নতি হওয়া (ক্রি)
ৱড্‌ঢন্ত– বৃদ্ধি পাইতে পাইতে, উন্নতি করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
ৱড্‌ঢাপেসি– উন্নতি করাইয়াছিল (ক্রি)
ৱড্‌ঢেন্ত– বৃদ্ধি বা উন্নতি করাইতে করাইতে (বর্ত-কৃ)
ৱণিত– আহত (অ-কৃ)
ৱণীযতি– আহত হওয়া (ক্রি)
ৱণ্ণ– বর্ণ, রং (পুং)
ৱণ্ণিত– বর্ণিত, ব্যাখ্যাত, কথিত (অ-কৃ)
ৱজ্জ– বর্জ্য, পরিত্যাক্ত (ন)
ৱত্তন্ত– বিদ্যমান, ঘটিতে ঘটিতে (বর্ত-কৃ); (সপ্তমিতে- বত্তন্তে = সেই সময়ে)
ৱত্তেতব্ব– গ্রহণ করা উচিত, বরণ করা উচিত (ভবি-কৃ)
ৱত্থাভরণ– বস্ত্রাভরণ, পোশাক (ন)
ৱত– নিশ্চিতভাবে, অবশ্যই (নি)
ৱত্তুং– বলিতে, কহিতে (তুং)
ৱদন্ত– বলিতে বলিতে, কহিতে কহিতে (বর্ত-কৃ)

ৰধূ– বধূ, বউ (স্ত্রী)
ৰনচর– বনচারী, অরণ্যচারী (পুং)
ৰনন্তর– গভীর জঙ্গল, ঘনবন (ন)
ৰনপ্পতি– বনস্পতি, যেই বৃক্ষ পুষ্প ছাড়া ফলবান হয় (অশ্বত্থ বৃক্ষ) (পুং)
ৰন্দিত– বন্দিত, পূজিত (অ-কৃ)
ৰপতি– বপন করা (ক্রি)
ৰম্মী– বর্ম পরিহিত (পুং)
ৰয– বয়স, ব্যয়, ক্ষতি (পুং)(ন)
ৰযোহর– জীবনহরী, বয়স হরণকারী (বিণ)
ৰর– শ্রেষ্ঠ, উত্তম (বিণ)
ৰসল– বৃষল, নীচকুলে জন্মগ্রহণকারী (পুং)
ৰস্সসত– শতবর্ষ, শতবৎসর (ন)
ৰস্সান– বর্ষাঋতু (পুং)
ৰস্সিক– বার্ষিক, বর্ষাঋতু সম্বন্ধীয় (বিণ)
ৰহন্ত– বহন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
ৰাক্য– বাক্য, কথা, বচন (ন)
ৰাচনিক– বাক্য সম্পর্কিত (বিণ)
ৰাচাল– বাচাল, বাক্যবাগীশ (বিণ)
ৰাদিত– বাদ্য-বাজনা (ন)
ৰাদেতি– বাদ্য বাজনো (ক্রি)
ৰাম– বাম, দক্ষিণ (বিণ)
ৰাযতি– প্রবাহিত হওয়া (ক্রি)
ৰাযমন্ত– চেষ্টা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
ৰাযিত– বুণিত (অ-কৃ)
ৰার– পালা, কার্যাদির উপযুক্ত সময় (পুং) (দ্বেবারে–দুইবার)
ৰারিতক– বিবাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ (বিণ); প্রেমিক, অনুরাগী (পুং)
ৰালধি– লেজ, লাঙ্গুল (পুং)
ৰাস– বাসস্থান, সাময়িক আবাস (পুং); পোশাক, পরিচ্ছদ (পুং)(ন)
ৰাসিত– সুগন্ধিত (অ-কৃ)
ৰাসী– অবস্থানকারী, বসবাসকারী (পুং)
ৰাসীযতি– সুগন্ধিত হওয়া (ক্রি)
ৰাহন– যান, গাড়ি, শকট (ন)
ৰাহনাগার– গাড়ি রাখিবার ঘর, গ্যারেজ (পুং)(ন)
ৰিকতি– ছোট, শ্রেণী, প্রকার (স্ত্রী)
ৰিকিরতি– বিকীর্ণ করা, ছিটাইয়া দেওয়া (ক্রি)
ৰিকিরাপেতি– বিকীর্ণ করানো (ক্রি)
ৰিগচ্ছতি– প্রস্থান করা, অদৃশ্য হওয়া (ক্রি)
ৰিঘাটন– ফাঁক, ফাঁটল, আরম্ভ, সূত্রপাত (কৃ)
ৰিচিকিচ্ছা– বিচিকিৎসা, সংশয়, সন্দেহ (স্ত্রী)
ৰিচিত্ত– বিচিত্ত, নানা রঙের সমাহার (অ-কৃ)
ৰিচেয্য– বিবেচনা করিয়া (অস-ক্রি)
ৰিজহিত্বা– পরিত্যাগ করিয়া, বর্জন

করিয়া (অস-ক্রি)
ৰিজাতা– যেই স্ত্রীলোক শিশুর জন্ম দিয়াছে (স্ত্রী)
ৰিজানন– জ্ঞান বিদ্যা, নিদর্শন (ন)
ৰিজানাতি– জানিতে জানিতে, অনুধাবন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
ৰিজ্জতি– বিদ্যমান থাকা, অস্তিমান থাকা (ক্রি)
ৰিতক্কেন্ত– মনোযোগের সহিত ভাবিতে ভাবিতে, বির্তক করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
ৰিতান– শামিয়ানা, চাঁদোয়া, চন্দ্রতাপ (পুং) (ন)
ৰিত্ত– চিত্ত, ধন, সম্পদ (ন)
ৰিত্থারাপেতি– ব্যাখ্যা করানো, প্রকাশ করানো (ক্রি
ৰিদিত্বা– জানিয়া, অবগত হইয়া (অস-ক্রি)
ৰিধুম– ধোঁয়াহীন, নিধুম (বিণ)
ৰিনয– বিনয়, শৃঙ্খলা, আইন (পুং)
ৰিনস্সতি– বিনষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া (দক্রি)
ৰিনস্সন্ত– বিনষ্ট হইতে হইতে (বর্ত-কৃ)
ৰিনাসিত– বিনাশ প্রাপ্ত, বিনষ্ট (অ-কৃ)
ৰিনাসেতি– বিনাশ করা, ধ্বংস করা (ক্রি)
ৰিনিচ্ছযামচ্চ– বিচারক (পুং)
ৰিনেয্য– সরাইয়া, অপনোদন করাইয়া (অস-ক্রি)
ৰিন্দতি– উপভোগ করা, লাভ করা (ক্রি)
ৰিপত্তি– দুর্ভাগ্য, দুঃখ-দুর্দশা (স্ত্রী)
ৰিপুল– বিপুল, প্রশস্ত, বৃহৎ (বিণ)
ৰিপ্পমুত্ত– বিপ্রমুক্ত, বিশেষভাবে মুক্ত (অ-কৃ)
ৰিভজতি– ভাগ করা, বিভাগ করা (ক্রি)
ৰিভজ্জ– ভাগ করিয়া (অস-ক্রি)
ৰিভত্ত– বিভক্ত, ভাগ করা হইয়াছে এমন (অ-কৃ)
ৰিমান– স্বর্গীয় প্রাসাদ (পুং) (ন)
ৰিয– ব্যয়, সদৃশ, সমান, অনুরূপ (নি)
ৰিরজ– নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ, নির্মল (বিণ)
ৰিরতি– বিরতি বা পরিহার করিয়া চলন (স্ত্রী)
ৰিরমতি– বিরত হওয়া, পরিহার করা (ক্রি)
ৰিরূপ– বিকৃত অঙ্গযুক্ত, কুৎসিৎ (বিণ)
ৰিলপমান– শোক করিতে করিতে, বিলাপ করিতে করিতে, অনুশোচনা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
ৰিলিম্পাপেতি– লেপন করানো, মর্দন করানো (ক্রি)
ৰিলেপন– মলম, সৌন্দর্যবর্ধক, সুগন্ধদ্রব্য (ন)

ৰিব্বাহেতি– বিয়ে দেওয়া (ক্রি)
ৰিবিচ্চ– বিবিক্ত হইয়া, মুক্ত হইয়া (অস-ক্রি)
ৰিবিধ– বিবিধ, বিভিন্ন (বিণ)
ৰিস– বিষ (ন)
ৰিসারদ- বিশারদ, সুদক্ষ (বিণ)
ৰিসাল– বিশাল, বৃহৎ (বিণ)
ৰিসিট্‌ঠ– বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, সম্মানিত (অ-কৃ)
ৰিসিট্‌ঠাকারেন– স্বতন্ত্রভাবে, অস্বাভাবিকভাবে (ক্রি-বিণ)
ৰিসুদ্ধি– বিশুদ্ধি, পবিত্রতা (স্ত্রী)
ৰিসুং করোন্ত– পৃথক করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
ৰিসুং বিসুং– পৃথক পৃথক ভাবে (ক্রি-বিণ)
ৰিস্‌সজ্জেতি– বিসর্জন দেওয়া, বিতরণ করা, মুক্ত হওয়া, অবস্থান করা, বর্ণনা করা (ক্রি)
ৰিস্‌সজ্জেতুং– বিসর্জন দিতে, বিতরণ করিতে, মুক্ত হইতে, বর্ণনা করিতে (তুং)
ৰিহঞ্ঞতি– দুঃখকে আলিঙ্গন করা, দুঃখ ভোগ করা (ক্রি)
ৰিহরতি– অবস্থান করা (ক্রি)
ৰিহাযতি– অকৃতকার্য হওয়া, নিষ্ফল হওয়া (ক্রি)
ৰিহেসেতি– হয়রান করা, জ্বালাতন করা, বিক্ষুব্ধ করা (ক্রি)
ৰীতমল– নির্মল, নিষ্কলঙ্ক (বিণ)
ৰীতিনামেতি– (সময়) অতিবাহিত করা (ক্রি)
ৰুচ্চমানাকারেন– উপরিউক্তভাবে (ক্রি-বিণ)
ৰুট্‌ঠায– উঠিয়া, জাগ্রত হইয়া (অস-ক্রি)
ৰুত্ত– কথিত, ব্যাখ্যাত, উক্ত (অ-কৃ)
ৰুত্তন্ত– খবর, সংবাদ, প্রতিবেদন (পুং)
ৰুত্তপ্পকার– উক্ত প্রকার (বিণ)
ৰুত্তি– জীবন, বৃত্তি, প্রবৃত্তি (স্ত্রী)
ৰুদ্ধ– বৃদ্ধ, প্রবীণ (অ-কৃ)
ৰূপকট্‌ঠ– স্বতন্ত্র, নির্জন, নিরালা (অ-কৃ)
ৰুয্‌হতি– বাহিত হওয়া, ভাসিয়া যাওয়া (ক্রি)
ৰে– নিশ্চিতভাবে, অবশ্যই (নি)
ৰেগ– গতি, শক্তি, জোর (পুং)
ৰেণিক– বীণাবাদক (পুং)
ৰেতনিক– বেতনভোগী শ্রমিক (পুং)
ৰেদনা– ব্যাথা, মনোদৈহিক বেদনা বা যন্ত্রণা (স্ত্রী)
ৰেপুল্ল– পরম প্রাচুর্য, আধিক্য (ন)
ৰেয্যাকারণিক– বৈয়্যাকরণিক, ব্যাকরণবিদ (পুং)
ৰের– বৈরী, শত্রু (ন)
ৰেসাখ– বৈশাখ মাস (পুং)
ৰেলুরিয– এক ধরণের পাথর (ন)

ৰোরোপেস্সথ– যদি সে বিচ্ছিন্ন করিত, যদি সে হত্যা করিত (ক্রি)
ব্যগ্‌ঘ– বাঘ (পুং)
ব্যথিত– ব্যথিত, দুঃখিত (অ-কৃ)
ব্যাম– দুই বাহু দুই দিকে প্রসারিত করিলে, যেই বিস্তার হয় তাহার মাপ (পুং)
সক– নিজের, স্বকীয় (বিণ)
সকল– সকল, সমস্ত, সমগ্র (বিণ)
সক্কচ্চ– সতর্কভাবে, সুন্দরভাবে (অস-ক্রি)
সক্কতভাসা– সংস্কৃত ভাষণ (স্ত্রী)
সক্করোতি– সৎকার করা, সেবা পরিচর্যা করা (ক্রি)
সক্করোন্ত– সম্মান-সৎকার করিতে করিতে, সেবা পরিচর্যা করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
সক্কার– সৎকার, সেবা-পরিচর্যা (পুং)
সক্কুণাতি– সক্ষম হওয়া; পারা (ক্রি)
সক্খি– সক্ষম হইয়াছিল, পারিয়াছিল (ক্রি)
সক্খি– মুখোমুখি (নি)
সক্যপুত্তিয– শাক্যপুত্রীয় (বিণ)
সঙ্কমতি– স্থানান্তর হওয়া, সংক্রমিত হওয়া (ক্রি)
সঙ্কমিস্সা– (সে) স্থান পরিবর্তন করিত (ক্রি)
সঙ্কিণ্ণ– সংকীর্ণ, মিশ্রিত (অ-কৃ)
সঙ্খার– সংস্কার (পুং)
সঙ্গণ্হন্ত– সদাশয় আচরণ করিতে করিতে, সংগ্রহ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
সঙ্গণ্হাতি– সদাশয় আচরণ করা, সংগ্রহ বা চয়ন করা (ক্রি)
সঙ্গম্ম– সমবেত হইয়া (অস-ক্রি)
সঙ্গাম– সংগ্রাম, যুদ্ধ (পুং)
সঙ্গীতি– পুনঃ আবৃত্তি, পুনপঠন, বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সমাবর্তন (স্ত্রী)
সঙ্ঘ– সংঘ, একতা, ঐক্য (পুং)
সঙ্ঘিক– সাংঘিক, সংঘের মালিকানাধীন (বিণ)
সচিত্ত– স্বীয় চিত্ত (ন)
সজাতিক– স্বীয় জাতিতে জন্মগ্রহণকারী, স্বজাতিক (বিণ)
সজ্ঝায়তি– অধ্যয়ন করা, আবৃতি করা (ক্রি)
সঞ্চরতি– সঞ্চরণ করা, ভ্রমণ করা, অগ্রসব হওয়া (ক্রি)
সঞ্চারক– সঞ্চরণকারী, পর্যটক (পুং)
সঞ্ছন্ন– আবৃত, আচ্ছাদিত (অ-কৃ)
সঞ্ঞমযতি– সংযত করা, দমন করা (ক্রি)
সঞ্ঞাপেতি– জ্ঞাত করানো, অবগত করানো (ক্রি)
সঞ্ঞোগ– সংযোগ, একত্রীকরণ, সংযুক্ত (পুং)
সঞ্ঞোজন– সংযোজন, বন্ধন (ন)

সঠ– কৌশলী, দক্ষ, প্রতারক, প্রবঞ্চক (বিণ)
সণ্ঠপেন্ত– উপযোগী করিয়া নিতে নিতে, সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইতে (বর্ত-কৃ)
সণ্ঠান– গঠন, আকার, ধরণ (ন)
সন্ত– উদ্যান, কুঞ্জবন, তরুবীথিকা (পুং)
সততং– সর্বদা, সবসময়, অবিরাম (ক্রি-বিণ)
সতৰস্‌স– শতবর্ষ, শতবৎসর (ন)
সতিমন্ত– স্মৃতিমান (বিণ)
সত্ত– সত্ত্ব, প্রাণী (পুং)
সত্তাহ– সপ্তাহ (ন)
সত্থৰাহ– মরুযাত্রী দলের নেতা (পুং)
সত্থসালা– পাঠশালা, বিদ্যালয় (স্ত্রী)
সদিস– সদৃশ, অনুরূপ, ন্যায় (বিণ)
সদেহ– স্বীয় দেহ (বিণ)
সদ্ধ– শ্রদ্ধাবান বিশ্বাসী (বিণ)
সদ্ধা– শ্রদ্ধা, বিশ্বাস (স্ত্রী)
সনন্তন– প্রাচীন, পুরাতন (বিণ)
সন্ত– শান্ত, প্রশমিত (অ-কৃ)
সন্তক– বৈশিষ্ট, গুণ, সম্পত্তি (ন)
সন্তজ্জেন্ত– ভীতি প্রদর্শন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
সন্তপ্পেতি– সন্তুষ্ট হওয়া, পরিতুষ্ট হওয়া (ক্রি)
সন্তিকং– নিকটে, সম্মুখে (ক্রি-বিণ)
সন্থাগার– পরিষদ ভবন (পুং)
সন্দিট্‌ঠিক– সাংদৃষ্টিক, ইহকালে দর্শনযোগ্য (বিণ)
সন্নিপততি– সমবেত হওয়া, একত্রিত হওয়া (ক্রি)
সন্নিপতিত– সমবেত, একত্রিত, সমাগত (অ-কৃ)
সব্বঞ্ঞুতঞ্ঞাণ– সর্বজ্ঞতা জ্ঞান (ন)
সব্বঞ্ঞুতা– সর্বজ্ঞতা (স্ত্রী)
সব্বঞ্ঞু– সর্বজ্ঞ, সর্বজান্তা (বিণ)
সব্বথা– প্রত্যেক উপায়ে, সবকটি উপায়ে (ক্রি-বিণ)
সব্বপচ্ছিম– সর্বপশ্চিম, সর্বশেষ, অন্তিম (বিণ)
সব্বপঠম– সর্বপ্রথম, মূল (বিণ)
সব্বসো– সকল প্রকারে (ক্রি-বিণ)
সভা– সভা, সম্মেলন (স্ত্রী)
সম– সমান, সদৃশ, একই (বিণ)
সমণ– শ্রমণ (পুং)
সমত্থ– সমর্থ, সক্ষম (বিণ)
সমনুঞ্ঞ– সমর্থক, অনুমোদক (বিণ)
সমন্তকূটপব্বত– শ্রীলংকার সমন্ত কূট পর্বত (পুং)
সমন্তা– সমস্ত, গোটা, সমগ্র (ক্রি-বিণ)
সময– সময়, উপযুক্ত সময়, কাল, ধর্ম (পুং)
সমস্‌সাসেতি– উপশম করা,

অব্যাহতি দেওয়া (ক্রি)
সমংকরোতি– মসৃণ করা, সমান করা (ক্রি)
সমাগচ্ছতি– একত্রে মিলিত হওয়া, সম্মিলিত হওয়া (ক্রি)
সমাগতা– সমাগত, সমবেত (অ-কৃ)
সমাগম– সমাগম, সমাবেশ, সম্মিলন (পুং)
সমাগম্ম– সম্মিলিত হইয়া, সমাগম হইয়া (অস-ক্রি)
সমাপত্তি– সিদ্ধি, সমাধি, একাগ্রতা (স্ত্রী)
সমিজ্ঝতি– সফল হওয়া, উন্নতি লাভ করা (ক্রি)
সমিজ্ঝেয্য– উন্নতি লাভ করিত, শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিত (ক্রি)
সমিতত্ত– তৃপ্ত অবস্থা, শান্ত অবস্থা (ন)
সমীপ– নিকটবর্তী, সমীপবর্তী, নিকটস্থ (বিণ)
সমুদ্দপার– সমুদ্রপার, সমুদ্রতীরাঞ্চল (ন)
সমূহ– বহুজন, জনতা, দল (পুং)
সম্পত্ত– প্রসারিত, উপনীত (অ-কৃ)
সম্পত্তি– ভাগ্য, ধন-দৌলত (স্ত্রী)
সম্পন্ন– কৃতকার্য, নিষ্পন্ন, সম্পূর্ণ (অ-কৃ)
সম্পাদেতি– সম্পাদন করা, প্রস্তুত করা (ক্রি)
সম্বন্ধতি– সম্বন্ধ হওয়া, একতাবদ্ধ করা, একত্রে বন্ধন করা (ক্রি)
সম্বোধি– উচ্চতম জ্ঞান, পরমার্থ জ্ঞান (স্ত্রী)
সম্ভুনাতি– লাভ করা, অর্জন করা (ক্রি)
সম্ম– বন্ধু, সৌম্য (সম্বোধিনপদে)
সম্মজ্জতি– সমার্জন করা (ক্রি)
সম্মাদেৰ– অত্যন্ত ভাল, অতি উত্তম (নি)
সম্মট্ঠ– সমার্জিত, পরিষ্কৃত (অ-কৃ)
সম্মতি– উপশম হওয়া, শান্ত হওয়া (ক্রি)
সম্মুখ– সম্মুখ, মুখোমুখি (বিণ)
সম্মুতি– ঐক্যমত্য, সম্মুতি, অনুমতি (স্ত্রী)
সম্মুয্হ– বিস্মৃত হইয়া, ভুলিয়া গিয়া (অস-ক্রি)
সযঞ্জাত– স্বয়ংজাত, আপনা আপনি উৎপন্ন (অ-বিণ)
সযনাগার– শয়নকক্ষ (ন)
সর– সরোবর; দিঘি (পুং) (ন)
সরণ– আশ্রয়, শরণ, সহায় (ন)
সরণগত– শরণাগত (অ-বিণ)
সরীযতি– অনুস্মৃত হওয়া (ক্রি)
সল্ল– শৈল্য, তীর, শূল (ন)
সল্লক্খেতি– মনোযোগ দেওয়া, বিবেচনা করা (ক্রি)
সল্লহুক– লঘুভাব, হালকাভাব

(বিণ)
সল্লাপ– বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ (পুং)
সৱণ– শ্রবণ (কৃ)
সহতি– সহ্য করা, বহন করা (ক্রি)
সংৱসতি– একত্রে বাস করা (ক্রি)
সংৱিগ্ন– সংবিগ্ন, উত্তেজিত (অ-বিণ)
সংৱিজ্জমান– অস্তিমান, বিদ্যমান (বর্ত-কৃ)
সংৱিভজতি– সমানভাবে ভাগ করা (ক্রি)
সংৱুত– সংযত, নিয়ন্ত্রিত (অ-বিণ)
সংসরণ– সংসরণ, ইতস্তত, নড়ন (ন)
সংসরন্ত– সংসরণ করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
সাকচ্ছা– সাক্ষাৎকার, আলাপ-আলোচনা (স্ত্রী)
সাকটিক– মালবাহী গাড়ির চালক (পুং)
সাকুণ– পনির মাংস (ন)
সাটক– বস্ত্র, বসন (পুং) (ন)
সাঠেয্য– শঠতা, চাতুর্য, ছলনা, কৌশল (ন)
সাণি– পরদা বা মশারী (স্ত্রী)
সাধারণ– সাধারণ (বিণ)
সাধু– উত্তম, ভাল (নি)
সামঞ্ঞ– শ্রামণ্য, সন্ন্যাসজীবন (ন)
সামণক– শ্রামণক, ভিক্ষুর জন্য প্রয়োজনীয় (বিণ)
সামণের– শ্রামণের, শিক্ষানবিশ (পুং)
সামিক– প্রভু, স্বামী, পতি, মালিক (পুং)
সামিণী– অধিকারিনী (স্ত্রী)
সামুদ্দিকা– সামুদ্রিক (বিণ)
সারদিক– শারদীয়, শরৎকালীন (বিণ)
সারস– পদ্মফুল; জলচর পক্ষীবিশেষ (পুং)
সারীরিক– শারীরিক (বিণ)
সালৱন– শালবন (ন)
সাবক– শ্রাবক, শিষ্য (পুং)
সাসন– শাসন, ধর্ম, শিক্ষা, উপদেশ (ন)
সাসনহারক– শাসনকারী, উপদেশদানকারী (পুং)
সাহসিক– সাহসযুক্ত, হিংস্র, বর্বর (বিণ)
সিক্খা– শিক্ষা, উপদেশ (স্ত্রী)
সিক্খাপেতি– শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া (ক্রি)
সিক্খিতব্ব– শিক্ষা করা কর্তব্য, অনুশীলন করা কর্তব্য, আচরণ করা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
সিঙ্গ– শৃঙ্গ, শিং (ন)
সিঙ্ঘাটক– চৌমহনী, যেই স্থানে বিভিন্ন দিক হইতে রাস্তা আসিয়া একত্রে মিশিয়াছে (ন)

সিনেহ– স্নেহ, ভালোবাসা (পুং)
সিপ্পী– শিল্পী, কারুশিল্পী (পুং)
সিব্বতি– শেলাই করা (ক্রি)
সিম্বলী– রেশম সুতার গাছ (পুং)
সিযা– হইতে পারে, থাকিতে পারে (ক্রি)
সির– শির, মাথা (পুং)
সিরিগব্ভ– রাজকীয় শয়নকক্ষ (পুং)
সিরিসযন– রাজকীয় শয্যাসন (ন)
সিলেসিকা– আঁঠা, আঁঠালো পদার্থ (স্ত্রী)
সীতিভূত– শান্ত অবস্থাপ্রাপ্ত (অ-নি)
সীলগন্ধ– শীলগন্ধ (পুং)
সীস– শির, মাথা, মস্তক (ন)
সীসচ্ছবি– মস্তকের চামড়া (স্ত্রী)
সীহল– সীংহলী, শ্রীলংকাবাসী (বিণ)
সীহাসন– সিংহাসন (ন)
সুকর– সহজ, সহজে করা যায় এমন (বিণ)
সুখ– সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি (ন)
সুখিত– সুখী, খুশী (অ-বিণ)
সুখুমাল– সুকোমল, নরম (বিণ)
সুগতি– সুখের জায়গা (স্ত্রী)
সুগন্ধ– সুগন্ধ, সুরভি, সৌরভ (পুং)
সুচিণ্ণ– উত্তমরূপে অনুশীলিত বা আচরিত (অ-বিণ)
সুজ্জতি– পবিত্র হওয়া, শোষিত হওয়া (ক্রি)
সুত্ত– সূত্র, উপদেশ (ন)
সুদস্স– দেখা সহজ এমন (বিণ)
সুন্দর– সুন্দর, ভাল (বিণ)
সুন্দরতম– সুন্দরতম, সর্বোৎকৃষ্ট (বিণ)
সুন্দরতর– তুলনামূলক ভাল, সুন্দর (বিণ)
সুপণ্ণ– গরুড় পক্ষী (পুং)
সুপারুত– উত্তমরূপে পরিহিত (অ-বিণ)
সুপিন– স্বপ্ন (ন)
সুভিক্খ– প্রচুর আহার্য বর্তমান এমন (বিণ)
সুমন– আনন্দ, খুশী, সন্তুষ্ট (বিণ)
সুমনপ্পট্ট– জুঁই ফুলের মালা (ন)
সুর– দেবতা (পুং)
সুবণ্ণকার– স্বর্ণনির্মাতা (পুং)
সুবণ্ণময– সোনার তৈরী, স্বর্ণময় (বিণ)
সুবণ্ণলিত্ত– সুবর্ণলিপ্ত, সোনামাখা (অ-কৃ)
সুসজ্জিত– উত্তমরূপে সাজানো হইয়াছে এমন (অ-বিণ)
সুসিক্খিত– দক্ষ, অতিভদ্র (অ-বিণ)
সুসোচ– (সে) শোক করিয়াছে (ক্রি)
সুস্সতি– শুষ্ক করা, শুকানো (ক্রি)
সূকরিক– শুকর ব্যবসায়ী (পুং)
সূপ– সূপ, তরকারী (পুং)

সূয়তি– শ্রুত হয়, শ্রবণ করা হয় (ক্রি)
সূর– সাহসী, তেজি, বীরপুরুষ (বিণ)
সূরতা– সাহসিকতা, তেজিভাব (স্ত্রী)
সেট্‌ঠ– শ্রেষ্ঠ, উত্তম (বিণ)
সেট্‌ঠতা– শ্রেষ্ঠতা, উত্তমতা (স্ত্রী)
সেট্‌ঠী– শ্রেষ্ঠী, ধনী (পুং)
সেণিয– বৃহৎ সৈন্য বাহিনীর অধিকারী (বিণ)
সেনাপতি– সেনাপ্রধান (পুং)
সেনাসন– শয়নাসন, শয্যাসন (ন)
সেয্যথাপি– যেমন, যেভাবে (নি)
সেয্যথাপি নাম– যেমন, যেভাবে (নি)
সোকর– শুকরের মাংস (ন)
সোগত– বৌদ্ধ, বুদ্ধের অনুসারী (বিণ)
সোচিতুং– অনুশোচনা করিতে, শোক করিতে (তুং)
সোত– শ্রোত, বন্যা, কর্ণ, শ্রোত্র (পুং)
সোধাপেতি– পরিশোধন করানো (ক্রি)
সোধেতব্ব– পরিশোধন করা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
সোধেন্ত– পরিশোধন করিতে করিতে (বর্ত-কৃ)
সোভন– শোভন, সুন্দর (বিণ)
সোমনস্‌স– সৌমনস্য, মানসিক আনন্দ (ন)
সোসেতুং– শুষ্ক করিতে, শুকাইতে (তুং)
সোহজ্জ– সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব (ন)
স্বাগতং– স্বাগত, স্বাগতম (কৃ)
স্বাতন– পরদিনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত (বিণ)
হঞ্ঞতি– হত হওয়া, বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া (ক্রি)
হট্‌ঠ– হৃষ্ট, তুষ্ট, আনন্দিত (অ-বিণ)
হত্থু– বহনকারী (পুং)
হত্থুং– বহন করিতে (তুং)
হপতি– হনন করা, হত্যা করা (ক্রি)
হনাপেতি– হনন করানো, হত্যা করানো (ক্রি)
হরিত– হৃত, হরণকৃত, লুণ্ঠিত (অ-বিণ)
হংস– হাঁস (পুং)
হার– হার, কণ্ঠহার (পুং)
হারিয– বহনীয়, বহন করা কর্তব্য (ভবি-কৃ)
হাস– হাঁসি, অট্টহাঁসি, আনন্দ, উল্লাস (পুং)
হিতকর– হিতকর, মঙ্গলসাধক (বিণ)
হিংসীযতি– হিংসা করা হয়, ক্ষতি করা হয় (ক্রি)

হীনতা– হীনতা, নীচতা, নিকৃষ্টতা, ঘৃণ্যতা (স্ত্রী)
হীযত্তন– গতকালের সাথে সম্বন্ধযুক্ত (বিণ)
হুত্বা– হইয়া, ঘটিয়া (অস-ক্রি)
হেট্ঠিম– নিম্নতর, নীচতর (বিণ)
হেতু– হেতু, কারণ (পুং)
হেমন্তিক– হৈমন্তিক, হেমন্ত কাল সম্বন্ধীয় (বিণ)
হোন্ত– হইতে হইতে, ঘটিতে ঘটিতে (বর্ত-কৃ)

* * * * *

বাংলা-পালি

অনশন– অনসন (ন)
অর্জন– পটিলাভ (পুং)
অনাহার– অনসন (ন)
অলঙ্কৃত– অলঙ্কত, মণ্ডিত, ভূসিত (অ-কৃ)
অনুশাসন– অনুসাসন, সাসন (ন)
অনুশাসন করা– অনুসাসতি, ওবদতি (ক্রি)
অনুজ্ঞাত– অনুঞ্ঞাত (অ-কৃ)
অনুমোদিত– অনুঞ্ঞাত (অ-কৃ)
অধিকাংশ ক্ষেত্রে– বহুসো (ক্রি-বিণ)
অধিকন্তু– অপি, চ (নি)
অহর্নিশ– সততং, নিৰদ্ধং (ক্রি-বিণ)
অবগতকরণ– পৰেদন (ন)
অভিষিক্ত– অভিসিত্ত (অ-কৃ)
অট্টালিকা– ওবরক (পুং)
অনুমোদন– অনুমতি (স্ত্রী); অনুমোদন (পুং)
অনুমতি– অনুমতি (স্ত্রী) অনুমোদন (পুং)
অনুরূপভাবে– এৰমেৰ, তথা (নি); এৰং, ৰুচ্চমানাকারেন (ক্রি-বিণ)
অধিগত করিয়াছি– অজ্ঝগমা (ক্রি)
অর্জন করা– পটিলভতি, লভতি, সম্ভুণাতি, পাপুণাতি, পপ্পোতি (ক্রি)
অনুকূল– পতিরূপ (বিণ)
অবনত করা– ওনমতি (ক্রি)
অবরুদ্ধ– রুদ্ধ, অৰরুদ্ধ (অ-কৃ)
অবরোধকারী– অৰরোধক (পুং)
অভিবাদন করা– ৰন্দতি, অভিৰাদেতি (ক্রি)
অনুক্রমে– অনুক্কমেন, অনুপুব্বেন (ক্রি-বিণ)
অনুষ্ঠান– মঙ্গল (ন); ছণ (পুং)
অন্যতর– অঞ্ঞতর (বিণ)
অঙ্গার– অঙ্গার (পুং)
অর্থকথা– অট্ঠকথা (স্ত্রী)
অপরাধ– অপরাধ (পুং)
অন্তরায়– অন্তরায, উপদ্দৰ (পুং)
অন্ধকার– অন্ধকার (পুং); তম (পুং) (ন)
অধিষ্ঠান– অধিট্ঠান (ন)
অধিষ্ঠান করা– অধিট্ঠাতি (ক্রি)
অন্তর্হিত– অন্তরহিত (অ-কৃ)
অন্তর্ধান করা– অন্তরধাযতি, ৰিনস্সতি (ক্রি)
অশুচি– অসুচি (পুং)
অতিক্রান্ত– অতিক্কন্ত, অভিক্কন্ত (অ-কৃ)
অভিরমিত হওয়া– অভিরমতি (ক্রি)
অতিসুন্দর– অতিসুন্দর, পণীত, পসত্থ, ৰিসিট্ঠ (বিণ)

অতিরিক্ত– অচ্চন্ত (বিণ)
অতিবৃষ্টি– অতিবুট্‌ঠি (স্ত্রী)
অপেক্ষা করা– অগমেতি (ক্রি)
অতিবিশিষ্ট– অতিৰিসিট্‌ঠ (অ-কৃ)
অল্প– থোক, অপ্পক, কতিপয (বিণ)
অশ্বত্থ (বৃক্ষ)– অস্‌সত্থ (পুং)
অন্তিম– অন্তিম; ওসান (বিণ)
অভিনন্দিত করা– অভিনন্দতি (ক্রি)
অগ্নি– অগ্নি, পাৰক (পুং)
অনুগত– অনুগত (অ-কৃ)
অনুসরণ করা– অন্বেতি, অনুক্কমতি (ক্রি)
অন্ন– ভোজন, অন্ন (ন); গোচর, আহার (পুং)
অর্ধমাস– অদ্ধমাস (পুং)
অতিভাষী– ৰাচাল (বিণ)
অবতরণ করিতে করিতে– ওতরন্ত (বর্ত-কৃ)
অনাগত, ভবিষ্যত– অনাগত (বিণ)
অতিক্রম করা– অতিক্কমতি (ক্রি)
অশ্বের সাজসজ্জা– অস্‌সভণ্ডক (পুং)
অশ্বপাল– অস্‌সগোপক (পুং)
অগ্রে রাখিয়া– পুরক্‌খত্বা (অস-ক্রি)
অবগত হইয়া– ঞত্বা, ৰিদিত্বা, অঞ্‌ঞায, জানিত্বা, অৰেচ্চ (অস-ক্রি)
অপসারণ করিয়া– ৰিনেয্য (অস-ক্রি)
অপায়িক– অপাযিক (বিণ)
অনুগ্রহ– উপকার, অনুগ্গহ (পুং)
অসহায়– অনাথ (বিণ)
অনুগ্রহ করা– উপত্থম্ভেতি, অনুগ্গণ্‌হাতি (ক্রি)
অকুটিল– উজু, অকুটিল (বিণ)
অনার্য– অনরিয (বিণ)
অল্পশ্রুত– অপ্পস্‌সুত (বিণ)
অনুকরণ– অনুকরণ (ক্রি-বিণ)
অতিবৃহৎ– অতিমহন্ত, ৰিপুল (বিণ)
অজ্ঞ– অপ্পস্‌সুত (বিণ); এলমূগ, বাল (পুং)
অশিক্ষিত– অপ্পস্‌সুত (বিণ)
অতিবিশাল– অতিমহন্ত, ৰিপুল (বিণ)
অপ্রমেয়– অপ্পমেয্য (ভবি-কৃ)
অন্তররহিত– আনন্তরিক (বিণ)
অনিত্য– অনিচ্চ (বিণ)
অন্যভাবে– অঞ্‌ঞথা (ক্রি-বিণ)
অন্য উপায়ে– অঞ্‌ঞথা (ক্রি-বিণ)
অনুপযুক্ত– অননুচ্ছৰিক (বিণ)
অনুচিত– অননুচ্ছৰিক (বিণ)
অযোগ্য– অননুচ্ছৰিক (বিণ)
অপকার– অপকার (পুং)
অধম– নীচ, অধম (বিণ)
অবগত করা– নিৰেদেতি, পটিৰেদেতি, আচিক্‌খতি (ক্রি)
অসংখ্য– অসঙ্খেয্য (ভবি-কৃ)
অসন্তুষ্ট– অনত্তমান, অসন্তুট্‌ঠ (বিণ)

অর্গল– অগ্গল (ন)
অধিনায়ক– নাযক, পামোক্খ (পুং)
অভিনিষ্ক্রমণ করা– অভিনিক্খমতি (ক্রি)
অঙ্গ– অঙ্গ (ন)
অস্থায়ী আবাস– নিবেসন (ন)
অপকর্ম– দোস (পুং); ৰজ্জ (ন)
অসৎকর্ম– দোস (পুং); ৰজ্জ (ন)
অপকার– অপকার (পুং)
অস্থির– অচলনীয (ভবি-কৃ)
অদৃশ্য হওয়া– অপেতি (ক্রি)
অবহেলা করা– পমজ্জতি (ক্রি)
অদূরবর্তী স্থান– আসন্নট্ঠান, সামন্ত (ন)
অবস্থা– অৰখা (স্ত্রী)
অন্যতীথিয়– অঞ্ঞতিত্থিয (বিণ)
অনাথ– অমাতাপিতিক (বিণ)
অভিসম্বোধি– অভিসম্বোধি (স্ত্রী)
অলৌকি শক্তিধর– ইদ্ধিমন্ত (বিণ)
অবস্থান– ঠান, ঠানন্তর (ন)
অনুশীলিত– সুচিণ্ণ (অ-কৃ)
অনুশয়– অনুসয (পুং)
অঙ্গীকার করা– পটিজানাতি (ক্রি)
অধ্যাপক– পণ্ডিতাচরিয (পুং)
অগ্রসর হওয়া– অভিক্কমতি (ক্রি)
অভিনন্দন– অভিনন্দন (ক্রি-বি)
অভিনন্দন জানানো– অভিনন্দতি (ক্রি)
অনুক্রম– অনুক্কম (পুং); আনুপুব্বী (স্ত্রী)
অধ্যয়ন করা– সজ্ঝাযতি (ক্রি)
অবশিষ্ট– অৰসেস (বিণ); অৰসিট্ঠ (অ-কৃ)
অনুস্মরণ করা– অনুস্সরতি (ক্রি)
অনুস্মরণ করিতে করিতে– অনুস্সসরন্ত (বর্ত-কৃ)
অপসৃত– অপনীত; অপগত, বিগত (অ-কৃ)
অপসারিত– ওনীত (অ-কৃ)
অনুতাপ করা– অনুতপ্পতি (ক্রি)
অনুরুদ্ধ– যাচিত (অ-কৃ)
অধিষ্ঠান করা– অধিট্ঠাতি (ক্রি)
অরহত– অরহন্ত (পুং)
অনুসন্ধান করা– গবেসতি, পরিযেসতি (ক্রি)
অনুসন্ধান করিতে করিতে– পরিযেসমান (বর্ত-কৃ)
অস্তগমন– অত্থ, অত্থগম (পুং)
অসুস্থ– গিলান, রোগী (বিণ)
অতিবাহিত করা– ৰীতিনামেতি (ক্রি)
অবশ্যই– ৰে, কামং (নি)
অলৌকি শক্তি– ইদ্ধিবল (ন)
অভিজ্ঞা– অভিঞ্ঞা (স্ত্রী)
অবশেষে– ওসানে, অন্তে (সত্তমী)
অধিপতি– অধিপতি; অধিপ (পুং)
অবগত করিতে– আরোচেতুং, নিবেদেতুং (তুং)
অর্জন করিতে– পটিলদ্ধং, লদ্ধুং (তুং)

অনুগমন করিতে– অনুগন্তুং (তুং)
অতঃপর– অথ, অথ খো (নি)
অবলোকন করিতে– পস্সিতুং, ওলোকেতুং (তুং)
অনুবাদ করা– অনুৰাদেতি, পরিৰত্তেতি (ক্রি)
অপরিপক্ব খাদ্য– উদরিয (ন)
অসমর্থ– অসক্কোন্ত (বর্ত-কৃ)
অর্বুদ– অব্বুদ (পুং)
অজ্ঞাত– অৰিদিত (অ-কৃ); অপাকট (বিণ)
অপরিচিত– অৰিদিত (অ-কৃ); অপাকট (বিণ)
অপ্রতিদ্বন্দ্বী– নিরুত্তর, অপ্পটিপুগ্গল (বিণ)
অতিসতর্ক– অধিকতরুস্সাহ (পুং)
অভ্যন্তর– অব্ভন্তর (পুং)
অত্যাচারিত– পধংসিত (অ-কৃ)
অপমানিত– পধংসিত (অ-কৃ)
অসৎপুরুষ– অসপ্পুরিস (পুং)
অবস্থান করিয়াছিলেন– ৰীতিনামেসিত, ৰিহরি, অতিক্কামেসি (ক্রি)
অন্তর্হিত হওয়া– অন্তরধাযতি, ৰিনস্সতি (ক্রি)
অদত্তগ্রহণ– থেয্য, চোরিয, অদিন্নাদান (ন)
অভিমুখ– অভিমুখ (পুং)
অরণ্য আবাস– অরঞ্ঞ ৰিহার (পুং)
আনন্দিত– সুমন, তুট্ঠ (বিণ)
অতিশয়– অতিমহন্ত (বিণ)
অধিরাজ (সম্রাট)– অধিরাজ (পুং)
অধিষ্ঠিত করিতে– ঠপেতুং (তুং)
অর্পণ করা– নিযমেতি (ক্রি)
অংশ– খণ্ড, ভাগ (পুং)
অপরূপ সৌন্দর্য বিমণ্ডিত– অতিৰিসিট্ঠরূপ (বিণ)
অভিরমিত হওয়া– অভিরমতি (ক্রি)
অভিরূপা– পাসাদিকা (বিণ)
অনুতাপ– খেদ (পুং)
অবরোধকারী– অৰরোদক (পুং)
অপচয় করিতেন– ৰিনাসযিস্সা (ক্রি)
অনাগার– অনগারিয (ন)
অর্পণ করিয়া– পটিচ্ছাপেত্বা (অস-ক্রি)
অজানা– অৰিদিত, অপাকট (অ-কৃ)
অত্যুৎকৃষ্ট– অতিৰিসিট্ঠ (বিণ)
অনাগারিক জীবনে– অনাগারিযং
অনুমতি দেওয়া হইলে– অনুঞ্ঞাতে
অভ্র– অব্ভ (ন); মেঘ (পুং) (ক্রি)
অন্যতর– অঞ্ঞতর (পুং)
অগ্র– অগ্গ (বিণ)
অবস্থানকালে– ৰিহরন্ত (বর্ত-কৃ)
অনুপম সৌন্দর্য– অনোপমৰণ্ণ (বিণ)
অঙ্গীকার করিয়াছিল– পটিজানি

(ক্রি)
অগ্রজন– পঠমজন (পুং)
অন্যথায়– নো চে (নি)
অবস্থান করানো– নিৰত্তাপেতি, ৰসাপেতি (ক্রি)
অভিলাষী– অল্লীন (বিণ)
অগ্রসর হওয়া– সঞ্চরতি (ক্রি)
অনুকোণ– অনুদিসা (স্ত্রী)
অনুক্রমে– অনুক্কমেন (ক্রি-বিণ)
অতিক্রম্য– তরণীয (ভবি-কৃ)
অপব্যবহার করা– পরিভাসতি (ক্রি)
অরহত্ত্ব– অরহত্ত (ন)
আধিক্য– ৰেপুল্ল (নি)
আহবান করা– আমন্তেতি (ক্রি)
আরও– অপি, চ (নি)
আগমন– আগমন (ক্রি-বি)
আগমন করা– আগচ্ছতি (ক্রি)
আরোহিত– আরূল্হ, রূল্হ (অ-কৃ)
আরোহণ– আরোহণ, অভিরূহন (ক্রি-বি)
আরোহণ করা– আরুহতি, অভিরূহতি (ক্রি)
আরোহণ করিতে করিতে– আরুহন্ত , অভিরূহন্ত (বর্ত-কৃ)
আকাঙ্ক্ষা করা– পণিদহতি (ক্রি)
আমোদ প্রমোদ গৃহ– আপানমণ্ডল (ন)
আগেভাগে– পুরেতরং (ক্রি-বিণ)
আরম্ভ– আদি (পুং)
আরম্ভ হওয়া– পভবতি (ক্রি)
আদিষ্ট– আণত্ত (অ-কৃ)
আদেশ করা– আণাপেতি (ক্রি)
আহরণ করা– আৰহতি, আহরতি (ক্রি)
আইন গ্রন্থ– নীতিগ্রন্থ (পুং)
আবুসো– আবুসো (নি)
আলোকিত করা– পভাসেতি (ক্রি)
আসক্ত– অল্লীন (অ-কৃ)
আসিতে আসিতে– আগচ্ছন্ত (বর্ত-কৃ)
আদেশ– আণা (স্ত্রী)
আজ্ঞা– আণা (স্ত্রী)
আবৃত– পটিচ্ছন্ন, ছন্ন, ছাদিত, সঞ্ছন্ন (অ-কৃ)
আচ্ছাদিত– পটিচ্ছন্ন, ছন্ন, ছাদিত, সঞ্ছন্ন (অ-কৃ)
আবৃত করা– ছাদেতি (ক্রি)
আচ্ছন্ন করা– ছাদেতি (ক্রি)
আশ্বাস– আস্সাম (পুং)
আন্তকলহ– মিথুভেদ (পুং)
আবাস– উপস্সয (পুং)
আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে– অভিরমন্ত (বর্ত-কৃ)
আস্বাদ– অস্সাদ (পুং)
আকীর্ণ– আকিণ্ণ (অ-কৃ)
আরও অধিক– উত্তরিং (ক্রি-বিণ)
আঠাল বৃক্ষনির্যাস– সিলেসিকা (স্ত্রী)
আরম্ভ করিয়া– আরব্ভ (অস-ক্রি)

আবৃত করিয়া– ছাদেত্বা (অস-ক্রি)
আচ্ছাদিত করিয়া– ছাদেত্বা (অস-ক্রি)
আনিয়া– আনেত্বা, আহরিত্বা (অস-ক্রি)
আহরণ করিয়া– আনেত্বা, আহরিত্বা (অস-ক্রি)
আঘাত করিয়া– আহচ্চ (অস-ক্রি)
আহত করানো– হনাপেতি (ক্রি)
আক্রমণ করিয়া– অক্কম্ম (অস-ক্রি)
আরোগ্য– আরোগ্য (ন)
আঘাত করিতে করিতে– ঘট্টেন্ত (বর্ত-কৃ)
আবাস– উপস্সয (পুং); অগার, গেহ, নিবেসন (ন)
আনন্তর্য রহিত– আনন্তরিক (বিণ)
আলাপ-আলোচনা– সাকচ্ছা (স্ত্রী)
আধিপত্য– আধিপচ্চ (ন)
আলো– ওভাস, আলোক (পুং)
আম– অম্ব (ন)
আধুনিক– অজ্জতন (বিণ)
আরও– ভীযো (নি); উত্তরিম্পি
আরোহণ– অভিরূহণ (ক্রি-বি)
আওয়াজ– রব (পুং)
আর্য– অরিয (পুং)
আর্যসত্য– অরিযসচ্চ (ন)
আবাদকারী– রোপক, রোপ (পুং)
আবৃত্তি করা– সজ্ঝাযতি (ক্রি)
আশ্রয়– সরণ (ন)
আবর্তিত হওয়া– পবট্টেতি, পরিবত্তেতি (ক্রি)
আকার– সণ্ঠান (ন)
আবর্তিত হইতে হইতে– পরিবত্তেন্ত (বর্ত-কৃ)
আন্দোলিত করা– ধুণাতি, কম্পেতি, চালেতি (ক্রি)
আনয়ন করা উচিত– আহরিতব্ব (ভবি-কৃ)
আকাশ– নভ (পুং) (ন); আকাস (পুং)
আয়তন– আযতন (ন)
আন্তাবল– অস্সসালা (স্ত্রী)
আনুপূর্বিক ভাবে– অনুক্কমেন, অনুপুব্বেন (ক্রি-বিণ)
আশ্রয় করিয়া– নিস্সায, উপনিস্সায (অস-ক্রি)
আত্মভাব– অত্তভাব (পুং)
আগন্তুক– আগন্তুক (পুং)
আদিত্য– দিনকর, পভঙ্কর, সুরিয, আদিচ্চ (পুং)
আস্বাদ– রস, অস্সাদ (পুং)
আক্রমণ করা– অক্কমতি (ক্রি)
আচরণ করা– সঙ্গণ্হাতি, সক্করোতি (ক্রি)
আবর্তন করা– পরিবত্ততি (ক্রি)
আড়াই– অড্ঢতেয্য (পুং)
আগমনেচ্ছুক– আগন্তুকাম (বিণ)
আহত– খত, ৰণিত (অ-কৃ)
আনন্দিত– সুমন, তুট্ঠ (বিণ)
আকাশের মধ্য দিয়া– নভসা

আদেশ দেওয়া– আণাপেতি (ক্রি)
আনন্দ– পীতি (স্ত্রী)
আসন– আসন (ন)
আকাঙ্ক্ষা (গর্ভবতী মহিলার)– দোহল (পুং)
আবাহ-বিবাহ– আৰাহ-ৰিৰাহ-সম্বন্ধ (পুং)
আক্রমণ করাইবে– হনাপেস্সতি (ক্রি)
আবদ্ধ– যোজিত (অ-কৃ)
আয়ুষ্মান– আযস্মন্ত (বিণ)
ইষ্ট– হট্ঠ (বিণ)
ইহলোক– ইধ, ইহলোক (পুং)
ইচ্ছা করা– ইচ্ছতি (ক্রি)
ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করা– পরিধাৰতি (ক্রি)
ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে– পরিধাৰমান (বর্ত-কৃ)
ইপ্সিত– ইচ্ছিত (অ-কৃ)
ইতস্তত ছোটাছুটি করা– আধাৰতি (ক্রি)
ইন্দ্রিয়– ইন্দ্রিয (ন)
ইন্দ্রিয় সুখ– কাম (পুং)
ইচ্ছা করিতে করিতে– আকঙ্খমান (বর্ত-কৃ)
উদ্বিগ্ন– উব্বিগ্ন, সংবিগ্ন (অ-কৃ)
উন্নতি করিয়াছিলেন– ৰড্ঢাপেসি, পাপেসি (ণিজন্ত ক্রিয়া)
উপদেশ দেওয়া– অনুসাসতি, ওৰদতি (ক্রি)
উপনীত– উপট্ঠিতে, উপসঙ্কন্ত (অ-কৃ)
উপস্থিত হইয়াছিলেন– উপাগমি (ক্রি)
উপনীত হইতে হইতে– উপসঙ্কমন্ত (বর্ত-কৃ)
উপস্থিত হইতে হইতে– উপসঙ্কমন্ত (বর্ত-কৃ)
উৎপন্ন– উপ্পন্ন, উগ্গত, নিব্বত্ত, জাত, পচ্চাজাত (অ-কৃ)
উৎপন্ন হওয়া– জাযতি, উপ্পজ্জতি (ক্রি)
উৎপন্ন হইয়াছিল– উদপাদি, উপ্পজ্জি (ক্রি)
উপনীত হইয়াছেন এমন– অনুপ্পত্ত, পত্ত, সম্পত্ত (অ-কৃ)
উপযুক্ত– পতিরূপ (বিণ)
উজ্জ্বল করা– পভাসেতি (ক্রি)
উপদ্রব– উপদ্দৰ (পুং)
উত্তরণযোগ্য– তরণীয (ভবি-কৃ)
উত্তরণীয়– তরণীয (ভবি-কৃ)
উৎকৃষ্ট– পণীত (বিণ)
উপাসক– উপাসক (পুং) গিহী
উপাসিক– উপাসিকা, গিহিণী (স্ত্রী)
উপস্থিত হইয়া– উপসঙ্কমিত্বা (অস-ক্রি)
উৎপাটিত– অব্বুল্হ (অ-কৃ)
উপক্রম– উপক্কম (পুং)
উৎসব– ছণ, উস্সৰ (পুং)
উর্ধপাদ– উদ্ধপাদ (বিণ)

উদ্যান– উয্যান (ন); আরাম (পুং)
উত্থিত– আরূল্হ, উট্ঠিত (অ-কৃ)
উত্থিত হইয়া– উট্ঠায (অস-ক্রি)
উঠিয়া– উট্ঠায (অস-ক্রি)
উষ্ণ– তেজ (পুং) (ন); উণ্হ (ন)
উপকার– উপকার, অনুগ্গহ (পুং)
উপকার করা– উপত্থম্ভেতি, অনুগ্গণহাতি (ক্রি)
উচ্চতর– উত্তরিতর, উচ্চতর (বিণ)
উত্তম– বর, উত্তম, অগ্গ, সেট্ঠ (বিণ)
উত্তরাধিকার– দাযাদ (পুং)
উভয় প্রকারে– উভযথা (ক্রি-বিণ)
উপলব্ধি– পটিবেধ (পুং)
উন্মুক্ত হওয়া– অবাপুরীযতি (ক্রি)
উলঙ্গ– নগ্গ (বিণ)
উত্তমতর– উত্তরিতর, সেট্ঠতর (বিণ)
উপস্থান– উপট্ঠান (ক্রি-বি)
উপস্থান করিতে করিতে– উপট্ঠহন্ত (বর্ত-কৃ)
উপসম্পদা (ভিক্ষু)– উপসম্পদা (স্ত্রী)
উজ্জ্বল হওয়া– জোততি, জলতি, ভাসতি, দিপ্পতি (ক্রি)
উপরে– উপরি (নি); মথকে (সত্তমী)
উপাধ্যায়– উপজ্ঝায (পুং)
উপস্থিতি– অভিমুখ (ন)
উপঢৌকন– পন্নাকার (পুং)
উপহার– উপ্পাদিত (অ-কৃ)
উৎপাদন করা– নিব্বত্তেতি, উপ্পাদেতি, জনেতি (ক্রি)
উপকরণ– ভণ্ড, উপকরণ (ন)
উৎক্ষেপণ করা– উক্খিপতি, উস্সাপেতি (ক্রি)
উত্তোলন করা– উকখিপতি, উস্সাপেতি (ক্রি)
উপনীত হওয়া– উপগচ্ছতি, উপসঙ্কমতি (ক্রি)
উপস্থিত হওয়া– উপগচ্ছতি, উপসঙ্কমতি (ক্রি)
উপবিষ্ট– আসীন, নিসিন্ন (অ-কৃ)
উত্তেজিত করা– উয্যোজেতি (ক্রি)
উপস্থায়ক– উপট্ঠাক (পুং)
উপবেশন করিতে করিতে– নিসীদন্ত (বর্ত-কৃ)
উঠিয়া দাঁড়ানো– উট্ঠহতি (ক্রি)
উপনগর– উপনগর (ন)
উপযুক্ত– পতিরূপ, অনুচ্ছবিক (বিণ)
উপনীত হইতে– পত্তুং, উপসঙ্কমিতুং (তুং)
উপস্থিত হইতে– পত্তুং, উপসঙ্কমিতুং (তুং)
উন্মার্গ– উম্মগ্গ (পুং)
উর্ধমুখী– উক্কুজ্জেতি (ক্রি)
উত্তমরূপে অনুশীলিত– সুচিণ্ণ (অ-কৃ)
উৎপন্ন হইত– উপ্পজ্জিস্সা (ক্রি)

ঊর্ধে– উদ্ধং (ক্রি-বিণ)
উপস্থিত হইলেন– সম্পত্ত (অ-কৃ)
উচ্চস্বরে চিৎকার করা– উগ্‌ঘোসেতি (ক্রি)
উত্তেজিত– উব্বিগ্ন, সংবিগ্ন (অ-কৃ)
উন্মুক্ত স্থান– ওকাস (পুং)
উৎসাহ প্রকাশ করা– উস্‌সহতি (ক্রি)
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত– দযাযেন লদ্ধ (অ-কৃ)
উৎপীড়িত হওয়া– হিংসীযতি (ক্রি)
উপন্যাস– নৰকথা (স্ত্রী); নৰপ্পবন্ধ (পুং)
উপদেশ– দেসন (ন); ওৰাদ (পুং)
উপসম্পদা দেওয়া কর্তব্য– উপসম্পাদেতব্ব (ভবি-কৃ)
উদ্যান– উয্যান, (ন); আরাম (পুং)
উৎসর্গ করিলেন– দানং দেতি (ক্রি)
উদ্দেশ্যে– উদ্দিস্‌সে
উৎপন্ন হইয়াছিলেন– নিব্বত্তি (ক্রি)
উত্তম শষ্য– ধঞ্ঞফল (ন)
উদয়– উদয (পুং)
উদিত– উদিত, উপপন্ন (অ-কৃ)
উন্মুক্ত আকাশ– অব্‌ভোকাস, অজ্ঝোকাস (পুং)
উচ্চকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি– সঙ্গীতি (স্ত্রী)
এতিম– অমাতাপিতিক (বিণ)
একাকী– একক (বিণ)
একান্তে– একমন্তং (ক্রি-বিণ)
একপাশে– একমন্তং (ক্রি-বিণ)
একত্রিত– সমাগত, সন্নিপতিত (অ-কৃ)
একত্রিত হইয়া– সমাগম্ম, সঙ্গম্ম (অস-ক্রি)
একত্রিত হওয়া– সঙ্গমেতি, একীভাৰং উপনেতি (ক্রি)
একেক, একে একে– একেক (বিণ)
একই জিনিষ– তদে'ৰ
একই– সদিস, সমান, তুল্য (বিণ)
এড়াইয়া চলিতে– নিৰারেতুং (তুং)
এইরূপ– ইতি, ইত্থং (নি)
একচক্ষুসম্পন্ন– একক্‌খিক, কাণ (বিণ)
একদা– একদা, একক্‌খত্তুং, একং সমযং (ক্রি-বিণ)
একসময়– একদা, একক্‌খত্তুং, একং সমযং (ক্রি-বিণ)
এমনকি– অপি (নি)
এইভাবে-এৰং (নি)
এখানে– এত্থ, ইহ, অত্র (নি)
এথায়– এত্থ, ইহ, অত্র (নি)
এড়াইয়া চলা– পরিৰজ্জেতি (ক্রি)
ঔরস– ওরস (বিণ)
ওজবান– ওজৰন্ত (বিণ)
ঋতু– উতু
ঋজু– উজু (বিণ)
ঋষি– ইসি (পুং)
ঋণ– ইণ (পুং)
কাপড়– দুস্‌স (ন); সাকট (পুং);

বাস (পুং) (ন)
কর্ম– কম্ম, (ন); ক্রিয়া (স্ত্রী) কম্মন্ত (পুং)
কল্প– কপ্প (পুং)
ক্রুদ্ধ– রুট্‌ঠ, কুদ্ধ (অ-কৃ)
ক্রোধ– কোধ (পুং)
কম্বল– কম্বল (পুং) (নি)
কায়িক– কাযিক, সারিরিক (বিণ)
কায়– কায, দেহ (পুং (ন); সরীর (ন)
কৃত্য– কিচ্চ, কারিয (ন); কম্মন্ত (পুং)
কিন্তু– তথাপি (ন)
কৌটা– করণ্ড (পুং) পসিব্বক
কম্পিত করানো– কম্পেতি (ক্রি)
কক্ষ– গব্‌ভ (পুং)
কুলপুত্র– কুলপুত্ত (পুং)
কাঁশির শব্দ করা– উক্কাসতি (ক্রি)
ক্রন্দন করিতে করিতে– কন্দন্ত, রোদন্ত, (বর্ত-কৃ)
ক্রন্দন করা– রোদতি
কোকিল– কোকিল (পুং)
কালদাগ– কালক (ন)
কমিয়া যাওয়া– পরিহাযতি, অপচিনাতি (ক্রি)
কান্তার– কন্তার (পুং)
করা– করোতি (ক্রি)
করিতে করিতে– কুরুমান, করোন্ত (বর্ত-কৃ)
কোমল– মুদুক (বিণ)
করিতে– কাতবে, কত্তুং, কাতুং (তুং)
ক্লান্ত– কিলন্ত (অ-কৃ)
কুঞ্জবন– সণ্ড (পুং)
কত পরিমাণ– কিত্তক (বিণ)
কি পরিমারণ– কিত্তক (বিণ)
ক্রীত হওয়া– কিণীযতি (ক্রি)
কর্তিত হওয়া– ছিজ্জতি (ক্রি)
কথিত হওয়া– ব্রুচ্চতি, পবুচ্ছতি (ক্রি)
কর্মী– বেতনিক, কম্মকার (পুং)
কর্তিত– লূন (অ-কৃ)
কোন কিছুই না– ন কিঞ্চি (নি)
কেহই না– ন কোচি (নি)
কখনও নহে– ন কুদাচনং (ক্রি-বিণ)
কারণে– পটিচ্চ, নিস্‌সায (নি)
কাষায় বস্ত্র– কাসাব (বিণ)
ক্রম– কম, অনুক্কম (পুং); পটিপাটি (স্ত্রী)
কলসী– কুণ্ডিকা, (স্ত্রী); কুম্ভ (পুং)
কুম্ভকার– কুম্ভকার (পুং)
কর্ষণ করা– কসতি (ক্রি)
কর্ষণ– কসণ (ক্রি-বি)
কর্ষিত– কসিত, কট্‌ঠ (অ-কৃ)
ক্রীড়া করা– দিব্বতি, কীলতি (ক্রি)
ক্রম বিন্যাস– রাজি, পন্তি (স্ত্রী)
কোন কোন সময়– কুদাচনং (ক্রি-বিণ)
কখনও কখনও– কুদাচনং (ক্রি-

বিণ)
কিছু (মানুষ)– একচ্চ (বিণ)
খনিত হওয়া– নিখনীযতি (ক্রি)
করিয়াছিল– অকা, অকাসি, অকরি, করি (ক্রি)
কেহ কেহ– একচ্চ (বিণ)
কিছু (জিনিষ)– কিঞ্চি (ন)
কণ্ঠহার– হার (পুং)
কর্মস্থান– কম্মট্ঠান (ন)
কম্পমান– পৰেধমান, কম্পমান (বর্ত-কৃ)
কাঁপা– কম্পতি, ৰেধতি (ক্রি)
কুৎসিৎ– ৰিরূপ, দুৰ্ব্বণ্ণ (বিণ)
কচ্ছপ– কচ্ছপ (পুং)
কাঙ্ক্ষিত– ইচ্ছিত (অ-কৃ)
কোথায়– কহং, কুহিং, কুত্র (ক্রি-বিণ)
কল্যাণ– অভিবুদ্ধি (স্ত্রী); অত্থ, কল্যাণ (পুং)
কূপ– কূপ (পুং)
কুমুদ– কুমুদ (ন)
কাঠ– দারু, কট্ঠ (ন)
কাষ্ঠময়– কট্ঠময়, দারুময় (বিণ)
কনিষ্ঠ– কণিট্ঠ (বিণ)
কথোপকথন– সাকচ্ছা (স্ত্রী)
খুবসম্ভবত– একংসেন (ক্রি-বিণ)
খুশী– অত্তমন, তুট্ঠ, হট্ঠ, সুমন (বিণ)
খাদিত– ভুত্ত, খাদিত, ভোজিত, পরিভুত্ত (অ-কৃ)
খোলা– ওমুঞ্চতি, অৰাপুরীযতি (ক্রি)
খালি জায়গা– ওকাস (পুং)
খচিত– খচিত (অ-কৃ)
খারাপ– মন্দ
খাদিত হওয়া– ধজ্জতি (ক্রি)
খারাপভাবে ব্যাখ্যাত– দুরক্খাত (অ-কৃ)
খঞ্জ– কুণী (পুং)
খোঁড়া– কুণী (পুং)
খণিত– নিখাত, খাত (অ-কৃ)
খাট– পল্লঙ্ক (পুং)
খাদ্য– খজ্জ (ন)
খত্তিয়া– খাদতি, অস্নাতি, ভুঞ্জতি (ক্রি)
খোজ করা– গৰেসতি, পরিযেসতি (ক্রি)
গ্রন্থকার– গন্থকার (পুং)
খোজ করিতে করিতে– পরিযেসমান (বর্ত-কৃ)
গৌরব– গারৰ (পুং)
গৌরবকৃত– গরুকত (অ-কৃ)
গৃহ– গেহ (পুং) (ন)
গৃহ নির্মাতা– ৰড্ঢকী (পুং)
গ্রহণ করা– পটিগণ্হাতি, গণ্হতি (ক্রি)
গ্রহণ করানো– গণ্হাপেতি (ক্রি)
গুহা– গুহা (স্ত্রী); লেণ (ন)
গণিকা– গণিকা (স্ত্রী)
গভীর বন– ৰনন্তর, ৰিপিন (ন)

গর্হিত– গরহিত (অ-কৃ)
গন্ধ– গন্ধ (পুং)
সুগন্ধ– সুগন্ধ (পুং)
গমন করা– গচ্ছতি, যাতি (ক্রি)
গমন– গমন (ক্রি-বি)
গ্রহণ করিয়া– আদায (অস-ক্রি)
গ্রহণ– গহন (ক্রি-বিণ)
গৃহহীন– অনগারিয (ন)
গৃহ– উপস্সয (পুং); অগার, গেহ, নিৰেসন (ন)
গৃহবাস– ঘরৰাস (পুং)
গান– গীত (ন); গযন (ক্রি-বি)
গান গাওয়া– গাযতি (ক্রি)
গ্রামের ভিতরে– অন্তোগাম (পুং)
গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখা– নিধীযতি (ক্রি)
গৃহী– উপাসক, গিহী (পুং)
গৃহিণী– উপাসিকা, গিহিণী (স্ত্রী)
গর্ভবতী মহিলার দোহদ (আকাঙ্ক্ষা)– দোহল (পুং)
গর্ভবতী– গরুগব্ভা (স্ত্রী)
গোচারণ ভূমি– গোচর (পুং)
গুড়ি করা– চুণ্নেতি (ক্রি)
গুপ্ত– গোপিত, গুত্ত (অ-কৃ)
গুছাইয়া রাখা– পটিসামেতি (ক্রি)
গালাগালি করা– পরিভাসতি, অক্কোসতি (ক্রি)
গোপন– রহ (পুং) (ন)
গৌরব করা উচিত– গরুকাতব্ব (ভবি-কৃ)
গ্রহণ করা উচিত– গয্হ (ভবি-কৃ)
গৃহীত হওয়া উচিত– ৰত্তেতব্ব (ভবি-কৃ)
গান করিতে করিতে– গাযন্ত (বর্ত-কৃ)
গতি– জৰ, ৰেগ (পুং); গতি (স্ত্রী)
গুপ্তচর– চর, চরপুরিস (পুং)
গোঁজা– খাণু (পুং)
গ্রাহক– গাহক (পুং)
গ্রহণ– গহণ (ন); গাহ (পুং)
গুড়– ফাণিত (ন)
গমন– গমন, সঞ্চরণ (ক্রি-বিণ)
গাড়ী– ৰাহন, যান, যোগ্ন (ন)
গ্রামবাসী– গামিক, গামৰাসি (পুং)
ধনুধর– ধনুগ্গহ (পুং)
ধ্বজা– ধজ (পুং)
ধ্বংস হওয়া– ৰিনস্সাতি, ধংসতি (ক্রি)
ধারণ করা– ধারেতি, পরিহরতি (ক্রি)
ধারণ করিতে করিতে– ধারেন্ত (বর্ত-কৃ)
ধৈর্য– অধিৰাসনা (স্ত্রী)
ধর্ম– ধম্ম, সময (পুং); সাসন (ন)
ধর্মচক্ষু– ধম্মচক্খু (ন)
বোধ্যঙ্গ– বোজ্ঝঙ্গ (পুং)
ধারণা– মতি (স্ত্রী
ধারা– কম, অনুক্কম (পুং); পটিপাটি (স্ত্রী)
ধাতু– ধাতু (স্ত্রী)

ধরণ– সণ্ঠান (ন)
ধোঁয়া– ধূম (পুং)
ধোঁয়াহীন– ৰিধূম (বিণ)
ধ্রুব– ধুৰ (বিণ)
ধ্যান– ঝান (ন)
ধ্যান করা– ঝাযতি, ৰিতক্কেতি (ক্রি)
ধনী– ধনৰন্ত (বিণ)
ধৌত করা– পক্খালেতি, ধোৰতি (ক্রি)
ধৌতকরণ– ধোৰণ (ক্রি-বিণ)
চলিয়া যাওয়া– অপগচ্ছতি, বিগচ্ছতি (ক্রি)
চিত্রিত– ৰিচিত্ত, ৰিসিট্‌ঠ, ৰিৰিধ (বিণ)
চালনা করিতে করিতে– পাজেন্ত (বতৃ-কৃ)
চলমান থাকা– ৰিজ্জতি, ৰত্ততি (ক্রি)
চতুর্বিধ– চতুব্বিধ (বিণ)
চয়ন করা– উপচিনাতি (ক্রি)
চলিয়া গিয়াছে এমন– অপক্কন্ত (অ-কৃ)
চিত্তপ্রসাদ– চেতোপসাদ (পুং)
চৌমহনী– সিঙ্ঘাটক (ন); মগ্গসমাগম্ম (পুং)
চিত্ত– চিত্ত, মন (ন); চেত (পুং) (ন)
চক্রনাভি– নাভি (স্ত্রী)
চামচ– কটচ্ছু (পুং)
চৌহদ্দি– ওধি (পুং); সীমা (স্ত্রী)
চিঠি– লেখন, সাসন (ন)
চলিয়া যাওয়া– অপেতি, পক্কমতি (ক্রি)
চ্যুত হওয়া– চৰতি (ক্রি)
চৈত্য– চেতিয (ন)
চৈত্যাঙ্গন– চেতিযঙ্গন (ন)
চুর্ণ করা– চুন্নেতি (ক্রি)
চাউল ব্যবসায়ী– তণ্ডুলিক (পুং)
চোর– চোর (পুং)
চীবর– চীৰর (ন)
চীবর পরিহিত– নিৰাসাপিত (অ-কৃ)
চীবর পরিধান করিয়া– নিৰাসেত্বা (অস-ক্রি)
চন্দন– চন্দন (ন)
চক্রায়ুধ– চক্কাযুধ (ন)
চিন্তা করা– মনোতি, সঞ্ঞাণাতি, চিন্তেতি (ক্রি)
চিন্তা করা উচিত– চিন্তেয্য (ভবি-কৃ)
চিৎকার করিয়া ডাকা– উগ্‌ঘোসেতি (ক্রি)
চাকার অর– অর (ন)
চত্বর– আলিন্দ (পুং)
চুরি– থেয্য, চোরিয, অদিন্নাদান (ন)
চলাকালে– ৰত্তন্তে (বর্ত-কৃ)
চতুর– (উপায); কুসল (বিণ)
চালাক– (উপায) কুসল (বিণ)

চিন্তনীয়– চিন্তেয্য (ভবি-কৃ)
চিন্তা– চিন্তা (স্ত্রী), চেত (পুং) (ন)
চূড়া– মত্থক, অগ্ন (পুং)
চাকার বেড়– নেমি (স্ত্রী)
চেষ্টা করা– উস্সহতি, ৰাযমতি (ক্রি)
চেষ্টা করিতে– উস্সহন্ত, ৰাযমন্ত (বর্ত-কৃ)
চক্রবর্তী– চক্কৰত্তী (পুং)
চর্ম– ছৰি (স্ত্রী); চম্ম (ন)
চামড়া– ছৰি (স্ত্রী); চম্ম (ন)
চক্ররত্ন– চক্করতন (ন)
চলিয়া গিয়াছিল– পক্কমি (ক্রি)
চালাকী– কোসল্ল (ন)
চাঁদ– নিসাকর, চন্দ (পুং)
ছেদনকারী– ছেত্তু (পুং)
ছাড়া– ৰিনা (নি); ঠপেত্বা (অস-ক্রি); অঞ্ঞত্র (নি)
ছলনা– সঠেয্য (ন)
ছন্দ– ছন্দ (পুং)
ছেদিত– লূন (অ-কৃ)
ছোট মঞ্চ– মঞ্চক (পুং)
ছোট চেয়ার– পীঠক (ন)
ছড়ানো– ওকিরতি (ক্রি)
ছেদন করিতে– ছেত্তুং (তুং)
ছিড়িতে– ছেত্তুং (তুং)
ছেদন করা– ছিন্দতি (ক্রি)
জোড়া– যুগ, যুগল, দ্বয, দ্বিক (নি)
জ্বলন্ত– আদিত্ত (অ-কৃ)
জাত হওয়া– জাযতি, উপ্পজ্জতি (ক্রি)
জন্ম হওয়া– জাযতি, উপ্পজ্জতি, নিব্বত্ততি (ক্রি)
জিজ্ঞাসা করা– পুচ্ছতি (ক্রি)
জিজ্ঞাসিত– পুট্ঠ, পুচ্ছিত, যাচিত (অ-কৃ)
জাগ্রত করা– পৰোধেতি (ক্রি)
জাগাইয়া তোলা– পৰোধেতি (ক্রি)
জন্য– অত্থায (চতুর্থী– একবচন)
জোড় পূর্বক– বলক্কারেন (ক্রি-বিণ); পসয্হ (অস-ক্রি)
জ্যোতিষ্মান– জোতিমন্ত (বিণ)
জম্বুদীপ (ভারতবর্ষ)– জম্বুদীপ (পুং)
জানা– জানতি, ৰিজানাতি (ক্রি)
জানিতে জানিতে– জানন্ত, ৰিজানন্ত (বর্ত-কৃ)
জীর্ণ– জিণ্ণ (অ-কৃ)
জরা– জরা (স্ত্রী)
জন্য– পটিচ্চ, নিস্সায (নি)
জনপদ– জনপদ (পুং)
জনপদবাসী– জানপদিক (পুং)
জনসাধারণ– জন (পুং); জনতা (স্ত্রী)
জনতা– জন (পুং); জনতা (স্ত্রী)
জানানো উচিত– আরোচেতব্ব (ভবি-কৃ)
জীবনহরী– ৰযোহর (বিণ)
জাল– পাস (পুং)
জুঁই– সুমনা (স্ত্রী)

জোঁনাকি পোকা– খজ্জোপনক (পুং)
জোড় পূর্বক কাড়িয়া লইয়াছিল– অহাসি (ক্রি)
জোড়া– যমক (বিণ)
জন্মানো– রূহতি, ৰড্ঢতি (ক্রি)
জ্বালাতন করা– ৰিহেসেতি, দুস্সতি, ৰিহেঠেতি (ক্রি)
জয় করা– জিনাতি (ক্রি)
জানানো– নিৰেদেতি, পটিৰেদেতি, আচিক্খতি, আরোচেতি, পকাসেতি (ক্রি)
জোৎস্না– দোসিনা (স্ত্রী)
জানাইতে– আরোচেতুং, নিৰেদেতুং (তুং)
টানা-হেঁচ্ড়া করা– আকড্ঢতি (ক্রি)
ডাকিয়া– পক্কোসিত্বা (অস-ক্রি)
ঢুকিয়া– পৰিস্স, পৰিসিয, পৰিসিত্বা (অস-ক্রি)
টিকিয়া থাকা– পৰত্ততি (ক্রি)
টেকসই হওয়া– পৰত্ততি (ক্রি)
টুকরা– খণ্ড (ন)
ঢালিতে ঢালিতে– আসিঞ্চন্ত আকিরন্ত (বর্ত-কৃ)
ঢালা– আকিরতি, আসিঞ্চতি (ক্রি)
ডান– দক্খিণ (বিণ)
ঢোল– দুন্দুভি (স্ত্রী)
ঢাকিয়া– ছাদেত্বা (অস-ক্রি)
ডাকিয়া পাঠানো– পক্কোসাপেতি (ক্রি)
টুকরা টুকরা করা-- ফালেতি (ক্রি)
টর্চ লাইট– উক্কা, দণ্ডদীপিকা (স্ত্রী)
ঢাকিয়া রাখা– উপনয্হতি (ক্রি)
ঝগড়া– ভেদ, বিৰাদ (পুং)
ত্যাগ করা– পরিচ্চজতি, চজতি, জহাতি (ক্রি)
তাম্র– তম্ব (পুং)
তামা– তম্ব (পুং)
তেজস্বী– অভিক্কন্ত, তেজস্সী (বিণ)
তেজ– তেজ (পুং) (ন); উণ্হ (ন)
ত্রিপিটক– তিপিটক পালি (স্ত্রী)
তুলনা– উপমান (ন); উপমা (স্ত্রী)
তৈরী করা– পটিযাদেতি, করোতি, মাপেতি (ক্রি)
ত্যাগ– চাগ (ক্রি-বি)
তোরণ– গোপুর (ন)
ত্যাগ করিয়াছে– জহার (ক্রি)
তপ্ত– তত্ত, তাপিত (অ-কৃ)
তৈর্থিক– তিত্থিয (বিণ)
তীর্থিয– তিত্থিয (বিণ)
তাপস– তাপস, তপস্সী (পুং)
তপস্বী– তাপস, তপস্সী (পুং)
তদ্রুপ– তথে'ৰ (নি)
ত্যাগ করিয়া– জহিত্বা (অস-ক্রি)
তার্কিক– তক্কিক (পুং)
তৃষ্ণা– তণ্হা (স্ত্রী)
তৃষ্ণা– পিপাসা (স্ত্রী)
তেল– তেল (ন)
তালপাতা– তালপন্ন (ন)

তুষ্টি– পীতি, তুট্‌ঠি (স্ত্রী)
থলি– পসিব্বক (পুং)
তোলা– উস্‌সাপেতি (ক্রি)
তিরস্কার করা– পরিভাসতি, অক্কোসতি (ক্রি)
তল্লাশি করিতে করিতে– পরিযেসমান (বর্ত-কৃ)
তখন হইতে– ততো পট্‌ঠায (নি)
তারা– তে
তারকা– তারা, তারকা (স্ত্রী)
তলা (বিশিষ্ট)– ভূমক (বিণ) (ইহাকে সমাসবদ্ধ আকারেই শুধু দেখা যায়।)
তল– তল, পিট্‌ঠ (ন)
তামিল– দমিল (বিণ)
ততটুকু– তাৱতক (বিণ)
তদ্ধেতু– তস্মা (নি)
তাই– তস্মা (নি)
ক্রয়– তয, তিক (ন)
ত্রিক– তয, তিক (ন)
তাবৎ– তাৱ (নি)
ততক্ষণ– তাৱ (নি)
তাঁতী– তন্তৱায (পুং)
তীরন্দাজ– ধনুগ্গহ (পুং)
দ্বিমত পোষণ করা– ৱিরুদ্ধমাচরতি (ক্রি)
দেখিতে দেখিতে– দিস্‌সমান, পস্‌সন্ত, দিস্‌সন্ত (বর্ত-কৃ)
দুশ্চরিত্র– দুচ্চরিত (ন)
দুর্গন্ধ– দুগ্গন্ধ (পুং)
দুর্বিনীত– দুব্বিনীত (অ-কৃ)
দেহ– দেহ, কায (পুং) (ন); সরীর (ন)
দেহরক্ষী– অঙ্গরক্খক (পুং)
দগ্ধ– দড্‌ঢ, ঝাপিত (অ-কৃ)
দিব্য– দিব্ব (বিণ)
দয়ালু– দযালু (বিণ)
দেখা– পস্‌সতি (ক্রি)
দাম– অগ্‌ঘ, ৱয (পুং)
দামী– মহারহ (বিণ)
দুঃখ– দুক্‌খ (ন)
দুঃস্থ– অনাথ (বিণ)
দুষ্কর– দুক্কর (বিণ)
দুর্দশা– দুদ্দস (বিণ)
দেশনা– দেসনা (স্ত্রী)
দাতা– দাযক, দাতু (পুং)
দায়ক– দাযক, দাতু (পুং)
দাঁত– দন্ত (পুং)
দক্ষতা– পাটৱ (পুং); পটুতা (স্ত্রী)
দোষ– ওতার, দোস (পুং); ৱজ্জ (ন)
দুর্বল– দুব্বল (বিণ)
দুর্বলতা– দুব্বল্য (ন)
দৃঢ়– দল্‌হ (বিণ)
দূর হইতে– দূরতো (ক্রি-বিণ)
দ্বাররক্ষক– দোৱারিক (পুং)
দান কথা– দদাতি, দেতি, পটিনিস্‌সজ্জতি (ক্রি)
দেব– সুর, দেৱ (পুং)
দেবতা– সুর, দেৱ, (পুং) দেৱতা

(স্ত্রী)
দেবদূত– দেৱদূত (পুং)
দেৱপ্রতিনিধি– দেৱদূত (পুং)
দগ্ধ হওয়া– ডয্হতি (ক্রি)
দয়াবান– কারুণিক, দয়ালু (বিণ)
দয়া– দযা, করুণা (স্ত্রী)
দরজায় টোকা দেওয়া– আকোটেতি (ক্রি)
দীর্ঘসময়– অদ্ধা (পুং); দীঘরত্তং, চিরং (ক্রি-বিণ)
দুগ্ধ– পয (পুং) (ন); দুদ্ধ (ন)
দেড়– দিযড্ঢ– (পুং)
দারিদ্রতা– দালিদ্দিয (ন)
দেশক– দেসক, কথক (পুং)
দেশনাকারী– দেসক, কথক (পুং)
দেশনা করিতে করিতে– দেসেন্ত (বর্ত-কৃ)
দুর্লভ– দুল্লভ (বিণ)
দুগ্ধপায়স– খীরপাযাস (পুং)
দর্শন– দস্সন (ক্রি-বি)
দেখানো– দস্সেতি (ক্রি)
দেওয়া উচিত– দাতব্ব, দেয্য (ভবি-কৃ)
দেদীপ্যমান– জলন্ত, তপন্ত, জোতন্ত, তপমান (বর্ত-কৃ)
দেদীপ্যমান হওয়া– জলতি, ভাসতি, দিপ্পতি, জোততি (ক্রি)
দক্ষতা– নেপুঞ্ঞ, কোসল্ল (ন)
দক্ষ– নিপুণ, কুসল, সুসিক্খিত (বিণ)
দুঃখগ্রস্ত হওয়া– ৱিন্দতি, অনুভবতি, বিহঞ্ঞতি (ক্রি)
দুঃখ ভোগ করা– ৱিহঞ্ঞতি, ৱিন্দতি, অনুভৱতি (ক্রি)
দমন করা– দমেতি (ক্রি)
দান্ত– দন্ত (অ-কৃ)
দমিত– দন্ত (অ-কৃ)
দশ হাজার– নহুত (ন)
দ্রব্য সামগ্রী– উপকরণ, ভণ্ড (নি)
দন্তকাষ্ঠ– দন্তকট্ঠ (পুং)
দেখিতে– পস্সিতুং, ওলোকেতুং (তুং)
দর্শন করিতে– পস্সিতুং, ওলোকেতুং (তুং)
দর্শন করিতে– পস্সিতুং, ওলোকেতুং (তুং)
দেখাইতে– দস্সেতুং (তুং)
দাঁড়াইতে– ঠাতুং (তুং)
দুইবার– দ্বিক্খত্তুং (ক্রি-বিণ)
দুঃখ দেওয়া– ৱিহেসেতি (ক্রি)
দ্বিগুণ– দিগুণ (বিণ)
দুষ্ট– দুট্ঠ (অ-কৃ)
নির্ধারিত– নিয়মিত (অ-কৃ)
ন্যায়– বিয, সদিস (নি)
নির্দেশ করিয়া দেওয়া– নিযমেতি (ক্রি)
নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া– নিযমেতি (ক্রি)
নিন্দা– উপৱাদ (পুং); নিন্দা (স্ত্রী)
নির্মিত– কারিত, নিম্মিত (অ-কৃ)

নৈরয়িক– নেরযিক (বিণ)
নিরয়বাসী– নেরযিক (বিণ)
নির্ভয়– বিসারদ, নিব্ভয (বিণ)
নিকটে ডাকা– পক্কোসতি (ক্রি)
নিক্ষেপ করা– খিপতি, নিক্খিপতি (ক্রি)
নিশ্চিৎভাবে– কামং, বত, নূনং (ক্রি-বিণ)
নিভৃত কক্ষ– কোট্ঠক (পুং)
নিয়োজিত করা– নিযোজেতি (ক্রি)
নিয়োগ দেওয়া– নিযোজেতি (ক্রি)
নড়া চড়া করিত– সংকমিস্সা (ক্রি)
নির্মাণ করা– নিম্মিনাতি (ক্রি)
নৃত্য– নচ্চ (ন)
নাচ– নচ্চ (ন)
নর্তকী– নাটকা, নাটকিত্থী (স্ত্রী)
নৃত্য করা– নচ্চতি (ক্রি)
নাচা– নচ্চতি (ক্রি)
নিক্রমণ করা– নিক্খমতি (ক্রি)
নিক্রমণ করিয়াছিল– নিক্খমি (ক্রি)
নির্গত হইয়াছে– নিগ্গত (অ-কৃ)
নির্ভরশীল– নিস্সিতক (বিণ)
নির্ভর করিয়া– নিস্সায, উপনিস্সায (অস-ক্রি)
নিন্দিত– গরহিত (অ-কৃ)
নিন্দা করা– পরিভাসতি, অক্কোসতি, নিন্দতি, অবমানেতি, অবজানাতি, গরহতি (ক্রি)
নির্মাণকারী– কারক (পুং)
নিযুক্ত– নিযুক্ত (অ-কৃ)
নিয়োগপ্রাপ্ত– নিযুক্ত (অ-কৃ)
নচেৎ– নো চে (নি)
নিরীক্ষণ করিতে করিতে– উপপরিক্খন্ত (বর্ত-কৃ)
নতুন– নব, অভিনব (বিণ)
নিয়া– নেত্বা (অস-ক্রি)
নিরোগী– নিরোগ, অরোগ (বিণ)
নিচয়– নিচয (পুং)
নিরয়– নিরয (পুং)
নরক– নিরয (পুং)
নিমন্ত্রণ করা– নিমন্তেতি (ক্রি)
নীত হওয়া– নীযতি (ক্রি)
নীরব হওয়া– তুণ্হী ভবতি (ক্রি)
নিক্ষিপ্ত– ঠপিত, নিক্খিত্ত (অ-কৃ)
নিহত– মারিত, হত (অ-কৃ)
নেতা– নাযক, পামোক্খ (পুং)
নায়ক– নাযক, পামোক্খ (পুং)
নষ্ট– নট্ঠ (অ-কৃ)
নগ্ন– নগ্ন (বিণ)
নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসী– নিগণ্ঠ (পুং)
নিকটবর্তী– অবিদূর, আসন্ন, সমীপ (বিণ)
নিজের– সক (বিণ)
নিবৃত– নিব্বুত (অ-কৃ)
নিয়ন্ত্রণ করা– সংযমযতি (ক্রি)
নাবিক– নাবিক (পুং)
নাবিকী– নাবিকী (স্ত্রী)
নির্জন– রহ (পুং) (ন)
নির্জনবাস (ধ্যান)– বুপকট্ঠ, পটিসল্লীন (অ-কৃ)

নির্বাচন করা– উচ্চিনাতি (ক্রি)
নিয়া যাওয়া উচিত– হারিয, হরিতব্ব (ভবি-কৃ)
নিপুণ– নিপুণ, কুসল, সুসিক্খিত (বিণ)
নৈপুণ্য– নেপুঞ্ঞ, কোসল্ল (ন)
নির্বাণ– নিব্বাণ (নি)
নিকটে– সন্তিকং (ক্রি-বিণ)
নগর– নগর (ন)
নীলকান্তমণি– বেলুরিয (ন)
নিম্নমুখী– নিক্কুজ্জিত (অ-কৃ)
নর– নর, পুরিস, মনুস্স (পুং)
নমস্য– নমস্সনীয় (ভবি-কৃ)
নিয়োজিত করিত– পযোজেয্য (ক্রি)
প্রত্যাবর্তন করা– পচ্চাগমতি, পটিনিব্বত্ততি (ক্রি)
পরিত্যাগ করা– পরিচ্চজতি, চজতি, জহাতি, (ক্রি)
প্রাচুর্য– ৰেপুল্ল (ন)
প্রচুর– সম্পন্ন (অ-কৃ)
প্রতিগ্রহণ করা– পটিগণ্হাতি, গণ্হাতি (ক্রি)
পরিবেষ্টিত– পরিবুত (অ-কৃ)
পরিবৃত– পরিবুত (অ-কৃ)
পরিপূরণ-পারিপূরি (স্ত্রী)
প্রতিবেদন– বুত্তন্ত (পুং); পৰত্তি (স্ত্রী)
পরে– পরে (ক্রি-বিণ)
পরবর্তীতে– পচ্ছা (ক্রি-বিণ);
অপরভাগে (সত্তমী)
পরবর্তীকালে– পচ্ছা (ক্রি-বিণ)
অপরভাগে (সত্তমী)
পুনঃপুন– পুনপ্পুনং (ক্রি-বিণ)
প্রলুব্ধভাব– পলুব্ধভাব (পুং)
প্রায়শঃ– বহুসো (ক্রি-বিণ)
প্রভৃতি– আদি (পুং)
প্রকাশ করা– আরোচেতি, পকাসেতি (ক্রি)
প্রশমিত করা– সম্মতি (ক্রি)
প্রশংসা করা– অভিত্থৰতি (ক্রি)
পৌছিয়াছেন এমন– অনুপ্পত্ত, পত্ত, সম্পত্ত (অ-কৃ)
পৌছানো– অৰসরতি (ক্রি)
পূর্বানুরূপভাবে– বুচ্চমানকারেন (ক্রি-বিণ)
প্রশ্ন করা– পুচ্ছতি (ক্রি)
প্রতিপশ্ন করা– পটিপুচ্ছতি (ক্রি)
প্রার্থনা– অভিনীহার (পুং); পথনা (স্ত্রী)
প্রাপ্ত– পত্ত, অনুপ্পত্ত, লদ্ধ (অ-কৃ)
প্রাপ্ত হওয়া– পটিলভতি, লভতি, সম্ভুণাতি, পাপুনাতি, পাপ্পোতি (ক্রি)
পরিচর্যাকারী– পরিচারক (বিণ)
পরিচর্যাকারিণী– পরিচারিকা (স্ত্রী)
পরিচযা– উপট্ঠান (ক্রি-বি)
পরিচর্যা করা– পরিচরতি, উপট্ঠাতি (ক্রি)
পরিবর্জন করা– পরিৰজ্জেতি (ক্রি)
প্রব্রজিত হওয়া– পব্বজতি (ক্রি)

প্রসন্ন হওয়া– পসীদতি (ক্রি)
পরিশুদ্ধ হওয়া– সুজ্ঝতি (ক্রি)
পূর্বে– পুব্বে (সত্তমী); পুরা (নি)
প্রার্থীত– যাচিত (অ-কৃ)
পেছনে– পচ্ছা (নি)
প্রমত্ত হওয়া– পমজ্জতি (ক্রি)
প্রমত্ত হইয়া– পমজ্জ (অস-ক্রি)
প্রিয়– পিয, পেমনিয, পিযাযক (বিণ)
পান– তম্বুল (ন)
পান করা– পিৰতি (ক্রি)
পান করিয়া– পিবিত্বা (অস-ক্রি)
পাখী– দিজ, সকুণ, অণ্ডজ (পুং)
পাখির মাংস– সাকুণ (ন)
প্রবাহিত (বায়ু)– ৰাযিত (অ-কৃ)
প্রবাহিত হওয়া– ৰাযতি (ক্রি)
পক্ব– পক্ক, পচিত (অ-কৃ)
পুস্তক– পোত্থক (পুং); গন্থ (ন)
পাত্র– পত্ত (পুং); ভাজন (ন)
পান করানো– পাযেতি (ক্রি)
পাঠানো– পাহেতি (ক্রি)
প্রধান– পধান, অগ্ন (বিণ)
প্রধান ষাড়– পুঙ্গৰ (পুং)
প্রদক্ষিণ– পদক্খিণা (স্ত্রী)
পরিশোধন করা– পরিসোধেতি (ক্রি)
পরিশোধন– সোধনা, পরিযোদপনা (স্ত্রী)
পরিষ্কার করা– পরিসোধেতি, পরিযোদপেতি (ক্রি)
প্রসন্ন– পসন্ন (অ-কৃ)
পৌছানো– পাপুণাতি (ক্রি)
পরিপূর্ণ– পরিপূর (বিণ); পরিপুণ্ন (অ-কৃ)
পরিষদ– পরিসা (স্ত্রী)
প্রসাদিত করা– পসাদেতি (ক্রি)
প্রদুষ্ট– পদুট্ঠ, দুসিত (অ-কৃ)
পালঙ্ক– পল্লঙ্ক (পুং)
পরিষদ ভবন– সন্থাগার (পুং)
পর্দা– সানি (স্ত্রী)
প্রতিদিন– পতিদিনং (ক্রি-বিণ); দেৰসিক (বিণ)
প্রাত্যহিক– পতিদিনং (ক্রি-বিণ); দেৰসিক (বিণ)
প্রত্যহ– পতিদিনং (ক্রি-বিণ); দেৰসিক (বিণ)
প্রহৃত– ঘট্টিত, পহট (অ-কৃ)
প্রকাশ করা– পকাসেতি (ক্রি)
প্রীতি– পীতি, তুট্ঠি, অভিরতি (স্ত্রী)
প্রণীত– পণীত (বিণ)
পথভ্রষ্ট হওয়া– অপক্কমতি (ক্রি)
প্রসার করা– ফরতি (ক্রি)
পরিব্যপ্ত করা– ফরতি (ক্রি)
পরাজয়– পরাভৰ (পুং)
প্রতিকূল– পটিক্কূল (বিণ)
প্রসিদ্ধ– অভিঞ্ঞাত, ৰিসিট্ঠ (অ-কৃ)
প্রদেশ– পদেস (পুং)
পানীয়– পানীয, পানক, পেয্য (ন)

পানকৃত– পীত (অ-কৃ)
প্রাতে– পাতো'ৰ, কালস্সেৰ (নি)
পূর্বদিক– পুরত্থিম (বিণ)
পরিভুক্ত– ভুত্ত, খাদিত, ভোজিত, পরিভুত্ত (অ-কৃ)
প্রব্রজিত– পব্বজিত (পুং)
প্রান্ত– মুখৰট্টি (স্ত্রী)
পরাক্রম– পরক্কম (পুং)
প্রহীন– পহীন (অ-কৃ)
পরিবেষ্টন– পরিক্খেপ (পুং)
প্রতিমণ্ডিত– পতিমণ্ডিত, যুত্ত (অ-কৃ)
প্রবিষ্ট– পৰিট্ঠ (অ-কৃ)
পরিদর্শন করিতে করিতে– উপ-পরিক্খত্ত (বর্ত-কৃ)
পাণ্ডিত্য– পণ্ডিচ্চ, বাহুসচ্চ (ন)
প্রতিষ্ঠিত করা– পতিট্ঠাপেতি (ক্রি)
প্রতিষ্ঠিত করিতে করিতে– পতিট্ঠাপযমান (বর্ত-কৃ)
পরিক্ষীণ– পরিক্খীণ, খীণ (অ-কৃ)
প্রসারিত হওয়া– তনোতি (ক্রি)
পতিত– পতিত (অ-কৃ)
পতিত হওয়া– পততি (ক্রি)
প্রবেশ করিয়া– পৰিসিত্বা, পৰিস্স, পৰিসিয (অস-ক্রি)
পিতা– তাত, জনক, পিতু (পুং)
পদহীনতা– অপদতা (স্ত্রী)
পূর্ণ করা– পূরেতি (ক্রি)
পরিশেষে– অন্তে, ওসানে (সত্তমী)
পরিনির্বাপিত হওয়া– পরিনিব্বাতি (ক্রি)
পতাকা– পতাকা (স্ত্রী)
পলায়ন করা– পলায়তি (ক্রি)
পাখির ঝাঁক– দিজগণ (পুং)
পরিবৃত– পরিবুত (অ-কৃ)
পূর্বেকার– পুরিম (বিণ)
পূর্বাহ্ন– পুব্বণ্হ (পুং)
পঁচা– পূতি (বিণ)
প্রবঞ্চক– সঠ (বিণ)
পূর্ণ– পুণ্ণ (স্ত্রী)
পূর্ণিমা– পুণ্ণমী (স্ত্রী)
পাঁচন– পাজন (ন)
পেছনে গমন করা– পটিক্কমতি (ক্রি)
প্রস্থিত– পক্কন্ত, যাত, গত (অ-কৃ)
পৌছিয়া– উপেচ্চ (অস-ক্রি)
পরামর্শ করিয়া– মন্তেত্বা (অস-ক্রি)
পাঠাইয়া– পেসেত্বা (অস-ক্রি)
পৃথক হইয়া– ৰিৰিচ্চ (অস-ক্রি)
প্রতিরোধ করিয়া– রন্ধিত্বা (অস-ক্রি)
প্রতিবন্ধক– নীৰরণ (ন), ৰাধা (স্ত্রী)
প্রতিপক্ষ রাজা– পটিরাজ (পুং)
প্রকৃত পক্ষে– খলু (নি)
পূরাকালে– পুরা (নি)
পরিবেষ্টিত হওয়া– পরিৰারীযতি (ক্রি)
পরিত্যক্ত হওয়া– ৰজ্জীযতি, চজীযতি (ক্রি)

প্রবিষ্ট হওয়া– পবিসীযতি (ক্রি)
পরিচালিত হওয়া– নিয্যতি (ক্রি)
পঠিত হওয়া– পঠীযতি (ক্রি)
পর্যটন– চারিকা (স্ত্রী)
পর্যটনরত– সঞ্চরন্ত (বর্ত-কৃ)
প্রীতি– পীতি (স্ত্রী); পামোজ্জ, সোমনস্স (ন)
প্রতিহত– পটিহত (অ-কৃ)
প্রজ্ঞা– পঞ্ঞা (স্ত্রী)
প্রকার– জাতি, ৰিকতি (স্ত্রী)
পর্ণশালা– পণ্ণসালা (স্ত্রী)
প্রাণী– পাণক, সত্ত, পাণী (ন)
পঙক্তি– পন্তি (স্ত্রী)
পাঠাগার– পোত্থকালয় (পুং)
প্রব্রজিত হওয়া– পব্বজতি (ক্রি)
পত্র– লেখন, সাসন (ন)
প্রতিষ্ঠাপিত– পতিট্ঠাপিত (অ-কৃ)
প্রভু– দেব, পভু, নাথ, অয (পুং)
পদ্ম– পঙ্কজ, সারস (ন)
প্রেম– পেম (ন); সিনেহ, পসাদ (পুং)
প্রসাদজনক– পাসাদিক (বিণ)
প্রেমিক– ৰারিতক, পিযাযক (পুং)
প্রস্তুতকৃত– পটিযত্ত (অ-কৃ)
পরিচারিকা– পরিচারিকা (স্ত্রী)
প্রস্তুত করা– পটিযাদেতি (ক্রি)
পদ্ধতি– পরিযায, আরাক (পুং)
প্রণালী– পরিযায, আরাক (পুং)
প্রতিভাত– পাতুভূত, পাকট (অ-কৃ)
প্রতিভাত হইয়াছিল– পাতুরহোসি (ক্রি)
প্রতিহার্য ঋদ্ধি– পাটিহারিয (ন)
পরিবর্তনশীল– অচলনীয (ভবি-কৃ)
প্রয়োজন– অত্থ (পুং); পযোজন (ন)
প্রতিবেশিত্ব– সামন্ত, আসন্নট্ঠান (ন)
পুষ্টিকর– ওজৰন্ত (বিণ)
পাচীন– পুরাতন, সনন্তন (বিণ)
প্রতি একপক্ষকালে– অন্বদ্ধমাসং (ক্রি-বিণ)
প্রবাহিত হইতে থাকা– পগ্ঘরতি (ক্রি)
পূজা করিতে করিতে– পূজেন্ত, মানেন্ত (বর্ত-কৃ)
পৈতৃক সম্পদ– পেত্তিক, পিতুসন্তক (বিণ)
পিতৃ সম্পদ– পেত্তিক, পিতুসন্তক (বিণ)
পরিভোগ করা– পরিভুঞ্জতি (ক্রি)
পরলোক– পরলোক (পুং)
পোশাক– আভরণ, পিলন্ধন (ন)
প্রথমে– পঠমং (ক্রি-বিণ)
পদব্রজেগমনকারী– পদিক (পুং)
পদযাত্রী– পদিক (পুং)
পর্যটক– পরিযটক (পুং)
পালিশকৃত– মট্ঠ (অ-কৃ)
প্রশংসা– থুতি (স্ত্রী); পসংসন (ন)
প্রশংসিত– অভিত্থুত, ৰণ্ণিত (অ-কৃ)
প্রশংসা করিতে করিতে– থোমেন্ত

(বর্ত-কৃ)
প্রশংসা করা– অভিত্থৰতি, পসংসতি (ক্রি)
প্রজ্ঞাপ্ত– পটিযত্ত, সজ্জিত, পঞ্ঞত্ত (অ-কৃ) (শেষোক্ত শব্দটি শুধু শয্যা বা আসনাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।)
পাথেয়– পাথেয্য (ন)
প্রদেশ– প্রদেস (পুং)
প্রতিশ্রুতি দেওয়া– পটিজানাতি (ক্রি)
পণ্ডিতাচার্য– পণ্ডিতাচারিয (পুং)
প্রকাশ করা– পকাসেতি (ক্রি)
প্রক্ষেপ করা– পক্খিপতি (ক্রি)
প্রশ্ন– পঞ্হ (তিন)
প্রাচীর– পাকার (পুং)
প্রত্যাখ্যান– পটিক্খেপন (পুং)
প্রত্যাখ্যান করা– পটিক্খিপতি (ক্রি)
পুনর্জন্ম– পুনব্ভৰ (পুং)
পুনঃসংস্কার করা– পটিসঙ্করোতি (ক্রি)
প্রত্যুত্তর দিয়াছিল– পচ্চস্সোসি (ক্রি)
প্রত্যুত্তর দেওয়া– পটিৰচনং দেতি (ক্রি)
প্রত্যুত্তর– পটিৰচন (ন)
প্রক্ষালন করা– পক্খালেতি (ক্রি)
প্রত্যাবর্তন করা– পটিনিৰত্ততি, পচ্চাগচ্ছতি (ক্রি)
পাঠানো– পহিণাতি (ক্রি)
প্রেরণ করা-পহিণাতি (ক্রি)
প্ররোচিত করা– উয্যোজেতি (ক্রি)
পরিচর্যা করা– পরিচরতি (ক্রি)
পরিবেশন করা– পরিৰিসাতি (ক্রি)
পীড়াদায়ক– কটুক, তিখিণ (বিণ)
প্রদর্শন করা– দস্সেতি (ক্রি)
প্রদর্শন করিতে করিতে– দস্সেন্ত (বর্ত-কৃ)
পাঠানো উচিত– পেসেতব্ব (ভবি-কৃ)
প্রেরণ করা উচিত– পেসেতব্ব (ভবি-কৃ)
প্রকাশ করা উচিত– আরোচেতব্ব (ভবি-কৃ)
পাপী– পাপ, পাপী (বিণ)
প্রসারিত– অত্থত (অ-কৃ)
প্রসারিত করা– অত্থরতি, পত্থরতি (ক্রি)
পদ্মফুলের মূলকাণ্ড– ভিস (ন)
পরিব্যাপ্ত করা– ফরতি (ক্রি)
পরাক্রম করা– পরক্কমতি, উস্সহতি, উপক্কমতি (ক্রি)
পরাক্রম– পরক্কম (পুং)
প্রহার করা– পহরতি (ক্রি)
প্রহার করিতে করিতে– পহরন্ত, পোথেন্ত (বর্ত-কৃ)
পরিবেষ্টন করা– পরিৰারেতি (ক্রি)
প্রতিশব্দ– পরিযাযসদ্দ (পুং)
পান করিতে– পাতুং, পিৰিতুং (তুং)
পিপাসা– পিপাসা, তণ্হা (স্ত্রী)

পিপাসিত– পিপাসিত (অ-কৃ)
প্রবল স্রোত– ওঘ, সোত (পুং) ধারা (স্ত্রী)
পথিক– পথিক, পন্থক, অদ্ধিক (পুং)
প্রসাধন– ৰিলেপন (ন)
প্রত্যন্ত– পচ্চন্তিম (বিণ)
পুদ্গল– পুগ্গল (পুং)
পরাজিত করা– পরাজেতি (ক্রি)
পর্যটন– চারিকা (স্ত্রী)
পরিব্রাজক– পরিব্বাজক (পুং)
পাখির ন্যায় মধুর স্বরে গান গাওয়া– নিকূজতি (ক্রি)
পশ্চিম– পচ্ছিম (বিণ)
পরিদেবন করা– পরিদেৰতি (ক্রি)
পরিদেবন করিতে করিতে– পরিদেৰমান (বর্ত-কৃ)
পরিধান করা– পরিদহতি, নিৰাসেতি (ক্রি)
পরিধান করিতে করিতে– পরিদহন্ত , নিৰাসেন্ত (বর্ত-কৃ)
পুণ্ডরীক– পুণ্ডরীক (ন)
প্রাজ্ঞ– পঞ্ঞ, পণ্ডিত (বিণ)
পণ্ডিত– পঞ্ঞ, পণ্ডিত (বিণ)
পাণেচ্ছুক– পাতুকাম (বিণ)
প্রতিবৎসর– অনুৰস্সং, সংৰচ্ছরং (ক্রি-বিণ)
প্রজন্ম– কুলপরিবট্ট (ন)
ফেণিল– ফেণিল (বিণ)
ফোটায় ফোটায় ঝাড়িতে থাকা– পগ্ঘরতি (ক্রি)
প্রভূত সৈন্য সামন্তের অধিকারী– সেণিয (বিণ)
ফেনা– ফেণ (ন)
বর্ণনা– পৰত্তি, ৰাত্তা (স্ত্রী)
বিরত থাকা– ৰিরমতি (ক্রি)
বিরতি– ৰিরতি (স্ত্রী)
বৈপুল্ল– ৰেপুল্ল (ন)
বৃত্তান্ত– ৰুত্তন্ত (পুং)
বর্ণনা– ৰুত্তন্ত (পুং)
বিরুদ্ধাচরণ করা– ৰিরুদ্ধমাচরতি (ক্রি)
বিন্যস্ত করিতে করিতে– সণ্ঠপেন্ত (বর্ত-কৃ)
বারবার– পুনপ্পুনং (ক্রি-বিণ)
বয়স– ৰয (পুং) (ন)
বয়স্ক– ৰুদ্ধ, মহল্লক (বিণ)
বৃদ্ধ– ৰুদ্ধ, মহল্লক (বিণ)
বুড়া– ৰুদ্ধ, মহল্লক (বিণ)
বন্টিত– নিযামিত (অ-কৃ)
বিজ্ঞপ্তি– পৰেদন (ন)
বস্ত্রাভরণ– ৰত্থাভরণ (ন)
বর্জন করা– পরিৰজ্জেতি, ৰজ্জেতি (ক্রি)
বিশ্রী– অসুন্দর (বিণ)
বহন করিতে করিতে– ৰহন্ত, হরন্ত (বর্ত-কৃ)
বহনকারী– ৰাহী, ৰাহক, ধারক, গাহক (পুং)
বন্ধিত হওয়া– ৰজ্ঝতি (ক্রি)

বিরক্ত হওয়া– নিব্বিন্দতি (ক্রি)
বই– পোথক (পুং);গন্থ (ন)
বন্দনা করা– ৰন্দতি, অভিৰাদেতি (ক্রি)
বক্ষ– উর (পুং) (ন)
বন্ধু– আৰুসো (নি) (সম্বোধনে)
বুদ্ধত্ব– বুদ্ধত্ত (ন), সম্বোধি (স্ত্রী)
বৌদ্ধধর্ম– বুদ্ধসাসন (ন)
বৌদ্ধ– সোগত (বিণ)
ব্যাখ্যা করানো– ৰিত্থারাপেতি (ক্রি)
বিকীর্ণ করানো– ৰিকিরাপেতি (ক্রি)
ব্রহ্মচর্যা– ব্রহ্মচরিযা (স্ত্রী)
বালক– দারক (পুং)
বস্ত্র পরিহিত– নিৰত্থ (অ-কৃ)
বীতমল– ৰীতমল (বিণ)
বস্ত্র– দুস্স (ন); সাটক (পুং); ৰাস (পুং) (ন)
বর্ণ– ৰণ্ণ (পুং)
বিজিত– জিত, ৰিজিত (অ-কৃ)
বিবেচনা করা– সল্লক্খেতি (ক্রি)
বিচ্ছিন্ন করা– উচ্ছিন্দতি (ক্রি)
বিপদ– অন্তরায়, উপদ্দৰ (পুং)
বিনষ্ট– ৰিনাসিত (অ-কৃ)
বিনষ্ট করা– ৰিনাসেতি; উচ্ছিন্দতি (ক্রি)
বৃদ্ধি করা– ভাৰেতি (ক্রি)
বিপথগামী হওয়া– অপক্কমতি (ক্রি)
বিস্তার করা– ফরতি (ক্রি)
বিনয় (নীতি)– ৰিনয (পুং)
বিসর্জন দেওয়া– ৰিস্সজ্জেতি (ক্রি)
বন্টন করা– ৰিস্সজ্জেতি, ভাজেতি, ৰিভজতি (ক্রি)
বিভাজিত করা– ৰিস্সজ্জেতি, ভাজেতি, ৰিভজতি (ক্রি)
বিশিষ্ট– অভিঞ্ঞাত, ৰিসিট্‌ঠ (অ-কৃ)
বিভক্ত– ৰিভত্ত, ভাজিত (অ-কৃ)
বৈচিত্রপূর্ণ– ৰিচিত্ত, ৰিসিট্‌ঠ, ৰিৰিধ (বিণ)
বিভাগ– ৰিভাগ (পুং); অঙ্গ (ন)
বিচিকিৎসা– কঙ্খা, ৰিচিকচ্ছা (স্ত্রী)
বামন– লকুন্টক (বিণ)
বসবাসকারী– ৰাসী (পুং)
বসবাসকরা– অজ্ঝাৰসতি, ৰিহরতি (ক্রি)
বুদ্ধ– বুদ্ধ, সম্বুদ্ধ (পুং)
ব্যতীত– অঞ্ঞত্রপ্প, ৰিনা (নি); ঠপেত্বা (অস-ক্রি)
বেষ্টনী– পাকার (পুং)
বর্জিত হওয়া– ৰজ্জীযতি, জীযতি (ক্রি)
বিদ্যমান থাকা– ৰিজ্জতি, ৰত্ততি (ক্রি)
বিস্তৃত– পথট (অ-কৃ)
বিরজ– ৰিরজ (বিণ)
ব্যাঙ– মণ্ডূক (পুং)
বাচাল– ৰাচাল (বিণ)
বাগান– আরাম (পুং); উয্যান (ন)
বাগিচা– আরাম (পুং); উয্যান (ন)
বাহিরে যাওয়া– নিয্যাতি (ক্রি)

ব্যাকরণবিদ– বেয্যাকরণিক (পুং)
বিরাট– ৰিপুল, মহন্ত (বিণ)
বর্ধনশীল– ৰড্ঢন্ত, ৰড্ঢমান (বর্ত-কৃ)
বর্ধিত– বুদ্ধ (অ-কৃ)
বৃদ্ধি পাওয়া– রূহতি, ৰড্ঢতি (ক্রি)
বিবেচনা পূর্বক– অনুৰিচ্চ, ৰিচেয্য (অস-ক্রি)
বিচার করিয়া– অনুৰিচ্চ, ৰিচেয্য (অস-ক্রি)
বিভাজিত করিয়া– ৰিভজ্জ (অস-ক্রি)
বাহির করিয়া দিয়া– নীহরিত্বা (অস-ক্রি)
বিতাড়িত করিয়া– নীহরিত্বা (অস-ক্রি)
বল– বল (ন), আনুভাৰ (পুং)
বন্ধনমুক্তকরণ– বিঘাটন, (ক্রি-বি)
বেত্তা– মন্ত (পুং)
বিস্মৃত হইয়া– সম্মুয্হ (অস-ক্রি)
বসিয়া– নিসজ্জ (অস-ক্রি)
বিক্ষুব্ধ করিয়া– উপহচ্চ (অস-ক্রি)
বিচরণ করা– (ৰাণিজ্যার্থে) আহিণ্ডতি (ক্রি)
বীর– ৰীর, সুর (পুং)
বীরতা– সুরতা, ৰীরতা (স্ত্রী)
বাধা– নীবরণ (ন); বাধা (স্ত্রী)
বিশাল– মহন্ত, ৰিসাল (বিণ)
বৃদ্ধি– বুদ্ধি (স্ত্রী); বর্ধনশীল– ৰড্ঢেন্ত, ৰড্ঢমান (বর্ত-কৃ)
বাস্তবিক পক্ষে– খলু (নি)
বহুপ্রকারে– বহুসো, বহুধা (ক্রি-বিণ)
বহুকাল আগে– পুরা (নি)
বলা হয়– বুচ্চতি, পবুচ্চতি (ক্রি)
বিচারক– ৰিনিচ্ছযামচ্চ (পুং)
বিশেষভাবে জানা– পজানাতি (ক্রি)
বড় হাতা– উলুঙ্ক (পুং)
বড় চামচ– উলুঙ্ক (পুং)
বিলাপ করিতে করিতে– ৰিলাপমান (বর্ত-কৃ)
বর্শা– (হাতি পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়) তুত্ত (ন)
বহুশ্রুত– বহুস্সুত (বিণ)
বাম– ৰাম (বিণ)
বৃষল– ৰসল (পুং)
বীণাবাদক– ৰেণিক (পুং)
বানর– মক্কট (পুং)
বাদ্য-বাজনা– ৰাদিত (ন)
বাদ্য-বাজনার সরঞ্জাম– তুরিয, তুরিয ভণ্ড (ন)
বদ্ধ– পিহিত, রুদ্ধ,বাধিত (অ-কৃ)
ব্যাথা– ৰেদনা (স্ত্রী)
বিষ– ৰিস (ন)
বেদী– ৰেদিকা (স্ত্রী)
বর্তমান– বিজ্জমান, সম্মুখ (বিণ)
বিদ্যমান– ৰিজ্জমান, সম্মুখ (বিণ)
বিশুদ্ধি– ৰিসুদ্ধি (স্ত্রী)
বর্ষাকাল– ৰস্সান (পুং)
বেষ্টনী– পাকার (পুং)

বাসস্থান– ৰাস (পুং); ৰাসট্ঠান (ন)
বিশ্রামাগার– আৰসথাগার (পুং)
বিপরীত দিকে দৌড়ানো– অভিধাৰতি (ক্রি)
বলিলেন– আহ (ক্রি)
বিনষ্ট হইতে হইতে– ৰিনস্সন্ত (বর্ত-কৃ)
বিদ্যালয়– ৰিজ্জালয (পুং); পাঠসালা, সত্থসালা (স্ত্রী)
বিকীর্ণ করা– ৰিকিরতি (ক্রি)
বলা– ভাসতি, ৰদতি (ক্রি)
বলিতে বলিতে– ৰদন্ত, ৰদমান, কথেন্ত (বর্ত-কৃ)
বাছিয়া নেওয়া– উচ্চিনাতি (ক্রি)
বিদায় দেওয়া– উয্যোজেতি (ক্রি)
বাক্য– বাক্য (ন); ৰচ (পুং) (ন); ৰাচা (স্ত্রী)
বিযুক্ত করিতে করিতে– ৰিযোজেন্ত (বর্ত-কৃ)
ব্যয় করা– ৰিস্সজ্জেতি (ক্রি)
বেগ– ৰেগ, জৰ (পুং)
বপন করা– ৰপতি (ক্রি)
বাদ্য-বাজানো– ৰাদেতি (ক্রি)
বিস্তৃত করা– অত্থরতি, পত্থরতি (ক্রি)
বিনষ্ট করা– ৰিনাসেতি (ক্রি)
বল– থাম (পুং); বল (ন)
বলিতে বলিতে– কথেন্ত, ৰদন্ত (বর্ত-কৃ)
বলা– ৰদতি, আচিক্খতি (ক্রি)
বিহার– দেৱাযতন (ন)
বাঘ– ব্যগ্ঘ (পুং)
ব্যাখ্যাত– ৰুত্ত, অক্খাত (অ-কৃ)
বুঝিতে– বোদ্ধুং (তুং)
ব্যয়– অগ্ঘ, ৰয (পুং)
বিশেষভাগে জানা– ৰিজানাতি (ক্রি)
বিশারদ– ৰিসারদ (বিণ)
বিরূপ– ৰিরূপ, দুৰ্ৱণ্ণ (বিণ)
ব্যবহার করা– পরিহরতি (ক্রি)
বিবিধ– নানা (নি); নানাৰিধ, ৰিৰিধ (বিণ)
বারাঙ্গনা– গণিকা (স্ত্রী)
বাচনিক– ৰাচসিক (বিণ)
বিক্ষুব্ধ– অপ্পত্তীত, রুট্ঠ (অ-কৃ)
বিখ্যাত– পাকট, অভিঞ্ঞাত (অ-কৃ)
বয়ন করা– ৰিনাতি, ৰাযতি (ক্রি)
ব্যাথিত– ব্যথিত (অ-কৃ)
বাতাস– মালুত, ৰাযু, ৰাত (পুং)
বউ– ৰধূ (স্ত্রী)
বাচ্ছা– পোতক (পুং)
বদনাম– উপৰাদ (পুং); নিন্দা (স্ত্রী)
ভীত– ভীত (অ-কৃ)
ভূষিত– অলঙ্কত, মণ্ডিত, ভূসিত (অ-কৃ)
ভল্লুক– অচ্ছ (পুং)
ভূমি– ভূমি (স্ত্রী)
ভগবান– ভগৰন্ত (পুং)

ভাজন– পত্ত (পুং); ভাজন (ন)
ভোজন– ভোজন (ন)
ভাঙন– ভেদন (ক্রি-বি)
ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার– পোসব্বণিক (ন)
বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ– সল্লাপ (পুং)
ভরণ-পোষণ করা– পোসেতি (ক্রি)
ভগ্ন– ভগ্ন (অ-কৃ)
ভাই– ভাতিক, ভাতু (পুং)
ভক্তি– ভত্তি (স্ত্রী)
ভাগ করা– ভাজেতি, ৰিভজতি, ৰিস্‌সজ্জেতি (ক্রি)
ভোরে– কালস্‌সে'ৰ, পাতো'ৰ (নি)
ভোজিত– ভুত্ত, খাদিত, ভোজিত, পরিভুত্ত (অ-কৃ)
ভোজন করা– খাদতি, অম্মাতি, ভুঞ্জতি (ক্রি)
ভোগ করিতে করিতে– অনুভৰন্ত (বর্ত কৃ)
ভিতরে প্রবেশ করা– ওক্কমতি (ক্রি)
ভবিষৎ– অনাগত (ৰিণ)
ভুলিয়া গিয়া– সম্মুয্হ (অস-ক্রি)
ভগ্ন হওয়া– ৰিভজতি (ক্রি)
ভুক্ত হওয়া– ভোজিযতি (ক্রি)
ভ্রমণরত– সঞ্চরন্ত (বর্ত-কৃ)
ভিক্ষু– পব্বজিত, সমণ, তপোধন, ভিক্খু (পুং)
ভ্রমণ করা– চলতি, সঞ্চরতি, সঙ্কমতি, চারিকং চরতি (ক্রি)
ভূমির এক অংশ– ভূমিভাগ (পুং)
ভাষিত– বুত্ত, ভাসিত (অ কৃ)
ভাষণ করা– ভাসতি, বদতি (ক্রি)
ভাগাভাগি করা– সংৰিভজতি (ক্রি)
ভেড়া– মেণ্ড (পুং)
ভাগিনেয়– ভাগিণেয্য (পুং)
ভবিষ্যৎ বক্তা– নিমিত্তপাঠক (পুং)
ভ্রমণকারী– সঞ্চারক, পরিথাটক, পথিক, পন্থক (পুং)
ভ্রমণ করিতে করিতে– ৰিচরন্ত, চারিকং চরন্ত (বর্ত-কৃ)
ভ্রমণ করা– সঞ্চরতি (ক্রি)
ভোগ করা– নিগচ্ছতি, ৰিন্দতি (ক্রি)
ভিন্নপথ– উন্মগ্ন (পুং)
ভ্রমণ– চারিকা (স্ত্রী)
ভোগী– ভোগী (ৰিণ)
ভদ্র– ভদ্র (ৰিণ)
ভুলপথ– উম্মগ্ন (পুং)
মেলামেশা করা– পযিরুপাসতি, উপসেৰতি (ক্রি)
মঙ্গল– সুভ, মঙ্গল (ৰিণ)
মদ্যপানশালা– আপানমণ্ডল (ন)
মুক্ত হওয়া– মুচ্চতি (ক্রি)
মহিষ– মহিস (পুং)
মহিষের মাংস– মাহিস (ন)
মূল– মূল (ন)
মধ্যম– মজ্ঝিম (ৰিণ)
মধ্যবর্তী– মজ্ঝিম (ৰিণ)
মন্ত্র– মন্ত (পুং)
মৃত্তিকা– মত্তিকা (স্ত্রী)

মৃতদেহ– মতকলেৰর (ন)
মূল্যবান– মহারহ (বিণ)
মহার্ঘ– মহারহ (বিণ)
মুকুট– মকুট, কিরীট (ন)
মর্দন করা– মদ্দতি (ক্রি)
মশারি– সাণি (স্ত্রী)
মোক্ষ– মোক্খ (পুং)
মুখাপেক্ষী– নিস্সিতক (বিণ)
মরা– মরতি, চৰতি (ক্রি)
মৃত্যুবরণ করা– মরতি, চৰতি (ক্রি)
মলিন– উপক্কিলিট্ঠ (অ-কৃ)
ময়লাযুক্ত– উপক্কিলিট্ঠ (অ-কৃ)
ময়লা– মল (ন); রজ (পুং) (ন)
মর্যাদাহানি– পরাভৰ (পুং)
মদ্যপানকারী– মজ্জপ (পুং)
মৃন্ময়– মত্তিকাময (বিণ)
মৃত্তিকাময়– মত্তিকাময (বিণ)
মুখোমুখী হওয়া– সমাগচ্ছতি (ক্রি)
মিথ্যা– মিচ্ছা, মুসা (নি)
মাছ– মচ্ছ (পুং)
মৎস্য শিকারী– ৰালিসিক (পুং)
মাংস– মংস (ন)
মূর্খ– মূলূহ, ৰাল (বিণ); এলমূগ (পুং)
বনচারী– ৰনচর (পুং)
মুক্ত– মুত্ত (অ-কৃ)
মৈত্রী– মেত্তা (স্ত্রী)
মিত্র– মিত্ত (পুং); সম্ম (শুধু সম্বোধনার্থে)
মিতব্যয়– মিতব্বয (বিণ)
মহত্তম– মহত্তম (বিণ)
মহানিশংস– মহানিসংস (বিণ)
মোট– থূল (বিণ)
মুষ্টি– মুট্ঠি (পুং)
মুষ্টিমাত্র– মুট্ঠিমত্ত (বিণ)
মন্ত্রণা করা– মন্তেতি (ক্রি)
মন্ত্রণা করিয়া– মন্তেত্বা (অস-ক্রি)
মস্তক– সির (ন) (পুং); সীস, উত্তমঙ্গ (ন); মত্থক (পুং)
মহাসড়ক– অদ্ধান (ন)
মহাপথ– মহামগ্গ (পুং)
মহান– মহন্ত (বিণ)
মাত্রা– মত্ত (অ-কৃ)
মূল্য নির্ধারিত হওয়া– অগ্ঘীযতি (ক্রি)
মারিত হওয়া– মারীযতি (ক্রি)
মনিপালঙ্ক– মণিপালঙ্ক (পুং)
মনে ধারণ করা– মনসিকরোতি (ক্রি)
মানব– মাণৰক (পুং)
মদ্য– মেরয (ন)
মন– মানস, চিত্ত (ন)
মুহূর্ত– মুহুত্ত (ন)
মধ্য– মজ্ঝ (পুং)
মনে উদিত হইয়াছিল– পাতুরহোসি (ক্রি)
মাননীয়– ভো (নি)
মালিক– সামিক (পুং)
মণ্ডপ– মণ্ডপ (পুং)
মুখোমুখী– অভিমুখ (বিণ)

মালিশকৃত– মট্‌ঠ (অ-কৃ)
মহাজনতা– মহাজন (পুং)
মেলামেশা– উপসেৰনা (স্ত্রী)
ময়লা– কচৰর (পুং); মল (ন)
মেরামত করা– পটিসঙ্খরোতি (ক্রি)
মুখরিত (পাখির কলরবে)– কূজিত (অ-কৃ)
মরিচা– মল (ন)
মাথা– উপলিম্পেতি (ক্রি)
মস্তকের চামরা– সীসচ্ছবি (স্ত্রী)
মেষ– মেণ্ড (পুং)
মিথ্যা অপবাদ– অব্‌ভাচিক্‌খন (ন)
মিথ্যা কলঙ্ক– অব্‌ভাচিক্‌খন (ন)
মক্ষিত– মক্‌খিত (অ-কৃ)
মসৃণ– মট্‌ঠ (বিণ)
মৃদু– মুদুক (বিণ)
মালা গাথা– আবুণাতি (ক্রি)
মনে করা– মনোতি, চিন্তেতি, মঞ্ঞতি (ক্রি)
মুক্ত হইতে– ৰিস্‌সজ্জেতুং, মুঞ্চিতুং (তুং)
মর্দন করা– মদ্দতি (ক্রি)
মেধাবী– মেধাৰী (পুং)
মূল্যবান– অৰহ (বিণ)
মার্জিত– ভদ্র (বিণ)
মণ্ডিত– অলঙ্কত, মণ্ডিত, ভূসিত (অ-কৃ)
সমর্থ– সমত্থ (বিণ)
সক্ষম– সমত্থ (বিণ)
সমুদ্রপার– সমুদ্দপার (ন)
সম্বোধন করা– আমন্তেতি (ক্রি)
সম্মত হওয়া– সমনুঞ্ঞো ভৰতি (ক্রি)
স্কন্ধ– খণ্ড (পুং)
সংস্কার– সঙ্খার (পুং)
সমভাবে– অৰিসেসং (ক্রি-বিণ)
সর্বজ্ঞ– সব্বঞ্ঞু (বিণ)
সবসময়– সততং, নিৰদ্ধং (ক্রি-বিণ); সদা (নি)
সনাতন– সনন্তন, পরাতন (বিণ)
সর্বদিকে– সমন্তা (ক্রি-বিণ)
সৈনিক– সেনা (স্ত্রী); বল (ন)
সভা– সভা (স্ত্রী)
সমবেত– সমাগত, সন্নিপতিত (অ-কৃ)
সম্মতি– অনুমতি, অধিৰাসনা (স্ত্রী)
সেবক– পরিচারক, সেৰক (পুং)
সেবিকা– পরিচারিকা, সেৰিকা (স্ত্রী)
সেবা– উপট্‌ঠান (ক্রি-বি)
সেবা করিতে করিতে– উপট্‌ঠহন্ত (বর্ত-কৃ)
সেবা করা– পরিচরতি, উপট্‌ঠাতি (ক্রি)
স্নাত– নহাত, ন্‌হাত (অ-কৃ)
সুন্দর– সোভন, সুরূপ (বিণ)
সৌন্দর্য– রূপসিরি, সরূপতা (স্ত্রী)
সিক্ত হওয়া– তেমেতি (ক্রি)
সত্ত্ব– সত্ত, পাণী (পুং)

সমৃদ্ধ হওয়া– সমিজ্ঝতি (ক্রি)
সফল হওয়া– সমিজ্ঝতি (ক্রি)
সিঞ্চিত– অৰসিত্ত (অ-কৃ)
স্বয়ংজাত– সযঞ্জাত (বিণ)
স্থলজ– থলজ (বিণ)
সম্মুখে আনয়ন করা– অভিনীহরতি (ক্রি)
সতর্কভাবে– সক্কচ্চং (ক্রি-বিণ)
স্বর্গীয়– দিব্ব (বিণ)
সুযোগ– ওতার, ৰার (পুং)
সংযত– সংৰুত (অ-কৃ)
সংগৃহীত– চিত, উপচিত (অ-কৃ)
সংগ্রহ করা– উপচিনাতি (ক্রি)
সংঘ– সঙ্ঘ (পুং)
সমাধি– সমাধি (স্ত্রী)
সমাপত্তি– সমাপত্তি (স্ত্রী)
সম্বন্ধিত হওয়া– সম্বন্ধেতি (ক্রি)
সম্মতি– পটিঞ্ঞা, অনুঞ্ঞা, অনুমতি, অধিৰাসনা (স্ত্রী)
সক্ষম হইয়াছিল– অসক্খি (ক্রি)
সম্ভাগার– সম্ভাগার (পুং)
স্রোত অতিক্রম করিতে করিতে– তরমান (বর্ত-কৃ)
সমূহ– সমূহ (পুং)
স্ফটিক– ফলিক (পুং)
স্রোত– সোত (পুং)
স্যূপ– সূপ (পুং); ব্যঞ্জন (ন)
সুকোমল– সুখুমান (বিণ)
সম্মানহানি– পরাভৰ (পুং)
স্বর্গীয়– দিব্ব (বিণ)
সম্পাদনকারী– কারক (পুং)
সন্দেহ– কঙ্খা, ৰিচিকিচ্ছা (স্ত্রী)
স্বপ্ন– সুপিন (ন)
সকালে– কালস্‌সে'ৰ, পাতো'ৰ (নি)
সুকর– সুকর (বিণ)
স্থবির– থের (পুং)
সম্মুখীন হওয়া– সমাগচ্ছতি (ক্রি)
সাক্ষাৎ হওয়া– সমাগচ্ছতি (ক্রি)
সহিষ্ণুতা– অধিৰাসনা (ক্রি)
সহ্য করা– সহতি (ক্রি)
সমস্ত– সকল, নিরৰসেস (বিণ)
সদৃশ– সদিস, সম, সমান (বিণ)
সমান– সম (বিণ)
সৎকার– সক্কার (পুং)
সংযোজন– সঞ্ঞোজন (ন)
সামান্য– থোক, অপ্পক, কতিপয় (বিণ)
সর্বপ্রথম– সব্বপঠম, অগ্ন (বিণ)
সকাল বেলা– পুব্বণ্হ (পুং)
সমত্তি– সম্পত্তি (স্ত্রী); সন্তক (পুং)
সুগন্ধ– সুগন্ধ (বিণ)
সৌহার্দ্য– সোহজ্জ (ন)
সুবর্ণ লিপ্ত– সুবণ্ণলিত্ত (অ-কৃ)
সন্তুষ্ট– অত্তমন, তুট্‌ঠ, হট্‌ঠ, সুমন (বিণ)
স্বর্ণ– কনক, সুৰণ্ণ (ন)
সোনা– কনক, সুৰণ্ণ (ন)
স্বর্ণময়– সুৰণ্ণময (বিণ)
স্বর্ণকার– সুৰণ্ণকার (পুং)

স্থূল– থূল (বিণ)
সুদর্শন– সুদস্সন, অভিরূপ (বিণ)
সুগতি– সুগতি (স্ত্রী)
সম্মুখে রাখিয়া– পুরক্খত্বা (অস-ক্রি)
সূর্যতাপ– আতাপ (পুং)
সাহায্য– উপকার, অনুগ্গহ (পুং)
সাহায্য করা– উপত্থম্ভেতি, অনুগ্গণ্হাতি (ক্রি)
সর্বশেষ– সব্বপচ্ছিম (বিণ)
সরল– উজু, অকুটিল (বিণ)
সম্মানিত– মানিত, মহিত, গরুকত (অ-কৃ)
সেবা-সৎকার– সক্কার (পুং)
সত্যই– খলু (নি)
সকল প্রকারে– সব্বসো, সব্বথা (ক্রি-বিণ)
সকল উপায়ে– সব্বসো, সব্বথা (ক্রি-বিণ)
সাক্ষাৎকার– সাকচ্ছা (স্ত্রী)
সক্ষম হওয়া– পহোতি (ক্রি)
সমর্থ হওয়া– পহোতি (ক্রি)
সংগৃহীত হওয়া– চীয়তি (ক্রি)
স্রোত প্রবাহিত হওয়া– বুয্হতি (ক্রি)
সুগন্ধিত হওয়া– বাসীয়তি (ক্রি)
স্মরণ হওয়া– সরীয়তি (ক্রি)
সেবিত হওয়া– উপট্ঠীয়তি (ক্রি)
সৌমনস্য– সোমনস্স (ন)
সেভাবে– এবমেব, তথা (নি)
সাহচার্য– উপসেবনা (স্ত্রী)
স্থাপন করা– ঠপেতি (ক্রি)
সাহচার্য করা– পরিচরতি, উপসেবতি (ক্রি)
স্থাপিত– ঠপিত, নিক্খিত্ত (অ-কৃ)
সঠিকভাবে জানা– পরিজানাতি (ক্রি)
সিড়ি– নিস্সেনী (স্ত্রী)
সোপান– নিস্সেনী (স্ত্রী)
সরোবর– সর (পুং) (ন)
সাহিত্য– গন্থাবলি (স্ত্রী)
সামান্য– থোক, অপ্পক (বিণ)
সীমা– ওধি (পুং); সীমা (স্ত্রী)
সংবাদ– লেখন, সাসন, (ন); বার্তা (স্ত্রী)
সহবাস করা– সংবসতি (ক্রি)
স্নেহ– পেম (ন); সিনেহ, পসাদ (পুং)
সর্বনিম্ন– হেট্ঠিম (বিণ)
স্তন্যপায়ী– থীরপায়ী (পুং)
সংবাদবাহক– দূত, সাসনহারক (পুং)
সঞ্চরণ করা– চলতি, সঞ্চরতি, সঙ্কমতি (ক্রি)
সঞ্চরণ– সংসরণ (ক্রি-বি)
সরিয়া যাওয়া– অপেতি, অপগচ্ছতি (ক্রি)
সমীপবর্তী– অবিদূর, আসন্ন, সমীপ (বিণ)
সমূলে উৎপাটিত নয়– অনূহত (অ-

কৃ)
সদা– অভিণ্হং (ক্রি-বিণ)
সর্বদা– অভিণ্হং (ক্রি-বিণ)
সবসময়– অভিণ্হং (ক্রি-বিণ)
সর্বজ্ঞতা– সব্বঞ্ঞুতা (স্ত্রী)
সে কারণে– ততো নিদানং (ক্রি-বিণ)
সৎকার করিতে করিতে– সক্করোন্ত (বত-কৃ)
স্বচিত্ত– সচিত্ত (ন)
সর্বাগ্রে– সব্বপঠমং (ক্রি-বিণ)
সর্বপ্রথম– সব্বপঠমং (ক্রি-বিণ)
সম্বোধি– সম্বোধি (স্ত্রী)
সম্পাদন করা– সম্পাদেতি, পযোজযতি; করোতি (ক্রি)
সম্ভবত– করহচি (নি)
স্থাপিত– ঠপিত, নিক্খিত্ত (অ-কৃ)
স্থাপন করা– ঠপেতি, নিক্খপতি (ক্রি)
সিঞ্চন করিতে করিতে– আসিঞ্চন্ত, আকিরন্ত (বর্ত-কৃ)
স্তুতি– থুতি (স্ত্রী)
স্তুতি করিতে করিতে– থোমেন্ত (বর্ত-কৃ)
সংরক্ষণ– পালনং, রক্খন (ক্রি-বিণ)
সুফল– অত্থ, আনিসংস (পুং)
সমীপ– সমীপ (ন)
সামলাইয়া রাখা– পটিসমেতি (ক্রি)
সারি– রাজি, পন্তি (স্ত্রী)
সংযত করা– সঞ্ঞমযতি (ক্রি)
সৎ– ধম্মট্ঠ, ধম্মিক (বিণ)
স্মরণে রাখা– পচ্চুপট্ঠাপেতি (ক্রি)
সর্বনাশ– পরাভব (পুং)
স্যাণ্ডেল– উপাহন (পুং)
সংস্কৃত (ভাষা)– সক্কত ভাসা (স্ত্রী)
সন্তুষ্টি– সন্তুট্ঠি, তুট্ঠি (স্ত্রী)
সন্তুষ্ট করা– সন্তপ্পেতি (ক্রি)
সুবাসিত– বাসিত (অ-কৃ)
সুগন্ধীজল– গন্ধোদক (ন)
স্মৃতিমান– সতিমন্ত (বিণ)
সূত্র– সুত্ত (ন)
সাপ– ভুজগ, উরগ (পুং)
সেবা করা– পরিচরতি (ক্রি)
সদৃশ– সদিস, সমান, তুল্য (বিণ)
সমান করা– সমং করোতি (ক্রি)
সুতা কাটিতে কাটিতে– কন্তন্ত (বর্ত-কৃ)
সোজা– উজু (বিণ)
সর্বজ্ঞাতা জ্ঞান– সব্বঞ্ঞুতাঞাণ (ন)
সূর্যঅস্তগমন– সুরিযত্থঙ্গম (পুং)
সূর্য– দিনকর, পভঙ্কর, সুরিয, আদিচ্চ (পুং)
সমার্জন করা– সম্মজ্জতি (ক্রি)
সমার্জিত– সম্মট্ঠ, সম্মজ্জিত (অ-কৃ)
সময়– কাল, সময (পুং)
সিংহাসন– সীহাসন (ন)
সাড়ে তিন– অড্ঢুড্ঢ (পুং)

সুতরাং– তস্মা (নি)
স্পর্শ করা– ফুসতি, পরামসতি (ক্রি)
সমাহিত– সমাহিত, নিব্বুত (অ-কৃ)
সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে– সংসারে সংসরন্ত (বর্ত-কৃ)
সংযোগ– সঞ্ঞোগ, সঙ্গম (পুং)
সত্য– সচ্চ (ন)
সঠিক– সম্মা, সাধু (নি)
স্বাগত– স্বাগত (বিণ)
সারসপাখি– সারস (পুং)
সমগ্র– নিখিল, সকল (বিণ)
স্ত্রী– দার (পুং), জাযা (স্ত্রী)
উপার্জন– পটিলাভ (পুং)
ক্রিয়া– ক্রিয়া (স্ত্রী)
ডাকা– আমন্তেতি (ক্রি)
লগ্ন– লগ্ন (অ-কৃ)
সংলগ্ন– লগ্ন (অ-কৃ)
লিপ্ত– লগ্ন, লিত্ত (অ-কৃ)
সমন্বয় করিতে করিতে– সন্ঠপেন্ত (বর্ত-কৃ)
শ্রীবৃদ্ধি করাইয়াছিলেন– ৰড্ঢাপেসি, পাপেসি (ক্রি)
হিতজনক– হিতকর (বিণ)
উত্তেজিত– উব্বিগ্ন, সংবিগ্ন (অ-কৃ)
রাজী হওয়া– সমনুঞ্ঞো ভৰতি (ক্রি)
একমত হওয়া– সমনুঞ্ঞো ভৰতি (ক্রি)
নিঃসঙ্গ– একক (বিণ)
মধ্যে (দুইয়ের)– অন্তরে (সত্তমী)
চিরন্তন– সনন্তন, পুরাতন (বিণ)
পুরাতন– সনন্তন, পুরাতন (বিণ)
রাগান্বিত– রুট্ঠ, কুদ্ধ (অ-কৃ)
রুষ্ট– রুট্ঠ, কুদ্ধ (অ-কৃ)
যত্রতত্র– যত্থ কত্থচি (নি)
অট্টালিকা– ওৰরক (পুং)
শান্ত করা– সম্মতি (ক্রি)
রাজত্বে অভিষেক– রজ্জাভিসেক (পুং)
উপস্থিত হইতে হইতে– উপসঙ্কমন্ত (বর্ত-কৃ)
চতুর্দিকে– সমন্তা (ক্রি-বিণ)
শিল্প– সিপ্প (ন)
হও (তুমি)– অসি (ক্রি)
শিল্পী– সিপ্পী (স্ত্রী)
মত– ৰিয (নি)
যতটুকু– যাৰতক (বিণ)
লব্ধ– পত্ত, অনুপ্পত্ত, লদ্ধ (অ-কৃ)
অর্জিত– পত্ত, অনুপ্পত্ত, লদ্ধ (অ-কৃ)
লাভ করা– পটিলভতি, লভতি, সম্ভুনাতি, পাপুণাতি, পাপ্পোতি (ক্রি)
শুভ– সুভ, মঙ্গল (বিণ)
তপস্যা– তপ (পুং)
শারদীয়– সারদিক (বিণ)
চাঁদোয়া– ৰিতান (পুং) (ন)
যুদ্ধক্ষেত্র– যোদ্ধ-ভূমি (স্ত্রী)
শোভন– সোভন, সুরূপ (বিণ)
রূপশ্রী– রূপসিরি, সরূপতা (স্ত্রী)

হইয়াছিল– অভৰি (ক্রি)
লেপন করা– উপলিম্পেতি (ক্রি)
শয়নকক্ষ– সযনাগার (ন)
যাচিত– যাচিত (অ-কৃ)
শুরু– আদি (পুং)
শরু হওয়া– পভবতি (ক্রি)
প্রাণী– সত্ত, পানী (পুং)
হইতে হইতে– হোন্ত, ভবমান (বর্ত-কৃ)
দেওয়াইতে দেওয়াইতে– দীযমান (কর্ত-কৃ)
নাগরিক– নাগর, নাগরিক (বিণ)
নগরবাসী– নাগর, নাগরিক (বিণ)
নমিত করা– ওনমতি (ক্রি)
বিদায় জানাইয়া (দিয়া)– ৰিযোগাসংসনং কত্বা
ধার (তলোয়ারের)– ধারা (স্ত্রী)
রক্ত– লোহিত (ন)
শরীর– দেহ, কায (পুং) (ন); সরীর (ন)
সিদ্ধকৃত– পক্ক, পচিত (অ-কৃ)
গ্রন্থ– পোথক (পুং) গন্থ (ন)
শ্রীলংকাবাসী– লঙ্কিক (বিণ)
শান্ত– সন্ত (অ-কৃ)
গুড় খণ্ড– ফাণিত খণ্ড (পুং)
শকটের দলনেতা– সত্থবাহ (পুং)
রথ নির্মাতা– রথকার (পুং)
হৃত– হত, হরিত (অ-কৃ)
হরণকারী– হন্তু, হারক (পুং)
হরণ– হরণ, হার (ক্রি-বিণ)
হেতু– হেতু (পুং)
যোজিত করানো– যোজাপেতি (ক্রি)
যুক্ত করানো– যোজাপেতি (ক্রি)
শতবর্ষ– সতৰস্স, ৰস্সসত (ন)
জনৈক– অঞ্ঞতর (বিণ)
রমনীয়– রম্ম (বিণ)
হাত তালি দিতে দিতে– অপ্পোঠেন্ত (বর্ত-কৃ)
শোধন– সোধনা, পরিযোদপনা (স্ত্রী)
জলবায়ু– উতুগুণ (ন)
জড়িত– অল্লীন (অ-কৃ)
মেঘ– অব্ভ (ন); মেঘ (পুং)
শবাধার– মতকদোনি (স্ত্রী)
উপমা– উপমান (ন); উপমা (স্ত্রী)
ধ্যান– ঝান (ন); সমাপত্তি (স্ত্রী)
অনুমতি– পটিঞ্ঞা, অনুঞ্ঞা, অনুমতি (স্ত্রী)
লক্ষ্য করা– সল্লক্খেতি (ক্রি)
শ্বাস গ্রহণ– অস্সাস (পুং)
শান্ত্বনা দেওয়া– সমস্সাসেতি (ক্রি)
নিরন্তর– সততং, নিরন্তরং (ক্রি-বিণ)
গাড়ী– যান, বাহন (ন)
জ্ঞাত করা– সঞ্ঞাপেতি (ক্রি)
রান্না– পাক, পচন (ক্রি-বিণ)
রন্ধন– পাক, পচন (ক্রি-বিণ)
শীতলীভূত– সীতিভূত (অ-কৃ)

রজ্যাভিষেক– রজ্জাভিসেক (পুং)
কিরীট ধারণ (ন)
রাষ্ট্র– রট্‌ঠ (ন)
লোভী– অভিজ্ঝালু, লুদ্ধ (বিণ))
লোলুপ– অভিজ্ঝালু, লদ্ধ (বিণ)
শঠতা– সাঠেয্য (ন)
লালবর্ণ– লোহিতৰণ্ণ (বিণ)
রক্তবর্ণ– লোহিতৰণ্ণ (বিণ)
রোদন করিতে করিতে– কন্দন্ত, রোদন্ত (বর্ত-কৃ)
তরকারী– সূপ (পুং); ব্যঞ্জন (ন)
কাটিয়া ফেলা– উচ্ছিন্দতি (ক্রি)
কর্তনকারী– ছেত্তু (পুং)
আঘাতপ্রাপ্ত– ঘট্টিত, পহট (অ-কৃ)
তৈল ব্যবসায়ী– তেলিক (পুং)
ঘোষণা করা-পকাসেতি (ক্রি)
হ্রাস পাওয়া– পরিহাযতি (ক্রি)
পরিক্ষীণ হওয়া– পরিহাযতি (ক্রি)
তুষ্টি– পীতি তুট্‌ঠি, অভিরতি (স্ত্রী)
হৃষ্ট– হট্‌ঠ, তুট্‌ঠ, রত (অ-কৃ)
হতাশা– খেদ (পুং)
লক্ষ্যস্থান– পত্থিতট্‌ঠান (ন)
গন্তব্যস্থান– পত্থিতট্‌ঠান (ন)
নিঃস্ব– অনাথ (বিণ)
ধ্বংস করা– ৰিনাসেতি, উচ্ছিন্দতি (ক্রি)
শ্রাবক– সাৰক (পুং)
হতাশাগ্রস্ত– খিন্নচিত্ত (অ-কৃ)
সুপরিচিত– অভিঞ্ঞাত, পাকট, বিসিট্‌ঠ (অ-কৃ)
করিও না– মা (নি)
অপসৃত– অব্বূল্হ (অ-কৃ)
পেয়্য– পেয্য, পানক (ন)
শুষ্ক হওয়া– সুস্‌সতি (ক্রি)
শুকাইয়া যাওয়া– সস্‌সতি (ক্রি)
খনিত– নিখাত, খাত (অ-কৃ)
রঞ্জিত– রঞ্জিত (বিণ)
দেখা সহজ– সুদস্‌স (বিণ)
কিনারা– মুখবট্টি (স্ত্রী)
হাতি– কুঞ্জর (পুং)
ঘেরা– পরিক্‌খেপ (পুং)
শেষ– অন্ত (পুং)
যথেষ্ট– অলং (নি)
রুষ্ট– রুট্‌ঠ, রোসিত (অ-কৃ)
রাজদূত– রাজদূত (পুং)
একই– সদিস, সম, সমান (বিণ)
ইত্যাদি– আদি (নি)
ক্ষীণ– খীণ (অ-কৃ)
ক্ষয়– খয (পুং)
বিদ্যমান– ৰিজ্জমান, সংৰিজ্জমান (বত-কৃ)
স্বচক্ষে– সক্‌খি (নি), পচ্চক্‌খং (ক্রি-বিণ)
শ্রদ্ধা– সদ্ধা (স্ত্রী)
শ্রদ্ধাবান– সদ্ধ (বিণ)
যশ– যস (পুং) (ন); কিত্তি (স্ত্রী)
কীর্তি– যস (পুং) (ন); কিত্তি (স্ত্রী)
যশস্বী– পাকট, যস্‌সসী (বিণ)
বিখ্যাত– পাকট, যস্‌সসী (বিণ)
ত্রুটি– ওতার, দোস (পুং); ৰজ্জ

(ন)
ভয়– ভয (ন)
শক্তিহীন– দুব্বল (বিণ)
যুদ্ধ করা– যুজ্ঝতি (ক্রি)
শেষে– অন্তে, ওসানে (সত্তমী)
জেলে– ৰালিসিক (পুং)
উপযুক্ত– অনুচ্ছৰিক (বিণ)
আহার– ভোজন, অন্ন (ন); গোচর, আহার (পুং)
বোকা– বাল (বিণ)
নিমিত্ত– অত্থায (চতুত্থী একবচন)
শঠ– সঠ (বিণ)
মুক্ত– মুত্ত (অ-কৃ)
মৈত্রী– মেত্তা (স্ত্রী)
শকটাগার– ৰাহনাগার (ন) (পুং)
গাড়ীর গ্যারেজ– ৰাহনাগার (ন) (পুং)
লাভ করিয়াছিল– অলত্থ (ক্রি)
শ্রেষ্ঠ– সেট্ঠ (বিণ))
শ্রেষ্ঠতা– সেট্ঠতা (স্ত্রী)
রক্ষা করা– গোপেতি, রক্খতি (ক্রি)
হস্ত– ভুজ, হত্থ (পুং)
হাত– ভুজ, হত্থ (পুং)
হস্তান্তর করা– পটিচ্ছাপেতি (ক্রি)
ধান্যফল– ধঞ্ঞফল (ন)
হইয়াছে– ৰভূৰ (ক্রি)
শোকাভিভূত হইয়াছে– সুসোচ (ক্রি)
ৰঠকারী– সাহসিক (বিণ)
উপনীত হইয়া– উপেচ্চ (অস-ক্রি)
সমবেত হইয়া– সমাগম্ম, সঙ্গম্ম (অস-ক্রি)
হইয়া– হুত্বা (অস-ক্রি)
শুরু করিয়া– আরব্ভ (অস-ক্রি)
জন্মগ্রহণ করিযা– উপ্পজ্জ (অস-ক্রি)
লাভ করিয়া– উপলব্ভ (অস-ক্রি)
নিচে টোকা দিয়া– নিহচ্চ (অস-ক্রি)
জ্ঞাত হইয়া– ঞত্বা, ৰিদিত্বা, অঞ্ঞায, জানিত্বা, অৰেচ্চ (অস-ক্রি)
উপবেশন করিয়া– নিসজ্জ (অস-ক্রি)
লইয়া– আদায (অস-ক্রি)
জ্বালাতন করিয়া– উপহচ্চ (অস-ক্রি)
হয়রানি করিয়া– উপহচ্চ (অস-ক্রি)
ছুড়িয়া মারিয়া– খেপেত্বা (অস-ক্রি)
শির– সির (পুং) (ন); সীস, উত্তমঙ্গ, মত্থক (ন)
শুনিয়াছিলেন– অস্সোসি, সুনি (ক্রি)
শ্রুত– সুত (অ-কৃ)
শ্রবণ– সৰণ (ক্রি-বিণ)
এখানে– ইহ, অত্র (নি)
এথায়– ইহ, অত্র (নি)
মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন লোক– মিচ্ছাদিট্ঠিক, তিত্থিয (পুং)

আশ্রম– অস্সম (পুং)
ষড়াংশ– ছল্‌ংস (বিণ)
লুণ্ঠনকারী– পন্থঘাতক (পুং)
ছিনতাইকারী– পন্থঘাতক (পুং)
হত্যাকারী– লুদ্দক (পুং)
শিকারী– লুদ্দক (পুং)
শৃঙ্গ– সিঙ্গ (ন)
শিং– সিঙ্গ (ন)
ছুড়িয়া মারা– খিপতি (ক্রি)
ছদ্মবেশী– পতিরূপক (পুং)
লোহা– অয (পুং) (ন)
লৌহপাত্র– অযোপেলা (স্ত্রী)
ছিন্ন হওয়া– ছিজ্জতি (ক্রি)
লব্ধ হওয়া– লব্‌ভতি (ক্রি)
শ্রুত হওয়া– সূযতি, সুয্যতি (ক্রি)
ঝুলাইয়া রাখা– ওলম্বীযতি (ক্রি)
টাঙাইয়া রাখা– ওলম্বীযতি (ক্রি)
নিহত হওয়া– হঞ্ঞতি (ক্রি)
নিপীড়িত হওয়া– হিংসীযতি (ক্রি)
ক্ষত হওয়া– ৰণীযতি (ক্রি)
আহত হওয়া– ৰণীযতি (ক্রি)
রত্ন– রতন (ন)
লম্ফ দেওয়া– অব্‌ভুগচ্ছতি (ক্রি)
লাফ দেওয়া– অব্‌ভুগচ্ছতি (ক্রি)
যথা– যথা, সেয্যথাপি (নি)
যেমন– যথা, সেয্যথাপি (ন)
যুক্তি– যুত্তি (স্ত্রী)
রাখা– ঠপেতি (ক্রি)
মৌন থাকা– তুণ্‌হী ভৰতি (ক্রি)
হত্যাকরা– হনতি, হন্তি, মারেতি (ক্রি)
করুণা– দযা, করুনা (স্ত্রী)
রাজা– রাজ (পুং); ভূপতি
রাজ্য– রজ্জ, ৰিজিত (ন)
রাজত্ব– রজ্জ (ন)
হাঁটু পরিমাণ– জণ্ণুমত্ত (বিণ)
জ্ঞান– ঞাণ (ন)
শ্রমিক– ৰেতনিক, কম্মকার (পুং)
শায়িত– নিপন্ন, পঞ্ঞত্ত (অ-কৃ)
হ্রদ– সর (পুং) (ন)
সরোবর– সর (পুং) (ন)
হাসা– হসতি (ক্রি)
মানবী– মাণৰী (স্ত্রী)
যোজন (প্রায় সাত মাইল)– যোজন (ন)
শ্রেষ্ঠ দাতা– দানপতি (পুং)
গ্রন্থাগার– পোথকালয (পুং)
ঢাকনা– পিধান, অপিধান (ন)
জীবন– জীব (পুং); জীৰিত, চরতি (ন)
শ্রামণ্যজীবন– সামঞ্ঞ (ন)
লঘু– লহু, সল্লহুক (বিণ)
হালকা– লহু, সল্লক (বিণ)
লঘুতা– লহুতা (স্ত্রী)
সারি– পন্তি (স্ত্রী)
শ্রেণী– পন্তি (স্ত্রী)
শ্রবণ– সৰণ (ক্রি-বি)
শ্রবণ করিতে করিতে– সুণন্ত (বর্ত-কৃ)
জীবন যাপন করিতে করিতে–

জীবন্ত (বর্ত-কৃ)
জীব– পাণক, সত্ত, পানী (ন)
জীবিকা– জীবিকা (স্ত্রী)
নিম্নজাতির মানুষ– ৰসল (পুং)
হ্রাস পাওয়া– অপচিনাতি (ক্রি)
রব করিতে করিতে– রৰমান (বর্ত-কৃ)
ক্ষণ– খণ (পুং)
ঘৃতমিশ্রিত– ঘাতিক (বিণ)
মিশ্রিত– সংকিণ্ণ, মিস্সিত (অ-কৃ)
গৃহকর্ত্রী– সামিনী (স্ত্রী)
দুর্ভাগ্য– বিপত্তি (স্ত্রী)
দুঃখিত– দীন, দুক্খিত (অ-কৃ)
দুর্দশাগ্রস্ত– দীন, দুক্খিত (অ-কৃ)
ক্ষতি– অপকার (পুং)
রাজধানী– রাজধানি (স্ত্রী)
নড়াচড়া করা– চলতি, সঞ্চরতি, সঙ্কমতি (ক্রি)
ভীষণ অসুস্থ– ৰ্বহাবাধ (বিণ)
ভীষণ উত্তপ্ত– কঠিত (অ-কৃ)
রঙিন– নানাৰণ্ণ (বিণ)
অদূরবর্তী– অৰিদূর, আসন্ন, সমীপ (বিণ)
আসন্ন– অৰিদূর, আসন্ন, সমীপ (বিণ)
উপেক্ষা করা– পমজ্জতি (ক্রি)
রক্ষণাবেক্ষণ– পালন, রক্খন (ক্রি-বি)
রুদ্ধ– রুদ্ধ, বাধিত (অ-কৃ)
ভিক্ষুণী– ভিক্খুনী (স্ত্রী)
শ্রামণের– সামণের (পুং)
লালিত-পালিত– পোসিত, পুট্ঠ (অ-কৃ)
শ্রেষ্ঠতর– উত্তরিতর, সেট্ঠতর (বিণ)
শুধুমাত্র– যাৰদেৰ, এব (নি)
খোলা আকাশ– অব্ভোকাস, অজ্ঝোকাস (পুং)
নিপীড়িত– অভিপীলিত (অ-কৃ)
বাগান– উয্যান (ন); আরাম (পুং)
যুগল– যুগ, যুগল, দ্বয, দিক (ন)
রাজপ্রাসাদ– রাজভৰন (ন)
শীর্ষে– মথকে (সত্তমী)
হইতে পারে– ভবিতব্ব (ভবি-কৃ)
হওয়া উচিত– ভবিতব্ব (ভবি-কৃ)
হওয়া উচিত– ভবিতব্ব (ভবি-কৃ)
গ্রামবাসী– গামিক (পুং)
উপলব্ধকারী– মন্ত্র (পুং)
রোপনকারী– রোপক, রোপ (পুং)
রাখা– ঠপেতি, নিক্খিপতি (ক্রি)
ঋদ্ধিমান– ইদ্ধিমন্ত (বিণ)
গরীব– অধন, দলিদ্দ (বিণ)
ধ্যান করিতে করিতে– ঝাযন্ত, ৰিতক্কেন্ত (বর্ত-কৃ)
খেলা করা– দিব্বতি, কীলতি (ক্রি)
লাঙ্গল– নঙ্গল (ন)
শক্তি– বল (ন); অনুভাৰ (পুং)
রক্ষাকারী– পালেতু, পালক (পুং)
রক্ষিত– গোপিত, গুত্ত (অ-কৃ)
রক্ষা করা– গোপেতি, রক্খতি

(ক্রি)
রাজকুমার– রাজকুমার (পুং)
রাণী– মহেসী, রাজদেৰী (স্ত্রী)
ঘেরা– পাকার (পুং)
কেল্লা– পাকার (পুং)
জ্ঞাতি– ঞাতি (পুং)
মুক্ত– মুত্ত, বিপ্পমুক্ত (অ-কৃ)
রাজত্বকাল– রজ্জকাল (পুং)
রাজত্ব করিতে করিতে– রজ্জং কারেন্ত (বর্ত-কৃ)
শরণ– সরণ (ন)
রাজ্য– রজ্জ (ন)
ফল– আনিসংস, বিপাক (পুং), ফল (ন)
শ্রদ্ধা– অপচিতি (স্ত্রী); গারৰ (পুং)
ভর্ৎসনা করা– পরিভাসতি, অক্কোসতি (ক্রি)
ধার্মিক– ধম্মট্ঠ, ধম্মিক (বিণ)
গর্জন করিতে করিতে– গজ্জন্ত (বর্ত-কৃ)
রাজকীয়– রাজকীয়; (সমাসবদ্ধ আকারে) মঙ্গল (বিণ)
রাজকীয় শয়ন কক্ষ– সিরিগব্ভ (পুং)
রাজকীয় ঋদ্ধি– রাজিসি (পুং)
শিক্ষা– সিক্খা (স্ত্রী)
যজ্ঞ– যঞ্ঞ (পুং)
শালবন– সালৰন (ন)
লবলাক্ত– লোণিক (বিণ)
নিকায়– নিকায, গণ (পুং)
রব করা– রৰতি (ক্রি)
ছিটানো– আকিরতি (ক্রি)
যন্ত্রণাদায়ক– কটুক, তিখিণ (বিণ)
রৌপ্য– রজত (ন)
রোগ– আবাধ, রোগ (পুং)
রোগী– গিলান, রোগী (বিণ)
মান্য করা উচিত– মারেতব্ব (ভবি-কৃ)
রাখা উচিত– ঠপেতব্ব (ভবি-কৃ)
শয্যাসন– সেনাসন, সযনট্ঠান (ন)
ঘ্রাণ নেওয়া– ঘাযতি (ক্রি)
ফাঁদ– পাস (পুং)
চিহ্নিত– চিত্ত, কম্মাস (বিণ)
শনাক্ত– চিত্ত, কম্মাস (বিণ)
ফালা ফালা করা– ফালেতি (ক্রি)
খরচ করা– ৰিস্সজ্জেতি (ক্রি)
শ্রেণী– ৰিকতি, জাতি (স্ত্রী)
রকম– ৰিকতি, জাতি (স্ত্রী)
যোদ্ধা– যোধ, ভট (পুং)
হাঁচি দিতে দিতে– খিপন্ত (বর্ত-কৃ)
চেষ্টা করা– পরক্কমতি, উস্সহতি, উপক্কমতি (ক্রি)
তলা (বিশিষ্ট)– ভূমক (বিণ) (ইহাকে সমাসবদ্ধ আকারেই শুধু দেখা যায়।)
শুষ্ক খড়কুটা– পলাল (ন)
নিশ্চিৎ– ধুব (বিণ)
নিঃসন্দেহে– বে, কামং, (নি)
হাঁস– হংস (পুং)
তরল পানীয়– পান, পানক (নি)

লেজ– নঙ্গুট্‌ঠ (ন); ৰালধি (পুং)
শরণ গ্রহণ করা– সরণং গচ্ছতি (ক্রি)
শিক্ষক– আচরিয, সত্থু (পুং)
শাস্তা– সত্থু (পুং)
শিক্ষা দেওয়া– সিক্‌খাপেতি, উগ্গণ্‌হাপেতি (ক্রি)
শুষ্ক করিতে– সোসেতুং (তুং)
শুকাইতে– সোসেতুং (তুং)
শোক করিতে– সোচিতুং (তুং)
নিয়া যাইতে– হত্তুং, হরিতুং (তুং)
বহন করিতে– হত্তুং, হরিতুং (তুং)
শক্ত– দলূহ (বিণ)
এই পরিমাণ– এত্তক (বিণ)
পদদলিত করা– মদ্দতি (ক্রি)
চড়াও হওয়া– অক্কমতি (ক্রি)
গৃহ শিক্ষক– সিক্‌খাপক (পুং)
যাবৎ– যাৰ (নি)
বিশ্ববিদ্যালয়– নিখিল বিজ্জালয (পুং)
যাহা লাভ করা অসম্ভব– অলভনেয্য (ভবি-কৃ)
যান– ৰাহন, যোগ্ন (ন)
হাটিহাটি– গমন, সঞ্চরণ (ক্রি-বি)
যুদ্ধ– যুদ্ধ (ন); সঙ্গাম (পুং)
যত্রতত্র– যত্থ কত্থচি (নি)
রোদন করা– পরোদতি (ক্রি)
ক্রন্দন করা– পরোদতি (ক্রি)
সক্ষম হইয়াছিল– অসক্‌খি (ক্রি)
হইয়াছিল– অহোসি, অভবি (ক্রি)
ক্ষত্রিয়– খত্তিয (পুং)
হেমন্ত– হেমন্ত (পুং)
লৌকিক– লোকিয, লোকিক (বিণ)
বন্দিত– বন্দিত (অ-কৃ)
নমস্কার করিতে করিতে– নমস্‌সমান (বর্ত-কৃ)
শাবক– পোতক (পুং)
যোজিত– যোজিত (অ-কৃ)
গাই গরু– চমরী (পুং)
লিখিত– লিখিত (অ-কৃ)
মূল্য– দাম (পুং)
ক্ষত– খত, ৰণিত (অ-কৃ)
হইতেন– অভবিস্‌সা (ক্রি)
লাভ করিতেন– অধিগচ্ছিস্‌সা, পাপুণিস্‌সা (ক্রি)
লাভ করিত– লভেথ (ক্রি)

[সমাপ্ত]